রক্তের টানে

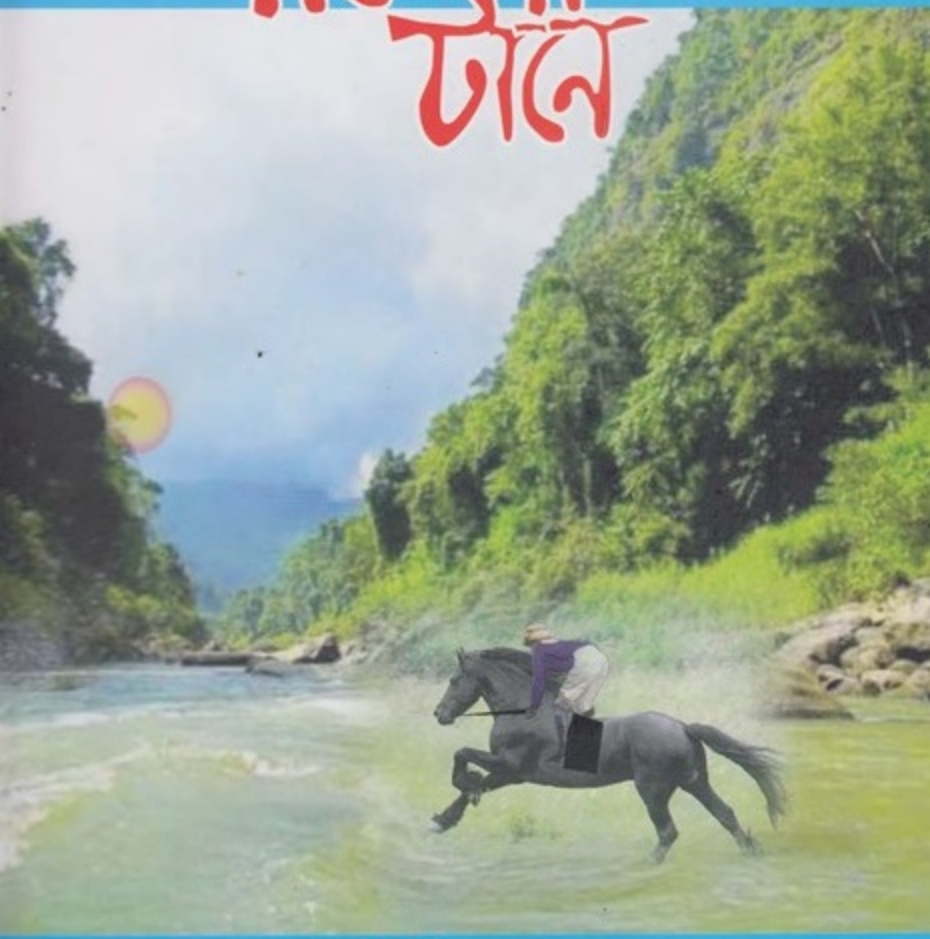

বশীর উদ্দীন আহম্মেদ

রক্তের টানে

বশীর উদ্দিন আহম্মেদ

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

রক্তের টানে

বশীর উদ্দিন আহম্মেদ

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

রিভিউ এবং সম্পাদনা

আসাদ বিন হাফিজ

প্রচ্ছদ : মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য : ২২০.০০

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

Raktartane, Written by–Bashiruddin Ahmed, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk.220/- US $ 7 .00 **ISBN. 984 –70241 – 0073 - 3**

www.pathagar.com

পটভূমি

অগাধবিত্তবান ও পরিশ্রমী আদর্শ পিতার আদর্শতায় ফাহমিদা আহম্মদ পান্না পরিবারের সুনাম রক্ষায় শিশুকাল থেকেই ব্যবহার, আদবকায়দা, শিক্ষাদীক্ষা ও সত্যনিষ্ঠ সংগ্রামে সমাজে প্রচুর সুঘ্রাণ ছড়ালো। শাস্ত্রবিহিত প্রত্যুৎপন্নমতি যুক্তিতর্কবাগ্মী অধ্যবসায় ও স্বভাব চরিত্রে প্রকাশ পেল তার ক্ষিপ্রতা। ভালোবাসলো পরিবারের সকলকে, ধর্মকে, গরীব জনসাধারণকে, মায়ায় জড়ালো বাংলার পলিমাটি। নিঃশ্বাসে টেনে নিলো বাংলাদেশের মুক্ত বায়ু। কিশোরী জীবনের প্রথম অধ্যায়ই ভালোবাসতে শুরু করলো রূপসীবাংলার ভাষা, শস্য শ্যামল ও বহুধর্মীয় নর-নারীকে। কিন্তু আশ্চর্য হলো ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের পূর্বের বাংলাদেশ এবং বর্তমান কালের বাংলাদেশের মানচিত্রের তফাৎ দেখে, দুঃখে ভারাক্রান্ত হলো তার হৃদয়, বাংলামাতার অর্ধবাংলা ছিন্ন হয়ে ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। তার মন হাহাকার করে কেঁদে উঠলো, একই ভূমির জনগণ, একই রক্ত, একই ভাষা, একই বর্ণ তবু কেন এতো ছিন্নভিন্ন; কিন্তু কেন! কেন!! কেন!!! এই কেন এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরো উপলব্ধি করলো বাংলামায়ের এ খণ্ডাংশ বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশও করুণভাবে মেঘাচ্ছন্ন। তাই কুমারী সুপ্তমন কাঁদলে বাঙালিসত্তায় রক্ত ঝঙ্কার তুললে নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। উত্তম সুযোগে শিক্ষাজীবনেই বিদ্রোহের ন্যায় সমগ্র বাংলার ইতিহাস তথ্য ও যুক্তিসহ তুলে ধরলো সংগ্রামী সহপাঠী ছাত্র সমাজে, সাধারণ সমাজে এবং বন্ধুবান্ধব পরিবারবর্গে। অদম্য অভিলাষিণী ব্যক্তিত্বধারিণীর মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও সমগ্র বাংলামুল্লুকের প্রেমিকার উদ্দেশ্য বুঝে এক বিজ্ঞ বর্ষিষ্ঠজন তাকে শিখালো রাজনীতির পরিণতি। কিন্তু পান্না দমলো না। অটল রইলো স্বীয় সংকল্পে। চলার পথে মনের অজান্তে কখন এক নিঃস্ব পরিবারের যুবককে ভালোবেসেছে, তা সে নিজেও জানে না; হায়রে নিয়তির পরিহাস, পরিবারের প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার মধুলগ্নে মনের অজান্তেই জানলো তার গোপনীয় পরিচয়। সে কে, তার পরিচয় কী এবং সে এখন কোথায়? শুরু হলো রক্ত ঝঙ্কার, সে আক্রোশে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে চলল আঁধার রাতে রক্তের প্রতিশোধ নিতে। উল্কা গতিধারিণী রক্তঝঙ্কার শেষে বঙ্গমাতার খণ্ডাংশ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের রাহুগ্রস্তের কবল হতে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে কি?

- লেখক

www.pathagar.com

উৎসর্গ

লোকান্তরিত
চাষি পিতার
স্মরণে

www.pathagar.com

অভিমত

জনাব বশীর উদ্দিন আহম্মেদ বয়সে প্রবীণ হলেও লেখার জগতে ততটা সুপরিচিত নন। স্বাভাবিকভাবেই তার লেখায় প্রাচীন শব্দের আধিক্য প্রবল। তবে ঘটনার গতি প্রবাহের কারণে বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় না। **"রক্তের টানে"** তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ উপন্যাস। ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় তিনি চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন কাহিনীর পরতে পরতে।

মানুষ সব কিছুই ভুলতে পারে, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা কঠিন। যেমন যারা বিদেশে থাকে তাদের মন পড়ে থাকে দেশের মাটিতে। উপন্যাসে দেশপ্রেম, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার তিনি যে জগৎ নির্মাণ করেছেন তার কারণে বইটি সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে বলেই আমার বিশ্বাস। চিন্তার স্বচ্ছতা, বক্তব্যের দৃঢ়তা, শৈশবের নষ্টালজিয়া অনেক কিছুই আছে এ উপন্যাসে যা পাঠককে আকর্ষণ করবে, উদ্বুদ্ধ করবে, সজাগ ও সচেতন করবে। বড় লোকের দুলালী নয়, মাটির মানুষের একজন হয়েই নন্দিনী বেঁচে থাকবে সবার মাঝে।

আমি সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত হয়েছি তাঁর ইতিহাস সচেতনতা ও দেশপ্রেম দেখে। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে নতুনভাবে স্ব-সমাজ ও স্বদেশের প্রতি, নিজস্ব কৃষ্টি কালচারের প্রতি আকর্ষণ করছেন। বড়রা তো বটেই আমি প্রত্যাশা করবো তরুণরা কষ্ট হলেও বইটি পড়ার চেষ্টা করবেন। এতে তারা উপকৃত হবেন এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ – কে ধন্যবাদ জানাই এমন একটি উপন্যাস আমাদের উপহার দেয়ার জন্য।

(আসাদ বিন হাফিজ)

www.pathagar.com

অভিমত

বশীর উদ্দিন আহম্মেদ ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন লেখক। তাঁর মননে বিশ্বের প্রেক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার স্মৃতিময় মিনার। সে সৌধ-মিনার প্রতিনিয়ত জ্যোতি ছড়াচ্ছে এই মর্মে যে, হে বাঙালি! কী তোমার আত্মপরিচয়, জাতিসত্তাই বা কী? কোন কারণে তুমি কবিকে একথা লিখতে অনুপ্রেরণা যোগালে 'হায়রে রঙ্গে ভরা বঙ্গ, কেন এতো বহু ভঙ্গে 'ভঙ্গ'। তোমাকে নিয়ে সর্বনাশী খেলার কি শেষ নেই। স্বার্থবুদ্ধির গ্রহদোষে যারা তোমার এ করুণ পরিণতি সাধন করেছে তাদের হাত থেকে যুক্ত হয়ে কবে তুমি আমাদের কাছে দীনেশচন্দ্র সেনের সেই বৃহৎ 'বঙ্গ' এর সাবেকী চেহারায় অবতীর্ণ হবে। বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং আন্দোলন-সংগ্রাম সামনে রেখে অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে যেমন- মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ', ইবনে রশীদের 'ফাল্গুন ঝরা', চৌধুরী শামসুর রহমানের 'সন্তান গড়', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', সরদার জয়েনউদ্দীনের 'নীল রং রক্ত', সত্যেন সেনের অভিশপ্ত নগরী', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ', সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন', আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', শওকত আলীর 'যাত্রা', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', 'খোয়াবনামা', প্রভৃতি। এরই ধারাবাহিকতায় **বশীরউদ্দিন আহম্মেদ লিখেছেন 'রক্তের টানে' উপন্যাসটি**। পলাশী থেকে অদ্যাবধি (২০১৪) বাঙালি তার বাঙালিত্ব কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছে অথবা কেন-ই বা ছোট্ট একটু ব-দ্বীপ ভূমির 'পর এত ভাঙ্গা-গড়া, চড়াই-উৎরাই, বিদেশী-বিভাষীর লোলুপ দৃষ্টি। একই ভাষা নৃগোষ্ঠী নিয়ে কি একটি চমৎকার জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারতো না? যেখানে কবিগুরুর 'সোনার বাংলা' আক্ষরিক অর্থে স্বার্থকতা খুঁজে পেত? ইতিহাসের নিমর্ম-বাঁক সেদিক ফিরে চায়নি বলে প্রায় তিনশ' বছর ধরে বংশ পরম্পরায় সচেতন ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ, উঢ়াটনউৎকণ্ঠায়, অতিষ্ঠ করে দেখেছে।

www.pathagar.com

বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমাদের আবহমান বাংলার জীবনচেতনার প্রণালী-প্রবাহ। **'রক্তের টানে'** উপন্যাসের নায়িকা ফাহমিদা আহম্মেদ পান্না ইতিহাসের ধারায় বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক ভাবনার জারক রসে নিজেকে জারিত করে চমৎকার এক বিদ্যদৃষ্টি উপহার দিয়েছে। উপন্যাসটির প্রতিটি ঘটনার সাথে এমনভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে যে পাঠকের অন্তরে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ফলে জীবনবাদী শিল্পী লিওটলস্টয়ের সঞ্চারবাদের মতো উপন্যাসটি গ্রোগ্রাসে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠকের নিষ্কৃতি নেই। চমৎকার ভাষা বিন্যাস, জীবনদৃষ্টির সাবলীলতা, ইতিহাসের নিয়ামক পাঠ এক্ষেত্রে অনকূল অন্বয়ে প্রতীতি জুগিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, ইতিহাসের হিম-শীতল অতীতও যে পাঠকে সহজে নাড়া দিতে পারে- সেক্ষেত্রে লেখকের সমাজ বিন্যাসের সূক্ষ্ম-নিপুণ রসবোধ-সাঙ্গীকরণসত্তা এবং চমৎকার Plot গঠন কৌশলকে কোনভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। সর্বোপরি ফাহমিদা আহাম্মদ পান্নার চিন্তা-চেতনা, প্রেম-ভালোবাসা দ্বন্দ্ব-সংঘাত উপন্যাসের পরিণতি-স্বার্থকতার ক্ষেত্রে ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। চুম্বকীয় এ চরিত্রটি উপন্যাসিকের মানসকন্যার প্রতিভূ-প্রতীক এত কোনো সন্দেহ নেই।

ড. মোঃ রিজাউল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'রক্তের টানে' উপন্যাসের লেখক বশীর উদ্দিন আহম্মেদ এর পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আশ্চর্য হই। বঙ্কিমীয় ভঙ্গিতে লেখা তার কর্মজীবনের শেষ দিকের উপন্যাসটি এ প্রকাশনালয়ে প্রকাশের আবেদন করেন। যার বিবরণ কিছু উল্লেখ না করলেই নয়। নায়িকা প্রধান উপন্যাস চরিত্রে দেখা যায়, সচেতন শিক্ষিত এবং কর্মঠ ব্যক্তির আদর্শতায় রক্তের বাঁধনে সন্তানাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনি চরিত্র প্রধান ফাহমিদা আহাম্মদ পান্নার ছাত্রী জীবনেই উন্মেষ ঘটে।

মাতাপিতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন এবং সমাজে তার চমৎকার ব্যবহার। তারুণ্যচঞ্চলতার মাধ্যমে পিত্রালয়, শিক্ষালয় এবং বন্ধুবান্ধব মহলে প্রকাশ করে তার মনের অভিলাষ। সে মাতাপিতাকে যে রকম ভালোবাসে; তেমনি মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে গিয়ে দেশের পূর্ব ইতিহাস জেনে বিস্ময়াপন্ন হয় তার মন। ভারত উপমহাদেশে বিশাল প্রদেশ ছিল বাংলা, সেই বাংলামুল্লুক কেন ছিন্ন ভিন্ন! বাংলামায়ের সন্তানদের দেহে কি বাংলামায়ের রক্ত নেই? পূর্বের ন্যায় আজো আকাশে চাঁদ-সূর্য উদয় হয়, তবু বাংলার মাটির অঞ্চলসমূহ দিগ্বিছিন্ন। শুধু তাই নয়, ভাষাটিও হুমকির মুখে। তাই লেখক কথাসাহিত্যে পূর্ব ইতিহাস টেনে নায়িকার উক্তিতে পরিতাপ প্রকাশ করেছেন।

মাতৃভূমি দরদিনীর মনের ক্ষোভ ঝাড়তে সুযোগ পায় মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শিক্ষালয়ের প্রতিযোগিতামূলক বক্তব্য মঞ্চে। আবার অন্য এক বিশিষ্ট জনের সঙ্গে ঘরোয়া তর্কে বেরিয়ে আসে দেশের টান, জাতির টান, স্বজনের টান ও মাতৃ ভাষাভাষী ভ্রাতৃত্ব রক্তের টান এবং এর অতীত ইতিহাস।

আমি চমৎকৃত হয়েছি লেখকের ইতিহাস সচেতনতা ও দেশপ্রেম দেখে, উপন্যাসটি পাঠকদের রসাস্বদনের পাশাপাশি ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক দ্বারোদঘাটন করবে এবং সত্যের সন্ধান দেবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। লেখক উপন্যাসের শেষ দিকে নায়িকার স্বীয় রক্তের উৎস জেনে যে রক্তের সঙ্ঘাত ঘটে তা ভাষার মাধুর্যতায় নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করেছেন। আমি অতিশয় প্রত্যাশী বড়রা তো বটেই তরুণরাও কষ্ট হলেও বইটি পড়ার চেষ্টা করবেন। পাঠকবর্গ যারা ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু তাদের কিছুমাত্র উপকার হলে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর প্রকাশনায় স্বার্থক হয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রশাসন ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

অই বাংলার নন্দিনী, অশ্বত্থ আড্ডায় অপেক্ষা করিস; খবর আছে।

চমক খবর দিয়ে সহপাঠিনী চলে গেলে পান্নাও পিছনে না ফিরেই শ্রেণীকক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। শিক্ষালয় সখির নিকট কী খবর থাকতে পারে, তা আর ভাবতে হলো না; প্রফুল্ল বদনে সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে অদৃশ্য হলো। উচ্চাভিলাষী পিতার আদুরে কন্যা ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করছে। তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে পরিবারের মতবিরোধ হয়নি, পিতাও সন্তানদের কর্মে গর্বিত; সন্তানগণও পিতার মানরক্ষায় তৎপর, ফলে সুনাম ছড়াচ্ছে।

অযথা সময় নষ্ট না করে পান্না আড্ডাস্থলে চিরকুট লিখে বাড়ীপানে ছুট দিলো। বিদ্যানুরাগিণী স্বনামধন্য ছাত্রী, মার্জিত স্বভাবধারিণী, ভদ্রতায় মাধুরীপূর্ণা হলেও বহুরূপিনী, স্বেচ্ছাচারিণী, ধনকুবের তনয়া; তাই আজও রংচংগা বাহন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনে ব্যতিক্রম করেনি।

পান্না তিন ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়া, অগ্রজ-অনুজা পাঁচ বছরের ছোট বড়; স্বাবলম্বী পিতার দুলালিনী, জননীর নিকটও আকর্ষণীয়া, কর্ত্রী সন্তানদেরকে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন, কখনো কখনো বেসামাল হচ্ছেন; তাই আজও কন্যার পানে চেয়ে থেকে যথাসময় বাহনের শব্দ শুনে ছুটে গেলেন, নিশ্চয় স্নেহাশীল মাতা।

লতাপাতা ঝুলানো বিদেশী ঢংয়ের বাংলোবাড়ীর সামনে এসে মাতাকে দেখে ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির খেলা খেলে গেল, বুঝতে দেরী হলো না, মমতাময়ী রেগেছেন, জননীর পানে চেয়ে বলল, 'মাগো! আজও দাঁড়িয়ে, কী করব মা, বলেন তো! আমি তো আর ছোট নই যে, চোখের জল ফেলে চেয়ে থাকতে হবে?' কন্যার সৌহার্দে বললেন, 'তোকে তোর পিতা কতবার মানা করেছেন, 'ঐ পুরাতন গাড়িখানা নিবি না, কিন্তু তুই কোনো দিনই শুনলি না, জানিস না! ঐ গাড়িখানা তিনি কত ভালোবাসেন, তবু ওটা না নিয়ে নতুন জিপ, মোটরবাইক, কালো ট্যাক্সি ও ঘোড়াগুলো তো নিতে পারিস, তা করবি না!

www.pathagar.com

এটাই নিতে হবে, জেদী মেয়ে, যা ভাবে; তাই করে, ঐ পুরানটাই যেন ওর বেশি দরকার।'

জননীকে চুমু খেয়ে বলল, 'তা পারবো না কেন, মোটরবাইক আর ঘোড়া নিলে বাবার বন্ধুর ছোঁকরা বড়ই জ্বালাতন করে; সে জন্য নেওয়া হয় না। আপনি যখন বলছেন, তবে কাল থেকে ব্যবহার করবো, কিন্তু মাম্মি, ভাঙা গাড়ি নিলে ওরা ফিরেও তাকায় না। আরামে চলতে পারি, বিরক্ত হতে হয় না।' পান্না পুনরায় চুমু খেলে আনন্দে কেয়া আহাম্মদের চোখের পাতা বুজে এলো, মেয়েকে জড়িয়ে বললেন, 'চল মা! ঘরে চল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছি, আয় তাড়াতাড়ি খাবি।'

মা মেয়ে চলাকালে পান্নার বুঝতে বাকি রইল না, আজও তার মাতা নিজ হাতে খাবার তৈরি করেছেন। তাই রেগে কইল, 'আপনি কেমন মানুষ আম্মু! আজও নিজ হাতে খাবার তৈরি করেছেন, বাড়ীতে কি অন্যলোক নেই যে, সমস্ত কাজ আপনাকে করতে হবে।'

'কেন-রে, তা থাকবে না কেন; আগেও ছিল, এখনো আছে।' হেসে কেয়া আহাম্মদ পান্নাকে বললেন, 'তা হলে কেন, আমার খাবার অন্যলোক দিয়ে না করিয়ে নিজে করছেন।'

ঃ 'তোদের কাজ আমি করবো না, তবে কে করবে রে হতচ্ছাড়ি, তোরাই তো আমার সব।'

ঃ 'আম্মিজান! আমার কাজ আপনি আর করবেন না। অন্যকে দিয়ে করাবেন। আপনি শুধু চুয়াকে দেখবেন।'

ঃ 'তা কেন-রে বাছা, তুই কি আমার পর?'

আদর করে কেয়া আহাম্মদ পান্নাকে বললেন, 'শাহেদ এ সংসারে আসার পাঁচ বছর পরেই তুই এসেছিস। তোর পাঁচ বৎসর পরে চুয়া। তাই দেখ, ও এখন বাড়ী নেই, তোরা দু'বোনই আমার সব।' দোতলার সিঁড়ি পেরিয়ে কন্যাকে ছেড়ে বললেন, 'যা মা, হাত মুখ ধুয়ে আয়। খাবার সাজাচ্ছি।' পান্না মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আচ্ছা মা! বলেন তো, অনেকদিন পূর্বে আমরা কি এ বাড়ীতেই ছিলাম; আমার মনে পড়ে এতোটা ফাঁকা জায়গায় ছিলাম না।' পান্না হঠাৎ প্রশ্ন করলে, কেয়া আহাম্মদ মুখ বাঁকা করে বললেন, 'অ-অ তুই আগের সেই বাড়ীর কথা বলেছিস। হ্যাঁ মা! ঐ কথা পরে শুনবি। এখন যা হাতমুখ ধুয়ে আয়, তাড়াতাড়ি ভাত খাবি।'

কেয়া আহাম্মদ বার্ধক্যে পৌঁছলেও সৌষ্ঠবী দেহখানা অটুট, দেহমন সতেজ ও কর্মঠী। তাই সন্তানদের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছেন, কখনো বিরক্ত হননি।

www.pathagar.com

যদিও কন্যারা জ্বালাতন করে তন্মধ্যে পান্নাই বেশি। ওর জন্যে কেয়া আহাম্মদ উদ্বিগ্ন। টেবিলে খাবার সাজানোকালে পান্না এসে বলল, 'বলেন তো মাম্মি, আপনার মাথার চুল কত ভাগ পেঁকেছে?' কন্যার দিকে না ফিরেই বললেন, 'তোর দরকার থাকলে গুনে দেখ।' পান্না খিলখিলে হেসে কইল, 'বয়েই গেল, পাঁকা চুল গুনতে; আমার যেন কাজ নেই।' আসনে বসে থালা সামনে টেনে নিলে কেয়া আহাম্মদ কন্যাকে বললেন, 'কাজ থাকলে তাড়াতাড়ি খেয়ে-নে। দেখিস কেউ এসে ডেকে নেবে।' পান্না মাতাকে বলল, 'আম্মি, আপনার থালা কৈ?' 'নতুন করে বলতে হবে নাকি, জানিস না, চুয়া না আসা পর্যন্ত কিছুই খাব না।' পান্না শাসন হজম করে বলল, 'নাহ্, জানতে হবে না। আর কত দিন অনাহারে থাকবেন! এ বাড়ীতে লোক নেই নাকি, ওদের দিয়ে করালেই তো হলো। যতসব ঝামেলা।'

কন্যার থালায় মাংস দিয়ে বললেন, 'নে, এগুলো খেয়ে নে; ভুলিস-নে কিন্তু।' 'আমি ভুললে আপনার ছোট পুত্রী খাবে; সে দিকে খেয়াল রাখুন।' পান্নার কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে বললেন, 'তোর খাবার, তুই খা; অন্যের প্রতি তাকাবি না। কে খেলো, কে খেলো না; তা দেখার আমিই আছি।' মাথা চুলকিয়ে পান্না বলল, 'আচ্ছা খাচ্ছি, রাগবেন না।' 'হ্যাঁ! তাই করো।' চোখ ঘুরিয়ে ঘর হতে কেয়া আহম্মদ নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কাজের ছুকরী 'ছবি' এসে বলল, 'আপা, এই আপনার টেলিফোন।' বাক্‌যন্ত্র কানে চেপে ধরে বেরুলে হেঁসেল ঘর হতে কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'তেজি মেয়েটাকে আল্লাহ্‌তায়ালা কবে যে মানুষ করবেন, তিনিই জানেন।' অজানা ভয়ে শরীরখানা ঝেঁকে উঠলে নিশ্চল হলেন, তখনই অতীত তত্ত্ব মনের পর্দায় ভেসে উঠলে পাখির কিচির মিচির শব্দে নিজেকে হারালেন।

'খালা আম্মা! গোসলের পানি দিয়েছি, গোসল করবেন।' ছবির কথায় কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'হ্যাঁ ছবি, যাচ্ছি।'

শরীফ আহাম্মদ, পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়সী হলেও, কঠোর পরিশ্রমী; সে সাক্ষ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিচ্ছে। অর্থোপার্জনের পাশাপাশি পুত্রকন্যাকে মানুষ করছেন, সমাজে প্রতিপত্তি বাড়ছে; তার চেয়ে সম্মান্বিত হচ্ছেন, সন্তানদের কর্মকারণে। প্রথম সন্তান বিলেত ফেরত, উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে, ছেলের সম্মানী পদে চাকরি হবার পর শরীফ সাহেবের বুকের ছাতি আরও প্রশস্ত ও মন প্রফুল্ল হয়েছে। চাপা স্বভাবের মানুষ, মনের শান্তি মনেই রেখে অর্থ ও অন্তজ অহংকার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করছেন না।

www.pathagar.com

জনাব শরীফ সাহেব কৈশোরেই বাড়ী হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। স্বল্পশিক্ষিত হলেও জীবনরক্ষার তাগিদে এক বৃহৎ কোম্পানিতে চাকরিও করেছেন। কর্মক্ষেত্রে সুনামের পরিবর্তে হিংসার কবলে পড়ে চাকরি হারিয়ে ঠিকাদারী পেশা বেছে নিলেন। সুনাম বদৌলতে অন্য অফিসগুলোর কাজ বাগালেন। ভাগ্যসুপ্রসন্নতায় উন্নতির সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কেও নিবিড়তা বাড়লো। মাতৃ-পক্ষীয় আত্মীয়ের পরামর্শে অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঞ্চয় বাড়ালেন। পরস্পর ঝুঁকি নিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রমকালে দেশের প্রতিটি অঞ্চল চষে বেড়ালেন। পথে প্রান্তরে পরিচয় ঘটলো অসংখ্যজনের, ফলে শিখলেন পাত্র অপাত্রের ব্যবহার। চতুর ব্যক্তি সর্বস্তরে জাল ফেলে প্রতিপর্বে উত্তীর্ণ হলেন। তখন দ্বিতীয় সন্তান ঘরে এলে সংসার আলোকিত হলো। প্রতিবেশীরা লক্ষ্য করলেন, শরীফ সাহেবের সংসারে অসম্ভব রকম উন্নতি হচ্ছে, যেন রাতারাতি হিরা-মানিকে ঘর ভরছে। নিন্দুকেরা বলছে, 'বিধাতা শতহস্তে ধন ঠেলছে।'

সময় আবর্তনের ফলে অপ্রত্যাশিতে এক জমিদারপুত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তিনি একদিন বললেন, 'মনে কষ্ট নিবেন না শরীফ সাহেব, বেশ কিছু দিন যাবৎ আপনার সঙ্গে চলছি; বহু জায়গায় জলপান করেছি কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তাই বলছিলাম, সুযোগ পেলে আসেন আমাদের গ্রামের বাড়ী, নিভৃত পল্লিতে ঘুরলে ভালোই লাগবে।'

ঃ 'আমিও তাই ভাবছি, হতদরিদ্র মানুষ নিমন্ত্রণ করতে সাহস পাইনি; গরীবখানায় চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো, আসেন কাঙ্গালের ঘরে পদধুলা পড়লে ধন্য হবো।'

ঃ সৃষ্টিকর্তা আপনাকে কম দেননি, তবে কেন বন্ধু নিজেকে হেয় করছেন, ঠিক আছে, আগামীকালই যাবো; ভাবীকে বলবেন, মাতালটা চা পানেই ধন্য হবে।'

ঃ ভাবতেও পারিনি দ্রুত পরাস্ত করবেন, তা পদধুলা ফেললেই ধন্যই হবো।'

পরদিন শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ জেলার জামশেদপুরের অধিবাসী, খেতাবধারী মোহাম্মদ একরাম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র, চিরকুমার ইমরান চৌধুরী চায়ের আমন্ত্রণে এসে বললেন, 'বন্ধু! একটি কথা বলবো, অযাচিত মনে করবেন না।'

ঃ 'আপনি শুধু মেহমানই নন, বন্ধুও বটে; উপদেশ নির্দ্বিধায় বলুন।'

ঃ 'সর্বদা মানুষের কাছে অর্থ থাকে না, আর অর্থ থাকলেও সঠিক সময়ে ব্যবহার হয় না, অকারণে নষ্ট হয়। তাই বলেছিলাম, এখনো সংসার ছোট,

www.pathagar.com

ভাড়াবাড়ীতে আছেন; অসুবিধা হচ্ছে না। আগামী সময়ে অসুবিধা হবে। সর্বক্ষণ অর্থ ধান্দায় ঘুরছেন, প্রচুর উপার্জনও করছেন, এখনই কাজে লাগান।'

ঃ 'কিভাবে?'

ঃ 'সে জন্যই তো বলছি, যারা অর্থোপার্জন করেন, তারা অনেক কিছুই বুঝেন না। তাই আমার উপদেশ, এ অঞ্চলে বেশ কিছু জমি বিক্রি হবে, ওগুলো হস্তগত করুন, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। কারখানাও গড়তে পারবেন, বিলাস আবাসও তৈরি করতে পারবেন।'

শরীফ আহাম্মদ বন্ধুর উপদেশ ফেললেন না, জমি কিনে বাড়ী বানানোর সংকল্প নিলেন। আহ্নিক গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠিকাদারি পেশায় উন্নতি হলেও কর্মচারীদের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন না। কখনো কখনো নিজ হস্তে গাড়ি চালিয়ে দেশের প্রতিটি শহর, পাহাড়, অরণ্য সর্বত্র ঘুরেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক শীতের অবসরে শরীফ আহাম্মদ একরাম উদ্দিন চৌধুরীর বাড়ীর উদ্দেশে ছুটলেন, সঙ্গে স্ত্রী, কন্যা, পুত্র ও পুরাতন জিপ একখানা। পথেঘাটে জিজ্ঞাসা করে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছেন; চলতে অসুবিধা হচ্ছে না। পাকাসড়ক পেরিয়ে উঁচুনিচু পথ বেয়ে দুপুরেই গন্তব্যে পৌছলেন।

গ্রামখানা অনিন্দ্য সুন্দর না হলেও দৃষ্টিনন্দন বললে ভুল হবে না। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্ববঙ্গের পূর্বাংশে সুন্দরের হাটে, মনোরম পরিবেশে, জমিদার আদলে পাকাপোক্ত ইমারতের সামনে টিনের চৌচালা ঘরটিও রঙ্গিন ইটের গাঁথুনির উপর শোভা পাচ্ছে। পোড়োবাড়ী ফলবাগানে ভরা, প্রাচীরে ঘেরা। স্থানীয় লোকজনে চেয়ারম্যানবাড়ী বলে থাকে, দূরের লোকে বলে জমিদারবাড়ী, আবার অনেকেই বলে চৌধুরীবাড়ী। বর্ষিষ্ঠ বিজ্ঞজনে বলেন, বাড়ীর মালিক জমিদার বংশের কেউ নন। তবে হিন্দু জমিদারের অংশবিশেষ। জনাব একরাম উদ্দিন সাহেব হিন্দু জমিদারবাড়ীর চাকরি ছেড়ে চৌধুরী খেতাব নিয়ে দু'যুগ পূর্ব হতে গ্রামবাসীর খেদমতে চেয়ারম্যান পদে বহাল রয়েছেন।

চৌধুরীবাড়ীর সামনে অপ্রত্যাশিত আগমনে, প্রতিবেশীদের কৌতূহলে শরীফ আহাম্মদ বুঝলেন, এই বোধহয় এ বাড়ীতে প্রথম যন্ত্রচালিত যান ঢুকলো। যথাসময় নিমন্ত্রণকারী ছোটকর্তা মহাধূমধামে বন্ধুকে গ্রহণ করলেন। জাঁকজমক না হলেও আপ্যায়নের ত্রুটি হলো না। তৃতীয় দিনে পুত্রবন্ধুকে একরাম উদ্দিন চৌধুরী বললেন, 'কাকা, চলুন গ্রামখানা ঘুরে আসি।' শরীফ সাহেবও প্রস্তাবে ত্বরিত সাড়া দিলেন।

জামশেদপুরের কৃষকের কৃষাণী, বেদেপল্লির সওদা, বিচ্ছিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রাণ ভোলানো সংস্কৃত আপ্যায়নে শরীফ সাহেবের অন্তর ভরে গেল। যে দিকেই যাচ্ছেন, চৌধুরী বাড়ীর প্রশংসা শুনছেন। মনের আনন্দে ফেরারকালে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'চলেন কাকা, ঐ বৃন্দাবতী নদীর পাড় হতে বাচ্চাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

প্রশস্ত বিস্তর না হলেও আঁকাবাঁকা নদীপাড়ের কলমিলতা, কুচুরি ফুল ও কেহুরজা ঘাসের রঙ বেরঙের ফুল দেখে শিশুদ্বয় উৎফুল্লে গাড়ি থেকে নেমে

www.pathagar.com

সেদিকে ছুটলো। ওদেরকে আকর্ষণ করলো মনভুলানো মিষ্টিরোদে মৃদুবাতাস, রংবাহারি পাখির আনাগোনা ও দুষ্টু বালকদের দুষ্টুমিপনা। গাড়ি হতে নেমেই খেলায় মত্ত রইলো। বাচ্চাদেরকে পানিপাড়ে হুটোপুটি করতে দেখে চৌধুরী সাহেব দধির বদলে ঘোলে সখ মিটাচ্ছেন। তা দেখে শরীফ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, 'চাচা! নদীপাড়ের পল্লিটি কাদের?'

ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা রেখে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'এখানেও কয়েকঘর কুমারসম্প্রদায় রয়েছে, ওরা এখানে থাকায় গ্রামবাসীর উপকারই হচ্ছে।'

ঃ 'জী চাচাজান! গ্রামপল্লির অনেককিছু দেখলাম, এখানেও ওদের কৃষ্টির কিছু দেখতে পারবো কি?' বৃদ্ধ একরাম উদ্দিন চৌধুরী হেসে বললেন, 'তা অবশ্যই পারবেন। ওদের দেখতে নিষেধ নেই এবং সঙ্গও দিতে হবে না। আপনারা দেখে আসুন; আমি দাদুভাইদেরকে সঙ্গ দিচ্ছি।' সন্তানদেরকে নদীরপাড়ে রেখে শরীফ সাহেব কুমার পাড়ায় ঢুকলেন। চৌধুরী সাহেবও বাচ্চাদেরকে নিয়ে মগ্ন রইলেন, ইচ্ছে করেই কুমার পাড়ায় গেলেন না।

স্বনামধন্য শ্রীহট্ট সুন্দরের নীলাভূমি, সেই প্রকৃতির আড়ালে নিম্নবর্ণ কুম্ভকারদের মৃৎপাত্রে কারুকার্য দেখে শরীফ সাহেব বিস্মৃত হলেন। মনের আনন্দে অনেকগুলো মৃৎসামগ্রী নিয়ে জিজ্ঞাসিলেন, 'এগুলোর দাম কত গো-দিদিমণিরা?'

ঃ 'আমি বলতে পারবো না, মা বলবে।' কথাটি বলেই অল্পবয়স্কা কুমার কন্যা তার মাতাকে ডেকে বললো, 'মাগো! উনি অনেকগুলো জিনিস নিয়েছেন। বেশি দাম নিও না, কম দাম বলে দাও।' বয়স্ক রমণী সেগুলো নেড়েচেড়ে বললেন, 'এগুলো কত আর দিবেন, কুড়ি ট্যাকা দেন।' হুক্কা হাতে কুম্ভকার এসে বললেন, 'কী জিনিস বেচ্‌লে রত্নার মা?'

ঃ 'কী আর বেচবো, শহুরের ভদ্রলোককে কুড়ি টাকা বলে দিলুম।' কুম্ভকার মহাশয় এগিয়ে এসে বললেন, 'আজ্ঞে কাকাবাবু, এগুলো কুড়ি টাকা বলে দিয়েছে বেশি চায়নি, পছন্দ হলে নিয়ে যান; আমরা টুকটাক বেচেই চলি, বেশি লাভ করিনি। মা রত্না, জিনিসগুলো বেঁধে দাও। ভদ্রলোক কম দিলেও নিও। বাড়ীতে এসে নিচ্ছেন, কম রাখাই ভালো।'

শরীফ সাহেব বিকিকিনির সময় খেয়াল করলেন, 'রত্না' নামের উচ্চারণটি কোথায় যেন শুনেছে। এ যেন সেই একই কণ্ঠ। তবে কি ইনি সেই। আর এই 'রত্না' নামই উচ্চারিত হয়েছিল। তাহলে কি গন্তব্যে পৌঁছেছি? আশ্চর্য! এ স্থান হতে পাকাসড়ক প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে, তাও আবার দু'টি গ্রাম পেরিয়ে।

www.pathagar.com

শ্রবণইন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করতে পারছেন না, কুমারবাড়ীর দক্ষিণ কোনায় বেলগাছ পানে চেয়ে আকাশকুসুম ভেবে হঠাৎ কুমারমহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন, 'আচ্ছা কাকাবাবু! এ জিনিসগুলো কি কুড়ি টাকাই নেবেন?' সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি উত্তর এলো 'আরে কাকা সাহেব! এগুলো মাটির 'রত্ন' আর আমার মা রত্নাই তৈরি করেছে। যা দিবার 'রত্না'কেই দিন।' শরীফ সাহেবের কর্ণে সেই 'রত্না' নামের উচ্চারণটি প্রবেশ করলো। হ্যাঁ সেই রত্না। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের লোম শিহরিয়ে উঠলো।

অতিথিদের ফিরতে দেরী দেখে চৌধুরী সাহেব অস্থির হয়ে শিশুদেরকে বললেন, 'দাদুভাই, ঐ পাড়া থেকে আপনাদের পিতামাতাকে ডেকে নিয়ে আসেন, অনেকক্ষণ হয়েছে বাড়ী যাওয়া দরকার।'

ভাগ্যের পরিহাসে দৈবকর্ম অকস্মাৎ ঘটে, ভাইয়ের সঙ্গে শিশুকন্যাটি কুমারপাড়ায় গিয়ে বাবা-মায়ের পাশে সুন্দর পুতুল দেখে চট করে তার একটি হাতে তুলে নিলো; এ যেন মাতার হারানো সন্তান খুঁজে পেয়ে মাতৃত্ব অধিকারে দখল নিলো। পুতুল হাতে পিতার আশ্রয়ে দাঁড়ালে কুম্ভকার কন্যা হেসে বললেন, 'আপনি কি এ পুতুলটি নেবেন?' পুতুলটিকে চুমু খেয়ে শিশুকন্যা বলল, 'হ্যাঁ, এটা আমার, আমি নেবো।' আগন্তুক শিশুর ব্যবহারে কুম্ভকার তনয়া মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আপনার নাম কী-গো খুকিমণি?'

ঃ 'ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না।' ত্বরিত জবাব।

ঃ 'অ-আপনার নামটি কত সুন্দর, তাই না মাসি। তা আপনি কিছু খাবেন?' পুতুলটিকে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি কিচ্ছু খাবো না; শুধু এটা নেবো।' কৃপণের তুরুপ জবাব। খাবার বিনিময়ে যদি পণ্য হারাতে হয়, তাই চমৎকার অভিনব কৌশল।

ঃ 'অ বুঝেছি, আপনি শুধু পুতুলটা নেবেন, আর কিচ্ছু খাবেন না? তা কি করে হয়, একটু দাঁড়ান ঘর থেকে আসছি।'

কুম্ভকার ঝি ঘর থেকে নাড়ু মোয়া এনে দিলে, শাহেদ ও পান্না পিতার আদেশ ছাড়া স্পর্শও করলো না। শরীফ সাহেব অনুমতি দিলে শিশুদ্বয় আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

বেচাকেনা শেষে খরিদ্দার বিদায়কালে কুম্ভকারকন্যা কেয়া আহাম্মদকে বললেন, 'আপনার মেয়েটি খুব সুন্দর, ওকে আদর করতে ইচ্ছে করছে।' কেয়া আহাম্মদ মুখে কিছু বললেন না, শুধু একগাল হেসে সামনে অগ্রসর হলেন।

www.pathagar.com

কুম্ভকার মহাশয় কন্যাকে বললেন, 'কত যত্ন করে পুতুলটি বানিয়েছিলে, বিনে পয়সায় দিয়ে দিলে; আর ঐ ভদ্রলোক নীরবে চেয়ে রইলেন, ধন্যবাদও দিলেন না।' কুম্ভকারের কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে শরীফ সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করলে, তিনি ক্ষণিক দাঁড়ালেন, তখন কুম্ভকারকন্যা বলছেন, 'আমার তো সবই গেছে বাবা। মানসম্মান, ধর্ম, ইজ্জত, মাতৃত্ব কিছুই তো নেই। আর ঐ পুতুলটি কাছে রাখলে কী হবে; ওটাও দিয়ে দিলাম।' রত্নার চোখে পানি দেখে শরীফ সাহেব একদণ্ডও দাঁড়ালেন না।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কুমারপাড়া হতে ফিরতে দেখে চৌধুরী সাহেব শাহেদকে বললেন, 'কী গো দাদা ভাই, এতো দেরী কেন, কী জিনিস কিনলেন?' পান্না এগিয়ে এসে বলল, 'দাদাভাই, আমি এ পুতুলটা এনেছি।

ঃ 'তাই নাকি, আপনার পুতুলটা খুব সুন্দর! আমাকে দিবেন?' ঘাড় কাত করে পান্না বলল, 'আচ্ছা, খেলা শেষে দেবো।' শাহেদ ভেংচি কেটে কইলো, 'দাদাভাই, পান্না চুরি করে এনেছে, পয়সা দেয়নি।'

ঃ 'না! না!! দাদা ও মিথ্যে বলছে, এ পুতুলটা আমার জন্যে বানিয়েছিল নিয়ে এসেছি। তাই না আম্মিজান?' কেয়া আহাম্মদ পান্নাকে সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তোমার জন্যেই ওটা বানিয়েছিলেন, তাই তুমি নিয়ে এসেছো।' 'আম্মিজান কত্তো ভালো। ভাইয়া খালি মিথ্যা কথা কয়। তাই না আব্বু?' ক্ষণকাল পরেই আবার বলল, 'আব্বু! ও চোর বলেছে, ওকে আচ্ছা রকম বকে দাও।' কেয়া আহাম্মদ শাহেদকে ধমকে বললেন, 'পান্না চুরি করে আনেনি, ওটা জোর করে এনেছে। আর কখনো ওকে চোর বলবে না।' মায়ের আশকারা পেয়ে পান্না পুতুলটাকে আদর করে বুকে চেপে ধরলো। শরীফ সাহেব কাউকে কিছু না বলে নীরব মনে রথ চালালেন।

আঁকাবাঁকা নদীর পাড় ঘেঁষে চালাকালে শরীফ সাহেব কৌতূহল ধরে রাখতে পারলেন না। বিনয়সুরে চৌধুরী সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কাকাজান, এ তল্লাটে কত পদধারী হিন্দু রয়েছে এবং ছিটকে আসা বহিরাগত নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা কত?' চৌধুরী সাহেব আকস্মিক প্রশ্নে বললেন, 'এ নদীর বাঁকে কয়েক ঘর মৃৎশিল্পী, জেলে বা ধীবর রয়েছেন বেশসংখ্যক, দশ ঘর সাহা রয়েছেন, পনের ঘর রয়েছে শীল ধোপা। তা ছাড়া পাটনী ও বাগদী রয়েছেন প্রচুর যারা আপনাকে গান ও নাচ দেখিয়েছেন। আর ঐ বড় হিন্দু জমিদার বাবুর বাড়ীর পাশে বেশ কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু রয়েছেন। জমিদার বাবুর বাগানবাড়ীতে কাজ করানোর জন্যে হিন্দুস্তান হতে নিম্নবর্ণের কিছু সংখ্যক চা-শ্রমিক এনেছিলেন। তারা এখনো এদিক সেদিক ছড়িয়ে রয়েছেন। এখন ঐ উঁচুবর্ণের হিন্দুদের

www.pathagar.com

জমিদারী বিলুপ্তির পথে, প্রকৃত মালিকানার অভাবে সরকার সে সব অধিগ্রহণ করছে; আমাদেরটাও অধিগ্রহণের পাঁয়তারা চলছিল কিন্তু দানকৃত সম্পত্তিতে সরকার হস্তক্ষেপ করেনি।' চৌধুরী সাহেব কথাগুলো বলে শরীফ সাহেবের মুখপানে চেয়ে বললেন, 'কেন বাবা, হঠাৎ করে এ প্রশ্ন করলেন যে?'

ঃ 'কাকাজান! অন্যকিছু নয়, শুধু কৌতূহল, গান শুনলাম, নাচ দেখলাম, মোয়ামুড়ি খেলাম এবং মৃৎসামগ্রী কিনলাম; তাদের সম্বন্ধে জানার জন্যই প্রশ্ন। তবে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অমুসলিম লোকজনের আচরণ জানার কৌতূহল আমার। তা কাকা, আমার প্রশ্নে কিছু মনে করেননি তো?'

ঃ 'মনে করার মতো তেমন কিছুই বলনি বাবা। তা ছাড়া তুমি আমার ছেলের বন্ধু।'

ঃ 'কাকা, আমার প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হলে মার্জনা করবেন। তা ছাড়া এ তল্লাটে আপনি যতটুকু জানেন, অন্যের নিকট ততটুকু জানা সম্ভব হবে না।'

ঃ 'সে রকম নয় বাবাজী, তোমার প্রতি বিরূপ হবো কেন। তুমি মেহমান, ছেলের বন্ধু। তবে কোনো কোনো বর্ণগোষ্ঠী নাড়ি কাটতে ভুল করে না। তারা যথাস্থানেই ছেদন করে।'

ঃ 'চাচাজান, ক্ষমতার দাপটে অনেকে বহুকিছু করে থাকেন। তবে বাঁচার তাগিদে অনেকে সত্যও চেপে যান। সমাজ পরিচালনায় আমরাও কখনো সংখ্যালঘুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করি কি?' এ পর্যন্ত বলে শরীফ সাহেব একটি বাঁক ঘুরে গাড়ির গতি শ্লথ করে ভাবলেন, পরচিন্তা না করে অনেক কথাই বলা হয়েছে। বেশি কথা ভালো নয়, তাই একটু নীরব রইলেন। চৌধুরী সাহেবই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'কাকা, তোমাদের সাংসদ সাহেবের নাম যেন কী?'

চতুর শরীফ সাহেব বুঝলেন, চৌধুরী সাহেব অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন। তাই ধীরগতিতে গাড়ি চালিয়ে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে রাজনীতি আলাপচারিতায় পথ চললেন।

পরদিন বিদায়লগ্নে চৌধুরী সাহেব আক্ষেপে বললেন, 'চাচাজান, মনে অনেক দুঃখ, কারো নিকট বলতেও পারছি না; শেষ বয়সে বোধহয় কেঁদে বিদায় নিতে হবে।' শরীফ সাহেব আশ্চর্য হয়ে কইলেন, 'তা কেন কাকা, আপনার কিসের দুঃখ? উপযুক্ত ছেলে রয়েছে, ওই মানসম্মান সামলাবে।' 'নাহ্ বাবা, ওর উপকারের প্রয়োজন নেই। ও যা করেছে, তাতেই সন্তুষ্ট।'

www.pathagar.com

শরীফ সাহেব বুঝলেন, চেয়ারম্যান সাহেব পারিবারিক রহস্য চেপে যাচ্ছেন। ছেলের তিক্ততায় ইচ্ছে করেই অপলাপ করছেন, যাতে পুত্রের বোধগম্য হয়। আড়চোখে বন্ধুকে দেখে শরীফ সাহেব গাড়িতে উঠলে চৌধুরী সাহেব গাড়ির জানালা দিয়ে পান্নার চিবুক ছুঁয়ে বললেন, 'দাদাভাই! আমার জন্যে দোয়া করবেন, আমি আপনাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে পারিনি; আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে। এ হতভাগ্য বুড়োকে ভুলবেন না।' পান্না চৌধুরী সাহেবের হাত ধরে করুণভাবে বলল, 'দাদাভাই, আমাদের বাড়ীতে কবে যাবেন?' সঙ্গে শরীফ সাহেবও যোগ দিলেন,

ঃ 'কাকা, ও ঠিকই বলেছে; আমরা বেড়িয়ে গেলাম। আর আপনারা গরীব কুটিরে পদধুলা ফেলবেন না, তা কী করে হয়? এবার কিন্তু আপনাদের পালা, আপনার ডায়েরিতে পূর্ণ ঠিকানা লিখেছি; তা ছাড়া ইমরান তো রয়েছে।'

ঃ 'কবে যাবেন দাদাভাই, কিছু তো বললেন না; কবে যাবেন বেড়াতে?'

ঃ 'আরে দাদাভাই, যাব! যাব!! আপনাদের বাসায় যাবো না, কার বাড়ী যাব?' অবশ্যই যাবো।'–চৌধুরী সাহেব পান্না ও শাহেদকে বিদায়কালে বললেন।

শরীফ সাহেব সকলকে বিদায় জানিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন, জমিদার বাড়ী ত্যাগ করে দূর্বাঘাস মাড়িয়ে ছুটছেন; মাঠের উঁচুনিচু খালবিল পেরিয়ে প্রধান সড়কের দিকে যাচ্ছেন। অকস্মাৎ দেরাজ খুলে কিছু দেখে আবার রেখে দিলে কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'কি খুঁজছো, অফিসের চাবি?'

শরীফ সাহেব মনের আনন্দে শকট চালাচ্ছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর অজানা তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন, আর কী চাই? ঘটনা আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য পথের পাশে বৃদ্ধ ভিখারিণীকে দেখে খুশিতে টইটম্বুর, ভিখারিণীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ শেষে প্রচুর এনাম দিয়ে গাড়িতে ফিরে এলে কেয়া আহম্মদ টিপ্পনি কেটে বললেন, 'কী গো মহাশয়; ঠিকাদারি কাজে কি ভিখারিণীর সাহায্য লাগে?' শরীফ সাহেব হেসে কইলেন, 'দেখো কেয়া, খেটে খাওয়া মানুষ; টুকটাক কাজ করেই চলছি, ঐ বৃদ্ধাভিখারিণীকেও বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমার, যাক না খুঁজেই যখন পেলাম; সাক্ষাতে অনেক ভালো হলো।'

পান্না মাতার কোলে বসে পুতুলটি কখনো আদর করছে, কখনো চুমু খাচ্ছে। কন্যার বাৎসল্যতা দেখে শরীফ সাহেব চোখ টিপে বললেন, 'মামণি, পুতুলটা আমাকে দেবেন?' ঘাড় কাত করে পান্নাও স্বীকার পেয়ে বলল, 'আচ্ছা, খেলা শেষে দিয়ে দেবো; ওকে কিন্তু সিন্ধুকে ভরে রাখতে হবে।' কেয়া

www.pathagar.com

আহাম্মদ খিলখিলে হেসে কইলেন, 'মাটির পুতুলও সিন্ধুকে রাখতে হবে?' 'হ্যাঁ তাই তো, ভাইয়া যদি চুরি করে ভেঙে ফেলে; বাবার কাছে থাকলে চুরি করতে সাহস পাবে না, তাই না আব্বু?' বলেই বিজয়ের হাসি হাসলো। 'ঠিক আছে খালামণি তাই হবে, ওটা সিন্ধুকে রেখে দেবো।' পিতার আশ্বস্তে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো।

শরীফ সাহেবের রথখানা হেলেদুলে চলছে, কখনো শুকনা খালের নিচে, কখনো ডাঙ্গায়। মাঘের শেষে শীত বিদায়ের পালা। মাঠে এখনো রবিশস্য ছড়ানো ছিটানো। গৃহপালিত পশুগুলো মনের আনন্দে বিচরণ করছে, খোলা মাঠে ইচ্ছামত ঘুরছে। পরবর্তী ফসল ঘরে তোলার লক্ষ্যে কৃষকগণ কাজে ব্যস্ত, রাখাল ছেলেরা খেলায় মত্ত, ক্ষণেক্ষণে ভেড়ার পাল সামলাচ্ছে। রংবাহারি ভেড়ার পাল দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তা দেখে আরোহীগণ খুশি মনে হাসছে। কেউ কারো পানে তাকাচ্ছে না। বাঁকহীন চলছে তো চলছেই। গাড়ির দোলনে দোলে ভেড়ার বাচ্চার লাফানো দৃশ্য উপভোগ করছে। সুন্দর মেষশাবক দেখে শাহেদ বলল, 'পান্না ঐ দেখ, ভেড়ার ছাওগুলো কত সুন্দর; একটা নেবে?' সমর্থনে অনুজা বলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া, চল একটা নিয়ে আসি।' শরীফ সাহেব হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ভেড়ার বাচ্চা ধরতে গেলে তোমাদের আম্মুকেও সঙ্গে নিও সহজে ধরতে পারবে।' পিতার রসিকতায় পান্না বলল, 'একটা ছাও এনে দাও না, আব্বু?'

ঃ 'এখান থেকে নয়, শহর থেকে কিনে দেবো; সখ মেটাবে।'

ঃ 'সত্যি! আব্বু।' শাহেদের প্রশ্ন।

ঃ 'তোমাদের যখন ভেড়া পোষতে ইচ্ছে, তাহলে আর কী করা; নিশ্চয় কিনেই দেবো।'

ঃ 'শুধু ভেড়া পালবে, অন্যকিছু থাকবে না?' কথাটি বলে কেয়া আহাম্মদ মৃদু হাসলেন।

জায়া পানে না তাকিয়ে শরীফ সাহেব বললেন, 'আমি গরীব মানুষের পোলা, আমার সন্তানগণ তো গরীব নয়; ওদের ভাগ্যে যা থাকবে, তাই হবে। শুধু ভেড়া কেন? গরু, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ এমনকি হাতিও থাকতে পারে। সবই ভাগ্যের ব্যাপার, যখন যা ঘটবে, তাই হবে।'

সখের ভ্রমণবিহারী গাড়োয়ান পরিবারের সঙ্গে রঙ্গরসের কথা বলে প্রধান সড়কে উঠে থামলেন। সঙ্গীগণও শরীর আড়মোড়া দিয়ে গাড়ি হতে নামলো। শরীফ সাহেব হেঁটে অনেক দূর গিয়ে এদিক সেদিক চেয়ে ভাবলেন, 'পূর্বে যা

www.pathagar.com

দেখেছি, এখনো তাই রয়েছে।' স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে রাত্রিবেলার দৃশ্য দিনের বেলায় মিলাতে কষ্ট হচ্ছে। তবু এপাশ ওপাশ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে শান্ত হলেন। স্বামীর মনোভাব রাশভারী কেয়া আহাম্মদ বুঝে দিগন্তপানে চেয়ে রইলেন। মুখে কিছুই বললেন না। আবেগে সন্তানদেরকে কাছে টেনে নিলেন। পতির মনের ভাষা বুঝতে দেরী হলো না। জায়ার মনোভাব দেখে শরীফ সাহেব বললেন, 'কেয়া! তুমি দূরপানে কী দেখছো।' কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'না গো না, কিছু না; তুমি বুঝবে না।' অবাঞ্ছিত ব্যথা কাউকে বলা যায় না, মনেই চেপে রাখতে হয়। কেয়া আহাম্মদ মনের ব্যথা অন্তর দগ্ধ হৃদয়ে চেপেই রইলেন। কিছুতেই প্রকাশ করলেন না। শরীফ সাহেব পত্নির বেদনার আঁচ বুঝে নীরবে বাড়ীপানে ছুটলেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ঘূর্ণন পৃথিবীর কালপ্রবাহে শরীফ আহাম্মদের পরিবার ধনেজনে ভরলো। বিধাতা যেন অগাধ সম্পদ নিজ হাতে ঠেলে দিচ্ছেন। ঠিকাদারি ব্যবসা যেখানে যা পেয়েছেন, অবহেলা না করে সকলই সমাধা করছেন। ফলে প্রচুর অর্থ উপার্জন হচ্ছে। অল্পকালেই শরীফ সাহেবের সংসার বৃহৎ পরিবারে পরিণত হলো।

আহ্নিকগতির আবর্তনে বার্ষিকগতির ধারায় পনেরটি বৎসর অতিবাহিত হলে শরীফ সাহেবের ছেলে শাহেদ আহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিয়েছে, পান্নাও থেমে নেই। সেও কৃতিত্বে উচ্চবিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোলো। আশান্বিত কৃতিত্বে পিতার নিকট সোজাসাপ্টা আব্দার ধরলো, 'ড্যাডি! ব্যবসার ক্ষতি না হলে দূরদূরান্তে বেড়াতে যাবেন কি?'

ঃ 'কোন আব্দার থাকলে তোমাদের আম্মির কাছে পেশ করো।' কথাটি বলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝলেন অপত্যগুলোর মন খারাপ। ওদের মাতার নিকট আব্দার রাখতে সাহস পাচ্ছে না। অবশেষে ঘরণীকে ডেকে কইলেন, 'হে গো; চলো না, দূর হতে ঘুরে আসি।'

ঃ 'আমি যাব না, তুমি যাও; ওদেরকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো। আমি চুয়াকে সামলাচ্ছি, সামনে পরীক্ষা ওকে সময় দিতে হবে।' কেয়া আহাম্মদের ভণিতাবিহীন জবাবে পতির নয়নে বিস্ময় ঘটলে পুনরায় স্বামীকে বললেন, 'এ সময় বেড়ানো সম্ভব নয়, তোমরা কয়েকদিন ঘুরে এসো।'

একগুঁয়েমী জায়ার অভিব্যক্তিতে নিজের ইচ্ছাকে রোধ করতে পারলেন না। হাস্যবদনে পুত্রকন্যার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আবেদন মঞ্জুরে সন্তানগণ পিছন ফিরলে শরীফ সাহেব শাহেদকে ডেকে বললেন, 'বলতো বাপধন! বাংলাদেশে বেড়ানোর মৌসুম কোন ঋতুতে?'

ঃ 'শীতকালে।'

ঃ 'মধ্যপ্রাচ্যে?'

ঃ 'চান্দ্রিক মাসের সফরে।'

ঃ 'পাশ্চাত্যে?'

ঃ 'মার্চ, এপ্রিল, মে।'

www.pathagar.com

ঃ 'আমরা কখন যাচ্ছি–আন্টি?'

ঃ 'গ্রীষ্মের মধুমাসে, চান্দ্রিক সফরে।'

ঃ 'ধন্যবাদ।' খুশি হয়ে সন্তানদেরকে বিদায় করলেন।

গাড়ি মেরামত হতে শুরু করে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাহনে তুলে, পুত্রকন্যা সঙ্গে নিয়ে সফরে চললেন। পিতাকে গাড়ি চালানো দেখে পুত্রের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানলে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আব্বু, বেয়াদবি ক্ষমা করবেন; আশা করছি গাড়িটি চালাবো।' 'ঐ আশা পূরণ হবে না, চুপ করে বসে থাকো। এ কাজ তোমার নয়।'

পিতার কঠিন জবাবে শাহেদ থামলে, পান্না পিতার কাছে বলল, 'আব্বা, আদেশ পেলে রথখানা চালাতে পারবো কি?'

ঃ 'ক্ষণেক্ষণে; তবে এখন নয়।'

ঃ 'তা হোক, পেলাম তো; এই ধন্য।' অগ্রজের দিকে ফিরে উল্লাস করে বলল, 'হিপ হিপ হুররে–ভাইয়ার দাবি গ্রহণ হয়নি, আমারটা হয়েছে, হিপ হিপ হুর--রে।'

ঃ 'খালামণি! বেশি আনন্দ ভালো না।'

ঃ 'ওহে ভগ্নি নিশ্চয় তুমি মহারথী নও, তাই আনন্দ করা ভালো না, আব্বা আর্থকাটার ও বোল্ডডোজার কিনবেন; তুমি তা চালালে ব্যবসায়ে উন্নতি হবে।'

ঃ 'জ্বী মহাশয় ড্যাডের আর্থকাটার ও বোল্ডডোজার দিয়ে তুমি পাহাড় কাটবে। আমি তোমার কাজের হিসাব নেবো।'

ঃ 'ভালোই তো হলো, আমি পাহাড় কাটবো–তুমি ট্রলি দিয়ে মাটি টানবে।' শরীফ সাহেব গাড়ির গতি স্লথ করে বললেন, 'খালামণি, ভুল বললে মাটিকাটার জন্যে তোমাদেরকে লেখাপড়া শিখাচ্ছি না। উন্নত কর্ম আশা করছি।'

গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে শরীফ সাহেব গালভরে হেসে সন্তানদের প্রতি তাকালে ওরা ভীষণ লজ্জা পেল। পুনরায় শরীফ সাহেব বললেন, 'তোমরা লক্ষ করো, এ বুড়ো এখনো গাড়ি চালাচ্ছে, বার্ধক্যে নুয়ে পড়েনি। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, কেশ পেকেছে; তবু পুত্রকন্যা নিয়ে ভ্রমণে ছুটছে। পরিশ্রম করছে কি তোমাদেরকে দিয়ে মাটি কাটানোর জন্যে?' অন্তজদেরকে উপহাস করে অট্টহাসি হেসে গন্তব্যদিকে ছুটলেন।

বঙ্গোপসাগরের সৈকত পাড়ে বালুকারাশির ধারে সুসজ্জিত আবাসিক হোটেলে অবস্থান নিলে আনন্দে প্রত্যকের মন ভরে উঠলো। শুধু শরীফ সাহেবের অন্তরে অভাব রয়ে গেল। সাগরবেলায় এসে শাহেদ পান্না নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছে, কখন বারীন্দ্র পাড়ে ছুটবে, সে নেশায় বিভোর;

www.pathagar.com

রাতে ঘুম হলো না। পরদিন প্রত্যুষে সন্তানদেরকে ডেকে বললেন, 'এই যে মুরব্বিগণ, সাগরপাড়ে এসে ঘরে শুয়ে থাকলে কি সমুদ্র দেখা যাবে? এখন ঐ বালির চরে যাও, উল্লাসে বেড়িয়ে এসো।'

আশ্বাস পেয়ে পান্না বলল, 'আব্বু গাড়িটা?'

ঃ 'অবশ্যি পাবে, সাগরপাড়ে ট্রাফিকের ভয় নেই। তা ছাড়া চাকাগুলোতে সমান্তরাল শক্তি দেওয়া আছে, ভয়ের কারণ নেই। সাবধানে চালাবে, দেখো জলধারে চাকার নিচে যেন কেউ চাপা না পড়ে।'

ঃ 'আপনি?'

ঃ 'অবশ্যি নয়, বুড়ো হয়েছি; সঙ্গ দিতে পারবো না।'

ঃ 'আব্বু।'

ঃ 'অবশ্যি নয়, এখনই একা যাবে।'

পিতৃশাসনের আবদ্ধতা হতে মুক্ত হয়ে, বিহঙ্গের ন্যায় পাখা ঝাপ্টিয়ে, কে কত জোরে ছুটতে পারে, সে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলো। অগ্রজ হতে অনুজার পাখায় শক্তি বেশি। পান্না দিগবিদিক চিন্তা না করে, চালক আসনে বসে শাহেদকে গাড়ির দরজা বন্ধ করার সুযোগও দিলো না। শাহেদ কোনো রকম গাড়িতে উঠলে, প্রবল বেগে হোটেল লবি ত্যাগ করলো। সন্তানদের ছুটোছুটি দেখে শরীফ সাহেব আনন্দে আত্মহারা। ওদেরকে বিদায় দিয়ে নিজ কক্ষে ঢুকে স্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোন আলাপে ব্যস্ত হলেন।

গ্রীষ্মের প্রখরতাপে সমুদ্রতটের বালুকারাশি তুষারবর্ণে ঝিকমিক করছে, দক্ষিণাবায়ে ওড়ছে ধূলিকণা; সৃষ্টি হচ্ছে বালিয়াড়ি। নীলজলে উথাল-পাথাল করছে ঊর্মি, গর্জন করছে আছড়িয়ে; সোঁ সোঁ হচ্ছে ঝাউবনে। অর্ণব পাড়ে তরঙ্গ তালে দুলে মহাউল্লাসে ছুটছে যুবাযুবতী। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই; ছুটছে যৌবন জোয়ারে। কখনো শুকনা বালুতে, কখনো ঢেউয়ের অগ্রে; কখনো সোজা, কখনো ঘুরপাক খেয়ে, ছুটছে মাতাল গতিতে। কখনো ধুলা উড়িয়ে, কখনো কাদাখুঁচা পাখি তাড়িয়ে, কখনো ঝিনুক চেপে দিগবিদিক ছুটছে। কখনো স্টিয়ারিং ছেড়ে অট্টহাসি হাসছে, কখনো জানালার ফাঁকে ওড়না উড়াচ্ছে, রথ নিয়ে দুলছে সাগর তীরে। ঊর্মি তালে মনের আনন্দে আছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্র তটে। ওদের উল্লাসে সমুদ্র বিহারীগণও আনন্দে দুলছে। শকট নিয়ে পান্নাও বিহারীদের নিকট পৌঁছলে, প্রত্যেকে স্বাগত জানালো। পান্না গায়ের ওড়না ডান হাতে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলে, মহা-উল্লাসে ঘটলো মহা-হুটোপুটি, পান্নার ওড়না ধরার প্রতিযোগিতাতে বালুচরের বিহারীগণ আনন্দে মাতলো। খুশির তাড়নায় যুবাযুবতী ওড়নার পিছনে ছুটলে, হাসির বোমা উপহার দিলো রসিকজনে; অট্টহাসি হেসে আটজন যুবাযুবতী ওড়না ধরে নৃত্য করলে

www.pathagar.com

সুরঝঙ্কারে গীত ধরলো পান্না, তৎসঙ্গে সকলেই কণ্ঠ মিলালো। যৌবন ঝঙ্কারে জোর বেঁধে নেচে গেয়ে মাতলো ভ্রমণপিয়াসী তরুণ-তরুণীরা।

এসেছি সাগর পাড়ে
কি হবে নীরব থেকে --
এসো সখি রঙ্গ করি
ঘুরে ঘুরে নৃত্য তালে --
যুবাযুবতী আছি যারা
এসো সখি ত্বরা করে--
উর্মিতালে নৃত্য করি
পরস্পরে হাত ধরে---
এসেছি সাগর পাড়ে
কি হবে নীরব থেকে --
যুবা বয়স প্রাণোল্লাসে
কেবা তারে ধরে রাখে--
এসেছি সাগর পাড়ে
হারাবো নীল জলে --
ওগো সখি আয়রে ত্বরা
এ বয়স থাকবে না-রে--
এসেছি সাগর পাড়ে
হারাবো ঐ ঝাউবনে --
গগন নিচে সিন্ধু পাড়ে
ডুব দেবো প্রেম জলে--
যৌবন জ্বালা মিটাবো
অর্ণব তীরে প্রাণ খুলে--

নোনা জলে গা ভিজিয়ে
শান্ত হবো প্রেম উল্লাসে--
আয়রে তোরা সখা সখি
যৌবন জ্বালা মিটে ফেলি--
ঝাউবনের শোঁ শোঁ শব্দে
প্রেম নিবেদন গেয়ে চলি--
এসেছি সাগর পাড়ে
কি হবে বসে থেকে --

www.pathagar.com

উল্লাস হীনে ফিরে গেলে
খেদ হবে শেষ জীবনে --
আয়রে নব সখা-সখি
মনের কথা খুলে বলি --
কি হবে নীরব থেকে
এ বয়স চেপে রেখে --
যৌন জোয়ারে মত্ত হয়ে
সিন্ধু জলে শীতল করি--
এসেছি সাগর পাড়ে
মত্ত হবো রঙ্গ করে--
এসো সখি প্রাণ খুলে
নৃত্য করি ঘুরে ঘুরে--
এসেছি সাগর তীরে
সর্বজ্বালা মিটাব জলে-
হাঃ--হাঃ--হাঃ---
হাঃ--হাঃ--হাঃ---
হোঃ--হোঃ--হোঃ-
হোঃ--হোঃ--হোঃ-

গীতকণ্ঠে পান্নাও যৌবনরসে মত্তে থাকা পুস্পগুলোকে দুলিয়ে মধুকরীর ন্যায় ঘুরে নৃত্যরত যুবাযুবতীদেরকে পরিভ্রমণ শেষে প্রজাপতি দলে ঢুকলো। এ যেন সাগর পাড়ের বিরল ঘটনা। ভ্রমণবিহারীরা রথের বৃত্ত রেখার বাইরে দণ্ডায়মান হলে উৎফুল্ল তরুণ-তরুণীদের নৃত্য উৎস্য বেড়ে গেল। পান্না গাড়ি হতে নেমে নৃত্যক্লান্ত সখা-সখিদের প্রতি অগ্রসর হলে, সকলেই উৎফুল্ল হলো কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটালো দু'জনে। ওরা হিংসায় বলল, 'কিগো! কপোত-কপোতী; খুবই মজা করছো দেখছি।' পান্নার বুঝতে দেরী হলো না, দ্রুত উত্তর দিলো, 'ঠিকই বলছো ভাই, আমরা একই নীড়ের দু'ছানা হেসে খেলে বেড়াই।' অন্যদের প্রতি অট্টহাসি হেসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পদ্যবচনে বলল-

চিরদিন স্মরণ রবে হে সখাসখি
বিদায় শুভেচ্ছা রইল বিহারিণীর।

রঙ্গালাপ শেষে সৈকতমঞ্চ হতে বিদায়কালে সকলে অভিবাদন জানালেও সাড়া দিলো না ঐ দু'জনে; তবু পান্না অচেনা সখিদের প্রতি সালাম ঠুকে পশ্চাৎপদ হলো।

www.pathagar.com

পান্না বালুর চর হতে পশ্চাৎপদ হলে ঐ সখিদের বন্ধু বলল, 'কিহে সুন্দরীগণ, মহানায়িকা তো চলেই গেল।' ওদের একজন বদন কুঁচকে বলল, 'যাবেই তো, মহারাণী ভেবেছিল ও একাই রাজ্য জয় করছে, তাই বুঝিয়ে দেওয়া হলো। এ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী ও একাকিনী নয়।'

'সে যাই হোক; ষোড়শী কিন্তু এগিয়ে এসেছিলো। আমরা ওকে পাত্তা দেইনি।' অন্যজন বলল, 'ও প্রচুর সময় দিয়েছে আমরা নৃত্যছাড়া ওকে কিছুই দেইনি। কাজটা ভালো হলো না।' প্রথম সখি দ্বিতীয় সখিকে কটাক্ষ করে সাগরপানে চেয়ে রইলো।

অচেনা দু'প্রজাতিদের তিক্ত ব্যবহারে পান্না কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওদেরকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে রথখানা সচল করলে ভিজা বালুতে খরগোসের ন্যায় লাফিয়ে চললো। তা দেখে দ্বিতীয়া প্রথমাকে বলল, 'দেখ সখি ওর দেমাগ কত, বাজপাখির মতো ছুটতে চায়।'

'তোর দেমাগ কি কম! তুই তো কথাই বললি না। তাড়িয়ে দিলি; তোর দেমাগ বেশি।' ওদের সঙ্গ সখা বলল, ' কি ভাই দেখলাম তো সুন্দরীদের হিংসার পরিধি, সমসুন্দরীরা কাউকে সহ্য করে না। তা এখানে দু'জনে ঝগড়ায় লিপ্ত থেকে লাভ নেই, যা হবার হয়েছে। ও আর ফিরবে না; চল আমরা রঙ্গ চিন্তা করি।

কি হবে সৈকত পাড়ে
প্রেম বিনে ফিরে গিয়ে

অপর দু'জন গাইলো–

এসো সখা প্রেমহাস্যে
এক বন্ধুর দু'হাত ধরে
দু'সখি ঝাঁপ দেই জলে

'সাবাস! বাপ কা বেটী।' হোটেলের ছাদে বসে শরীফ সাহেব অপত্যদের বিচরণ দেখে মুভি ক্যামেরা হতে চোখ ফিরিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, 'সাবাস, বাপ কা বেটী।' তখনই হোটেল বয় পিছনে এসে বলল, 'স্যার আপনার টেলিফোন।' বিরক্তে শরীফ সাহেব বললেন, 'কে?' পিছনে ফিরলে চাপরাশি সালাম ঠুকে বলল, 'স্যার ..।

ঃ 'কি চাই?'

ঃ 'স্যার আপনার জরুরি টেলিফোন।'

ঃ 'হায় খোদা! কবরেও শান্তি পাবো না, কামরায় দিতে বলো।'

ঃ 'দুঃখিত স্যার, ভিন্ন লাইনে আছে।'

ঃ 'যত্তোসব।' শরীফ সাহেব সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

www.pathagar.com

তপ্তবালিতে গড়াগড়ি করে, নোনাজলে গোসল সেরে, সিক্তবস্ত্রেই হোটেল লবিতে গাড়ি রেখে শাহেদ ও পান্না কামরার উদ্দেশে ছুটে গেল। ওদের শব্দ পেয়ে শরীফ সাহেব বারান্দায় এসে বললেন, 'তা বাছাধনেরা, সমুদ্রের ঢেউ দেখে পাড়ে বসে ছিলে; তাই মজা করে দুষ্ট ছেলেপেলেরা নোনাজলে ভিজিয়েছে, হাঃ হাঃ কি মজা।' পিতার মশকরায় কেউ কর্ণপাত করলো না, স্ব স্ব কামরার ঢুকলো।

খাবারশালা অতিথিতে সরগরম, তবু নগণ্যসংখ্যক টেবিল ফাঁকা। শরীফ সাহেব তার একটি দখল করলে খাদেম খাবার সাজিয়ে বলল, 'স্যার দৈ, মিষ্টি, পুডিং আছে; আদেশ অপেক্ষায় প্রস্তুত।' শাহেদ পিতার মুখপানে তাকালে শরীফ সাহেব বললেন, 'এ হোটেল মালিক চমৎকার ব্যবসায়ী, কর্মচারীদেরকে উত্তম সাজিয়েছেন। বাহবা পাবার ব্যক্তি।'

ঃ 'কি করে বুঝলেন ড্যাডি।'

ঃ 'তোমরাও বড় হলে বুঝবে, তা ছাড়া ওরা অভ্যস্ত; কোথায় কী করতে হবে সবই শিখেছে।'

ঃ 'ভাইয়া ঐ....!'

অন্নব্যঞ্জন মুখে পুরে পান্না শাহেদকে চোখের ইশারায় দূরের টেবিলে দেখিয়ে দিলে শরীফ সাহেব বললেন, 'ওরাই বুঝি ভিজিয়ে ছিল।'

ঃ 'কি যে বলেন আব্বা, আমাদেরকে কেউ কিছু বলতে সাহস পাবে; তা ছাড়া ওরা দেমাগী।'

ঃ 'অ–তাই বুঝি, তা ওরা সঙ্গ দেইনি।'

ঃ 'দেবে দেবে আজ নয়; কাল।' পান্না খাবারে মনোনিবেশ করলো। আহার শেষে বলল, 'আব্বা বিকালে রথখানা পাবো?'

ঃ 'কি হবে?'

ঃ 'দৈজ্জার কূলে ঝরনা দেখবো।'

ঃ 'হাঃ হাঃ তোমরাও দেখছি চাটগাঁর ভাষা শিখছো। হিমছড়ি যাবে, এখন নয়; আগামীকাল সকালে। গাড়িখানা পরীক্ষা করা দরকার, নতুন চালকের হাতে পড়েছিল তো তাই সাবধান হওয়া উচিত। আমি ওয়ার্কশপে যাচ্ছি। তোমরা ঝিনুক বাজার যাও। ফেরার পথে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে বাপধনেরা?'

ঃ 'জি আব্বু।'

আর কোন কথা হলো না, ভ্রাতাভগ্নি চলে গেল। বিশ্রাম শেষে একই রঙ্গের পোশাক পরে পিতার সামনে এসে বলল, 'বলেন তো ড্যাডি! আমরা কোন দেশের নাগরিক?' শরীফ সাহেব হেসে কইলেন, 'জি মুরব্বিগণ, বিচ্ছিন্নবাংলার বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারেননি, সেই পূর্ববঙ্গের নাগরিক

www.pathagar.com

হয়েছেন। তবে আপনাদেরকে ভিনদেশী ব্যাঙাচির মতো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার ঝিনুকবাজারে যেতে পারেন। তবে সাবধান, ঢংয়ের বেশে সং দেখা যাচ্ছে; হয়তো পিছনে ফেউ লাগতে পারে।'

অন্তজদের সঙ্গে কথা বলে বারান্দায় গিয়ে দেখলেন সূর্যের তাপ এখনো প্রচুর। ওখান থেকেই বললেন, 'বাইরে এখনো সূর্যের তাপ তীক্ষ্ণ, যাবে কী করে?' পিতাকে অগ্রাহ্য করে শাহেদকে ঠেলে বলল, 'তা হোক, অসুবিধা হবে না।' ওরা চলে গেলে শরীফ সাহেব ওষ্ঠপ্রান্তে হেসে বললেন, 'আধুনিক কালের বাহারি-বাহারি যুগ। একেই বলে রাঙ্গা জীবনের রঙ্গিন অধ্যায়।'

জৈষ্ঠ্যের বিকাল, রথখানা সার্ভিসিং করায়ে উদরপূর্তি জ্বালানি ভরে 'দৈজ্জার কূলত' চললেন। পালংকি (কক্সবাজার) শহরের মোড় পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এলে আকাশে কালোমেঘ দেখলেন। সহসাই অগ্নিগোলক মেঘে ঢাকলো। পয়োনিধির নীল নীর আরও কালো হলো। ধীরে ধীরে অনিলের চাপ কমছে, খণ্ডকালেই আকাশ দখল নেবে। ঝড়ো বিপদবার্তা বিহারীদের তাড়া করলো। কেউ কারো অপেক্ষায় থাকলো না, আশ্রয়পানে ছুটলো। মুহূর্তেই সৈকত ফাঁকা। রংবাহারি ফেরিওয়ালারা, ঝিনুক বাজারের রাখাইন-নৃগোষ্ঠী সকলেই ছুটছে। তবে ধীর কদমে যাচ্ছে যুবাযুবতীরা, ওদের কোন তাড়া নেই। আকাশে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সঙ্গে হয়তো মেঘের গুড়ুম-গুড়ুম শব্দে কম্পিত হচ্ছে বারিধির জলপ্রাণী। স্থানীয় বেয়াড়া যুবাযুবতীরা এখনো সাগর পাড়ে ঘুরছে, ওদের মাঝে ভ্রাতাভগ্নিও মন্থর গতিতে হোটেলপানে পা বাড়ালো। কোনো বিকার নেই, ভাবনা নেই; পান্না ভাইয়ের সঙ্গে পা চালিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে, আব্বা আসবেন না।'

ঃ 'কি করে বলি, হয় তো গাড়ির কাজ শেষ হয়নি।'

ঃ 'আমাদের বোধহয় হেঁটেই যেতে হবে, ঘাটে অটোরিক্সা পাবো ভাইয়া?'

ঃ 'অটোরিক্সা তো দূরের কথা, ঠেলা গাড়িও পাবে না। তাড়াতাড়ি পা চালাও দেরী করো না। এখনই ঝড় উঠবে।' পান্না পশ্চাৎ ফিরে বলল, 'দেখ ভাইয়া! একটু বাতাসও নেই; ঢেউগুলো দুলছে, গর্জনও থামছে।' তখনই শাহেদ হাত তুলে বলল, 'ঐ দেখ পান্না! আব্বুও আসছেন।'

ঃ 'আমাদের জন্যে আব্বার অনেক মায়া, তাই না রে ভাইয়া?'

ঃ 'ভুল বললে, মায়া না থাকলে এতো কিছু করতেন?'

ঃ 'ভুল হয়েছে, মাফ করো।'

মেঘের ঘনঘটা দেখে শরীফ সাহেব সামনে অগ্রসর হলেন না, ঝিনুকবাজার ঘেঁষে অপেক্ষায় রইলেন। স্রষ্টার দান, পিতার জানের জান কাছে এলে বললেন, 'জি বাপধনেরা দেরী হয়েছে, তাই না?'

www.pathagar.com

ঃ 'ভেবেছিলাম আসবেন না। তাই যাচ্ছিলাম।' শাহেদের কথা শেষে পান্না আব্দার ধরলো, 'কিছু মনে না করলে--'

ঃ 'নির্ভয়ে বলো মাতাজী তবে সময় কম।'

ঃ 'ড্যাডি, শহরে ঝড়বৃষ্টি দেখেছি, সমুদ্রপাড়ে কেমন দেখা যায়; তা উপভোগ করিনি।'

শরীফ সাহেব ভাবলেন, 'কি দস্যি মেয়ে-রে বাবা! ওকে সুযোগ দিতেই হবে, নচেৎ একগুঁয়েমি করে একাকিনী বের হবে।' মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার অভিলাষ পুর্ণ হোক মাতাজী।' শাহেদ কইলো, 'ওগো ঝড় কাঙ্গালিনী, বৃষ্টিতে ভিজে মিটাও তোমার সখ; আমরা উপভোগ করি তোমার উন্মাদনা কাণ্ড।'

কন্যার বাসনায় ঝিনুক বাজারের সামনে দাঁড়ালেন। নীলাম্বরের কালোমেঘ রুদ্ররূপে ধেয়ে আসছে। বারিপাতে বারীন্দ্র অন্ধকার। বায়ুকুণ্ডলী যতই এগোচ্ছে বাতাসের বেগ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনিলচাপে বারিপাত তরঙ্গায়িত। ঝড়োবাতাসে উথাল-পাথাল ঊর্মি তটপানে ছুটছে। প্রলয়ঙ্কারী ঝড় রুদ্ররূপে নৃত্যতালে জলমন্থনে হাসছে। অট্টহেসে বিজলী চমকাচ্ছে, গুড়ুম গুড়ুম শব্দ গগনে; কম্পন মৃত্তিকা। অর্ণবতরঙ্গ কূলে আঘাত হানছে, আছড়ে পড়ছে ঝাউবনে, আলিঙ্গন করছে নিশ্চল পাথর সৈনিক গাত্রে। ডাঙ্গায় লবণজলে সয়লাব। ক্ষণমুহূর্তে লোকালয়ে ক্ষতি, বিনষ্ট জানমাল। ঊর্মির আঘাতে ক্ষুদ্রতম মুহূর্তে শরীফ সাহেবের বাহন ছিটকে গেল দূরে। তবু পান্না ভীত হলো না। পিতাকে বলল, 'ছবি তুলতে সময় পাবো, বাবা?'

মেয়ের ইচ্ছায় ক্যামেরাখানা এগিয়ে দিলেন। ক্ষিপ্রতায় বেরিয়ে পড়লো পান্না। ঘুরে ঘুরে ছবি নিলো বটে। অকস্মাৎ প্রবল ঝাপ্টায় ছিটকে পড়লো দূরে। শাহেদ নেমে ভগ্নিকে গাড়িতে তুললে শরীফ সাহেব ছুটলেন শহর পানে। বিধিবাম! কাদাজলে আটকে গেলেন। চেষ্টা করেও সরতে পারলেন না। ভাগ্যিস সাহায্যকারী সামরিক বাহিনী এগিয়ে এসেছেন, তারা উদ্ধার করে তিরস্কারে বললেন, 'বুড়ো হয়েছেন, তবু আক্কেলের অভাব রয়েছে প্রচুর, এখানে থাকা আপনার সমীচীন হয়নি, ফিরে যান।' অপদস্থ হয়ে বিপদ মুক্তে চলে যাচ্ছেন, বৃষ্টিতে কাঁচাপাকা রাস্তা সমরূপ দেখাচ্ছে। পান্না কম্পন সুরে বলল, 'প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছে আব্বা, গরম হওয়ার ব্যবস্থা হবে?' অট্টহেসে শরীফ সাহেব বললেন, 'অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবার আরও তেলেসমাতি শিখ।' শাহেদ বলল, 'একি আব্বা! জানালার কাচ যে ঝাপসা হলো।'

ঃ 'বিজ্ঞানের যুগ, মগজ খাটিয়ে সমস্যা উদঘাটন কর।'

ঃ 'বাইরে ঠাণ্ডা ভিতরে গরম, কাঁচে জ্বলীয়বাষ্প জমছে।'

ঃ 'আব্বা, প্রতিকার?' পান্না বলল।'

www.pathagar.com

ঃ 'তোয়ালে ঘষে পরিষ্কার করো এবং জানালার কাঁচ সামান্য খুলে দাও, দেখবে সমস্যার সমাধান হচ্ছে।'

ঃ 'ধন্যবাদ আব্বু।'

ঝড়ঝঞ্ঝা শেষে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। দশ ফুট দূরেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। পথের নির্দেশে হোটেল পানে ছুটলেন। অন্ধ ন্যায় খুঁড়িয়ে আস্তানায় পৌঁছলে একঝাঁক যুবাযুবতী নৃত্যতালে ঘিরে ধরলো। বুঝতে দেরী হলো না, ওরা শখে ভিজে শীতল হচ্ছে। নৃত্যরতরা ছুটে এসে পান্না ও সাহেদকে নামিয়ে সমস্বরে গান ধরলো :

আকাশ ফোঁড়ে ঝরছে বারি
এসো সহচরীরা ঘর ছাড়ি
গ্রীষ্মের ঝোরায় ভিজে
তপ্ত যৌবন শীতল করি

কামকামিনীগণ সেজে এসে
ঝুমুর বর্ষায় ভিজবো হেসে
ঝোরায় ভিজে খায়েশ মিটাবো
পালংকি'র এ সাগর পাড়ে

কে আছো প্রেম নিবেদনী
তাড়াতাড়ি এসো ঘর ছাড়ি
হাস্যবদনে মিলন হয়ে
প্রেম উন্মাদনায় রঙ্গ করি

ঊর্ধ্ব গগনে মেঘের ঘনঘটা
ঘরে সখি থাকিসনে তোরা
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো
কামকামিনীর রং তামাশা

এসো সহচরী ঘর ছেড়ে
এ তারুণ্যে নাহি ভরসা
ঝড়ো বাদলের হিমজলে
শীতল করি মনের আশা

www.pathagar.com

শাহেদ ও পান্নাকে দেখে দু'জন তরুণী চলে গেলেও ঝুমুর তালে নৃত্য চলতেই থাকলো, এ যেন সাগরপাড়ের বারিধারায় নবযৌবনের জোয়ারমেলা। পালংকি শহরে গ্রীষ্মের বারিধারায় নবযৌবনের জোয়ার দেখে আবালবৃদ্ধবনিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো, তারা উপলব্ধি করলো রঙ্গস্থলে কামুক কামিনীর মিলন খেলা।

গ্রীষ্মশেষে প্রবলবর্ষণে ধরণী শীতল হলে রাতে সমুদ্রকূলবাসী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। সুখনিদ্রায় কখন রাত শেষ হয়েছে, কেউ জানতে পারলো না। শরীফ সাহেব ঘুম হতে জেগেই দেখলেন, পূর্বগগনে রবি হাসছে। জলস্পর্শে নিদ্রাজড়তা পরিচ্ছন্ন হয়ে পুত্রকন্যাসহ প্রাতঃনাস্তার টেবিলে বসলে পান্না বলল, 'ড্যাডি! আপনি কেমন মানুষ, ভালোভাবে ঘুমাতে দিলেন না।' থালা সামনে টেনে কন্যাকে বললেন, 'বাছাধন, প্রচুর ঘুমিয়েছ, এবার ডানহাতের কাজ সার।'

রুটির সঙ্গে মাংস ভুনা শেষ করে কলার ছাল ছিলে পান্না বলল, 'আব্বা! যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটি কথা বলবো।' শাহেদ ফিরে বলল, 'এবার তোর আব্দার টিকবে না।' পান্না কলার অংশ মুখে পুরে গোঁ-গোঁ করলে কোনো শব্দ হলো না। শাহেদ এবার হেসে বলল, 'অভিনয় বাদ দিয়ে সরাসরি প্রস্তাব রাখ।' কী ভেবে পান্না নীরব থাকলে শাহেদ উঠে কইলো, 'কিরে প্রস্তাব রাখবি না? অনুমোদন হবে কী করে।' আর কিছু না বলে বেসিন পানে চলে গেল। শরীফ সাহেব উঠে বললেন, 'আজই আমরা ঢাকায় যাচ্ছি।' পান্না থালা বাসন চাপিয়ে বেসিন পাশে গিয়ে বলল, 'আব্বা, বলছিলাম কি সব সময় তো আসা হয় না, তাই সেন্টমার্টিন গেলে কেমন হয়।' 'না।' শরীফ সাহেব সরাসরি নাকচ করলেন। একটু পরে বললেন, 'একসঙ্গে সব দেখা ঠিক নয়। আরও একবার আসার সংকল্প রাখো।' কাগজে মুখ মুছে আবার বললেন, 'তোমার প্রস্তাবে সম্মত হলাম তবে মহেশখালী দ্বীপে যাব।' শাহেদ ঘুরে বলল, 'আব্বা! ঐ নারীকেল দ্বীপে না গিয়ে মহেশখালীতে কেন?

ঃ 'একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে নামকরণ হয়েছে, তাই।' পান্নার টিপ্পনি।

ঃ 'বাছাধন! মনে রেখো প্রসিদ্ধ স্থানে বেড়াতে সঙ্গী পাবে, অপ্রসিদ্ধ স্থানে বেড়াতে সঙ্গী পাবে না; তাই মহেশখালী দ্বীপে যাওয়ার মনস্থ করেছি।'

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মনোরম পরিবেশে মহেশখালী দ্বীপের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখালেন। দিনের দ্বি-প্রহরে ক্ষুধার তাড়নায় ফেরিঘাটের খাবারশালায় শরীফ সাহেব আধাসিদ্ধ ভাত গোগ্রাসে ভক্ষণ করলেন, শাহেদ ও পান্না মুখে না তুলে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। অতৃপ্তে শাহেদ বলল, 'নারে পান্না, তুই খা; আমি খাবো না।'

ঃ 'কেন ভাইয়া! আমি খেলে তুমি খাবে না কেন?'

ঃ 'তুই না খেলে–আমি কী করে খাই।'

ঃ 'ভাইয়া, এটা কথা হলো! আমি খাবো না বলে তুমিও খাবে না।'

ঃ 'এই যে মহারাণীর সন্তান, এ খাবারগুলো তোমাদের অযোগ্য। আর তোমরা যা বললে তা শুনতে ভালোই লাগছে।'

ঃ 'তা তো লাগবেই। আমরা চাষার ছেলেমেয়ে নই, শহরের ধনকুবের সন্তান।'

ঃ 'পান্না বাড়াবাড়ি হলো। বাবাকে ও ভাবে বলিসনে, গরীব বাপের পোলা, মনে কষ্ট পাবেন। হয়তো কেঁদেও ফেলতে পারেন।' পান্না হাঃ হাঃ করে হেসে বলল,

ঃ 'দ্যাখ ভাইয়া, আমি ধাক্কা দিয়েছি, তুমি আছাড়ালে, কাজটি কিন্তু ভালো হলো না, চাষার পোলা মাইন্ড করবেন।'

ঃ 'জি আম্মাজান গরীবের মন নেই, তা খারাপ হবে কোথা থেকে।' দম নিয়ে আবার বললেন, 'এই যে ধনীর সন্তানেরা, এ খাবার না খেলে সারাবেলা উপোষ থাকতে হবে।' কথাটি বলে অবশিষ্ট খাবারগুলো চেঁটেপুটে সাবাড় করলেন।

ঃ 'ভাইয়া! তুই খা, আমি খাবো না। সারাদিন উপোষ থাকলেও খাবো না।' কথাটি বলে হাত ধোয়ার জন্য বাইরে গেল। এ সময় হোটেল মালিক কর্মচারীদেরকে ডেকে বললেন, 'আরে মিয়ারা তাড়াতাড়ি করো, আজও ভারীবর্ষণ হবে; খাবার তৈরি করো না, নষ্ট হবে।' হোটেলওয়ালার কথা শুনে

www.pathagar.com

শরীফ সাহেবের পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ হলো। পান্না এগিয়ে এসে বলল, 'আব্বা ঐ বেটা কী বললেন?'

ঃ 'আজও নাকি ঝড়বৃষ্টি হবে।'

ঃ 'পরিষ্কার গগনে সূর্য ছাড়া কিছুই নেই, ও বেটা কী করে জানলেন বিকালেই বৃষ্টি হবে; কিসের সংকেত পেলেন? বুঝলাম না কিছু।'

ঃ 'প্রকৃতির খেলা প্রকৃতি খেলে, পরিবেশ শিকার বুঝে প্রভাবে।'

ঃ 'ঝড়বৃষ্টি আসুক আর না আসুক। এখানে আর থাকছি না।' পিতার প্রতি চেয়ে বলল, 'এ দ্বীপের দৃশ্য দেখা শেষ হয়েছে আব্বু?' কথাটি বলে বাহির পানে পা বাড়ালে শাহেদ ডেকে কইলো, 'ঐ পাগলি একাকিনী চললি, ঝড় আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। তোর মুভিটা প্রস্তুত রাখিস। সময়ে কাজে লাগবে।'

শাহেদের ব্যঙ্গে পান্না থামালো না। ভ্যানিটি ব্যাগ ও মুভিক্যামেরা ঝুলিয়ে ছন্দনুগমনে ফেরির দিকে অগ্রসর হলো। কন্যার অভিনব ভঙ্গি দেখে শরীফ সাহেব বললেন, 'এই যে অভিমানিনী বঙ্গমাতা, সন্তানকে রেখে যেও না, আমরা আরও প্রকৃতির দৃশ্য দেখবো?'

ঃ 'স্যরি ড্যাড! আমার ওসবের সময় নেই, আপনারা পিতাপুত্রে সখ মিটান।'

ঃ 'ও-হে বঙ্গজননী একাকিনী যেইও না চলে।'

ঃ 'কেউ সঙ্গে না এলে দাঁড়াই কী ছলে।'

ঃ 'তোমার সঙ্গে পারছি না হেঁটে।'

ঃ 'তা পারবেন কেন, পচাবাসী উদরস্থ করেছেন, এখন হাঁটতে পারছেন না; বিপদেই পড়েছি, আসেন আসেন রেখে যাবো না।' শাহেদ বলল, 'আব্বা, শুনেছি একটি রাজারবাড়ী ছিল, ওখানে যাবেন; সময় আছে প্রচুর।' পান্না ঘুরে তাকালে শরীফ সাহেব বললেন, 'আজ ওদিকে গিয়ে লাভ নেই, বাবা; সাগরে ভাসছি তাড়াতাড়ি চল, যাওয়াই উত্তম। পান্না ঘুরে বলল, 'পিতাপুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

ঃ 'এই তো সুবোধ বালিকার মতো কথা হচ্ছে।'

ঃ 'ওরে বহিন সাহস হারালি, পরশু ভিজেছিস, সর্দি ঝরছে, তাই ভয় পাচ্ছিস নাকি?'

পান্না ক্ষেপলো না, দরিয়াকূল ঘেঁষে সরুগলির ভিতর দিয়ে হেঁটে খেয়াঘাটে দাঁড়ালো। দ্বীপবাসী ফলমূলে খেয়া ভরেছে, মাঝি আরও যাত্রীর অপেক্ষায় আছে। খেয়ায় ফলমূল ভরতে অনেক সময় অতিক্রম হলো। ধীরে ধীরে মেঘে

www.pathagar.com

ঢাকা আকাশ সূর্যের তেজ কমেছে, বায়ুপ্রবাহ কমছে। ফেরিওয়ালা ডাকছেন, 'ও ভাই! তাড়াতাড়ি আসেন ছেড়ে যাবো। মাঝির ডাকে সকলেই উঠলে শাহেদ বলল,

ঃ 'ওরে পান্না বসার জায়গা নেই রে, দাঁড়িয়েই যেতে হবে নাকি।'

ঃ 'ওপারে যেতে হলে এভাবেই যেতে হবে, রিজার্ভ ফেরি নয় যে, একাকি যাবেন, উঠেন! উঠে পড়ুন।' শরীফ সাহেব ভিড় ঠেলে বললেন, 'বাছারা এখানেই বসো, আর যাওয়া যাবে না।'

ঃ 'থ্যাঙ্কস ড্যাড! এখান থেকেই বিপদ মোকাবেলা করা যাবে।'

ঃ 'আরে কী শুনছি, গিনিপিগের ছাওটা সাঁতার কাটতে পারে না, সে সাগরে ঝড়ের মোকাবেলা করবে; আর কত হাসাবে তুমি। পিতার উক্তিতে শাহেদ বলল, 'আব্বা, পান্না দু'বার সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে।'

ঃ 'কী বললে! ঐ ভেড়ির ছাওটা পুকুরে গোসল করতে সাহস পায় না; সে আবার সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে?' শরীফ সাহেব আঁত্‌কে বললেন, 'ও ছেলেমি করে জানতাম, সাঁতার কাটতে পারে তা তো জানতাম না। অবশ্য আমারই সাঁতার শিখানো উচিত ছিল, কিন্তু কর্মতাগিদে তা পারিনি; সে বিদ্যা ও নিজেই শিখেছে। ধন্যবাদ তোমাদেরকে।' বক্তা খুশিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। পান্না হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'ভাইয়া, পিতা অন্তজদের চাহিদা মিঠাচ্ছেন কিন্তু খবর রাখেননি।'

পান্নার মুরুব্বিয়ানা কথা শুনে শাহেদ মন্তব্য করলো না, একগাল হেসে সমুদ্রপানে চেয়ে রইলো। কালোমেঘ আকাশ দখল নিচ্ছে। বিপদাশঙ্কায় জেলেগণ কূলপানে ছুটছে। শাহেদ পান্নাকে বলল, 'ওগো নায়িকা যন্ত্রখানা তৈরি রেখ। দ্যাখো কাঙ্ক্ষিত মেঘ উল্টেপাল্টে আসছে, এক্ষুণি কবলে পড়বে; যন্ত্রখানাও কাজে লাগবে। পরশু ডাঙ্গায় ঝড়ের ছবি তুলছিলে, আজ সাগরে সাঁতরিয়ে তুফানের ছবি তোল। ওড়নাখানা কোমরে বেঁধে প্রস্তুত হও।

পান্না কিছুই বলল না; শরীফ সাহেব বললেন, 'ভয় নেই পান্না, ঝড় পিছন হতে আসছে, খেয়া কূলে আছড়ে পড়বে, সাবধানে থেকো ছিটকে পড়ো না।

ঃ 'আর ধেৎ! তাড়াতাড়ি করো পান্না, ক্যামেরায় ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেটটা লাগা, জুমের সেফটিগ্লাস পরা, পিছন হতে তুফান তেড়ে আসছে।' তখনই মাঝি চিল্লিয়ে বললেন,

ঃ 'সাবধান হোন ভাই সাহেবরা, শক্ত হয়ে বসুন; যে যেখানে আছেন, ওখানেই থাকুন, নড়াচড়া করবেন না; নড়লেই বিপদ হবে, বিপদ সবার জন্য,

www.pathagar.com

চুপ করে বসুন, আমাকে কাজ করতে দিন।' বলেই ইঞ্জিনের শক্তি বাড়িয়ে দিলেন।

ঃ 'ওগো দুষ্টের নায়িকা, চাপাবাজের শিক্ষয়িত্রী, সখের ফটোগ্রাফার, তোমার কাজ চালিয়ে যাও। ঝড়ের ছবি ক্যামেরায় বন্দী করো। এ সুযোগ কখনো পাবে না। তেড়ে আসা প্রলয়ঙ্কারীর চিত্র ধারণ করো। ওগো ঝড়ঝঞ্ঝা উন্মাদিনী ভ্রমিক পাগলিনী।'

ঃ 'অহঃ! জ্বালাতন করো না ভাইয়া, কাজ করতে দাও।' সহযাত্রীরা চেয়ে রইলেন পান্নার পানে। শাহেদ আবার বলল, 'ওরে পান্না দূরের দৃশ্য কাছে এনে শেষ করো।'

ঃ 'ভাইয়া, আমার কাজ আমিই করবো।' হঠাৎ মাঝির আবার সতর্কবাণী–

ঃ 'অ-বদ্দাহ'রা, সাবধান হও, ঝড় আইসসে, আঁরাও কূলত আইসসি; ডর নাই।'

খেয়ামাঝির সতর্কতায় নারীযাত্রীরা চিল্লাহাল্লা শুরু করলো, শুধু ব্যতিক্রম পান্না; ও ক্যামেরার ফিতায় ঝড় আক্রান্ত দৃশ্য বন্দি করতে ব্যস্ত। পান্না ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঝঞ্ঝা-রাক্ষুসিনীর থাবা বন্দী করলো। এবার প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে যা হবার তাই হলো। খেয়াযান উথাল-পাথাল দুলতে লাগলো।

নারীযাত্রীরা প্রথম ধাক্কা সহ্য করলেও দ্বিতীয় ধাক্কায় চিৎকার শুরু করলেন। পান্না ভাই বলে চিৎকার দিলে শাহেদ জাপটে ধরলো। পান্নার হাত হতে ক্যামেরা নিয়ে রেলিং ধরিয়ে বলল, 'এটা ধরে থাকো, আমি সামলাচ্ছি।' শরীফ সাহেব নিজেকে সামলিয়ে বললেন, 'তোমরা ঠিক আছো?' 'হ্যাঁ বাবা, ঠিক আছি; আপনি ঠিক আছেন?' শাহেদ পান্নাকে বলল, 'এবার মহারাণী হাত লাগাও।'

খেয়ামাঝির আবার হুঁসিয়ারি, 'ঢেউ আরও জোরে আইসসে, সাবধান হোন, আঁরা ডাঙ্গায় আইসসি; ডর নেই।'

মহেশখালী চ্যানেলে উথাল-পাথাল ঢেউ আঘাত হানছে। তরঙ্গায়িত হচ্ছে খেয়া। গুঁড়িয়ে দিচ্ছে জলরাশি, বেতালে দুলছে জলযান। উথাল-পাথাল আছাড় খেয়ে মাঝি আল্লাহ্‌র ধ্বনি দিলে নারী পুরুষের কান্নাররোল পড়ে গেল। ঝটিকায় খেয়া লবণজলে সয়লাব। অনেকে হাবুডুবো খাচ্ছেন। তখনই একজন নারীকণ্ঠের চিৎকার কেঁপে কেঁপে বাতাসে মিশছে। 'হায় আল্লাহ, আইর পোলা কি অইলো! হায় আল্লাহ, আই'র ছুটক্যা কৈ গেলো!! হায় আল্লাহ, আই'র পোয়া কি অইলো!!!'

www.pathagar.com

তেড়ে আসা ঢেউয়ের তোড়ে খেয়াযান লবণজলে সয়লাব। কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, দুললো বেতালে। দোলন ঠেকাতে পান্নার পায়ে কিছু ঠেকলে–তা তুলতেই মানবশিশু চিৎকার দিয়ে উঠলো। নিজেকে সামলিয়ে ওকে ঝাঁকি দিতেই মুখ দিয়ে লবণজল ছিটকে বেরোলো। বাঁচ্চাটি আরও জোরে কাঁদলে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরতেই মূর্ছা গেল।

ঝড়থাবায় খেয়াযান তীরবেগে ছুটছে, ভয়ে যাত্রীরা হইহুল্লোড় করছে। সমুদ্রপাড়ের যাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে না, ওরা নির্বিকার। শাহেদ হোঁচট খেলেও ক্যামেরা সচল, অন্যরাও বেতাল দোলনে দুলে দাঁড়িয়ে রইলো।

শরীফ সাহেব কন্যার প্রতি অগ্রসর হলে, পান্না কইলো, 'দ্যাখো বাবা ও কাঁদছে না, শুধু কাঁপছে।' শরীফ সাহেব বাচ্চাটিকে ঝাঁকি দিলেই ওর পেট হতে আরও লবণ পানি বের হলে চিৎকার দিয়ে উঠলো। পান্না আবার বুকে চেপে ধরলো। তখনই খেয়া কূলে আছড়িয়ে পড়লো।

জ্যৈষ্ঠের ঝঞ্ঝা তাণ্ডবলীলা ঘটিয়ে বীভৎসরূপে খেলাখেলে ডাঙ্গায় এসে ঝিমিয়ে পড়লো। অঝোরে বারিপাত ঝরিয়ে বিলীন হলো। এ যেন কুমিরের মায়াকান্নায় মৃত্তিকা ভিজানো দৃশ্য। স্থানীয় যাত্রীগণ নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেল, কারো পানে তাকালো না। ছেলেহারা বধূটি কোনো দিকে না তাকিয়ে শুধু উচ্চৈঃস্বরেই কাঁদছে, তার কান্নার করুণ সুর বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভাসছে।

শরীফ সাহেব পান্নার কোলে শিশু দেখে সেই সতের বৎসরের পূর্বস্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। স্থির থাকতে পারলেন না। আবেগাপ্লুতে মাতোয়ারা হলেন, ওষ্ঠফাঁকে পান্নার নাম উচ্চারণ হলো। পান্না বলল, 'কী হয়েছে ড্যাড?'

সংবিৎ ফিরলে শরীফ সাহেব বললেন, 'না আন্টি কিছু না, ঐ দ্যাখো ওর মাতা কাঁদছেন।' পান্নাও চেয়ে দেখলো বধূমাতা বিড়ালের মতো চুপিসারে এগিয়ে আসছেন। আব্রুহীনা রমণী, সন্তানহারা মাতা, পান্নার নিকট এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্বীয় বাচ্চা দেখে অঝোরে কেঁদেই ফেললেন। পান্না বিস্ময়ে বিহ্বল, ওষ্ঠদ্বয় অনড়। যে নারীর আপদমস্তক বোরকায় আবৃত ছিল, সে এখন অধোবস্ত্রা, তা দেখে পান্না আরও বিস্ময় নির্বাক। অবশেষে বলল, 'ড্যাডি! ওর কষ্ট হচ্ছে, শ্বাস নিতে পারছে না; কিছু একটা করুন।'

ঃ 'কষ্ট হলে কী করবো, আমাদের কাজ তো করেছি।' শরীফ সাহেব বাচ্চাটির পিতাকে ডেকে বললেন, 'এ এলাকায় হাসপাতাল আছে?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমি চিনি না, তবে সামনে মালুমঘাট খৃষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল আছে, ওটা চিনি।' কালবিলম্ব না করে শরীফ সাহেব বললেন, 'তাই চলুন।'

www.pathagar.com

ঝঞ্ঝা তাণ্ডব ঘটিয়ে অঝোরে বারি ঝরিয়ে বিদায় নিয়েছে। পড়ন্তবেলায় টেরাচোখে ধরাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে রবি। এ যেন দুষ্টুবালকের দুষ্টামি শেষে মুচকি হাসা।

কূলে আছড়ে পড়া খেয়া হতে ফেরিঘাট দু'কিলোমিটার, তা অতিক্রম করতে এক ঘণ্টা সময় লাগলো। ফেরিঘাটের ঝুপরি দোকানগুলো লণ্ডভণ্ড, গাছপালা উপড়ানো। শরীফ সাহেব লক্ষ করলেন চালাঘর পিঠে নিয়ে ঝুপরির আড়ালে তার বাহনখানার গাছের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে রয়েছে। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার গাড়ির নিচে বালুর চিহ্নও নেই। চার চাকা লালমাটিতে দাঁড়ানো। শকট ধারে পৌঁছতেই একজন যুবক এসে বলল, 'স্যার! গাড়িটা পাহারা দিয়েছি দয়া করে কিছু ছাড়ুন।'

ওকে সুযোগ না দিয়ে পান্না বলল, 'তা কী করতে হবে বলুন তো জনাব?' অন্যজন এসে বলল, 'আপা, বকশিশ পেলেই খুশি হবো, ঝামেলা করবো না।' ওকে বেশি কথার সুযোগ না দিয়ে শরীফ সাহেব পান্নাকে বললেন, 'তুমি সরে দাঁড়াও, আমি দেখছি। তা বাবাধন কী করতে হবে আমাকে বলুন।' সঙ্কট ভাব দেখে আরও দু'জন এসে বলল, 'স্যার, মনে কিছু করবেন না, আমরা ঘাটের ছেলেপেলে দশজনের পয়সায় খেয়ে বাঁচি। বৃষ্টিতে ভিজেছি–চা পান করবো।'

ওদের মনোভাব বুঝতে শরীফ সাহেবের দেরী হলো না। হঠাৎ খেয়াল হলো গাড়ির ছাদ হতে চালা নামাতে হবে। তাই ওদেরকে দিয়েই করানো উত্তম। ঠিকাদারি পেশার সঠিক অস্ত্রটি প্রয়োগ করলে ফল হলো। ওরা চালাটি সরালে গাড়ির পিছন দরজা খুলে বললেন, 'খোকাবাবুরা একটু দাঁড়াও এনাম দিচ্ছি।' ব্যাগ বের করে বললেন, 'পান্না সুতি কাপড়খানা মেয়েটিকে দাও। তোমার কাপড়গুলো বদলিয়ে নাও।' স্বঘোষিত পাহারাদেরকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললেন, 'বাপধনেরা ছোট কাজের ছোট বকশিশ, সামনে একটি বড় কাজ আছে; তা করে দিলে বড় এনাম পাবে, ঐ রাস্তা হতে গাছ সরাতে হবে। সে কাজের জন্য বড় অঙ্কের এনাম, অবশ্যই রাজি, অনেক টাকার হাতছানি, বিরাট অঙ্কের এনাম; নিশ্চয় উপকার করবে?'

ঃ 'ইয়া–হু–বাবা, রাস্তার গাছও সরাতে হবে?' মাথায় হাত রেখে ওরা অবাক দৃষ্টে তাকালো।

ঃ 'হ্যাঁ বিরাট অঙ্কের পুরস্কার, কি রাজি?' কেউ স্বীকার হলো না। যেখানে অন্যকে বিরক্ত করবে, সেখানে নিজেরা বিরক্ত হচ্ছে। ক্ষীণমনা ছেলেগুলো পিছে হটে বলল, 'স্যার! অন্যলোক পাঠাচ্ছি, আমরা পারবো না।' বলেই ভোঁ-দৌড়। বখাটে ছেলেরা চলে গেলে শরীফ সাহেব পান্নাকে বললেন, 'তোমরা তাড়াতাড়ি

www.pathagar.com

গাড়িতে উঠো; ছেলেটির পেট হতে লবণজল বের করতে হবে।' শরীফ সাহেব পাশ ফিরে দেখলেন, দুষ্ট ছেলেরা লুকিয়েছে। পান্না বলল, 'বাবা! ওর পেটের পানি তো কিছুক্ষণেই হজম হবে।'

ঃ 'না বেটী হবে না। পাকস্থলীতে ঘা হবে, লবণ পানি বের করাই উত্তম। নচেৎ আরও মিঠাপানি পান করাতে হবে। আবার অধিক পানি পান করালেও হজম করতে পারবে না। তার চেয়ে পাকস্থলী পরিষ্কার করাই ভালো। ঐ দেখ ওর খিচুনি হচ্ছে।'

অঝোরে বৃষ্টি ঝরিয়ে আকাশ পরিষ্কার হলে পশ্চিমদিগন্তের মার্তণ্ড নীল আলো ছড়িয়ে প্রস্থান পথে অগ্রসর হচ্ছে। দৃশ্যমান চলন্ত পথে দিবাকর যেন সাগরের নীলজলে ডুব দেবে। কারো নিষেধ মানবে না। কারো অপেক্ষায় থাকবে না। শশীকে আলোকিত করে ধরণীতে ক্ষণদার প্রবেশ ঘটিয়ে কক্ষপথের অন্তরালে লুকাবে। প্রতিনিয়ত লুকোচুরি খেলে এ ঘূর্ণনবিশ্বে দিবারাতের পার্থক্য ঘটাচ্ছে। আলো-আঁধারি খেলা খেলে চাঞ্চল্য প্রাণীকুলের বিশ্রামের সুযোগ ঘটিয়ে, ভাবুকদের ভাবনার পরিবেশ সৃষ্টি করে, অনন্তকাল ছুটছে তো ছুটছে। ধরার ঋষিগণ উর্ধ্ব অম্বরের অনন্তরূপ দেখে চিন্তামগ্ন, এ প্রকৃতি কত অপরূপে সৃষ্টি, চারদিকে ফাঁকা, অনন্ত আকাশ; কখনো রাত, কখনো দিন, কোথাও ভূমি, কোথাও পাহাড়, কোথাও নদী, কোথাও সাগর, কোথাও সবুজ, কোথাও মরুভূমি, কোথাও শীতল, কোথাও উষ্ণ, কোথাও শান্ত, কোথাও ঝঞ্ঝা, তা বয়ে যাচ্ছে গড্ডালিকা প্রবাহ রূপে। সে অনুপাতে এ ভূবনে প্রাণীসমূহের কারো আগমন কারো প্রস্থান, কেউ স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, কেউ স্বার্থ শেষে ছুটছে, কেউ স্বার্থান্বেষণে হন্যে হচ্ছে; কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ মৃত্যুর প্রহর গুনছে; কেউ কেউ হায় হায়ও করছে। ঐ অপরূপ রূপের ক্ষণকালে পান্না অনন্ত সিন্ধুনীরে অস্তগামী সূর্য দেখে সমুদ্রপানে চেয়ে রয়েছে। ওর চেয়ে থাকারই কথা, শহুরে কিশোরী এ দৃশ্য কখনো দেখেনি। নিশ্চল দাড়িকাকে দেখে শরীফ সাহেব বললেন, 'আম্মীজান, কাপড় পাল্টানো হলো?'

ঃ 'জি! বাবা।'

ঃ 'গাড়িতে চড়।'

শরীফ সাহেব মন্থর গতিতে শকট চালিয়ে রাস্তায় উঠলেন, তখনই বখাটেরা পরস্পর খুঁচা দিয়ে দেখিয়ে দিলে, তা দেখে দ্বিতীয়বার ওদের পানে না তাকিয়ে পিচঢালাই সড়কে সহনশীল গতিতে ছুটলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন রাস্তায় গাছেরগুঁড়ি সরাতে হলো না। সন্ধ্যাক্ষণে মালুমঘাট খৃষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে হাজির

www.pathagar.com

হলে ডাক্তার শোধালেন 'যথাসময়ে এসেছেন ছয়ঘণ্টা অতিবাহিত হলে বিপদের সম্ভাবনা ছিল।' তিনি তড়িঘড়ি বাচ্চাটিকে ব্যবস্থার জন্য ভিতরে পাঠালেন।

শরীফ সাহেব অবাঞ্ছিত ঝামেলা শেষে বিদায় নিচ্ছেন, তখন বাচ্চাটির মাতা বিষণ্নবদনে চেয়ে থেকে পান্নাকে বললেন, 'আপা, শাড়ীটি ফেরত নিলেন না?' 'ছিঃ! ওটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, ফেরত নেওয়া হবে না। আরও যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে নির্বিঘ্নে বলুন, লজ্জা করবেন না।' স্বামীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ও জানে।'

পান্না ট্রাউজারের পকেট হতে কাগজের নোট বের করে বললো, 'এগুলো কাছে রাখেন বিপদে কাজে লাগবে।' ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ঝরালেন, কিছুই বলতে সাহস পেলেন না। অনুকম্পায় অনুতপ্ত হৃদয়ে পান্নার প্রতি চেয়ে রইলেন। পান্নাকে গাড়ি চালাতে দেখে নব পুরন্ধ্রি বিস্ময়ে শাড়ীর আঁচল দন্তে চিবালেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সন্ধ্যার ম্লান আলোয় পিচঢালাই সড়ক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবুও পান্না গাড়ি চলাচ্ছে। শরীফ সাহেব বললেন, 'আন্টি, হেড লাইট দিচ্ছ না কেন?

ঃ 'আব্বু, হেডলাইট ছাড়াই সামনের পথটুকু যেতে চাই।'

ঃ 'কিরে পান্না, আলোতে ভয় পাস?'

ঃ 'নো ব্রাদার, দুষ্ট লোক এড়িয়ে যাচ্ছি।'

ঃ 'পান্না ঠিকই বলছে শাহেদ, তুমি লক্ষ করোনি আমরা যখন সড়কে উঠছি; তখন দু'টু গাড়ি সাঁইসাঁই করে সামনে গেছে। এখন হেডলাইটবিহীন চলা উত্তম।'

ঃ 'আমি কিছু খেয়াল করিনি বাবা।'

ঃ 'তা তোমার কথাতে বুঝেছি।'

ঃ 'ড্যাডি! বৃষ্টির পর মাত্র দু'টু গাড়ি গিয়েছে। আরও ধীরে যাবো?' শরীফ সাহেব বললেন, 'স্টিয়ারিং ছেড়ে পাশে এসো।' শাহেদ বলল, 'আব্বা! ওদের জন্যই বিলম্ব হয়েছে, তাই নয়।'

ঃ 'স্বার্থ দেখা ভালো, তবে বেশি দেখা ভালো নয়, বরঞ্চ একটু তাড়াই হয়েছে। আর শোন, পথের কাটা পরিষ্কার করে চলবে, তা না হলে পস্তাবে।' পান্না গদগদ কণ্ঠে বলল, 'ওদের অনেক উপকার হয়েছে; তাই নয় আব্বু।' 'হ্যাঁ বেটী, তোমরা কথা বলো না; নীরবে চলতে দাও। কষ্ট হলেও সিটবেল্ট আটকিয়ে নাও।' পূর্ব অভিজ্ঞতায় জোরালো বাতি জ্বেলে, কর্কশ হর্ণ বাজিয়ে ক্ষেপা মহিষের মতো ছুটলেন।

পরদিন নাস্তার টেবিলে শরীফ সাহেব বললেন, 'সুন্দর পরিবেশে রাত্রিযাপন করেছো, এখন বলো কী খাবে?' 'জি ড্যাডি, শহরের উৎকৃষ্ট খাবার সামনে আসবে। আরও কিছু আছে কি?' কন্যার বক্তব্যে শরীফ সাহেব মৃদু হাসলেন।

ভুনামাংসে রুটি পেঁচিয়ে পান্না পুনরায় বলল, 'ড্যাডি! গতকালের ব্যাপার বোধগম্য হচ্ছে না।'

ঃ 'সে কি?'

ঃ 'ঘাটের বখাটেদের সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন কেন, সন্ধ্যার পর জোরগতিতে গাড়ি চালানোর অর্থ বুঝিনি।'

www.pathagar.com

ঃ শোন, ফেরিঘাটের ছোকরারা ঝামেলা করতো। তাই ওদেরকে দমাতে চেয়ে ছিলাম, দেখলে না কর্ম মর্ম বুঝে পিছটান দিলো। আর সন্ধ্যার পরে ঐ রাস্তায় জোরে গাড়ি চালানোর অর্থ হচ্ছে, এ অঞ্চল কেউ ধীরে গাড়ি চালায় না। তাই ওদের অনুকরণে গাড়ি চালিয়েছি, যাতে বুঝতে না পারে। তা ছাড়া উপরওয়ালার রহমত ছিল। সুস্থ শরীরে এসেছি, এই ভাগ্য। তোমাদের তাজা রক্ত পার্শ্বক্রিয়া অনুভব হচ্ছে না। বুড়ো বাপের উপদেশ মনে রেখো, গত সন্ধ্যায় যে রাস্তায় এসেছি, ওটা খুবই খারাপ এলাকা; দিনেও লুট হয়। আর শোন, ভ্রমণে কখনো রাতে আস্তানার বাইরে যাবে না।' একটু থেমে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'বুঝলে চাইল্ড, পথ কখনো সোজা থাকে না। আঁকাবাঁকা, এবড়োথেবড়ো, জঞ্জালপূর্ণই হয়। তাই সতর্কতা অবলম্বন করাই মঙ্গল। কখনো বিপদে বিচলিত হবে না, ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা করবে।' পান্না বলল,

ঃ 'ড্যাডি! আমাদের ছুটি তো শেষ হলো না, বলছিলাম আরও কয়েক দিন এখানে থাকাবো কি?'

ঃ 'তাই ভাবছি–কী করবো। আচ্ছা দফতরে কথা বলে দেখি, জরুরি কাজ না থাকলে এখানে দু'দিন, বাকি সময় অন্য কোথাও বেড়াবো।'

ঃ 'আব্বু! চাটগাঁ শহর দু'দিন ঘুরলে সব দেখা হবে, তাই না?'

ঃ 'হ্যাঁ! দর্শনীয় স্থান দু'দিন ঘুরলেই শেষ হবে।'

পান্নার মনঃপূত হলো না, পিতাকে প্রশ্ন করলো, 'ড্যাডি, গ্রামাঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র আছে কি?'

ঃ 'গ্রামে পর্যটনকেন্দ্র নেই বটে, তবে প্রকৃতির লীলাখেলা নিদর্শনের অভাব নেই; এখন বলো কোন দিকে যাবে।'

ঃ 'হুঁ, তাই হবে ড্যাড; পাহাড় দেখলাম, সাগর দেখলাম, এবার গ্রামবাংলার ছোট ছোট নদ-নদীর পাশে শস্যভরা মাঠ দেখবো, আর আনাচে কানাচে দেখবো বৌ-ঝিদের আনাগোনা ও নেংটা ছেলেমেয়েদের দৌড়াদৌড়ি। আহঃ! কত মজা হবে; তাই না আব্বু?'

ঃ 'তবেই সেরেছে, পান্না তুই এবার সাহিত্য জগতে পৌঁছেছিস।'

শাহেদের টিপ্পনি পান্নার সহ্য হলো না, আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল, 'চুপ।' পিতাকে বলল, 'ড্যাডি! এবার কিন্তু গাড়ি আমি চালাবো। গ্রামে গাড়ি চালাতে কত মজা লাগবে, তাই না?'

ঃ 'বহুত মজা হবে, গ্রামের ছেলেগুলো তোকে গাড়ি চালাতে দেখে বলবে, 'দ্যাখো! দ্যাখো! সুন্দরী মেয়েটা গাড়ি চালাচ্ছে।' প্রশংসায় তোর অন্তর ভরে উঠবে। খুঁচা দিয়ে শাহেদ হাত ধোয়ার গামলা পানে চলে গেল।

ঃ 'চুপ বেয়াকুব! ড্যাডি, আপনিই বলুন কোন দিকে যাবেন।'

ঃ 'তোমরা যেদিকে যেতে চাও।'

www.pathagar.com

ঃ 'সেই নদীর পারে, চেয়ারম্যান দাদুর বাড়ী।'

ঃ 'ভালোই হবে, আবার পুতুল চুরির মতলব।'

ঃ 'ভাইয়া, ভালো হবে না কিন্তু।' সাপিনীর ন্যায় ফুঁসে উঠলো। থেমে আবার বলল, 'কী চুরি করেছিলাম, হীরে, মানিক, ধন নাকি অন্যকিছু; যতসব উদ্ভট উক্তি, পুতুলটা সুন্দর ছিল; তাই নিয়ে এসেছিলাম, তাই না আব্বু?'

ঃ 'ও চুরি করতে যাবে কেন, ওটা ওরই ছিল; তাই নিয়ে এসেছে। তুমি ওকে চোর বলতে পার না।' পান্নাকে বললেন, 'অ মাই চাইল্ড! ডন্ট মাইন্ড। ওর কথায় কি আসে যায়। আমরা সেই চেয়ারম্যান বাড়ীই যাবো। যাও বিশ্রাম লও, দুপুরের পর শহর দেখবে।'

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপে তপ্তপরিবেশে বিকাল তিনটা। শরীফ সাহেব সন্তানসহ চট্টগ্রাম শহরের বিখ্যাত দরগাহগুলো ঘুরে ফিরে দেখে, বাটালীহিলে উঠে বাইনোকুলার বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে বললেন, 'লও মুরব্বীগণ! এবার সারা শহরটা দেখ।' পান্না বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, হঠাৎ শরীফ সাহেব বললেন, 'নো-নো চাইল্ড'স দাঁড়িয়ে নয়; বসে দেখ।'

ঃ 'কেন ড্যাডি?'

ঃ 'দৃশ্য দেখার ঝোঁকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। এ পাহাড় নিরাপত্তাহীন। দেখছো না বেষ্টনীহীন। তা ছাড়া দাঁড়িয়ে দেখলে হাঁটতেও ইচ্ছা করবে, তখনই বিপদের সম্ভাবনা।'

শাহেদ পান্না দূরদর্শন যন্ত্র চোখে লাগিয়ে মনোরম পরিবেশ ও সুদৃশ্য অট্টলিকাসহ সমুদ্রের নৈসর্গিক দৃশ্য ঘুরে ফিরে দেখে অভিযোগ করলো, 'ড্যাডি, আপনি একান্তই শঠ।

ঃ 'কেন আন্টি, কী হয়েছে।'

ঃ 'এক জায়গায় থেকে সমস্ত শহর ঘুরালেন। চাতুরীর জন্যে অনেক ধন্যবাদ।' শরীফ সাহেব বললেন, 'এবার কর্ণফুলী মোহনায় চলো, পতেঙ্গা সৈকত ঘুরে আসি।'

ঃ 'একটু সবুর করেন ড্যাড, দূরের সমুদ্র সৈকতটা দেখছি।'

কর্ণফুলী তটিনীর মোহনায় হরিৎ পত্রপল্লবসমূহ গ্রীষ্মের খরতাপে শোষিত হয়ে, জ্বলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহে সজীবতা ফিরে পেয়েছে। পাতাগুলো দক্ষিণা অনিল তরঙ্গে দুলে পর্যটকদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। এ সেই খ্যাতনামা কর্ণফুলী স্রোতবহার মোহনা। এখানে ১৯৭২ সালে মাইন অপসরণে এসে রাশিয়ান নাগরিকের জীবন অবসান ঘটে। তাই বাংলাদেশ সরকার তার স্মৃতিস্বরূপ শহীদ 'মিস্টার রোডকীনের' প্রাণহীন দেহখানা এখানে সমাধিস্থ করেন এবং স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চিরহরিৎপত্রের বাগান সাজান। কিন্তু দুই বৎসরকাল মাইন

www.pathagar.com

অপসারণ কাজে থেকে বঙ্গোপসাগরের তলদেশের নকশা তৈরী করে ফেরত যাবার কালে তারা নকশার অনুলিপি দিয়ে যায়নি।

সেই সাজানো বাগানের আবৃত পত্রপল্লবের শাখা প্রশাখার ছায়ার নিচে বসে মিস্টার শরীফ আহাম্মদ নীলাম্বরের নিচে উত্তাল ঊর্মি ও মৃত্তিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন। সেই সঙ্গে দেশীবিদেশী মালবাহী জাহাজগুলোর আসা যাওয়া দেখে বিমুগ্ধ হচ্ছেন। আরও দেখছেন লবণপানি ও মিঠাজলের সঙ্গমস্থলে জলকবুতর ও গাংচিল ঘুরে ঘুরে মৎস্য শিকার নেশায় ক্ষুদ্রমীনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে পান্না মনের অজান্তেই বলল, 'দুনিয়ার সর্বত্রই কাড়াকাড়ি, কোথাও কারো শান্তি নেই। অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের মধ্যেই এর প্রবণতা বেশি।' পাশ হতে শাহেদ বলল, 'বয়সের তুলনায় তোর কথার ওজন আরও বেশি ভারী।' পান্না থামলো না, পিতাকে বলল, 'ড্যাডি! ঐ পাখিগুলো নদ-নদীতে দেখা যায় না কেন?'

ঃ 'সকল প্রাণী সর্বস্থলে বসবাসের উপযোগী নয়।'

ঃ 'কাক তো সর্বত্রই দেখা যায়, তাই না ড্যাডি?'

ঃ 'হু-কাক সাধারণত লোকালয়ে বাস করে, মানবউচ্ছিষ্ট বর্জ্যই ওদের আহার এবং একই এলাকায় থাকতে ভালোবাসে।'

ঃ 'আব্বা! কাক দলগত ও সামাজিক পাখি কিন্তু কুকুর কি সামাজিক জন্তু।'

ঃ 'প্রাণীসমূহ সামাজিক। তবে কুকুর গোত্রীয়ভাবে চলতে ভালোবাসে।'

ঃ 'আচ্ছা ড্যাডি, মাছও কি সামাজিক প্রাণী?'

ঃ 'ইয়েস মাই চাইল্ড।'

ঃ 'এই পান্না উঠ! উঠ! ঐ দ্যাখ সামাজিক ক্যারাগুলো তোর দিকে ধেয়ে আসছে।' কাঁরার নাম শুনেই লাফিয়ে উঠে শাহেদকে বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ ভাইয়া, কি বিশ্রীভাবে রেলগাড়ির মতো এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। ইস্‌রে গা সিরসির করছে, তোর গা সিরসির করে না?'

দিবাকর প্রস্থান পথে, খণ্ড প্রহরেই সাগর জলে ডুব দিবে। অস্তপূর্বে পারাবার জলে প্রতিফলিত হয়ে কূলের জীবকে উজ্জ্বলতা উপহার দিচ্ছে। ফলে কূলবতী মানবীদেরকে লাবণ্যময়ী দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির মোহে ঝিমিয়ে পড়া পান্না 'রোডকীনের' সমাধির পাশে এলে দু'জন যুবতী ডেকে বলল, 'হ্যালো মিস! কেমন আছেন?' 'হাই, ভালো আছি।' অন্তরঙ্গে সকলের মুখে মুক্তা ঝরলো। বিদায়গামী অরুণ আলো হাস্যকারিণীগণের গাত্র আরও উজ্জ্বল করলো। দু'দিন আগে কক্সবাজার ঘাটে দেখা বান্ধবীদেরকে বিদায় দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

নৈশভোজে ইচ্ছে করেই শরীফ সাহেব খাবারশালায় ঢুকলেন না। নিজ কামরায় খাবার আনালেন। সেই বিকাল হতেই পান্না কারো সঙ্গে কথা বলছে না, উদাসীনতায় ভোগছে। শাহেদ দেয়াল ছবিতে পাহাড়ি দৃশ্য দেখছে, সুযোগ পেয়ে বলল, 'পান্নাকে সময় মতো পাত্রস্থ করলে বত্রিশগণ্ডা ভাগ্নে ভাগ্নির মুখ দেখতাম, মনে আফসোস রইলো।' ক্ষণিকপর আবার বলল, 'বাবার জন্যেও দুঃখ হচ্ছে, নাতি-নাতনীর মজা হতে বঞ্চিত। হে সিংহ ব্যক্তিত্ব পিতা তাড়াতাড়ি কন্যার পাত্রস্থের ব্যবস্থা করেন; নতুন মুখের অতিথি দেখবেন।' শাহেদের টিপ্পনি পান্নার সহ্য হলো না। তেড়ে কইলো, 'এই যে মহাবীর! তৈলচিত্রে বনানীর দৃশ্য দেখে নিজেকে বাঘ শিকারী মনে করছো। আর মনে মনে ভাবছো ভাগ্নের সাথে বাঘ শিকারে যাবে। সে আশা গুড়েবালি। আমি বিয়েই করবো না। আবার ভাগ্নে কোথা থেকে পাবি। মরদ হলে ঘরে ভাবী দেখতাম, ভাইপুতে ঘর ভরতো। তোরই অস্তিত্ব নেই; আবার ভাগ্নের সঙ্গে বাঘ শিকার যাবি। থো! তোর বাহাদুরি। যেখানে আছিস, ওখানেই থাক।' শাহেদকে শাসিয়ে জানালার বাইরে চেয়ে রইলো।

শাহেদ রাগে গোঙ্গিয়ে কইলো, 'দাঁড়া! ঢাকায় গিয়ে তোর বরের ব্যবস্থা করছি, দেখবো তুই কী করে ফেরাতে পারিস। মা-ও সঙ্গে থাকবেন। তুই রাজি থাকিস আর না থাকিস, বিয়ে দিয়েই তাড়াবো।'

পান্না ক্ষেপে কইলো, 'ড্যাডি! ওর ঠোঁট সেলাই করবেন; নাকি আমাকেই করতে হবে।' শরীফ সাহেব হেসে কইলেন, 'জি! খালামণি, যথাসময় হবে; সেই সাথে বুড়োর দায়িত্বগুলোও ফুরাবে।'

হোটেল বেয়ারা খাবার সাজিয়ে বলল, 'স্যার, ভালো আম আছে, মিষ্টির বদলে কুমিল্লার বিখ্যাত 'হরিচন্দ্র ঘোষের' দৈ দেবো, নাকি আম দেবো?' হাত ধুয়ে শরীফ সাহেব বললেন, 'ইয়েস স্যার, ল্যাংড়া, হিমসাগর ও টক দৈ সবই দিবেন, যার যা ইচ্ছা তাই খাবে।' বেয়ারা যাবার কালে বলল, 'আপা খাসির চাপ এনেছি, স্বাদ লাগলে আওয়াজ দিবেন, বান্দা প্রস্তুত।' পান্না থালা টেনে বলল, 'খানাসামা সাহেব! এটা আবার কী?' বেয়ারা ফিরে কইলো, 'ঐটা

www.pathagar.com

সিলোটী 'শাতকড়ার' আচার, সুস্বাধু টক, খেলে মজা পাবেন, অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; ফরমায়েশ দিয়ে এনেছি, মাংসের সাথে খেয়ে দেখুন; ভালোই লাগবে।' বেয়ারা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো। শাহেদ থালায় ছোট মাছ ঢেলে পিতাকে বলল, 'তা হলে আগামীকাল বের হচ্ছি, এই তো?'

শরীফ সাহেব মুখের ভাত শেষ করে, ভুনা কোরাল মাছের একাংশ মুখে পোরে চিবানোকালে দেওয়াল পানে তাকিয়ে রইলেন। আহার পর্বে আর কোন আলাপ হলো না। খাবারগুলো উদরস্থ হলে বেয়ারা এসে আম ও দধির থালা টেবিলে রেখে অবশিষ্ট খাবারগুলো বারকোশে সাজিয়ে বের হলো। শাহেদ হাত ধুয়ে আমের থালা হাতে নিলো। পান্না মাংসের টুকরা মুখে রেখেই ও-ও-ও করে বলল, 'জি না স্যার! ওটা আপনার নয়, আব্বুর; আপনার জন্যে টক দৈ।'

ঃ 'আমি আম খেলে-তোর কম পড়বে?'

ঃ 'জনাব, তোমার জন্যে দৈ, আমার জন্যে দু'থালা আম।'

ঃ 'আমারটা নিয়েছি; তোরটা চেয়ে নে, আব্বুকে বল তোর জন্যে আরও আনাবেন।'

ঃ 'এখন থেকে যে কয়দিন পারিস খেয়ে যা, পরের ঘরে গেলে তো আর খেতে পারবি না; যা খাবার এখনই খা।'

ঃ 'বুঝলাম, সহ্য করতে পারিস না; ছেলেরা শুধু বাপের ভিটায় পড়ে থাকতে চায়। মেয়েরা কি কখনো থাকতে পারে না? তুই বিয়ে করে ঘরজামাতা থাকিস; আমি বাপের ঘর সামলাবো। তোদের সমাজ মানি না।' শাহেদ হেসে বলল, 'তোর বিয়ে না হলে তো পিত্রালয়ই থাকবি, তখন আমাকেই সরতে হবে।' শাহেদ পিতাকে বলল, 'আব্বা, পান্নার মতিগতি ভালো না, ও আমও খাবে, দৈও সাবাড় করবে, আপনারটা তাড়াতাড়ি সংরক্ষণ করুন।' অট্টহাসি হেসে পান্না ফেটে পড়লো। হাসতে হাসতে পিতাকে বলল, 'ড্যাডি! এ সরকারি গোডাউনে কত হাজার টন খাদ্য সংরক্ষণ করা যাবে?' শরীফ সাহেব হেসে বললেন, 'বেশি নয়, তিনচার প্লেট ঢুকতে পারে।'

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ মাস, রবির প্রখর কিরণ; তাপবাষ্প দুলে দুলে যাচ্ছে। মাঠভর্তি আউশ ধানের চিরলপাতা, পাটের লকলকে মাথা বায়ু প্রবাহে দুলছে। ক্লান্ত কৃষক বুকভরা আশা নিয়ে মুক্তবায়ু টানছে। কর্মরত যুবকগণ মনের আনন্দে কোরাস ধরে বারমাসি গান গাইছে। প্রচণ্ড গরম ওদেরকে থামাতে পারছে না, গানে প্রতিপক্ষের প্রশ্নোত্তরে সুমধুর কণ্ঠে প্রতি উত্তর দিচ্ছে; পাল্টাপাল্টি প্রেমগীতির ঝঙ্কারে দূরবর্তী শ্রোতাগণ মুগ্ধ। পার্শ্ববর্তী পাড়ার পল্লিবালারাও মোহিত। যুবতীরা প্রেমিকের দরাজ কণ্ঠে বিভোর হচ্ছে, শ্রোতাগণ বাহবা দিচ্ছে, বাতাসে ছুটছে পল্লিগানের সুরলহরী; সে সুরে বৌঝিরা প্রেমিকের কণ্ঠ খুঁজছে।

শুষ্ক মৌসুমে হালট, বর্ষায় খাল; সে পথে চলাকালে পান্না শকটের সামনের চাকা গর্তে ফেলে দিলো। ভোঁ ভোঁ শব্দে শক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ, যানের চাকা মুক্ত হলো না। গর্তে আটকানো রথের গর্জনে মাঠের পরিবেশ পাল্টাচ্ছে। গাড়ির শব্দ শুনে রাখাল বালকরা খালের দিকে ছুটে এলে দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হলো, কে আগে যাবে। বাঁদর ঝাঁকের ন্যায় কিশোরদেরকে দৌড়াতে দেখে শাহেদ হাসি থামাতে পারলো না; বলেই ফেললো, 'কি গো নায়িকা, দেখেছো তো তোমার ভক্তরা হাজির। এখন মজা বুঝো, দয়া করে কাজে লাগাও।' শাহেদের কথা শুনে শরীফ সাহেব খাকখাক শব্দে হেসে সোজা হয়ে বসলেন; সুযোগ পেলেন অপত্যদের বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে।

পান্না দমলো না, সোজা হয়ে ভাবলো। ক্ষণিক পরে বাহন হতে নেমে কোমরে হাত রেখে বালকদেরকে বলল, 'সাবাস ভাইজানেরা, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমার বিপদে এগিয়ে এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদ। দয়া করে এগিয়ে আসুন।'

রাখাল ছেলেগুলো বিস্মিত, এগুবে নাকি পিছু দৌড়াবে, একজন তরুণীকে গাড়ি চালাতে দেখে আরও আশ্চর্য; পান্নাও কোনোভাবেই সুযোগ হাত ছাড়া করতে নারাজ, ঝটিকায় চকোলেট দেখিয়ে বলল, 'এই যে ভাইয়েরা সম্মানী রেখেছি ঠগবেন না, এগিয়ে আসুন।' ওরা তবু লজ্জায় বিমূঢ়। ওদের মনোভাব

www.pathagar.com

বুঝে পান্না পুনরায় বলল, 'কৈ হে ভাইগণ! সম্মানী নিন।' চাতুরীতে ফল হলো। দু'জন দৌড়ে এসে বলল, 'বুবু! গাড়িটা ঠেলতে হবে?' 'আগে সম্মানী, পরে কাজ।' পান্নার ব্যবহারে ছেলেগুলোর হৃদয় গলে গেল। শহরের দামি উপহার পেয়ে বলল, 'আয়-রে, বুবু'র গাড়িটা ঠেলে তুলি।'
যথাকর্ম তথা কাজ দেখে পিতাপুত্র অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন।

কাঁচি দিয়ে গর্তের খাড়াই অংশ কেটে ঢালু করে কয়েকজনে ঠেলে ধরলো। পান্না ইঞ্জিনের শক্তি বৃদ্ধি করে ইয়াহু ধ্বনি দিলে, ছেলেরা উল্লাসে ফেটে পড়লো, সেই রোষে গাড়িটা মুক্তি পেল। এবার পান্না খুশি হয়ে আরও এক প্যাকেট চকোলেট নিক্ষেপ করে বলল, 'দেখা যাক! কে ধরতে পারে। চকোলেট ধরার প্রতিযোগিতায় হইহুল্লোড় পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার উপহার পেয়ে কিশোররা আনন্দিত।

গাড়ির গতি বৃদ্ধির সঙ্গে জ্বালানি পোড়া উদ্ভট গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে একজন কিশোর দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসিলো, 'স্যার! কাদের বাড়ী যাবেন?' শরীফ সাহেব কৌতূহল হলেন; বললেন, 'কেন বাবা! চেয়ারম্যান একরাম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র ইমরান চৌধুরীর বাড়ী যাব; ভুল পথে আসিনি তো।' নেতিবাচক ভঙ্গিতে ছেলেটি মুখে কিছু বলল না, সন্তুষে ঘাড় কাত করে পথ দেখিয়ে হাসলো।

ক্ষণকাল চুপ থেকে শাহেদ বলল, 'বেশ তো অনেকগুলো ভক্ত জোগাড় করলি। ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে।' হাঃ হাঃ করে হেসে শরীফ সাহেব বললেন, 'দেখতে হবে না কার বেটী।' রাখাল ছেলেগুলো চকোলেট মুখে পুরে ছুটন্ত গাড়ি পানে চেয়েই রইলো।

বুশবুশ শব্দে শকটখানা ছুটে চলছে, উঁচুনিচু পথে দোল খেয়ে পান্না পিতাকে জিজ্ঞাসিল, 'ড্যাডি! ঐ নদীর ধারে একবার এসেছিলাম, তাই না?'

ঃ 'হু! এবারও যাব।'

ঃ 'না বাবা! ওখানে গেলে লজ্জায় পড়বো। পান্না আবার পুতুল চুরি করতে পারে। এখনও চুরির অভ্যাস রয়েছে।'

ঃ 'এই যে সাধুর চেলা, চোর বলছেন, এবার চুরি করে ফাঁসিয়ে দিবো, দেখি আপনাদের মানসম্মান কে রক্ষা করে?'

সবুজ দূর্বাঘাস বিছানো তেরাস্তার মোড়ে পান্না রথের দিক পরিবর্তন করলো। শাহেদ চেঁচিয়ে বলল, 'এই পান্না কোথায় যাচ্ছিস; জিজ্ঞাস না করেই চললি!' 'কাকে জিজ্ঞাসিবো? এ রাস্তা আমার চেনা, পুতুল চুরির মতলবে কুমার

www.pathagar.com

পাড়ায় যাচ্ছি। ধরা পড়লে নাক কান কেটে ঘোল ঢালবে তোদের। তখন অনেক মজা হবে, তাই না-রে ভাইয়া?'

কন্যার রসিকতায় শরীফ সাহেব চুপ রইলেন, তবু অন্তরে ব্যথা অনুভব করলেন। বার্ধ্যকে পা পড়েছে, চিন্তা করা উচিত নয়। এখন পরিশ্রম সহ্য হচ্ছে না। গদিতে হেলান দিয়ে নীরবে চোখ বুজে রইলেন।

মেঘনা নদীর শাখা তটিনী এঁকেবেঁকে গ্রামের ভিতর গিয়েছে। পান্না সেই জলধারার পাড়ে বাহনখানা দাঁড় করালো। ক্ষীণ হলেও মনোরম স্রোতধারা, অপূর্ব দৃশ্যের অবতরণ ঘটাচ্ছে এখনো। দু'পাড়ের লতা ঘাসগুলো গ্রীষ্মের বর্ষণ পেয়ে গাঢ় সবুজ রং হচ্ছে। রাখাল বালকেরা স্বচ্ছজলে সাঁতার কাটছে, পরিত্যক্ত খোলা পরনবস্ত্রের খেয়াল নেই, সর্বক্ষণ শিশুকের মত ডুবসাঁতার খেলছে। হঠাৎ ঘূর্ণিপাকে পাড়ে রাখা বস্ত্রগুলো জলে পড়ে ঘুরতে লাগলো, ঘূর্ণির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একজন বালক কাপড়গুলো তুলে এনে রোদ্রে শুকাতে দিয়ে আবার জলে লাফিয়ে পড়লো। দুষ্টু বালকদের দুষ্টুমিপনা দেখে পান্না বিমূঢ় হয়ে পড়লো। ক্ষণকাল নীরব থেকে কুমারপাড়ার দিকে ছুটে গেল। পিতাপুত্র স্বচ্ছজলে হাতমুখ ধোয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে কুমার পাড়ার দিকে পা বাড়ালো।

অপরিছন্ন টাট্টীতে প্রকৃতির চাপ নিরসন শেষে ঘৃণায় শরীর রিরি করলে উঠানে এসে দেখলো একজন হিন্দু মহিলার সঙ্গে তার পিতা আলাপ করছেন; বিস্ময়ে বলল, 'ড্যাডি, আপনারাও এখানে?' 'হ্যাঁ, আন্টি আমরাও এলাম। দেখো তো মা, উনাকে চিনতে পারো কি না।'

মহিলা ময়লাযুক্ত আঁচল কামড়ে ধরে আগন্তুকের প্রতি চেয়ে রইলেন। পান্নাও দেখলো অভাবক্লীষ্ট ব্যাধি ঐ অপরূপার যৌবন কেড়ে নিয়েছে, যা রয়েছে দেহের অবকাঠামোটুকু। তারপরও সুন্দর দেখাচ্ছে। পান্নার সান্নিধ্য পাবার ইচ্ছা থাকলেও বেশিদূর যেতে পারলো না। ভদ্রতায় বলল, 'কেমন আছেন?' শাহেদ টিপন্নি কাটলো, 'দেখিস! আবার পুতুল চুরি করিস-নে।' এবার সকলেই হাসলেন।

আঁচল কামড়িয়ে হিন্দু মহিলা বললেন, 'না না পুতুল চুরি করবেন কেন! টাকা পয়সার অভাব আছে নাকি যে, পুতুল চুরি করতে হবে।' শাহেদ আবার কইলো, 'পুরানো অভ্যাস সুযোগ পেলে কাজে লাগায়।'

এবার পান্না ও কুমারীতনয়া হাসলেন না, শাহেদ মৃদু হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরে রইলো। পান্নার অবস্থা বুঝে কুমারী তনয়া বললেন, 'এই যে মা, লজ্জা পাচ্ছেন কেন, সে পুতুল দু'টি আছে?'

www.pathagar.com

ঃ 'জি, ড্যাডি রেখেছেন।'

ঃ 'হ্যাঁ দিদি! ওর বয়স কম ছিল, যদি কেউ ভেঙ্গে ফেলে; তাই রেখে দিয়েছি।' কুম্ভকার তনয়া দু'টি পুতুল হাতে নিয়ে বললেন, 'এবার এ দু'টু নিন।' পান্না লজ্জায় লাল হলো। এখন আর পুতুল খেলার বয়স নেই। তাই লাজুক বদনে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঃ 'দেখুন! দেখুন! কচিখুকি সাধলে নেয় না। সরিয়ে রাখুন, ঠিকই চুরি করবে।'

ঃ 'দ্যাখো ভাইয়া! জ্বালাতন করো না। বাঁদরামো হচ্ছে.....

কথাটি বলে পান্না চলে যেতে উদ্ধত হলে পশ্চাৎ হতে কুম্ভকার কন্যা বললেন, 'সে কিগো, দাদার কথায় রাগ করতে হয়?' পান্না পিছন ফিরে তাকাতেই বললেন, 'আপনার মুখটি কত সুন্দর অনেকক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করছে, আমি কি একটু আদর করতে পারবো?' পান্না অবিচল, কাঙ্ক্ষিতাকে বঞ্চিত করলো না; মুখে হ্যাঁ শব্দ উচ্চারণ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আবেগিতা রমণী পান্নার বদনে হাত রাখতেই হস্তদ্বয় কম্পন শুরু হলো, পূর্ণচন্দ্রের স্পর্শানুভব লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ললাট ও কপোল স্পর্শ মাত্রই হাত স্থির হয়ে গেল। রত্নাদেবীর আত্মা বলছে, 'এ কি করলাম, কার বদন স্পর্শ করলাম, কদর্যপূর্ণ হাতখানা সরাতে পারছি না যে। এ যেন মায়াময় মহামায়া আকর্ষণ। কোন সংস্পর্শে ওনার রক্ত গায়ে মাখছি।' রত্নাদেবী পান্নার কপোল চেপে ধরে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ভ্রূ ছুঁইয়ে আনলেন। পান্নাও চক্ষুমুদে অনুভব করলো, এ নারীর হস্ত এতো মায়াময় কেন? ঐ স্পর্শে অন্তরাত্মা শীতল হচ্ছে। এতো শান্তি আগে কখনো অনুভব করিনি! কে এই কুমারীকন্যা। ওনার কয়েকটি পুতুল নিয়েছি মাত্র, বিনিময়ে কিছুই দেইনি; শুধু নিয়েছি। তা হলে কিসের বদলে এতো কিছু পেলাম। কি চমৎকার ব্যবহার ওনার, কত উদার মন, হাহাকার নেই, পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই; অল্পেই সন্তুষ্ট। ধরায় যাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা, তাদের চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই, শুধু নীরবে মৃত্যু কামনা। উনাদের বিপরীতে আমরা যন্ত্রচালিত, সর্বত্র পাবার বাসনা, প্রাপ্তির শেষ নেই। পৃথিবীর সকল সুখ পেতে হবে, সকল ধনই কুক্ষীগত করবো। আর উনারা বেঁচে থাকার জন্য জীবনযুদ্ধে মৃত্যু কামনা করছেন। কত আশ্চার্য ক্ষিতির বুক।' দূর থেকে কুম্ভকার মহাশয় বললেন, 'কিরে মা রত্না, আলাপ শেষ হলো? ঐ চেয়ে দেখো শহুরে সাহেব কি

www.pathagar.com

বলে গেলেন। হাঁড়িগুলো নাকি নগরে বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। ওনারা কত ভালো মানুষ, তাই না-রে রত্না।' 'না বাবা! ওনারা ভালো মানুষ নন, শুধু কাঁদাতে আসেন, কাউকে কিছু দিয়ে যান না, শুধু নিয়ে যান।' রত্নাদেবী অবনত মস্তকে কথাগুলো বললেন। পরক্ষণেই পান্নার প্রতি চেয়ে বললেন, 'আপনি কিছু মনে করেননি তো বাছা? আপনাকে কিছু বলা হয়নি, আপনি ছেলে মানুষ; বেঁচে থাকলে অনেক কিছু শিখবেন।'

'তা করবো কেন, আপনি তো অনেক কিছু দিয়েছেন; পুতুল দিয়েছেন, আদর, স্নেহ, সোহাগ দিয়েছেন, দিয়েছেন মায়াময় মধুর স্পর্শ; আর কত দিবেন? আমরা তো না দিয়ে শুধু নিয়েই যাচ্ছি। বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও যে ধন আপনার নিকট হতে পেলাম, তা কোনো দিনই পরিশোধযোগ্য নয়। আপনার স্নেহ হৃদয়ে চিরদিন থাকবে, পিসি।'

ঃ 'পিসি!' রত্নাদেবী লাফিয়ে উঠলেন।

ঃ 'হ্যাঁ পিসি, বাবার ভগ্নি নেই; তাই আপনাকেই পিসি বললাম।'

পান্নার কণ্ঠে পিসি শব্দ শুনে কুমার মহাশয় থমকে দাঁড়ালেন। শরীফ সাহেব হেসে বললেন, 'ও ঠিকই বলছে কাকা বাবু! আপনার মেয়ে ওর পিসির মতোই।' পান্নাকে বললেন, 'চল মা যাওয়া যাক; শহরে ফেরার পথে ও গুলো নিয়ে নেবো।'

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

খনিজ চুন, শামুক, ঝিনুক পোড়ানো লব্ধ, ক্ষারক দ্রব্য। বিভিন্ন কাজে ব্যবহার চলে, প্রয়োজনে সেবনও চলে কিন্তু বেশিমাত্রায় ব্যবহার ক্ষতিকর। তেমনি কোনো কোনো শাসকসমাজ ক্ষতিকারক। দুর্বল ও দারিদ্র্যের নিপীড়ন স্বরূপ। উচ্চবিত্তের প্রতি নমনীয়। গরীবের প্রতি শোষক, বিচারে প্রহসন। তাই সমাজ নিষ্পেষিত।

মহেন্দ্রকুম্ভকার নানাবিধ কল্পনা করে বিদায়ী অতিথির প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, এরা কারা? দেড় যুগ পূর্বে এসেছিলেন, আজও এসেছেন। রত্নাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'রত্না, অতিথিকে সেবা না করে বিদায় করলে কেন? আর ওরা যাওয়ার পথে ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইলে যে।'

ঃ 'কৈ বাবা না তো! ওনারা মাল কিনতে এসেছিলেন, এখন নিবেন না; ফিরতি পথে নিবেন।'

ঃ 'অহঃ! তাই বুঝি।'

ঃ 'হ্যাঁ বাবা!'

কন্যার উত্তর শুনে কুমার মহাশয় নদীর পাড়ে গেলেন। পিছুপিছু রত্না সেখানে গিয়ে বললেন, 'কাদের বাড়ীর অতিথি বাবা?'

ঃ 'চেয়ারম্যান সাহেবের।'

ঃ 'এখন তো চেয়ারম্যান সাহেব নেই।'

ঃ 'চেয়ারম্যান সাহেব নেই, তাতে কী হয়েছে; দাপট রয়েছে।' ঘুরে আবার বললেন, 'হ্যাঁ-রে রত্না, ইমরান চৌধুরী আর বিয়ে করেনি।'

ঃ 'কী করে জানবো বাবা! ওনাদের বিয়ের প্রয়োজন হয় না। উনারা বসন্ত কোকিল সর্বদা বসন্ত খুঁজে বেড়ায়, কোকিলদের সংসারের প্রয়োজন নেই বাবা।'

ঃ 'শুনছি ইমরান চৌধুরী পিতার আদেশ ছাড়াই কোথায় যেন বিয়ে করেছিলেন।'

ঃ 'আপনারা ছেলে মানুষ, ঐ খবর আপনারাই জানেন।' পিতাকে কথাটি বলে রত্নাদেবী রান্না ঘরে চলে এলেন।

www.pathagar.com

কুখ্যাত বৃটিশ বেনিয়া ও মুৎসুদ্দি সামন্ত জমিদারদের কুকুর তাড়ানো লাঠি। প্রাক্তন চেয়ারম্যানদের রমরমা দাপট না থাকলেও, তাদের অস্তিত্বের চিহ্নগুলো সমাজে পচেগলে আজো বিলীন হচ্ছে। এখনো পরসম্পদ হরণকারী বিত্তবৈভবী পদচাটুকারদের অভাব নেই। সেই রকম একটি বিলাসবহুল আবাসকালের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান। অতীত স্মৃতি বুকে নিয়ে ইংরেজি 'এল' অক্ষর আকৃতি উচ্চবিদ্যালয়টিও মৃত্যুর প্রহর গুনছে। অত্যাচারিত সেই ভূস্বামীদের একপ্রাণ একযুগ পূর্বেই অন্তরিত। তাঁরই বংশানুক্রমে পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। অগত্যা সম্মান রক্ষার্থে পুত্রকে দূরে সরিয়ে রেখে মানসিক চাপে ভোগেন। সেই ঝড়ে তাড়ানো পাখির ন্যায় উলট পালট খেতে খেতে ইমরান চৌধুরী শরীফ সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বের রূপ নেয়। সে সুবাদে এ চেয়ারম্যানবাড়ীতে একবার এসেছিলেন, আজও এসেছেন।

একরাম উদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুকালে সেবা করার সুযোগও পেয়ে ছিলেন। প্রত্যেক দিন কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যেতেন। মৃত্যুকালে একরাম উদ্দিন চৌধুরী পান্নাকে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'দাদুভাই, দীর্ঘজীবী হও, সময় পেলে কাঙ্গাল দাদাভাইয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যেও।' একরাম উদ্দিন চৌধুরী পান্নাকে যতবারই আদর করতেন, ততবারই ইমরান চৌধুরী মুখ ফিরিয়ে নিতেন, পিতার স্নেহাভিনয় সহ্য হতো না। বিতৃষ্ণায় বারান্দায় পায়চারী করতেন। একরাম উদ্দিন চৌধুরী উচ্চরক্তচাপ ও মানসিক রোগী ছিলেন, ফলে হৃদযন্ত্রটি বেশি দিন চালু রাখতে পারেননি। অবশেষে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন।

যৌবনের ছুটন্ত রক্ত যতই ধাবিত হোক, পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব যতই চরমে থাকুক; পিতার মৃত্যুর পর স্থির থাকতে পারেননি ইমরান চৌধুরী, মরদেহ ধরে অঝোরে কেঁদেছিলেন। আবেগাপ্লুত নেত্রাশ্রু মরদেহে আছড়ে পড়লে শরীফ সাহেব বললেন, 'এ কি করছো! উনি চিরদিনের জন্য ঘুমাচ্ছেন।' ইমরান চৌধুরীর কান্না দেখে শিশু পান্নাও লাশ ধরে অঝোরে কেঁদেছিল।

সেই দিনের কান্নার আওয়াজ আজও শরীফ সাহেবের কর্ণে বাজছে; সে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলে নীরবে অশ্রু ঝরতে লাগলো। ততক্ষণে পান্না ভেঁপু বাজিয়ে ইমরান চৌধুরীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করলে শরীফ সাহেব চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন।

জ্যৈষ্ঠের খরতাপ, বায়ুর সঙ্গে ধুলা উড়িয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের স্কুল মাঠ পেরিয়ে শরীফ সাহেবের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলে, কৌতূহলী ছাত্রছাত্রীগণও এসে

www.pathagar.com

হাজির হলো। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে পান্না হাসিমুখে চকোলেট দিয়ে বিদায় করলো। আঙ্গিনায় শকট দেখে ইমরান চৌধুরী আগন্তুক পানে চেয়ে রইলেন, শরীফ সাহেব ঘাড় ফিরে দেখলেন, দাড়িগোঁফ আবৃত ছড়ি হাতে জমিদারী কায়দায় চল্লিশ উর্ধ্ব বয়সী ভদ্রলোক অবাক নয়নে চেয়ে রয়েছেন, আসল চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। এ সেই দুরন্ত ইমরান চৌধুরী, নাকি অন্য কেউ; যার দাপটে পুরো গ্রাম অস্থির ছিল। তার প্রতি হাত বাড়িয়ে বললেন, 'তোমাকে চিনতে পারিনি ইমরান।'

ঃ 'না পারারই কথা, তুমি কিন্তু সেই শরীফই রয়েছো, বয়স বাড়লেও শরীর ঘাটতি হয়নি; তা কেমন আছো?' পান্নার দিকে ফিরে বললেন, 'এই কি দাদাবাড়ী বেড়াতে আসা হলো?' পান্নাকে নিরুত্তর দেখে শরীফ সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন, 'তা কখন রওনা হয়েছো?'

ঃ 'এক সপ্তাহ পূর্বে।'

ঃ 'সে কি! এতো দিনে এ পর্যন্ত আসা; তা কোথায় ছিলে এ ক'দিন।'

ঃ 'পাহাড় অরণ্যে সাগর পাড়ে।'

ঃ 'অঃ তাই বুঝি! এসো ভিতরে এসো, এবার কিন্তু এখানে পক্ষকাল থাকতে হবে।'

ঃ 'তা বলতে পারি না, ঘুরতে যখন এসেছি কয়েক দিন তো থাকবোই।' ইমরান চৌধুরীর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আবার বললেন, 'কর্মতাগিদে সময় পাইনি, তুমি কিন্তু আর একবারও আমার বাড়ীতে পা রাখনি। ঐ যে বাড়ীর প্ল্যান করে দিয়ে এসেছো; আর কখনো যাওনি, মনে পড়ে?'

ঃ 'এখন বলবো না, আগামীকাল বেড়ানোকালে উত্তর দিবো।'

পান্না কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্ষণিক চিন্তা করে পরক্ষণেই থেমে গেল। চতুর ইমরান চৌধুরী পান্নাকে বললেন, 'কি মা, কিছু বলবে?' পান্না মাথা দুলিয়ে পিছনে পড়লো। তখনই হেঁসেল ঘরের আড়ালে কে যেন লুকিয়ে দেখছেন। ইমরান চৌধুরী ভৃত্যকে ডাকলে উত্তর এলো, 'জি! আসছি।' এগিয়ে এসে বলল, 'ছোট সাহেব ডাকছেন?' 'হ্যাঁ বাচ্চু! দ্যাখো তো এই ভদ্রলোককে চিনতে পারো কি না। ধুতি টেনে বলল, 'জি! বড় কর্তা সাহেব জীবিতকালে একবার এসেছিলেন। তখন কিন্তু---।' বাকি কথা শেষ হলো না। অবশেষে জিজ্ঞাসিলো, 'ওনারা থাকবেন?' 'বেড়াতে যখন এসেছেন কয়েকদিন তো থাকবেনই। আর শোন, বাবার পাশের ঘরে ওনাদের থাকার ব্যবস্থা করো, ওনারা কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেবায় ভুল যেন না হয়। আদেশ শুনে বাচ্চু অনুচ্চ কণ্ঠে বলল হুঁ! একান্তই আত্মীয়।' কথাটি বলেই প্রস্থানমুখী হলো। কেউ কিছু খেয়াল না

www.pathagar.com

করলেও, বাচ্চুর মনোভাব শরীফ সাহেবকে ফাঁকি দিতে পারলো না। ইমরান চৌধুরী আবার বললেন, 'বাচ্চু, রহমালীকে ডেকে পাঠাও। ওকে বলো নিতান্তই প্রয়োজন।'

নৈশভোজ অধিবেশনের পূর্বমুহূর্তে মধ্যযুগীয় পাথরের তৈরি গোল টেবিলের চতুর পাশে ইমরান চৌধুরীসহ প্রত্যেকে আসন গ্রহণ করেছেন। এখনো মেহমানদের সামনে উপাদেয় খাদ্য হাজির হয়নি। ঝকঝকে তকতকে কাঠের দেয়ালে চোখ পড়তেই পূর্ব আমলের তৈলচিত্রগুলো পান্নাকে আকৃষ্ট করলো। আসন ছেড়ে তৈলচিত্রগুলি নিখুঁতভাবে দেখে পুনরায় আসনে বসে ইমরান চৌধুরীকে প্রশ্ন করলো, 'আঙ্কেল, মনে কিছু করবেন না; আপনার পূর্বপুরুষেরা কি জমিদার ছিলেন? আমি যতটুকু জেনেছি আপনার পিতা অত্র অঞ্চলের একজন চেয়ারম্যান ছিলেন, উনার পূর্বপুরুষ কখনো কি জমিদারিতে তালিকাবদ্ধ ছিলেন?'

আস্তিনে কপোল ঘষে ইমরান চৌধুরী বললেন, 'মামণি, আমার পূর্বপুরুষেরা কখনো জমিদার ছিলেন না; তবে তোমার দাদাভাই জমিদারবাড়ীর কর্মচারী ছিলেন, জমিদার প্রভুর সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল, সে জমিদারের দয়ায় এই জমিদার বাড়ী।' ইমরান চৌধুরী কথা বলার সময় বাচ্চু ও রহম আলী খাবার হাজির করলে পান্না থালা টেনে তাচ্ছিল্যে বলল, 'অঃ-বুঝেছি, দাদাভাই উঁচুদরের কর্মচারী ছিলেন; মানে জমিদারের মুৎসুদ্দি।' শাহেদ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'মন্তব্যটা ঠিক হলো না; বিদেহী আত্মা সন্তুষ্ট হবেন না। তা ছাড়া পূর্বপুরুষদেরকে খারাপ মন্তব্য করতে নেই।' শরীফ সাহেব কন্যার প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি ফেলে পরক্ষণেই চোখ ঘুরালেন। 'শাহেদ তুমি খুব চতুর।' ইমরান চৌধুরী নিজেকে সংযত করলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে শাহেদকে বললেন, 'তোমরা নিশ্চয় জানো, তিনি আমার পিতা ছিলেন। তা ছাড়া তোমরা বিশিষ্ট মেহমান। এ যাত্রায় পার পেয়ে গেলে; বাচ্চু উপস্থিত থাকলে ছাড় দিত না। কঠিন জবাবদিহিতায় পড়তে তোমরা।'

ইমরান চৌধুরীর মন্তব্যে শরীফ সাহেব লজ্জায় লাল হলেন। আরও একবার কন্যার প্রতি দৃষ্টি ফিরালেন। পান্না বুঝলো চঞ্চলতা অনুচিত হয়েছে। সংশোধন প্রয়োজন, নচেৎ পস্তাবে। চিবানো অন্নব্যঞ্জন গিলে বিনয় সুরে বলল, 'আঙ্কেল, ভুল হয়েছে; মার্জনা করুন, আর ভুল হবে না।'

ঃ 'আন্টি! অনেক দিন হয়, তোমাদের বাড়ীতে বেড়াতে যাইনি, তোমাকে সেই ছোট্টটি দেখেছি, এখন সোমত্ত হয়েছ, তবু আদর করতে ইচ্ছে করছে; আমি বুঝেছি, তোমার চঞ্চলতার জন্য দায়ী, ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই ক্ষমা

www.pathagar.com

করেছি।' পান্না অনুতপ্ত সুরে বলল, 'আঙ্কেল! আমি ধন্য, অত্র এলাকার বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে নৈশভোজ করছি; স্মরণ থাকবে।'

ঃ 'ইমরান! আমিও ধন্য, গরীবের সন্তানগুলো সুশিক্ষা নিয়েছে, ভুল হলে সংশোধন করতে শিখেছে।'

ঃ 'তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত শরীফ, তোমার সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দেওয়ার কার্পন্য করনি।' পান্নাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আন্টি, যে ঘরে বসে খাচ্ছি, এখানে তোমার দাদাভাইয়ের বিশিষ্ট মেহমান ছাড়া অন্যের প্রবেশাধিকার ছিল না।'

ঃ 'আঙ্কেল! একটা প্রশ্ন করতে পারি?' শাহেদের আব্দার।

ঃ 'ইয়েস মাই স্যার, অজস্রবার।'

ঃ 'এ বাড়ীতে বর্তমান প্রজন্মের কাউকে দেখছি না, আর প্রবীণদের চিহ্নও নেই; আপনি কি এ বাড়ীতে একাকী বাস করেন।'

ঃ 'নিউ জেনারেশন এই তো? তুমি ছেলে মানুষ কি বলবো, ওল্ড জেনারেশনের অন্তরায় নিউ জেনারেশন বাধাগ্রস্ত।'

ঃ 'দক্ষ ফল বিক্রেতা উত্তম ফলের নিকট খারাপ ফল সাজান না। রুচিপূর্ণ ক্রেতাও খারাপ জিনিষ কিনে বাড়ী ফেরেন না, তাই নয় কি মাস্টার সাহেব?'

আক্রমণাত্মক প্রশ্নে ইমারন চৌধুরী বিচলিত হলেন না, নীরব ভূমিকা পালন করলেন। পাচক আরও সুস্বাদু ব্যঞ্জন রেখে গেলে ইমরান চৌধুরী বললেন, 'লও শরীফ! এ ব্যঞ্জনের স্বাদ লও।' শরীফ সাহেব ভাতে ব্যঞ্জন মেখে মুখেপুরে বললেন, 'সম ঘনত্বের বস্তু পরস্পর আঘাতে চূর্ণ হয় না।'

ঃ 'কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে মন্তব্য ঠিক নয় ড্যাডি!'

ঃ 'তুমিও ঠিকই বলছো বাছা। ইমরান আমার একান্ত বন্ধু তাকে কিভাবে আঘাত করবো, সে ব্যাপার আমার।' পান্না অনেকক্ষণ চুপছিল মুরগির মাংস চিবিয়ে বলল, 'দাদা সাহেবের অবর্তমানে পছন্দের সংসার করতে পারতেন।'

ঃ 'তা হয়না বেটী! একার সিদ্ধান্তে সব কাজ হয় না। তা ছাড়া সময়ের ব্যাপার বলেও কথা থাকে।' প্রসঙ্গ পাল্টানোর উদ্দেশ্য সকলকে বললেন, 'আহার শেষে চা, কফি, নাকি গরম দুধ?'

ঃ 'আমার জন্যে দুধ।' শাহেদের আব্দার।

ঃ 'ব্যাক ডেটেড। আঙ্কেল ও দুধ পান করুক, আমার কফি চাই।'

ঃ 'হবে দাদুভাই সবই হবে।' ভৃত্য পান্নাকে আশ্বস্ত করে হাসলো।

আহার শেষে বিশেষ কথা হলো না, ইমরান চৌধুরী চাকরদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে নিজ ঘরে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

প্রত্যুষের নির্মল পরিবেশ উন্মাদনায় ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না তারুণ্যের চঞ্চলতা রোধ করতে পারলো না। বিছানা ছেড়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে উদ্যোগ নিয়েছে। পিছনে ইমরান চৌধুরী এসে জিজ্ঞাসিলেন, 'সাত সকালে কোথায় চললে আন্টি?' পান্না ইঞ্জিন ঢাকনি নামিয়ে পিছন ফিরে বলল, 'অহঃ আঙ্কেল আপনি! তেমন দূরে নয়, ঐ পথে যাবো।'

ঃ 'ঐ রাস্তা বেশি দূরে যায়নি, মেঘনা নদীর পাড় পর্যন্ত গিয়েছে, নদীর পাড়ে বাজারও বসে পারলে ঘুরে এসো; কিন্তু রাস্তার যে অবস্থা যেতে পারবে কি না সন্দেহ।'

ঃ 'নদীর পাড়ে যেতে পারলেই হলো, না পারলেও ক্ষতি নেই; দেখি কত দূর যাওয়া যায়। ঘরে থাকলে কষ্ট হবে, ভোরের বাতাস সেবন করে আসি।' আর কিছু না বলে গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে চললো। পান্নার গতি দেখে ইমরান চৌধুরী স্বগতোক্তি করলেন, 'হায়রে পাগলী মেয়ে! এ বয়সেই রক্তে ঝলকানী থাকে।'

তরুণীকে বাইরে যেতে দেখে ইমরান চৌধুরী বিচলিত হলেন না, ছুটন্ত পথে চেয়ে রইলেন; পান্নাও কাঁচা পথে হেলেদুলে গেল।

নবাগত পথিক বেশি দূর যেতে পারলো না, ড্যাশবোর্ডে চেয়ে দেখলো পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। কাশবন পেরিয়ে নৌকার মাস্তুল দৃষ্টি কাড়ছে, চমৎকার দৃশ্যে মন উদাস করছে; গাঙ্গে নতুন জোয়ার, মনের সুখে সৌখিন মাঝি পাল তুলে গান ধরছে–

আ–রে–ও––ও
মেঘনা নদীর পানি
তোমায় আমি চিনি ॥
মেঘনা নদীর পানি তোমায় আমি চিনি
ভাটি পথে ক্ষণেক্ষণে কেন হও রাক্ষুসী ॥
মেঘনারে তোর গুণের কথা কি বলব আমি
সারাদিন তোমার বুকেই হাল ধরেই থাকি –ঐ
মেঘনা-রে তোর শীতল বুকে কত ঢেউ খেলে
ফোলে ফোলে উঠছো তুমি প্রলয়ঙ্কারী রূপে– ঐ

www.pathagar.com

মেঘনা রে তোর স্রোতগ্রাসে শস্যাদি যায় ভেসে
বাঁকে বাঁকে ভাঙ্গছো পাড় দয়া মায়া ছেড়ে–ঐ
মেঘনা-রে আমি নায়ের মাঝি নদীতেই থাকি
তোমার খেলা দেখি আর কাঁদি দিনরাতি–ঐ
মেঘনা-রে তোর বারিধারায় ভাসিয়েছি তরী
সারাজীবন বেয়েই গেলাম না ফিরলাম বাড়ী–ঐ
মেঘনা-রে তোর জলে চলে সবই গেছি ভুলে
সন্ধ্যাবেলা আটকা পড়েছি ডুবু বালির চরে –ঐ
মেঘনা-রে তোর বুকে আটকা পড়েছি শেষবেলা
সঙ্গ মাঝিরা চলে গেছে আমায় ফেলে একলা –ঐ
অ– – মাঝি ভাই------ দেখে চলো পানি–
শেষ বেলায় হারাইও না ছোট্ট জীবন খানি –ঐ

দরাজকণ্ঠধারী মাঝি পালে বাও লাগিয়ে উদাস কণ্ঠে পল্লিগান গেয়ে মনের দুঃখ ভুলে যাচ্ছে। সে সুর বাতাসে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে। মাল্লারা গানের সুরে তাল ঠুকছে। কূলের বাসিন্দারাও সুরে উদাসীন। নদীর কূলে মাঝিদের পল্লি সুরে এতো মোহ পান্না আগে কখনো ভাবেনি। তাই তটিনীর তীরে গানের সুরে মুগ্ধ। মাঝি দরাজ কণ্ঠে গান গেয়ে এগিয়ে চলছে। পান্না উদাস নয়নে গাঙ্গের দৃশ্য দেখে এগুচ্ছে, সহসাই সামনে বাজার দেখলো, তবে খোলা আকাশের নিচে। আবরণ হীন। কৌতূহলে এগিয়ে গেল। বিক্রেতারা পণ্য সাজাচ্ছে। জেলেরা মাছ তুলছে ঝাঁকায়। পান্না পা পা করে সেদিকে এগিয়ে গেল। গ্রামীণ বাজারের মাছ দেখে পান্না খুশিতে টইটুম্বর। জেলেদের ঝাঁকার পর্যাপ্ত মাছ হতে পছন্দের বড় মাছটি বেছে গাড়িতে তুলতে বলায় জেলেরা জিজ্ঞাসা করলো, 'কে গো আপনি?' পান্নাও তেমনি উত্তর দিল, 'একরাম উদ্দিন চৌধুরীর মেহমান, ইমরান চৌধুরীর বন্ধুর কন্যা, ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না।'

প্রবীণ জেলে বলল, 'এ দেখছি চৌধুরীবাড়ীর মেহমান, তাদের মতোই চাল চলন।' তবে বিক্রয়ে কেউ নারাজ হলো না, তাদের দু'জন পান্নার সঙ্গে রওনা হলো।

ভগ্নির স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিতে পারছে না, মনের খেদে শাহেদ পায়চারী করছে। অলস কদমে মাথা নেড়ে কথা বলছে। শরীফ সাহেবও নির্বিকার; কারো কথায় মত পাল্টাচ্ছেন না। ভৃত্য জানিয়ে গেল, নাস্তা তৈরি, খাবার ঘরে হাজির হোন।

অগত্যা পান্নাকে রেখেই পিতাপুত্র খাবারশালায় পা বাড়ালো। তখনই পান্না ভুস ভুস শব্দে শকট নিয়ে হাজির, সঙ্গে আরও দু'জন। জেলেরা নেমেই গাড়ি

www.pathagar.com

হতে মাছ নামালে শাহেদের চোখে বিস্ময় ঘটলো, প্রশ্ন করলো, 'অই পাগলী! এ মাছ কোথা থেকে আনলি-রে?' 'কেন ভাইয়া, বাজার হতে, শুধু মাছ আনিনি জ্বালানিও এনেছি।' শরীফ সাহেব এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসিলেন, 'একি পান্না! এ মাছ কোথা থেকে আনলে?' পান্না বিজয়ী হাসি হেসে বলল, 'প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছিলাম, নদী পাড়ের বাজার হতে নিয়ে এলাম। এবার মৎস্যওয়ালাকে এনাম দিয়ে বিদায় করুন।'

ভৃত্য এগিয়ে এসে বলল, 'একি পান্না! তুমি তোমার দাদাভাইয়ের মতোই কাজ করেছো। তোমার দাদাভাই জীবিত থাকলে ধন্য হতেন।' ইমরান চৌধুরী এগিয়ে এসে বললেন, 'পান্না উপযুক্ত কাজই করেছে, বাচ্চু মৎস্যওয়ালাদেরকে নাস্তা খাওয়াইয়ে সম্মানী দিয়ে ছালাম করো। আর শোন! ওদেরকে বলে দাও, মেহমান যে কয়দিন থাকে, ভালো মাছ যেন দিয়ে যায়।' বাচ্চু খুশির হাসি হেসে বলল, 'তোমার দাদাভাই মাছ এনে মাছওয়ালাকে উচিত মূল্য দিয়ে খুশি করতেন, আর হিন্দুদেরকে চিড়ামুড়ি খাওয়ান ছাড়া যেতে দিতেন না। আজ তুমি দাদাভাইয়ের মতোই কাজ করেছ। ঐ দেখ! তোমার ইমরান চাচার বুকের ছাতি কত বড় হয়েছে।'

জ্যৈষ্ঠের গরমে পান্না কাঁচা আমের আচার চাটতে চাটতে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর বৌঝিদেরকে নিয়ে সারা পাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারো মামাবাড়ী, কারো খালাবাড়ী খেয়ে দুপুরে খাবার খাওয়া হচ্ছে না। প্রত্যহ সন্ধ্যায় লম্বা ঘুম দিচ্ছে। পরদিন শরীফ সাহেব ডেকে বললেন, 'পান্না, আর কত? অনেকদিন তো কাটালে, চল বাড়ী ফিরে যাই।' ইমরান চৌধুরী বাধা দিয়ে বললেন, 'তা কেন! এখানে কি ওদের অসুবিধা হচ্ছে? আমি তো দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাচ্ছি। তোমার কাছে ঋণী, এতটুকু পাচ্ছি বলে।'

ঃ 'তোমার এখানে তো অনেক দিন রইলাম, আর কত বন্ধু; ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে, পেটের ধান্ধাও তো করতে হবে।'

ঃ 'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমার বাড়ীর উপর দিয়ে একঝাঁক যুবতী কন্যা ও বৌঝিরা ঘুরে বেড়াবে। তুমি জানো না শরীফ! আমি যে কত দুর্ভাগা, মন্দভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলাম, আজও জীবিত রয়েছি। এপাড়ার মেয়ে ও বৌঝিরা কখনো আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসে না। আজ পান্না বাড়ীতে থাকায় ঐ বৌঝিগণ প্রত্যহ নিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে। ওরা একসঙ্গে বাগানের আম, কাঁঠাল পেড়ে খাচ্ছে, এটা কি আমার সৌভাগ্য কম। বনের পাখি ছাড়া এ পাড়ার ছেলেমেয়েরা কখনো আমার বাগানে আম কুড়াতে আসেনি। আমি যে কত দুর্ভাগা ব্যক্তি, এ তার প্রমাণ। একই দুঃখ নিয়ে পিতা পরকালে পৌঁছেছেন। আমিও অন্তরে প্রচুর ব্যথা নিয়ে ঘুমাই। এভবে আমার একজন

www.pathagar.com

উত্তরসূরিও নেই। কে ভোগ করবে এই ধনসম্পদ। বড়ই আফসোস শরীফ, বড়ই নির্মম আমার ইহকালের জীবন।'

ঃ 'আমি তোমাকে বহুদিন বলছি জীবনকে সংশোধন করে নাও। সে সময় এখনো রয়েছে; জীবনকে জীবিত করো।'

ঃ 'তা আর হয় না শরীফ, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ উর্ধ্বে চলছে। এখন সংসার করলে লোকজনে হাসবে, সন্তান মানুষ করা যাবে না। ওদেরকে অন্যের অনুগ্রহে চলতে হবে। তাতে দুঃখ আরো বাড়বে। তার চেয়ে যে ভাবে চলছি এভাবেই চলে যাবো। এখন এ বয়সে কিছু করলে মানসম্মানের হানি হবে, লোকজন হাসবে। যে ভুল হয়েছে; সে ভুল সংশোধন করে লাভ নেই। যে ভাবে আছি, এভাবেই চলে যাবো। শেষ বয়সটুকু বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করেই বিদায় নেবো।' আবেগে কথাগুলো বলে মাস্টার ইমরান চৌধুরী দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললেন, 'আহা আমি তো ভুলেই গিয়েছি। তোমার ছেলে শাহেদ বিদ্যালয়ে তো ভালোই ক্লাস চালাতে পারে। ও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভালোভাবেই দিন কাটাচ্ছে।'

ঃ 'হু–একজন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্যজন বিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছে।' দ্রুত সুর পাল্টিয়ে শরীফ সাহেব ইমরান চৌধুরীকে বললেন, 'আমি বোধ হয় তোমাকে আঘাত দিয়েছি বন্ধু, ক্ষমা করো।'

ঃ 'শরীফ তুমি আমাকে হাসালে, তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু; তবে তোমার নিকট আমার মনের কথা খুলে বলবো। তখন দেখবো তোমার বিচার বুদ্ধি বিশ্লেষণ করে কী উত্তর আসে। এখন বিশ্রাম নাও। আমি বিদ্যালয়ের কাজ সেরে আসছি।'

চৌধুরীবাড়ীর আঙ্গিনায় ও বিদ্যালয়ের অনতি দূরে পাড়া প্রতিবেশীদের আব্দারে জনাব একরাম উদ্দিন চৌধুরী মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা মসজিদে নামাজ আদায় করলেও আজ অবধি চৌধুরী বংশের কেউ মসজিদে উপস্থিত হননি। চলতি সপ্তাহে পরপর কয়েকদিন চৌধুরীবাড়ীর মেহমানদেরকে জামায়াতে নামাজ পড়তে দেখে গ্রামবাসী বিস্মিত। আজও শরীফ সাহেব পুত্রসহ এশার নামাজ অন্তে মেহমানখানায় প্রবেশ করলে ইমরান চৌধুরী এসে জিজ্ঞাস করলেন, 'শাহেদ, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ও আচার্যের মধ্যে পার্থক্য কি বলতে পারবে?'

ঃ 'জি না আঙ্কেল, আমি অপারগ, তবে পান্নাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন; ও এ ব্যাপারে অগ্রগামিনী।' শাহেদের কথা শুনে পান্না এগিয়ে এসে জানতে চাইলো, 'আঙ্কেল, কী সাহায্য করতে পারি?'

ঃ 'না-রে পান্না, তেমন কিছু না। আঙ্কেল জিজ্ঞাসা করছিলেন, ব্রাহ্মণ ও আচার্য পদের পার্থক্য কী?'

www.pathagar.com

ঃ 'জি ভাইয়া, আঙ্কেলের হয়ে এবারও তুমিই প্রশ্ন করলে, তাহলে শুনে নাও, জীবনে তো কখনো পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোন কিতাব হাতে উঠেনি, এখন মজা সামলাও।' চৌধুরী পানে ফিরে আবার বলল, 'জি আঙ্কেল, হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এ প্রশ্ন তেমন কঠিন নয়; তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কঠিন প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ ও আচার্য হিন্দু সম্প্রদায়ের শতসংখ্যক উপাধির উঁচু স্তরের বংশ বিশেষ, বর্ণধর্মের প্রথম স্তর। যেমন ঃ- (অ) ব্রাহ্মণ-যিনি ব্রহ্মকে জানেন, হিন্দুমতে উঁচু বর্ণের লোক। বর্ণাশ্রমের চার বর্ণের প্রথম বর্ণ, এরা হিন্দু সমাজের পুরোহিত। আর (আ) আচার্য-যিনি কোনো বিশেষশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন এবং সে জ্ঞান অন্যকে শিক্ষা দেন, তাদেরকেই আচার্য বলে; হিন্দুধর্মে শিক্ষাগুরু এবং যিনি শিষ্যকে বেদ পড়ান। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে কোনো বংশের যে কোনো ব্যক্তি ইসলামি বিদ্যা শিখে মৌলবি ও মৌলানা হতে পারেন কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের যে কোনো বংশের যে কোনো ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও আচার্য হতে পারেন না।

ঃ 'আঙ্কেল, মুধুভাণ্ডে যখন ঢিল ছুঁড়েছেন; তবে সবকিছু জেনে নিন। উনি আবার গরম গরম বক্তৃতা দিতে ভালোবাসেন। সময় পার হলে কিন্তু জানতে পারবেন না।' শাহেদের বক্তব্যে ইমরান চৌধুরী ও শরীফ সাহেব একযোগে হাসলেন। ইমরান চৌধুরী বললেন, 'আন্টি, খৈয়ের বস্তার মুখ যখন খুলেছ, তবে সবই ঢালো।'

ঃ 'এই যে সবজান্তা ভগ্নি, আঙ্কেল বুঝেছেন তোমার বস্তার ওজন অনেক ভারী, আর দাম বাড়িয়ে লাভ নেই; ভাণ্ডের বাঁধন খোলে দাও।' ইমরান চৌধুরী বললেন, 'শরীফ, শুনেছি হিন্দু ধর্মে উঁচুনিচু স্তর রয়েছে, তবে কত সংখ্যক জানা ছিল না; আজ জানার সৌভাগ্য হবে।' হাতের জায়নামাজ ভাঁজ শেষে আলনায় রেখে পান্না বলল, 'আঙ্কেল, আপনারা প্রাক্তন ব্যক্তি এ বিষয়গুলো পূর্বেই জানা উচিত ছিল। আমরা যেখানে আপনাদের নিকট শিখবো, তা যখন হচ্ছে না, তবে জেনে নিন। আপনি সমাজে নবীনদের শিক্ষাগুরু আমার পিতৃতুল্য এবং জানার আগ্রহ বেশি; তাই বলছি, ব্রাহ্মণ ও আচার্য পদের পার্থক্য কিছুক্ষণ পূর্বে বলা হয়েছে। আঙ্কেল হিন্দু জাতিভেদে সমগোত্রীয় ব্যতীত বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ছিল, আজও রয়েছে। বিভিন্ন লেখকের মন্তব্যে ভারত উপমহাদেশে হিন্দু সমাজচ্যুত নিগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এবং নিম্নবর্ণের চাষি, নিষাদ, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি বর্ণসমূহ ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, শুধু মুসলিমের সাম্য আদর্শ বলে। ফলে প্রকৃত অর্থে ইসলামে কোনো জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব নেই। যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যেও আশরাফ আতরাফের বিভাজন টানার চেষ্টা করা হয়েছে। 'আঙ্কেল মুসলমানদের মধ্যেও

www.pathagar.com

যে মাযহাব আছে ওটা তাহলে কী? হিন্দুদের মতো এখানেও তো মুসলিম জাতিকে বিভাজনের চেষ্টা করা হয়েছে?'

ঃ 'না আঙ্কেল এটা ঠিক হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার মতো কোন বিভাজন নয়। রাসূলই মুসলমানদের মূল আদর্শ। চার মাযহাবের কেউ উঁচু কেউ নিচু নয়। এটা মুসলমানদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় চারজন ইমামের ইজতিহাদের ফসল। রাসূলের জীবন থেকেই তারা এগুলো গ্রহণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে এবাদতের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন, তা থেকেই এই ভিন্নতার সৃষ্টি। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে কারো মর্যাদায় কোন তারতম্য হয় না, সবাই মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান।'

ঃ 'তুমি জাতিভেদ প্রথার কথা বলছিলে, এটা আবার কী জিনিস?'

ঃ 'আঙ্কেল, সনাতন ধর্মের ঋদ্বেগে ১০:৯০:১২, অর্থববেদে ১৯:৬:৬, যুজুর্বেদে ৩১:১১, আয়ুর্বেদে ৩:১২:৬ (স্কন্ধে-অধ্যায়-শ্লোকে) বর্ণাশ্রম বা উপাধিও চারভাগে বিভক্ত যথা ঃ– (ক) ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের স্থান সবার উপরে। এরা ধর্মের মূল ঠিকাদার। (খ) ক্ষত্রিয়, এরা ব্রাহ্মণদের লাঠিয়াল বাহিনী, যাদের উপর অবলম্বন করে ব্রাহ্মণরা টিকে থাকে। (গ) বৈশ্য, এরা কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণদের অর্থবিত্তের জোগানদার। ও (ঘ) শূদ্র, এরা দলিত সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণদের সেবা করাই যাদের একমাত্র কাজ। বর্ণধর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণবর্ণের হিন্দুরা উঁচুস্তরের সম্প্রদায়। কালপ্রবাহে কর্মমর্যাদায় ও সামাজিক আচরণে বর্ণবিশেষ সম্প্রদায়গুলো বিভিন্ন পদবী লাভ করে, সামাজিক কারণে এ পদবীগুলোর নামকরণ।' পান্না শাহেদকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ভাইয়া, শুনতে থাকো তো দেখি সনাতন সম্প্রদায়ের পদবী কত সংখ্যক বলতে পারি। উঁচুবর্ণ বা ব্রাহ্মণ সারির স্তর– ১। কায়স্ত, ২। চক্রবর্তী, ৩। চট্টোপাধ্যায়, ৪। চৌধুরী, ৫। রায়, ৬। মুখার্জী, ৭। ব্যানার্জী, ৮। ভট্টাচার্য, ৯। আচার্য, ১০। মণ্ডল, ১১। বিশ্বাস, ১২। মিত্র, ১৩। গুহ, ১৪। বসু, ১৫। গাংগুলী, ১৬। লাহিড়ী, ১৭। ভাধুরী, ১৮। সরকার, ১৯। দত্ত। ২০। পাঁড়ে , ২১। শাস্ত্রী, ২২। রাও, ও ২৩। ঠাকুর।

দ্বিতীয় সারির স্তর– ২৪। মান্না, ২৫। নন্দী, ২৬। ক্ষত্রিয়, ২৭। ভৌমিক, ২৮। বর্দ্ধন, ২৯। সিংহ, ৩০। দে, ৩১। বর্মণ, ৩২। মল্লিক, ৩৩। গোস্বামী, ৩৪। সেন, ৩৫। সেনাপতি, ৩৬। বাগচী, ৩৭। সিং, ৩৮। সোম, ৩৯। সান্যাল, ৪০। খান, ৪১। দেব, ৪২। মুৎসুদ্দি/বেনিয়ান, ও ৪৩। থাপার।

তৃতীয় সারির স্তর– ৪৪। দফাদার, ৪৫। তপাদার, ৪৬। ভদ্র, ৪৭। সামন্ত, ৪৮। কুণ্ডু, ৪৯। রাজবংশী, ৫০। সাহা, ৫১। পাল, ৫২। নাথ, ৫৩। সূত্রধর, ৫৪। বৈদ্য, ৫৫। ভারতী, ৫৬। বৈশ্য, ৫৭। বর্ণিক, ৫৮। প্রামাণিক,

www.pathagar.com

৫৯। দাশ, ৬০। কৈবর্ত, ৬১। শীল, ৬২। ঘোষ, ৬৩। জেলে, ৬৪। ধোপা, ৬৫। ঋষি, ৬৬। কুমার, ৬৭। কামার, ৬৮। মালী, ৬৯। কাপালিক, ৭০। তাঁতি, ৭১। বারুই, ৭২। সেকরা, ৭৩। গয়লা, ৭৪। নট, ৭৫। যুগী, ৭৬। ভূঁইমালী, ৭৭। লাহা, ৭৮। রাহা, ৭৯। পাঁজা।

চতুর্থ সারির স্তরে রয়েছেন– ৮০। সিউলী, ৮১। মালাকর, ৮২। নমঃশূদ্র, ৮৩। ভড়, ৮৪। বাগদী, ৮৫। পাটনি, ৮৬। সাঁওতাল, ৮৭। গারো। ৮৮। টিপরা, ৮৯। হদি, ৯০। ডালু, ৯১। বর্মণ, ৯২। মুণ্ডা ও মাহালী, ৯৩। মালো, ৯৪। হাজং, ৯৫। নাগ, ৯৬। পদ্দরাজ (সর্দার), ৯৭। ঘাসী, ৯৮। ধাড়া এবং ৯৯। চাঁড়াল।'

ঃ 'বাহঃ বাহঃ বাংলার দুহিতা, শতপদের নিরানব্বই পদের নাম তো বললে বাকিটা কখন বলবে।'

ঃ 'যতটুকু মনে পড়ছে ততটুকু বলেছি, বাকিটা পরে জেনে নিও।'

ঃ 'তা মহাশয়া! হিন্দুধর্মের শতপদের ৯৯ পদের নাম শুনলাম, দয়াকরে সনাতন ধর্মের গ্রন্থসমূহের নাম বলবে কি?'

পান্না শাহেদের পানে কটু দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাস্টার সাহেবের প্রতি চেয়ে মাথা নিচু করে বলল, 'আমাকে ঘাঁটতে যখন সখ হয়েছে, তবে নিশ্চয় শুনতে পারবে।'

'আঙ্কেল! এবার ভায়ার আব্দার পূরণ করছি, প্রশ্নানুসারে সনাতন ধর্মের গ্রন্থসমূহের প্রধান হলো বেদ ঃ–(১) ঋগবেদ (২) সামবেদ (৩) যজুর্বেদ (৪) অথর্ববেদ। এবং উপবেদে রয়েছে ঃ–(১) আয়ুর্বেদ (২) ধনুর্বেদ (৩) গান্ধর্ব বেদ (৪) স্থাপত্যবেদ, পরবর্তীকালে প্রণয়ন ঃ–(১) উপনিষদ (২) প্রবণ (৩) উত্তরায়ন বেদ, আবার প্রতিবেদে রয়েছে (১) কর্মকাণ্ড সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ (৩) জ্ঞানকাণ্ড (৩) আরণ্যক (৪) উপনিষদ।'

পুরাণগ্রন্থসমূহ ঃ– (১) আদি পুরাণ (২) নৃহিংস পুরাণ (৩) বায়ু পুরাণ (৪) শিব পুরাণ (৫) ধর্ম পুরাণ (৬) দুর্বাস পুরাণ (৭) নারদ পুরাণ (৮) নন্দি কেশব পুরাণ (৯) উশন পুরাণ (১০) কপিল পুরাণ (১১) বরুণ পুরাণ (১২) শাম্ব পুরাণ (১৩) কালিকা পুরাণ (১৪) মহেশ্বর পুরাণ (১৫) মারীচ পুরাণ (১৬) পরাশর পুরাণ (১৭) দেব পুরাণ (১৮) ভাস্কর পুরাণ (১৯) বিষ্ণু পুরাণ (২০) কল্কি পুরাণ (২১) দেবী ভাগবত (২২) শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ (২৩) ব্রাহ্ম পুরাণ (২৪) পদ্ম পুরাণ (২৫) বৈষ্ণব পুরাণ (২৬) শেব পুরাণ (২৭) ভাগবত পুরাণ (২৮) নারদীয় পুরাণ (২৯) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৩০) আগ্নেয় পুরাণ (৩১) ভবিষ্য পুরাণ (৩২) ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ (৩৩) লিঙ্গ পুরাণ (৩৪) বরাহ পুরাণ (৩৫) স্কন্ধ পুরাণ (৩৬) বামন পুরাণ (৩৭) কূর্ম পুরাণ (৩৮) মৎস্য পুরাণ (৩৯) গরুড় পুরাণ (৪০) ব্রাহ্মণ্ড পুরাণ।

www.pathagar.com

অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ হলো ঃ– (১) রামায়ণ (২) মহাভারত (৩) ব্রাহ্মণ সংহিতা (৪) মনু সংহিতা (৫) পরাশর সংহিতা (৬) গোবিন্দ মঙ্গল (৭) প্রভাস খণ্ড (৮) দশ অবতার (৯) পাতনুস গ্রন্থ (১০) হরি বংশ (১১) মোহ মুদগর (১২) শ্রীমদ্ভাগবত গীতা (১৩) পুরোহিত দর্পণ (১৪) চণ্ডিপাঠ (১৫) গীত রত্নাবলী (১৬) বৃহৎ সারাবলী।

আবার শাস্ত্র সমূহ হচ্ছে ঃ– (১) অর্ঘশাস্ত্র (২) অত্রিশাস্ত্র (৩) কোকশাস্ত্র (৪) দর্শনশাস্ত্র (৫) ধর্মশাস্ত্র (৬) ন্যায়শাস্ত্র (৭) বৈচয়িকশাস্ত্র (৮) মর্মন্তশাস্ত্র (৯) যোগশাস্ত্র (১০) রতিশাস্ত্র (১১) শঙ্খশাস্ত্র (১২) শ্রুতিশাস্ত্র (১৩) স্মৃতিশাস্ত্র (১৪) পূর্ব মিমাংসা ও উত্তর মিমাংসা। পান্না শাহেদের প্রতি পুনরায় চেয়ে বলল, ভাইয়া রচনাকারীদের নামও কি বলতে হবে? শাহেদ মুণ্ড দ্বারা নেতিবাচক ইঙ্গিত করলে মাথা ঘুরিয়ে বলল, আঙ্কেল যা কিছু বললাম ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করবেন।' তখনই বাচ্চু দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'খাবার প্রস্তুত টেবিলে হাজির হোন।'

আসন ছেড়ে উঠে শাহেদ বলল, 'আজ একটু দেরীতেই ডাক পড়লো, তাই নারে পান্না।' 'তোর পেটে এতো ক্ষিদে আগে বলিসনি কেন?' 'তুই মুখ খুলিসনি আমি খুলেছি।' অট্ট হেসে ইমরান চৌধুরী বললেন, 'ভেবেছিলাম ক্ষুদ্র মৌ মাছিগুলো দেখতেই সুন্দর, এখন দেখছি রসেও টইটুম্বুর।' ভোজনশালার আসনে বসে শাহেদ পান্নাকে জিজ্ঞাসিলো, 'এই যে ভগ্নি, আজকের মধ্যাহ্নভোজন কোথায় চালিয়েছো।' "আমার জন্যে অনেক মায়া, তাই না-রে ভাইয়া?' অপমান সহ্য করে শাহেদ বলল, 'মায়া তো হবেই, অগ্রজ যখন হয়েছি, তবে কিছু তো দরদ থাকবেই, তাই তো স্বাভাবিক।'

'থ্যাঙ্কস মাই ডিয়ার ব্রাদার; এ ক্ষুধার্থ পেটখানা মাওই বাড়ী চালিয়েছি। মাঐ মা তোমাকে খুঁজছিলেন তাকে বলেছি, পরে আসবে।' শরীফ সাহেব হেসে বললেন, 'তুমি আমার বৌমা খুঁজছো?' 'ড্যাডি, আপনার মোটা মাথায় কিছুই বুঝলেন না। আমি আপনার বৌমা খুঁজতে যাবো কোন দুঃখে; ও কাজ তো আপনার। বলছি, ভাইয়ার শ্বশুরবাড়ী নয়; চৌধুরীবাড়ীর পাশের নববধূর পিত্রালয়, বুঝলেন ড্যাড! আপনার বেয়াই বাড়ী নয়।'

ঃ 'ভেবেছিলাম এখানে নতুন আস্তানা পেয়েছো।'

ঃ 'সম্ভব নয় ড্যাড, রিজার্ভ মার্কা ভাইকে এখানে বিয়ে দিলে বোকা বনে যাবে। ওনাকে শহরের রংচটা মহল্লায় বিয়ে দিতে হবে। যেন বেশি বেশি রং খেয়ে স্মার্ট হতে পারে।' ঈষৎ হেসে ইমরান চৌধুরী বললেন, 'এ দেখছি মহা মজার পরিবার। খোলামেলা আলাপে অভ্যস্ত। শরীফ, তোমার ছেলের জন্য করলে, মেয়ের জন্য কিছু করলে না?'

www.pathagar.com

ঃ 'তোমরা আছো ভাই দেখে শোনে ভালো একটা বন্দোবস্ত কর।' পান্নার সহ্য হলো না বিরক্তে বলল, 'ড্যাডি! উঠতে পারি?' পরক্ষণেই শাহেদের পানে তাকিয়ে বলল, 'তুই বেশি করে খা; তোরটা পাকা হচ্ছে।'

ঃ 'নো মাই চাইল্ড; প্লিজ সিট ডাউন হিয়ার।'

ঃ 'তা হলে নোংরা আলাপ বন্ধ করে ভায়েরটা পাকাপোক্ত হোক।'

ঃ 'অবজেকশন গৃহীত হলো।' ইমরান চৌধুরীর আশ্বাসে শাহেদ মুখের অন্নব্যঞ্জন গিলে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিজ্ঞ আদালত, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবো কি?' সহসা পান্না দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়েস মাই ব্রাদার, ঐ অধিকার পূর্ণ রয়েছে। নির্বিঘ্নে অভিযোগ উত্থাপন করো।' ইমরান চৌধুরী হেসে বললেন, 'চালিয়ে যাও বেটা।' অপরাধীর মতো নম্রে শাহেদ বলতে লাগলো, 'মহামান্য আদালত; এ অধম বলছে, ক্ষুদ্র আসামির প্রতি একপেশে বিচার হচ্ছে; আপিল করার সুযোগ পাব কি?'

ঃ 'অবশ্যি! জুরিবোর্ড আপনার অভিযোগ গ্রহণ করে যথাসময়ে জানাবে।' পান্নার বক্তব্যে ইমরান চৌধুরী ও শরীফ সাহেবের অট্টহাসি দীর্ঘস্থায়ী হলো।

ঃ 'ছোট সাহেব, এ বয়সে অট্টহাসি ভালো নয়; ক্ষতি হতে পারে।' বাচ্চু খাবার ঘরে ঢুকে কথাটি বলে তরকারির বাটি টেবিলে রেখে শরীফ সাহেবকে বলল, 'আপনার মেয়ের আনীত মাছ রান্নায় দেরী হওয়াতে দুঃখিত।'

ঃ 'দেখ বাচ্চু, তুমি অনেক করেছো; অর্ধরাতে খাবার দিলেও অসুবিধা হত না।' বক্তার পানে ভৃত্য তাকালে, শরীফ সাহেব আবার বললেন, 'আবেগে নয় বাচ্চু; প্রশংসায় বলছি।'

ঃ 'বাচ্চু দাদা, রহমান চাচার রান্না বেশ সুস্বাদু। পান্নার জেলে ঠকানো মাছের আঁশ অনেক মোটা, চিবাতে কষ্ট হচ্ছে।'

ঃ 'তোকে মাছ খেতে হবে না।' চিলের মতো থাবা দিয়ে মাছের টুকরা ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় বলল, 'যার চাপায় জোর নেই, সে মাছ খাবে কী করে; তোর মাছ খাওয়ার দরকার নেই। এ মাছ খেলে ডাক্তারের প্রয়োজন হতে পারে। এ অজপাড়াগাঁয়ে ডাক্তার পাবি কৈ?' পান্নার কথায় এবার দু'প্রবীণদ্বয় হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। অন্নব্যঞ্জন গলায় ঠেকে বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো।

বাচ্চু হেসে বলল, 'ভেবেছিলাম মুড়াটা কাকে দিবো, এখন দেখছি শাহেদ দাদার চাপায় জোর হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন; তাই ওনাকেই দিলাম।'

www.pathagar.com

এবার পান্না বেকায়দায় পড়ল। মাছের টুকরা মুখে পুরে বলল, 'ভাইয়া ঠিকই বলেছিস; মাছটা অনেক শক্ত কিন্তু মুড়াটা অনেক নরম। ওটা খেতে একটু কষ্ট হবে না। আর কষ্ট হলে বাচ্চুদাদা সাগু পাকিয়ে দিবে, তবু ওটা খেয়েনি।'

ঃ 'মহারথী যাই বল, মাছের মুড়া পাবে না, তোর চাপায় তো অনেক জোর, হাড়গুলো রেখে দিবো–খেয়ে নিস।'

ঃ 'মায়া হলো না-রে ভাইয়া, মুড়াটা খেয়ে হাড়গুলো রাখবি।'

ঃ 'হবে, হবে, মুড়াটা খেলে হবে।'

ঃ 'পান্না! ঢিল ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হয়; এবার বুঝলে?' পান্না কপালে হাত ঘষে গামলা পানে চলে গেলে সকলেই পিছু নিলো।

একরাম উদ্দিন চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়, শিক্ষকমণ্ডলীর মাঝে বসে শরীফ সাহেব পুত্রের প্রশংসা শুনছেন। হঠাৎ জুতুর শব্দ তুলে পান্না ভিতরে প্রবেশ করলে সকলেই তার প্রতি চেয়ে রইলেন। শরীফ সাহেব বললেন, 'এ্যানি প্রবলেম মাই চাইল্ড? উত্তর না দিয়ে শিক্ষক মহোদয়কে সালাম করে পিতার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'ড্যাডি, জ্বালানি শেষ।' শরীফ সাহেব একমুঠো কাগজের নোট হাতে দিয়ে কইলেন, 'ঠিক আছে বেটী?' তখনই ইমরান চৌধুরী শিক্ষকমণ্ডলীকে পরিচয় করিয়ে বললেন, 'মহোদয়গণ, এ বাছা বন্ধুর দ্বিতীয় সন্তান, ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না।' পান্না সালাম ঠুকলে অন্য একজন শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, 'বলেন তো আন্টি, কী করছেন?'

ঃ 'এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি।'

ঃ 'আন্টি! পৃথিবীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কোথায়?'

ঃ 'দক্ষিণ মেরুর এন্টার্কটিকায়, গড় তাপমাত্রা -৫০° সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন -৮৯.২° সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ২.০০° সেলসিয়াস। বরফের গড় ঘনত্ব ২,৫০০ মিটার, সর্বোচ্চ ঘনত্ব ৩,৭০০ মিটার বা (১২,৮২৫ ফুট)।'

চটপট উত্তর দিয়ে পান্না নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো; আর কেউ প্রশ্ন করলেন না। পান্না বিদায় জানালে শাহেদ বাধা দিয়ে কইলো, 'আজ কোথায় যাচ্ছ, দুপুরে কি আহার পর্বে থাকবে?' দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বলল, 'জি না মহাশয়, সর্বদিকে যাবো, শুধু মাঐ বাড়ী যাবো না। আহার না করলেও চলবে, জ্যৈষ্ঠ মাসের মিষ্টিফল আম, জাম, কাঁঠাল, চিড়ামুড়ি, দৈ, সকলই পাবো। বিচিকলায় পান্তাভাত আপ্যায়নে কেউ কার্পণ্য করবেন না।' দ্রুত কথাটি বলে দরজা ঠেলে নিষ্ক্রান্ত হলো।

www.pathagar.com

পান্না চলে গেলে ইমরান চৌধুরী বললেন, 'বন্ধু! আজও দেখছি শাহেদ হেরে গেল।' অপর শিক্ষক বললেন, 'বর্তমানে মেয়েরা দ্রুত, কোনো ব্যাপারে দ্বিধা করে না।' ভদ্রলোক আবার বললেন, 'প্রতিদিন যে হারে ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, দেশের কর্ণধার নারীরাই থাকবে।' তৎসঙ্গে অন্যজনের মন্তব্য, 'উদ্বিগ্ন হচ্ছি, শত্রুরা দেশের বারোটা বাজানোর জন্য মেধাশূন্য পদ্ধতি অবলম্বন করছে। আনাচে কানাচে যে হারে মাদক ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে যুবশ্রেণী শিক্ষায় অমনোযোগী হচ্ছে। সরকার এর প্রতিকার থেকে বিরত রয়েছে।'

দপ্তরী ঘণ্টা পেটালে শিক্ষকগণ ক্লাসে গেলে শাহেদ বলল, 'আমরা কবে ফিরবো বাবা।'

ঃ 'কালপরশু গেলেই হবে, শহরে তেমন কাজ নেই; আজ গেলেও যা, দশ দিন পরে গেলেও তাই।' ইমরান চৌধুরী ফিরে এসে বললেন, 'সে কি শরীফ! এখানে কী অসুবিধা হচ্ছে, যে আজই যেতে হবে। তাড়া না থাকলে কয়েক দিন থেকে যাও।' একটু থেমে আবার বললেন, 'শরীফ! ইমরান চৌধুরীর বাগান বাড়ীতে ভয়ে কেউ পা ফেলেনি, আজ দেখছি বৌঝিরা ফল পেড়ে খাচ্ছে। এটা কি কম সৌভাগ্যে? তুমি বুঝবে না মনের বেদনা, আমি যে কত অসহায়। তোমাকে ধরে রাখতে পারবো না। তবে এখানে কয়েকদিন থেকে গেলে শান্তি পাবো।' শরীফ সাহেব জড়ানো বাক্যে বললেন, 'তেমন অসুবিধা নেই।' একটু থেমে শাহেদকে পুনরায় বললেন, 'আজই শহরে ফোন করে দাও, ফিরতে আরও দেরী হবে, নচেৎ মহিলা উদ্বিগ্নে থাকবেন।' ছেলেকে আদেশ দিয়ে দু'বন্ধু আলাপে মগ্ন হলেন।

গ্রীষ্মের সবুজভরা মাঠের শস্যক্ষেতে দোলা দিয়ে বায়ু শীতল স্থানে যাচ্ছে। পবন কাঁশবনে নৃত্য করছে। প্রকৃতির দোলায় দুলে বাবুই পাখি কিচির মিচির শব্দ করে দোলনা নীড় তৈরি করছে। ওরা ঝাঁক বেঁধে কাশের চিরল পাতা ছিড়ে নীড় প্রস্তুতে ব্যস্ত। রংবাহারী বাবুই পাখি বাসা বুনছে আর মধুর কণ্ঠে গীত গাইছে। কাদায় খঞ্জন পাখি পুচ্ছ নেড়ে আহার খুজছে। কাশ ছোবার আড়ালে কানাবগী শিকারের আশায় ওঁৎ পেতে রয়েছে। পানকৌড়ী ডুবসাঁতারে মৎস্য ধরে ক্ষণে ক্ষণে স্থান পরিবর্তন করছে। দুষ্টু ছেলেগুলো জলঝাপ্পুরী খেলছে, শিকারী গাঙচিল আকাশে চক্কর দিচ্ছে। কৃষক তরঘাটায় বোঝাসহ গরুর পাল নিয়ে এপার ওপার হচ্ছে। বর্ষা এলেই নদীর তলদেশ তলিয়ে যাবে। দু'কূল ছাপিয়ে ছুটবে তটিনী, মনের আনন্দে গান গেয়ে যাবে মাঝি নৌকা নিয়ে।

www.pathagar.com

মেদিনী সুন্দর, প্রকৃতির প্রাণিকূল সুন্দর, মানবকূলের কিশোর-কিশোরী সুন্দর টগবগ রক্তে উন্মাদনা। ধরায় প্রতিটি প্রাণীই যৌবনে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়। তেমনি কাঁচা রাস্তা ধরে, বাঁকা নদীর কূল ঘেঁষে একজন তরুণী জিপগাড়ি নিয়ে ঢাল বেয়ে নামছে। অজপাড়াগাঁয় তরুণীকে নদীর ঢালে নামতে দেখে উৎসুক জনতা বিস্মিত। দর্শকবৃন্দের অক্ষি ঝলসালো, চালক ও আরোহী সকলেই তরুণী। ওদের গাড়ি চালানো দেখে গ্রামবাসী চোখ রগড়াচ্ছে। অবাক দৃষ্টে দেখছে অসম্ভব কার্য, কেউ কেউ হাসছে, কেউ কেউ নানা কথা বলছে। গ্রামের দর্শকবৃন্দ বুঝলো না ওদের উদ্দেশ্য, শুধু তাকিয়ে রইলো। পান্না একজন ছেলেকে ডেকে বলল, 'ভাইয়া একটু সাহায্য করবে?' ছেলেটি কিছু না শুনেই দৌড়ে পালালো। অন্য একজন এসে বলল, 'আপা আমাকে বলেন, আমি পারবো।'

ছেলেটির সাহস দেখে পান্না বিস্মিত। ওকে কাজের ফিরিস্তি দিতে হলো না, শুধু বলল তুমি হেঁটে নদীর ওপারে যাও। বলামাত্র ছেলেটে একাই জলে নেমে পড়লো। যে স্থানে পানির গভীরতা কম, সে স্থানে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারা করলেই পান্না পরিষ্কার জলে নেমে সামনে বাড়ালো। ভালোই ভালোয় নদী পার হয়ে ছেলেটিকে বকশিশ দিতে গেলেই লজ্জায় লাল হলো। পান্না ধমকে বলল, 'কেমন তুমি, বকশিশ নিতে চাচ্ছো না, নাও বকশিশ নিয়ে নাও।' ওকে এনাম দিয়ে বলল, 'বিকেলে তুমি থেকো, প্রয়োজন আছে।' পান্নার ব্যবহারে ছেলেটি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। পান্না ওকে কিছু না বলে বালির চরের দিকে গাড়ির গতি বাড়ালো।

দুপুরেই গুজব ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামময়, 'শুনছোনি ভাই! একরাম উদ্দিন চৌধুরীর নাতিন জিপগাড়ি নিয়ে গাঙ্গ সাঁতরেছে। কি তাজ্জব ব্যাপার! এর আগে কখনো শুনিনি, গাড়িও গাঙ্গ সাঁতরাতে পারে।' নদীর পারে সেই দুপুর হতে লোকে লোকারণ্য। আবালবৃদ্ধবনিতা অপেক্ষা করছে, যান্ত্রিক গাড়ি কিভাবে নদী সাঁতরিয়ে পার হয়, তাই দেখার জন্যে নদীর কূলে ঠাঁই নেই। যারা দেখেছে, তারা বিশ্বাস করা'তে চেষ্টা করছে চাকার দাগ দেখিয়ে। কেউ কেউ ঠাট্টায় কইছে সাহায্যকারীকে, 'হেরে মাইনক্যা! তোর আপামণি তোকে ঠকাচ্ছে, ওনারা এ পথে আর আসবেন না, অন্য পথে চলে গেছেন।' ছেলেটি জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তারা বিকাল হলেই আসবে।' 'অন্য একজন বলল, দ্যাখ মাইনক্যা, দুপুরে মেঘনা গাঙ্গের পানি প্রচুর বেড়েছে, সন্ধ্যায় এ গাঙ্গের বালুচর তলালে তোর আপারা ভালোভাবে সাঁতার কাটতে পারবে।' অপরজন কইলো, 'বিশ্বাস হচ্ছে না রে, তোর আপারা এ ঢাল বেয়ে কিভাবে উপরে উঠবে।' ছেলেটি রেগে

www.pathagar.com

বলল, 'আপনারা বসে থাকেন, দেখবেন চৌধুরীবাড়ীর আপারা কিভাবে নদী সাঁতরিয়ে বাড়ী চলে যায়।'

অনেক আশার পর পশ্চিম দিগন্তের সূর্য কিরণ পিছনে ফেলে দ্রুতগতিতে একটি জিপ ছুটে আসছে। উৎসুক জনতা সেদিকে তাকিয়ে রইলো। মাইনক্যার আনন্দ দেখে কে, এক দৌড়ে পানির পারে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ দেখেন আপামণিরা আসছে। লোকের সরগরম দেখে পান্নার চোখে বিস্ময়, মাইনক্যাকে ডেকে কইলো, 'কী হয়েছে রে মানিক?' মানিক কইলো, 'আপনারা কেমনে গাঙ্গ সাঁতরিয়ে পার হন, তাই দেখার জন্য উনারা এসেছেন।' ব্যস্ততায় আবার বলল, 'আপা, তাড়াতাড়ি পার হন গাঙ্গের পানি বাড়তেছে, কিছুক্ষণেই ভরে উঠবে, দেরী কইরেন না, বিপদে পড়বেন। মানিকের তাড়াহুড়ায় নতুন বৌ হেসে বলল, 'মাইনক্যা-রে কয়টা আম দিয়ে চিড়ামুড়ি খেতে পারবি? তুই যা পারবি তাই দেবো।'

ঃ 'ছিঃ! আপা। কি যে কন, খাওন লোভে কাজ করিনি। কাজ ভালো লাগে তাই করি, ঠাট্টা করলে চললাম।' পান্না ওর মনের ভাব বুঝে আদর করে বলল, 'ঠাট্টা করেনি মানিক ভাই, সোহাগ করেছে। এখন দয়া করে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দাও।'

ঃ 'তাড়াতাড়ি আসেন।'

পান্না মানিকের নির্দেশে নদী পার হলে মানিক উচ্চৈঃস্বরে বলল, 'ঐ দেখছেন আপনারা, আপামণিরা কেমনে নদী পার হলেন।' পান্না ঢাল বেয়ে উপরে উঠে গ্রামবাসীকে সালাম দিলে সকলেই অবাক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, খুশিতে টইটুম্বুর, প্রশংসায় পঞ্চমুখ; হৃদয় ভরে গেল গর্বে, ইমরান চৌধুরীর মেহমান সালাম দিয়েছে। পান্না হাতের ইশারায় মানিককে ডেকে কইলো, 'এই যে বীর পুরুষ, তোমার উপঢৌকন।' মানিক বুঝতে পারলো না ফ্যাল ফ্যাল নয়নে চেয়ে রইলো। পান্না পুনরায় আদর করে বলল, 'তুমি আমার ভাষা বুঝছো না কেন? তোমার জন্য চিড়ামুড়ি, আম, জাম, কলা, দৈ সকলই এনেছি; কৈ এগিয়ে এসে নিয়ে নাও।' মানিক পারিতোষিক পেয়ে খুশি হলে পান্না বলল, 'আগামীকাল চেয়ারম্যানবাড়ী তোমার দাওয়াত, বুঝলে ছোট ভাই; তোমাকে প্রয়োজন।' মানিক ঘাড় কাত করে স্বীকার পেয়ে বলল, 'আচ্ছা আপা, যাবো।'

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

গ্রাম্য চাষাভুষা, কামার, কুমার, মালিরা অশিক্ষিত হলেও প্রিয়জনের প্রেমের টানে মনের প্রবল আকর্ষণে মিষ্টিমধুর হাসির জন্য শিশুদেরকে উপহার দেয়ার জন্য নিজ হাতে খেলনা তৈরি করে। তেমনি সম্বলহীনা জীর্ণশীর্ণ কুম্ভকার তনয়া শহরের সাহেবী কন্যার জন্য তিনটি পুতুল গড়েছেন। সেই অচেনা মায়াবী কিশোরী বলেছে, 'যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবো।' তার সেই হাসি এখনো রত্নাদেবীর চোখে ভাসছে। নিঃস্ব কুম্ভকার দুহিতা বারবার ভাবছেন, স্ব-বংশীয় কেউ কোনো দিন এমন সুন্দর কথা বলেনি। তাই কোকিলকণ্ঠীর কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষা করছেন, কখন সে আসবে। মনের অজান্তে কল্পনায় সুন্দর মুখ দেখছেন এবং গুণগুণিয়ে গান গেয়ে রঙ্গিল পুতুলগুলো নেড়ে চেড়ে যথাস্থানে রাখছেন।

মহেন্দ্র কুম্ভকার মেয়ের প্রতি চেয়ে থেকে নিজেও কাঁদছেন, অভিশপ্ত জীবনে এ ছাড়া আর কিছুই নেই। পিতার ক্রন্দনটুকু মেয়ের সম্বল মাত্র। সেই আঠার বৎসর পূর্বে কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষুদ্রনীড় চুরমার। সেই সঙ্গে সমাজবৃক্ষের ডালও ভেঙ্গেছে। মেয়ের করুণ পরিণতি দেখে উমা কুম্ভকার পরপারে ভাগছেন। কলুষিত সমাজের ঘানি টেনে শেষ প্রহর গুনছেন মহেন্দ্র কুম্ভকার। সে চলে গেলে রত্নাকে দেখার আর কেউ থাকবে না। তাই মহেন্দ্র কুম্ভকার দুশ্চিন্তায় ভোগছেন। আগের মতো পরিশ্রম করতেও পারছেন না, মাটির বাসনপত্র তেমন বিক্রিও হচ্ছে না। মৃৎপাত্রের কদর কমছে। বর্তমানে যা বিক্রি হচ্ছে, তাতে পিতাপুত্রীর দিন চলছে না। অর্ধাহারে অনাহারে দিনাতিপাত করছেন। এ বৃদ্ধ বয়সে অন্য কোনো ব্যবসা করারও সুযোগ নেই, বাধ্য হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

জ্যৈষ্ঠের পড়ন্তবেলায় একঝাঁক প্রজাপতির ন্যায় সঙ্গিনীসহ পান্না কুম্ভকার পাড়ায় প্রবেশ করলো। কুম্ভকার নন্দিনী পুতুলগুলিতে রঙ্গের প্রলেপ দিচ্ছেন। ব্যবসা কর্মে এতই মশগুল যে, পিছনে অর্ধডজন কিশোরী এসেছে, তবু টের পেলেন না। পান্না চুপিসারে জিজ্ঞাসিলো, 'কেমন আছেন পিসি?' রত্নাদেবীর অচেতন মনে দোল দিচ্ছে, বসন্তের কোকিল মধুর স্বরে ডাকছে। কোকিল কণ্ঠে ডাক শুনে ফিরে তাকালে সুন্দর মুখখানা নজর পড়তেই সারা শরীর চঞ্চলতায়

www.pathagar.com

ভরে উঠলো। জীর্ণশীর্ণ বদনে ফোটলো স্মিতহাসি। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন কিন্তু সামাল দিতে পারলেন না। ততক্ষণে পান্না ধরে ফেলেছে, অনাকাঙ্ক্ষিত পতন হতে রক্ষা পেলেন। পান্নার কোলে অনুভূত হলো শান্তির পরশ। এক ঝলকে শরীর বেয়ে বিদ্যুৎ চলে গেল মৃত্তিকায়। স্থির থাকতে পারলেন না, কণ্ঠে কিছু বলতে গেলে লজ্জায় থেমে গেলেন। পান্না ঘটনা বুঝে বলল, 'না! না! থামবেন না, কিছু বলুন; আপনাকে অনেক ভালো লাগছে।' আবেগে কুমার নন্দিনী কপোল ঘষে বলল, 'আপনার পরশ কত মায়াময়, আমার শরীর শীতল হয়েছে।' পান্না রত্নাদেবীকে চেপে ধরে জিজ্ঞাসিলো, 'এখন কেমন আছেন, তখন কী করছিলেন?'

ঃ 'কি আর করবো, আপনাকে দেবো বলে পুতুলগুলোতে রং দিচ্ছিলাম।'

ঃ 'তাই বুঝি! আমাকে খুব ভালোবাসেন, তাই না?' রত্নাদেবী স্বীকার পেলে পান্না আবার বলল, 'কৈ পিসি! আপনার রং দেওয়া পুতুলগুলো দেখান। রত্নাদেবী হেসে বললেন, 'আমার নয় আপনার।'

ঃ 'আমার কী করে হলো, এখনো তো দেননি।' হাসতে হাসতে কুম্ভকার কন্যা বললেন, 'নিন বাছা, সবগুলো নিন, আমি খুশি।' রত্নাদেবীর ব্যবহারে পান্নার সঙ্গিনীগণ বলল, 'আপনি তো চমৎকার আদর করতে পারেন?'

ঃ 'ধন্যবাদ পিসি।' রত্নাদেবীর কাঁধে মাথা রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আপনি কত ভালো, ঠিক আমার মায়ের মতো।' রত্নাদেবী বললেন, 'এরা কারা, ওনাদেরকে তো আগে কখনো দেখিনি।'

ঃ 'কেন আন্টি! এরা আপনাদের গ্রামের বৌঝি, ইমরান চৌধুরীর প্রতিবেশী।'

ঃ 'চিনতে তো পারলাম না।'

ঃ 'কী করে চিনবেন, আপনি তো ঐ পাড়ায় যাননি। আপনি ঘর হতে বের হন না, তাই না?' রত্নাদেবী একটু থেমে বললেন, 'তাই তো, কী করে চিনবো, আমি তো কখনো বের হইনি। সংসার সামালাতে হয়। পেটের ধান্ধায় কাঁদামাটি ছেনেই চলছি, কখন যাবো।' পান্নাকে বললেন, 'আমি কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। একটু জলপান করবেন?'

পান্না বলল, 'অনেকগুলো আমমুড়ি খেয়েছি, বড়ই তৃষ্ণা পেয়েছে, জল দিলে ভালোই হবে।'

রত্নাদেবী ঘরের দিকে পা বাড়ালে পান্না মৃৎসামগ্রী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। সেই সঙ্গে সখিগণের অগোচরে খেয়াল করলো রুগ্ন কুম্ভকার কুমারী হাঁড়িতে খুঁজে কিছুই পেলো না। অবশেষে জল এনে পান্নার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নিন মা, তৃষ্ণা মিটান; এ ছাড়া কিছুই নেই। লজ্জা হচ্ছে মাটির খুরায় জলপান করতে দিচ্ছি। আপনারা কত দামি পাত্রে জলপান করেন। ঘৃণা

www.pathagar.com

এ গ্রাম যেন হিংসা-বিদ্বেষহীন অঞ্চল। কি আশ্চর্য ব্যাপার, প্রতিবেশীরা বলছেন বাচ্চুদাদা নাকি শৈশবেই এ বাড়ীতে এসেছেন; আজ অবধি আছেন, আর কোথাও যাননি। কে এই হিন্দু ভৃত্য? আজীবন চিরশত্রু বিধর্মী ঘরে রয়েছেন, অথচ ধর্ম পরিবর্তনও করেননি। এ যেন আজগুবি জায়গায় অদ্ভুত কাণ্ড।

পান্নার মনে হলো কুমারপাড়ার রত্নাদেবীর ব্যবহার, ঐ জীর্ণশীর্ণ কুম্ভকার তনয়ার কত চমৎকার মন; এখনো তার স্পর্শানুভবতা হৃদয়ে শিহরণ জাগাচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, তার শরীরের গন্ধ স্বীয় চামড়ায় অনুভব করছি। কি মায়াময় মহামায়া উনার সংস্পর্শ, কখনো ভুলার নয়; আজীবন স্মরণ থাকবে। কে ঐ ভদ্রমহিলা, আর উনি কে, যিনি মা মা বলে স্নেহ করে আমের আচার খাওয়ালেন, তিনি নাকি পতিহারা পুত্রমাতা। আহঃ কি মজার সুর দূরের ঐ বাগানের বাঁশঝাড়ে কানাকোয়া পাখি কুঁৎ কুঁৎ শব্দে রাতের দ্বিপ্রহর জানাচ্ছে। প্রকৃতির নির্ভুল সময় বার্তা। এতো কিছু নিশ্চয় মানুষের জন্য–দয়ালো স্রষ্টার সৃষ্টি। 'কে! কে যাচ্ছে ওখানে?' কান সজাগ করে শুনে উপলব্ধি করলো, জ্যৈষ্ঠের দমকা হাওয়া শুষ্ক পাতা সরাচ্ছে। আঁখিপত্র খুলে দেখলো কৃষ্ণপক্ষের একবিংশ চন্দ্রালোর ছায়ায় বৃক্ষশাখা দোলছে। হঠাৎ পান্নার স্মরণ হলো, নৈশভোজ মাত্রারিক্ত হয়েছিল, ফলে এই দশা। খাটিয়া হতে নেমে তন্দ্রাবেশে পায়চারী করে কলসী হতে জল ভরে সতৃপ্তে পান করে আবার শুইলো, নিদ্রাচ্ছন্নে অনুভব হলো, পাশের ঘরে ঠুংরী তালের নৃত্যাচ্ছন্দ ঝুনঝুন ঝুনরঝুনর শব্দে ক্ষণেক্ষণে ভেসে আসছে।

মেহমানদের বিদায়কালে ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত, পার্শ্ববাড়ীর বৌঝিরা আড়াল বেড়ার আড়ালে একে অপরে কাঁধ জড়িয়ে বিষণ্নবদনে চেয়ে রয়েছে, মানতে পারছে না বিদায়ের বেদনা। বিদায়কালে শরীফ সাহেব ইচ্ছে করেই চালক আসন ছেড়ে বসলেন। পান্না অন্যদিনের মতোই চালক আসনে বসে বিদায় জানালে বিদায়দানকারীগণও হাত তুলে বলল, 'পান্না আবার এসো।' ষোড়শী পান্না মৃদু হেসে ঘাড় কাত করে স্বীকার পেল। তারপর শকটখানা ঝাঁকি দিয়ে চলা শুরু করলে, পান্না খেয়াল করলো গামছা কাঁধে মানিক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডেকে কইল, 'এই যে মানিক দূরে কেন? এদিকে এসো।' মানিক এবারও লজ্জায় লাল হলো। পা পা করে এগিয়ে এলে পান্না ওকে কিছু দিয়ে বলল, 'মিঠাই খেয়ো ছোট ভাই, তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না, দুঃখিত। ক্ষমা করো।' মানিকের মাথায় হাত বুলিয়ে ধুলা ওড়িয়ে ছুট দিলো।

বিদায়কালে বাচ্চুকে কোথাও দেখা গেল না। পান্না চৌধুরীবাড়ীর আঙ্গিনা পেরিয়ে রাস্তায় ছুটছে, শরীফ সাহেব পশ্চাৎ আরশিতে দেখলেন, বাচ্চু ইমরান চৌধুরীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

www.pathagar.com

ঃ 'তা বটে, চেয়ারম্যান চাচা প্রতি মাসে একবার আসতে বলেছিলেন, আমরা এসেছি বারো বৎসর পর। সে হিসাবে আরও কয়েকদিন থাকা চলে। ওহে বিজ্ঞ বন্ধু গরীবের পেটের ধান্ধাও তো করতে হবে।' শাহেদ পান্নাকে বলল, 'তা মহানায়িকা গ্রামের জনসাধারণের নিকট শুনতে পেলাম, আপনি নাকি গাড়ি নিয়ে জলবিহার করেছেন; তা শহরে যাবার মতো জ্বালানি আছে তো?'

ঃ 'একেবারে নিঃশেষ, একটু নেই।'

ঃ 'নিশ্চয় পকেট ফাঁকা ছিল না।'

ঃ 'তা অবশ্যি ছিল না, জলবিহারে জলে পড়েছে, কখন পড়েছে বে-মালুম।' শরীফ সাহেব শাহেদকে বললেন, 'তৈল নেই, বাজার হতে কিনলেই চলবে।'

ঃ 'নো ড্যাডি, আগামীকালও যাবো না; ইনশাল্লাহ পরশু সকালে রওনা হবো।'

ঃ 'বুঝেছি, নিশ্চয় কোথাও আম, জাম, কাঁঠাল বাগানে লুটের পরিকল্পনা রয়েছে, তা মহানায়িকা তোমার ইচ্ছেই আব্বা পালন করবেন, চালিয়ে যাও।' কথাটি বলে শাহেদ হাত ধোয়ার গামলা পানে চলে গেল। শরীফ সাহেবও জানেন, বাড়াবাড়ি ভালো হবে না, তাই চুপ করে রইলেন।

ভোজশালায় খানা শেষে ইমরান চৌধুরী পান্নাকে আদর করতে গিয়েও থামলেন। যদি কেউ কিছু মনে করেন, তাই বিরত রইলেন। শিক্ষক জীবনে অনেক ছেলেমেয়েকে স্নেহদ্বারা প্লাবিত করেছেন, কিন্তু আজ স্নেহদান করতে গিয়েও ব্যর্থ। পান্নার চলন মোহ আকর্ষণীয়, কখনো ভুলার নয়। কী মোহনী আবেশ কিশোরীর অঙ্গে, স্নেহাকর্ষণ ব্যাকুল করে তুলছে, চুম্বকীয় আবেশে অন্ত রাত্মায় কম্পন তুলছে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্নেহপরশে বাঁধতে পারছেন না, সংযমতা অবলম্বন করলেন। আবেগের বশে পরছানাকে মায়ার বাঁধনে বাঁধা ঠিক হবে না। ভদ্রতায় অটল রইলেন। প্রস্থানকালে ভৃত্যকে বললেন, 'মেহমানদেরকে ঠিকমতো সেবাদান করো।'

ঝুনঝুন ঝুনরঝুনর শব্দে পান্নার নিদ্রাভঙ্গ হলে অনেকক্ষণ কর্ণইন্দ্রিয় সজাগ রেখেও শব্দ উৎস্য খুঁজে পেল না, চুপিসারে শুয়ে রইলো কিন্তু ঘুম আর হলো না। নানাবিধ কল্পনা স্মৃতিতে ঘুরছে, কী তাজ্জব ব্যাপার! খ্যাতনামা এই চৌধুরী বংশ জনমানবহীন অবস্থায়। বিশাল বিত্তপতি ইমরান চৌধুরী স্বজনহীন অবস্থায় কুমারত্বে একাকী জীবন কাটাচ্ছেন, নিশ্চয় কোন অভিশাপ রয়েছে এ বংশে। এ বাড়ীতে কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি! গুমট পরিস্থিতি। নির্মল বায়ুতে ডুবন্ত চৌধুরীবাড়ী গুমট হলেও পাড়াপ্রতিবেশীরা কিন্তু চঞ্চল, মহত ও উদার। তাদের বৌঝিসহ সারা পাড়াময় ঘুরে লুটেপুটে খাচ্ছি, তবু কোনো অভিযোগ নেই। পথধারে থোপা থোপা পাকা আমে ঢিল ছুঁড়েছি– তবু কারো কোন কটূক্তি নেই।

www.pathagar.com

করবেন না, আমাদের আর কিছু নেই।' পান্না মাটির পাত্রে জলপান করতে পারলো না। দু'ঠোঁটে চুমুক দিয়ে জলপান করলো বটে, কিন্তু পরনবসন সম্মুখ অংশ ভিজেই গেল। পান্নার কাণ্ড দেখে সখিগণ হেসে বলল, 'কী গো সই, শেষ পর্যন্ত পেটে জল ঢুকলো; বসনও ভিজলো। ভেবেছিলাম মাটির খুরায় জলপান করতে পারবেন না, শেষ পর্যন্ত উদরে পৌঁছেছে।'

পান্না সখিদেরকে বলল, 'থাক গুণকীর্তন করতে হবে না, গ্রামে চলার অভ্যাস নেই। তাই একটু কষ্ট হচ্ছে। ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। চলুন বাড়ী ফেরা যাক।' পুতুল দু'টি হাতে নিয়ে পান্না একটু অগ্রসর হলে আবার পিছনে ফিরে এসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার মেয়ের মতো, আমি যা করবো কিছু বলতে পারবেন না। ট্রাউজারের পকেট হতে মুঠো ভর্তি অর্থ রত্নাদেবীর হাতে দিতেই প্রতিবাদ করে বললেন, 'একি! কী করছেন বাছা!' রত্নাদেবী অশ্রুসিক্ত নয়নে অধিক কথা বলতে পারলেন না, শুষ্ক বদন লাল হলো, মস্তক অবনত হলো। অভাবগ্রস্ততায় অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ পেয়ে লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পান্না বলল, 'আমি কিছুই দেইনি, শুধু মমতার সালামি দিয়েছি। পিসি! আমার সালাম গ্রহণ করলে ধন্য হবো, আমাকে ছোট করবেন না।' কথাটি বলে পরপর চুমু খেয়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশে গেল।

অতিথি সেবায় ইমরান চৌধুরী আজ বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। জমিদারি প্রথায় ভোজশালার দেওয়ালে স্তরে স্তরে মোমবাতি জ্বেলে সজ্জিত করেছেন। আজকের অবদান বাচ্চু ও রহম আলীর। সারাদিন পরিশ্রম করে বিশেষ আয়োজন করেছে। সুস্বাদু খাবার তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে মেহমানদেরকে ডাকলে ইমরান চৌধুরী ও শরীফ সাহেব গল্প করতে করতে আসন দখল করে উল্লাসে মশগুল রইলেন। পান্না উল্লাস ভরা কণ্ঠে বলল, 'ইয়া আঙ্কেল! এ যেন রাজকীয় আয়োজন, নিশ্চয় দ্রুত তাড়ানো মতলব?' পান্নাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আন্টি! তোমরা যদি চিরদিনের জন্য থেকে যাও, তবু বিরক্ত হবো না। তোমার দাদুভাই জীবিত থাকলে এ রকম জাঁকজমক ভোজের আয়োজন প্রতিদিন করতেন।' কথা বলেই ইমরান চৌধুরী থমকে গেলেন। তৎসঙ্গে শরীফ সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললেন, 'অ-মাই চাইল্ড, গ্রামবাংলার সবুজময় প্রকৃতির রূপদর্শন শেষ হলো?'

ঃ 'কেন ড্যাডি, কালই চলে যাচ্ছি?'

ঃ 'অনেক তো হলো, দেরী করে কী লাভ; ব্যবসা বাণিজ্যও দেখতে হবে।'

ঃ 'সে কি শরীফ! এতো তাড়া কিসের! আরও কয়েকদিন এখানে থেকে যাও। আর কবে সময় পাবে–তবে আসবে।'

www.pathagar.com

ভৃত্য কাছে এলে চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, 'কী দেখছো বাচ্চু?' বাচ্চু অশপটে বলল, 'না ছোট সাহেব, তেমন কিছু না, তবে ঐ মেয়েটি আপনার মতোই তেজি, কারো তোয়াক্কা করে না; নিজে যা বোঝে, তাই করে। এ বাড়ীর মতোই তেজস্বিনী ব্যক্তিত্ব।' ইমরান চৌধুরীর মুখ হতে অকস্মাৎ বের হলো, 'হ্যাঁ বাচ্চু, ঠিকই বলছো।' একটু সময় নিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, 'বাচ্চু! ওকে এ বাড়ীর কার মতো দেখতে পাচ্ছ?' শিয়াল স্বভাবী ভৃত্য ধীর কণ্ঠে বলল, 'কই ছোট সাহেব, কারো সঙ্গে তো মিল খাচ্ছে না, তবে ছোট সাহেব, বলা ঠিক হবে না; বেশি কথা বলেছি, এত বলা উচিত হয়নি; তবু বলছি, বড় সাহেব বেশি কথা বলতে মানা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এ বাড়ীর কোনো ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, তুমি এ বাড়ীর চাকর, ঠিক চাকর হিসেবেই চলবে।' তবু বলছি ছোট সাহেব, 'ঐ কিশোরী ঠিক আপনার মতোই।' বাচ্চুর কথা শুনে ইমরান চৌধুরী কিছুক্ষণ অন্যমনস্কে তাকিয়ে রইলেন, কিছুই বললেন না; উঠে চলে গেলেন। প্রভু চলে গেলে বাচ্চু পান্নার মাঝে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো। মন্থন করলো পূর্বস্মৃতি। এ বাড়ীতে চাকর হিসেবে (তিনি) যে দিন পাঠিয়ে ছিলেন, সেদিন হতেই তাকে চটপটে দেখেছিলাম। অকস্মাৎ মনে পড়লো, এ কি হলো! বৃদ্ধবয়সে কাকে দেখলাম, না! এ স্বপ্ন নয়, আলোর আলেয়া, বাস্তব নয়। তখন কিশোর ছিলাম কিছু বুঝিনি, শুধু আদেশ পালন করেছিলাম; বুঝেছিলাম কয়েকদিন পর। 'তিনি' সর্বদা স্নেহ করতেন, ছোট ছিলাম, ধারে কাছে রাখতেন; ভিন্নজাত হলেও ঘৃণা করেননি। নাহঃ আর নয়, অনেক হয়েছে, আর ভাবতে পারছি না। পান্নার মতোই চঞ্চলতায় জমিদার বাড়ীতে যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিলেন, কি হাসিখুশি দেখাচ্ছিল সেদিন। আজ পান্নার মাঝে সেই স্বভাব দেখতে পেলাম। তিনি যেমন আপন করেছিলেন, পান্নাও তারই মতো কাছে টেনে নিয়েছে। এ যেন একই চরিত্রের দুই ব্যক্তিত্ব। তিনি সেই যে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জমিদারবাড়ীর নাটমন্দিরে যাত্রাগান শুনতে গেলেন, বিমর্ষবদনে ফিরে এলেন সাহেববিবিসহ ঠিক পনর দিন পরে। সেই হতে আর হাসিখুশি দেখিনি তাকে, সর্বক্ষণ বিষণ্নতায় ভুগেছেন। কিশোর ছিলাম, অনেক প্রশ্ন মনে জন্মেছে কিন্তু বুঝিনি। বুঝেছিলাম অনেক দিন পর। হায় ভগবান! এ কী ভাবছি। আমার তো এগুলো ভাবা ঠিক নয়। পান্নার ফেলে যাওয়া পদচিহ্ন দেখে বাচ্চু পাগলের ন্যায় আকাশকুসুম ভেবে চলল। অবশেষে নীরব মনে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

রাজধানী শহর উপকণ্ঠে পঞ্চাশ একর জমির উপর দ্বিতল অট্টালিকা। অভিজাত আদর্শে প্রাচীরঘেরা সবুজ সমারোহে দৃষ্ট। এ দৃষ্টিনন্দন বাটী ক্রয়সূত্রে মালিক শরীফ আহাম্মদ, তিনি একনিষ্ঠ কর্মঠ ঠিকাদারি ব্যবসায়ী। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জনে বিত্তপতির অধিকারী। শরীফ আহাম্মদকে কেউ ব্যবসাক্ষেত্রে ঠকবাজ দেখেননি, সমপেশাধারীদের কর্ম অন্তরায় হননি, সুনাম ও খ্যাতির সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। ধারদেনা হয়নি, উপরন্তু অন্যদেরকে সাহায্য করেছেন। সেই সুবাদে কেউ ক্ষতি করতে সাহস পায়নি।

বৃহৎবাটীর আঙ্গিনায় সিঁদুর রঙ্গের কংক্রিট বিছানো উঠানে ঘড়ঘড় শব্দে গাড়ি এসে থামলে 'চুয়া' সাইকেলে চড়ে কাছে এসে বলল, 'আজ দেখছি আপুমণির পদোন্নতি হয়েছে।' আনন্দে হেসে বলল, 'স্বাগতম হে নতুন চালক, আম্মু আপনার জন্যে উদ্বিগ্ন।'

চুয়াকে দেখে শাহেদ খোঁচা দিয়ে কইলো, 'দ্যাখ পান্না! তোকে চুয়াও পছন্দ করছে না।' পান্না গাড়ি হতে নেমে চুয়াকে আদর করে বলল, 'আমরা এ বয়সে বাবার গাড়ি চালাবো না তো কে চালাবে? বড় হলে তুমিও চালাবে, কি চালাবে না? কৈ স্বীকার পাচ্ছ না কেন।' চুয়া কিছুক্ষণ নীরব থেকে হিপ হিপ হুররে ধ্বনি দিয়ে বলল, 'আপামণি আমার জন্যে কী এনেছেন?' চুয়ার মাথা ঝেঁকে বলল, 'আ-রে পাগলী, ওটা ঠিকই এসেছে, সময় মতো সবই পাবে।'

ঃ 'তাই!'

ঃ 'তাই নয় কি! তোমার জন্যেই নিয়ে আসবো, এই তো স্বাভাবিক।' চুয়া পান্নার হাতে চুমু খেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ আপু। ছেলেমি সুলভে সাইকেল নিয়ে আবার চম্পট দিল। চুয়া চলে গেলে বৃদ্ধ দাদী এসে বললেন, 'ঐ পান্না, এই বুঝি তোরা এলি, তা বেড়ানো শেষ হলো?'

ঃ 'জি ম্যাডাম, আপনার ছেলেকে দেখতে এসেছেন? ঐ দেখুন আপনার কঁচি গেদা নাকে সর্দি লাগিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি ধুয়ে দিন, ঘৃণা হচ্ছে।' বৃদ্ধাও ভেংচি কেটে কইলেন, 'সতীনটা আমায় সহ্য করতে পারে না, হিংসায় জ্বলে, যাহ পোড়ামুখী! তোকে গুণগান করতে হবে না। বৌমাকে বলবো তোকে

www.pathagar.com

যেন নাগরের হাতে তুলে দেয়। তোকে না তাড়ালে শান্তি হবে না।' শাহেদ তল্পীতল্পা কাঁধে তুলে বলল, 'জি দাদীজান ঠিকই বলেছেন, ও আমার পিছেও লেগেছে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন। ও কাউকে শান্তি দেবে না।' বৃদ্ধা ছেলেকে বললেন, 'বাবা শরীফ, দেরী হলো কেন?' পান্না এগিয়ে এসে কইলো, 'দাদীজান আমরা ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?' 'সতীন! তোদের জন্যে ঘুম হারাম, তা বুঝিস?' পান্নার চিবুক ধরে সোহাগ করে বললেন, 'হে-রে পান্না! খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো খেয়েছিস, অসুখ বিসুখ হয়নি তো!'

শরীফ সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, 'মা কেমন আছেন?' ছেলের মুখে হাত বোলিয়ে বললেন, 'ভালো আছি বাবা, তোমার শরীরটা ভালো?' পান্না অভিনয়ে কইলো, 'আমি ভালো আছি বাবা, তুমি ভালো থেকো!' বলেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আহ্নিকগতির ধারায় আরও দশ মাস অতিবাহিত। সরকারি ছুটির দিন পহেলা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল; ছেলে বুড়ো সকলেই খুশ মেজাজে, প্রত্যেকেই নতুন জামাকাপড় পরিধানে ব্যস্ত। সর্বত্রই খুশি। প্রত্যেকে অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত; ঘরে ঘরে মিষ্টি বিতরণ, আলুসিদ্ধ পান্তাভাতে ইলিশ মাছ, আরও রয়েছে সঙ্গে করলা ও বেগুন ভাজি, দই মিষ্টির ছড়াছড়ি। এ বাড়ী সে বাড়ী পাড়াময় ঘুরঘুর করছে মেয়ে জামাতারা, চলছে সাজসাজ রবে মেলার আয়োজন।

প্রাতের শুরুতেই দক্ষিণা বায়ু প্রবাহ, তবে তাপ পূর্বদিনের চেয়ে কম; বাতাসে ছড়াচ্ছে ফুলের সুবাস। বেলী ফুলের ঘ্রাণ ম ম করছে সর্বত্র, শাখায় প্রশাখায় কৃষ্ণচূড়া, রক্তজবা, জারুল, সোনালু, রাধাচূড়া, এলমন্ড্রা, গন্ধরাজ, ক্যামেলিয়া, বাগান বিলাস ও আরও অনেক ফুল। সেই সকালে ঘুম হতে জেগেই চুয়া বায়না ধরছে মেলায় যাবে, কিন্তু শাহেদ রাজি হচ্ছে না। কন্যার অভিযোগে কেয়া আহাম্মদ নাজেহাল, পতির সামনে চায়ের বাটী রেখে বললেন, 'ওগো! ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো, সকাল থেকে বিরক্ত করছে।' কাপে চুমুক দিয়ে শরীফ সাহেব বললেন, 'তেমন কাজ নেই, তবে হরিপদ বাবুর অফিসে দাওয়াত রয়েছে, হালখাতার নেমন্তন্ন; ওখানে দেখা করে বেড়িয়ে আসা যাবে।'

পান্না এসে বলল, 'কোথায় যাবেন ড্যাডি, তা আপনার সঙ্গে যেতে পারবো কি?' কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'তোর ড্যাডি যাচ্ছে হিন্দুবাড়ীতে পূজার নেমাতন্ন খেতে, তুমিও কি সঙ্গিনী হতে চাও, সেয়ানা হয়েছো, যেখানে সেখানে যাওয়া চলবে না। তা ছাড়া হিন্দুবাড়ীর দাওয়াত, না গেলেই ভালো।'

মাতার শাসনে পান্না মাথা চুলকিয়ে বলল, 'আম্মির যে কথা, হিন্দুবাড়ীতে গেলে মান যাবে নাকি? আপনাকেও দেখছি শুচি রোগে ধরছে। আম্মি! বৈশাখী হালখাতা কিন্তু হিন্দুদের কৃষ্টি নয়, মুসলমানদের রেওয়াজ। ভালোভাবে না জেনে আজেবাজে বলছেন কেন?' পিতার দিকে ফিরে বলল, 'আব্বা, সম্ভব হলে আম্মাকেও নিবেন, হিন্দুবাড়ীর নেমান্তন্নে যাবো।' কেয়া আহাম্মদ কিছু বললেন না, শূন্য কাপ পিরিচ নিয়ে অন্দরে গেলেন।

www.pathagar.com

খ্যাতনামা স্রোতধারা বুড়িগঙ্গার কূলে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী হরিপদ রায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরি করে বৈশাখী হালখাতার আয়োজন করেছেন। মেহমান হাজির লক্ষ্যে দাওয়াতিগণ বক্তামঞ্চে হালখাতার বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তব্য রাখলে উপস্থিত বক্তা বলছেন, 'এই বৈশাখ মাসে বৈশাখীপূজা উপলক্ষে প্রতিবছর হিন্দু ব্যবসায়ীগণ হালখাতা খোলেন, এ রীতি আদিকাল থেকেই চলছে; মুসলমানগণ এর ধারে কাছে আগেও ছিল না, আজও নেই। শ্রী শ্রী হরিপদ রায় বাবুর আমন্ত্রণে সমেবেত হয়েছি, আশা রাখি প্রতি বছর হালখাতার আয়োজনে ধন্য করবেন।'

পরপর কয়েকজন বক্তার উক্তি শুনে পান্না পিতাকে বলল, 'ড্যাডি' কিছু বলার সুযোগ পাবো কি?' কন্যার আবদারে শরীফ সাহেব নীরব থাকলেন, তবে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক মঞ্চে উঠে বললেন, 'আজ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এখানে হাজির হয়েছি এবং বিজ্ঞ ভাইদের বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছে, সে সুবাদে আরও একজন নবীনার কণ্ঠে মূল্যবান বক্তব্য শোনার আশা করছি; তাই উপস্থিত ব্যবসায়ী মহলের তরফ থেকে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শরীফ আহাম্মদের কন্যাকে মঞ্চে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।

অজ্ঞাত ভদ্রলোকের আহ্বানে শরীফ সাহেব কন্যাকে মঞ্চে যাবার আদেশ করলেন। পান্না কারো পানে না চেয়ে দৃঢ়পদে মঞ্চে প্রবেশ করলো; তৎসঙ্গে শ্রোতাবৃন্দ স্বাগত জানালেন।

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে নম্রকণ্ঠে সালাম দিয়ে পান্না বলল, 'আমি ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না, শরীফ আহাম্মদ তনয়া। আজ আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী বিশিষ্ট চাচাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, মান্যগণ্য মহোদয়গণ, আজ বৈশাখ মাস। বাংলার নববর্ষ। শ্রীযুক্ত চাচা হরিপদ রায় বাবুর আমন্ত্রণে হালখাতার দাওয়াতে সমবেত হয়েছি। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, বেয়াদবি হলে ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের মাঝে বলতে চাচ্ছি, বাংলা সন কখন থেকে শুরু এবং পহেলা বৈশাখ হালখাতার প্রচলন কবে থেকে আরম্ভ।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, পহেলা বৈশাখ বাংলার নববর্ষের প্রথম মাস। গ্রীষ্মকালের প্রথম দিন। তাই আজ ১৪২১ বাংলা সন, শুভমন্ত শকাব্দাঃ বা ভারতীয় শকাব্দাঃ ১৯৩৭, সংবৎ সাল ২০৭২, ফসলি সন ১৪২২, মগী সাল ১৩৭৭, বগড়ী সন ১৪২২, শ্রী চৈতন্যাব্দঃ ৫৩০, ত্রিপুরাব্দা ১৪২৪, কামরূপীয় শঙ্করাব্দা ৫৬৬, বুদ্ধাব্দাঃ ২৫৫৮, নানকাব্দাঃ ৫৪৬, হিজরি ১৪৩৫ ২রা জমাদি সানি এবং ইংরেজি ১৪ই এপ্রিল ২০১৪ সাল রোজ রবিবার। অদ্য সূর্যোদয়

www.pathagar.com

সকাল ৫টা ৫১ মিনিট ০৮ সেকেন্ড, অস্ত বিকাল ৬টা ২২ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড, সেই সকাল হতে দক্ষিণা বায়ু মৃদুভাবে প্রবাহিত।

আজ পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের ঘরে নববর্ষের আয়োজন। এখানে একটি পরিতাপের বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন, অদ্য বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ হলেও বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গে ৩০শে চৈত্র। শ্রদ্ধেয় গুরুজন বাংলামায়ের বুকে বঙ্গবাসীরা পাশাপাশি থেকেও একই বাংলা ভাষাভাষী বাংলামুল্লুকে গণনা মাসের তারিখ একই দিন রাখেনি। আবার পার্শ্ববর্তী আসাম বাংলায় (বহাগ বিহু) জাতীয় উৎসব শুরু পহেলা বৈশাখ থেকেই। ওখানে ফসল আগমনের ধারাবাহিকতায় উৎসব শুরু হয়। বৈশাখ মাসে (বহাগ বিহু), কার্তিক মাসে (কার্তিক বিহু), মাঘ মাসে (মাঘী বিহু)।

তাই এ সমাবেশে ক্ষুদ্র অবলা বলছি, নববর্ষ বা নওরোজ শুরু হয় ৯৬১ হিজরী সন থেকে। সেই অনুসারে ৯৬১ সন হিসাব ধরে বঙ্গাব্দ শুরু। সেদিন ছিল ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ। এখানে আরও বলা প্রয়োজন যে ইরানের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সাইরামের সিংহাসন আরোহণের দিনকে স্মরণ করে সামসি বছরের প্রথম দিন ১৪ই মার্চ জাতীয় উৎসব পালন হয়ে আসছে। তাই আরবরা ৬৪১ খৃষ্টাব্দে ইরান দখল করে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ইসলামিকরণ করা হলেও নওরোজ উৎসবকে বর্জন করেননি। তেমনি পহেলা বৈশাখ বাংলার নববর্ষ পালনকে বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গ বলা হলেও আসলে তা ইরানি সংস্কৃতিজাত নওরোজেরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট সেই মোগল যুগের আকবরের আমল থেকে। তৎকালে সম্রাট আকবর সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানে নওরোজ উৎসব পালন করেছিলেন এবং রাজধানীতে মীনাবাজারও প্রবর্তন করেন। উভয়ের মেলামেশার উত্তম সুযোগে শহরের আমজনতা ও সৈন্যদের মাঝে ভাষা ও ভাববিনিময়ে উর্দুভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া ইরানের মতো আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কুর্দিস্তান, আরবের কোনো কোনো অঞ্চল ও ইউরোপের কোনো কোনো দেশে নওরোজ পালন হচ্ছে।

হঠাৎ পান্নার নজরে পড়লো শ্রোতাবৃন্দ নড়েচড়ে বসলেন। একটু দম টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'আজ পহেলা বৈশাখ বাঙালিদের জাতীয় উৎসব, এই উৎসব হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ কোনো ধর্মীয় বিধানে নিষেধ নেই। তবে বর্তমানে কতিপয় সম্প্রদায় স্বীয় ধর্মীয় উৎসব হিসেবে টেনে নিচ্ছে। আগেই বলেছি, বাংলামুল্লুকে পহেলা বৈশাখ শুরু করেছিলেন বাদশা আকবর, তিনি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ফসলি সন হিসেবে ইসলামি হিজরি সনের সাথে মিল রেখে রোজনামচার স্তরকে পহেলা বৈশাখ ধরেছিলেন।

www.pathagar.com

আসলে সেদিন ছিল ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ এবং হিজরি সনের পয়লা মাস, পহেলা মহরম। পরের বছর ১৮ দিন পিছিয়ে ফসলি সন ধার্য হয়, সেই থেকে বঙ্গাব্দ। ঋতু ও সৌরবৎসর মিলে বঙ্গাব্দ, আর চান্দ্রিক হিজরি সন। সৌরবৎসরের চেয়ে চান্দ্রিক বৎসর ১১ দিন কম হওয়াতে হিজরি সনের সাথে ঋতুর পরিবর্তনের সম্পর্ক নেই। বাংলামুল্লুকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে, তাই নির্দিষ্ট ঋতুতে ফসল বপন করে শস্য ঘরে তুলতে হয়। কৃষকগণ মৌসুমী ফসল বিক্রি করে জমির খাজনা মিটাতে পারে, সেই সুব্যবস্থার জন্য হিজরি মাসের পরিবর্তে বাদশা আকবর কৃষকদেরকে ফসলি সন উপহার দিয়েছিলেন। যাতে প্রজাগণ ফসল বিক্রি করে রাজ্যের খাজনা দিতে পারে। ফসলি সনের প্রথম মাস হয়েছিল অগ্রহায়ণ। নানাবিধ কারণে তা পিছিয়ে নিয়ে আসা হলো বৈশাখে।

শ্রদ্ধেয় চাচাগণ, তৎকালে বাদশারা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রধানত হিন্দুদের উপর দিয়েছিলেন, রাজকর্মচারী মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুরা ছিলেন শীর্ষে। রাজ দরবারে তারা ছিলেন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত। তা ছাড়া মুসলমান নরপতিরা নিজেদের ধর্ম অপরের উপর চাপিয়ে দিতেন না। এ দেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে 'অলি আল্লাহ ও সুফিদের' প্রভাবে, তারা কখনো বাদশাদের অনুগ্রাহীতে ছিলেন না। রাজকার্যে হিন্দুদের পারদর্শিতার দরুন প্রজাদের সাথে রাজস্ব আদায়কারীদের সম্পর্ক বেড়েছিল। নির্দিষ্টক্ষণে অত্যাচার না করে খাজনা আদায় করা হতো। প্রজারা যাতে স্বেচ্ছায় খাজনা দিয়ে যান, সে জন্য হালখাতা সৃষ্টি করেছিলেন। হালখাতার দিন প্রজাদেরকে নানা রকম উপঢৌকন ও মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করতেন। ক্রমান্বয়ে তা উৎসবে পরিণত হয়। প্রজারা সরকার থেকে নতুন বস্ত্র পেয়ে উৎসবে যোগ দিতেন। দরবার থেকে তাদেরকে উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা হত।

সেই ধারাবাহিকতায় (বাংলাসনের প্রবৃত্তের) ২২১ বছর পর পাহাড়, পর্বত, সাগরবেষ্টিত নদীমাতৃক বাংলা মুল্লুকের মুসলিম শাসক ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলে ১৭৭৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এ দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারি প্রথা চালু করে। সে থেকে ফসলি সনের গুরুত্ব হারায়, শুরু হয় 'সূর্যাস্ত' নিয়মে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা। ইংরেজি সনের শেষ দিনের আগে জমিদারের খাজনা আদায় করতেই হতো অন্যথায় জমিদারি হাত ছাড়া হতো। এরপর ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় পহেলা বৈশাখের তাৎপর্য। অবশ্য ইংরেজরা 'নিউ ইয়ার'স ডে' পালন করতো। তা বাংলার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু হিন্দু জমিদারগণ ও রাজস্ব আদায়কারীরা এবং হিন্দু বণিকশ্রেণী হালখাতার

www.pathagar.com

সঙ্গে ঘরে ঘরে পিঠাপুলি ও মিষ্টান্ন বিতরণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। মুসলমানগণ রাজত্ব হারিয়ে সংস্কৃতি ও শিক্ষাসভ্যতা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে হতদরিদ্রে পৌঁছলেন এবং বাংলায় নববর্ষ আয়োজনও ছেড়ে দিলেন, কিন্তু হিন্দুরা এ ঐতিহ্য ধরে রাখলেন।

নববর্ষ সূচনা যে মুসলমানদের সংস্কৃতি, সেটা হিন্দুরা ভুলে চৈত্রসংক্রান্তি, চড়কপূজা বা গাজন উৎসবের রূপ দিলো। তা দেখে পরবর্তী রক্ষণশীল মুসলমানরা এই সব পূজা পালন বিধর্মী কাজ বলে নিন্দা করতে লাগলেন, ফলে এক পর্যায় সেই বৈশাখী উৎসব শুধু হিন্দুদের কাজ হয়ে দাঁড়ালো।

বর্তমানকালে বাংলায় পহেলা বৈশাখ গুরুত্ব নিয়ে এসেছে যে কারণে, তা হলো রাজধানীর রমনা বটমূলে কিংবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাগানবাড়ীতে, কোনো ধনীর কুঞ্জবনে, নিভৃত গ্রামের অনাবাদি মাঠে কিংবা হাটবাজারের ব্যবসা কেন্দ্রে মেলা বসিয়ে। তাই পহেলা বৈশাখে মিলন হচ্ছে ভদ্র, সুশ্রী ও সুধী পরিবেশে সজ্জন নারীপুরুষ। প্রাতঃ হতেই কিশোর-কিশোরীর কণ্ঠধ্বনিতে মুখরিত প্রত্যেক মেলাঙ্গন। তারা জোড়ায় জোড়ায় মিলে সাজ সাজ রবে বাতাসে ফুলের গন্ধ ছড়ায় যখন। পরস্পর মিলে ভালোবাসার অবয়বের প্রতি, সুহৃদয় দেয়া নেয়ার মহাসুযোগে।

আজকের নববর্ষের আয়োজনে শ্রদ্ধেয় চাচা মহোদয়গণ সেই প্রথম যেদিন বৈশাখ মাসকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, সেদিন মঞ্চে আসীন আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠস্বরে মুখরিত শুরু হয়েছিল উৎসব। সুরধ্বনির প্রতিধ্বনি চলেছিল বাঙালির চেতনায় চেতনায়, চিত্তভুবন অপূর্ব মহিমায় পুলকিত হয়েছিল বারংবার, চলছিল শিল্পীদের কণ্ঠে এ গান, সে গান, কবিতা পাঠের আসর, কোলাকুলি করেছিল হিন্দু মুসলিম আনন্দে, মিষ্টি বিতরণ হয়েছিল গৃহে গৃহে পুলকিত হৃদয়ে, কত কিছুই ঘটেছিল নববর্ষের সেই আয়োজনে।

নবীনা বক্তা একটু থেমে আবার বলল, 'আজ আমরা যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি এর তাৎপর্যে প্রবর বক্তারা বলে গেলেন, 'বাংলা সনের পহেলা বৈশাখ হিন্দু সম্প্রদায় পূজার আয়োজন করেন কিন্তু মুসলমানগণ এর ধারে কাছেও নেই।' শ্রদ্ধেয় পূর্ববর্তী বক্তাগণ, যে কথাটি বলেছেন তা ঠিক নয়। সত্য হচ্ছে এই, সম্রাট আকবরের নবরত্ন ফতেউল্লাহ বাংলা সন সম্রাটের আদেশে সৃষ্টি করেন, এই ফতেউল্লাহ ছিলেন বাংলার সন্তান। সম্রাট আকবরের মৃত্যু হলে তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকার অদূরে বন্দরনগরী নারায়নগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। তার নামানুসারে পরবর্তী সময়ে তিনি যেখানে বসত করতেন

www.pathagar.com

তার নাম হয় ফতুল্লা। তিনি ছিলেন একজন সুফী ও দরবেশ ধরনের মানুষ। তাই মহানবীর হিজরতের মর্যাদা নিয়ে যে ভাবে হিজরি সন হয়েছিল, সেই দিনকেই তিনি বাংলা সনেরও জন্ম দিন করেছিলেন। নইলে যেদিন হতে বাংলা সন শুরু সেই হিসাবে আজ ৪৬০ বাংলা সন হতো। ৪৬০ এর সাথে হিজরি ৯৬১ যোগ করে আজ আমরা ১৪২১ বঙ্গাব্দ পালন করছি।

শ্রদ্ধেয় পূর্ববর্তী বক্তা, নববর্ষ উৎসব শুরু হয়েছিল সুলতানদের খাজনা আদায় লক্ষ্যে; বর্তমানকালে পালন হচ্ছে বাংলা বছরের প্রথম মাসে ব্যবসায়ীগণের বাকি বিক্রীর অর্থ আদায় লক্ষ্যে। তাই এই ক্ষুদ্র বঙ্গ নন্দিনী বলছি–

মোরা বাঙালি নই কাঙ্গালী
দেখো ইতিহাস পড়ি
পশ্চাদ নাহি হেরি করো নাকো দেরী
অতীতকে যাও স্মরি।

কিসের নেশায় নাচি
কিছুই নাহি জানি
এমন যেন না হয়
টানি পরের ঘানি।

কবিতা ছন্দে শ্লোকটি বলে পান্না কুর্নিশ করে ফিরলে, শ্রোতাবৃন্দ মুহুর্মুহু করতালিতে মঞ্চ মুখরিত করলো। পান্নাও চুয়াকে চুমু খেয়ে স্বীয় আসনে উপবিষ্টা হলো।

পূর্ব ঘোষক মন্তব্য করলেন, 'একেই বলে, যেমন বাপ তেমন বেটী, কথা বার্তায় পরিপাটি।'

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

বার্ষিকগতির প্রবাহে আরও দু'টি বৎসর অতিবাহিত। শরতের গরম শেষে আকাশ ঝেপে ঝরঝরে বৃষ্টি ঝরছে। অঝোর ধারায় জনজীবন অচল। কেউ ঘর হতে বের হচ্ছে না, যদিও বের হচ্ছে; সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরছে। প্রবল বর্ষণে পশুপাখিগুলোও আহারে যাচ্ছে না। ঘরমুখো মানুষ কারো পানে তাকাচ্ছে না, চলছে তো চলছেই। বৃষ্টিতে ভিজে পথিকগণ পথপাশের দোকানগুলোর বেতারযন্ত্রে প্রবাহমান সংবাদ শুনছে। সিক্ত জনস্রোতের গা ঘেঁষে পান্নাও মোটরবাইকে বাড়ী ফিরছে।

অঝোরধারা বারিবর্ষণে আলস্য তাড়ানোর জন্য শাহেদ ও চুয়া দাদীকে নিয়ে গাড়িবারান্দায় পায়চারী করছে। তখনই পান্না ফটকের ভিতরে ঢুকলে চুয়া চিল্লিয়ে বলল, 'ঐ দেখুন আপুও আসছেন। দ্যাখো! দ্যাখো! দাদুভাই দিদিমনি বৃষ্টিতে ভিজে শিয়ালের মতো দৌড়াচ্ছে।' চুয়ার কথায় সকলেই হাসলো। পান্না গাড়িবারান্দার ছাউনিতে ঢুকে ছুঁমেরে চুয়াকে তোলে নিলে বৃদ্ধা হেসে বললেন, 'চুয়া! এবার তুমিও ভিজে কাকছানা হয়ে এসো।' পান্না চুয়াকে চেপে ধরে কইলো, 'এবার দেখ মধুমুখী বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন মজা লাগে।'

আকাশ হতে সারাদিন ঝরঝর বারিপাত হচ্ছে, এমনই শীতল পরশে বৈঠকখানায় অতিথিসহ শরীফ সাহেব ও কেয়া আহম্মদ গল্পে মশগুল। পান্না বাড়ী ফিরছে সে শব্দ পেয়ে কেয়া আহম্মদ খবর পাঠালো ও যেন বৈঠকখানায় চা পান করে। পান্না বৈঠকখানায় ঢুকে উল্লাসে বলল, 'হাই, মাস্টার আঙ্কেল যে, হাউ ডু ইউ ডু।'

ঃ 'ইয়েস মাই সুইট চাইল্ড, আই এম ওয়েল, ইউ আর।'

ঃ 'আই অ্যাম অলসো।'

ঃ 'থ্যাঙ্কস, তুমি নিশ্চয় অনাহারী, খুশি হবো আহার সেরে এলে।'

ঃ 'আঙ্কেল, আমরা সেকেলের নই; ক্যান্টিনে লাঞ্চ সেরেছি।'

ক্ষণিক চিন্তা করে পান্না একগাল হেসে দু'মিনিট সময় চেয়ে বের হলো, ফিরে এসে কাজুবাদাম বিলিয়ে বলল, 'আম্মু, ছবিকে চা দিতে বলে এলাম।' পরেই অতিথি পানে ফিরে বলল, 'আঙ্কেল, আজ যে আমার কত ভালো লাগছে,

www.pathagar.com

বুঝাতে পারছি না। অহঃ ভুলেই গিয়েছি, কখন আসছেন? তা আমার পিতার গরীব আস্তানা চিনতে অসুবিধা হইনি তো?' পান্নাকে কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'হ্যাঁ-রে পান্না! তোর আঙ্কেলের চিনতে অসুবিধা হবে কেন, উনিই তো এ জায়গা কিনে দিয়েছিলেন। হঠাৎ তোমার আঙ্কেল বিলেত যাবেন, তাই তোমাদেরকেও নিতে এসেছেন।'

ইমরান চৌধুরী চোখ টিপে বললেন, 'আহঃ ভাবী কী করলেন; আমি অন্যভাবে বলতাম।' পান্না ভণিতা না করে বলল, 'এশিয়ার বাইরে যাবেন আঙ্কেল?' কেয়া আহাম্মদ ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'পান্না তোমার আঙ্কেলের ভীমরতি হয়েছে, আমাদেরকেও সঙ্গে নিতে চাচ্ছেন।'

ঃ 'জীবনে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে ভাবী, আশা করছি একত্র ঘুরে আসবো; আপত্তি না থাকলে ভ্রমণ সার্থক হবে।'

ঃ 'কোথায় যেতে মনস্থ করছেন চাচা, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে চিলি, চিরশীত গ্রিণল্যান্ড; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় হিমালয়ের পাদদেশ নেপাল, নাকি প্রখ্যাত সাহারার দেশ আলজিরিয়া?'

ঃ 'আশা করছি নিকটবর্তী দেশেই ঘুরবো।'

ঃ 'আমারও তাই, ভারত ঘুরলে পৃথিবীর অর্ধেক নাকি দেখা হয়।' তখনই কেয়া আহাম্মদ ক্ষেপে কইলেন, 'বুকে সাহস নেই, ঠ্যাঙ্গে জোর নেই, বেশি দূর গিয়ে কি লাভ? বাড়ীর পালান ঘুরে এলেই চলবে।' পান্না হেসে কইল, 'ড্যাডি! কত বিখ্যাত দেশ থাকতে বাড়ীর আঙ্গিনা ঘুরতে যাবেন কেন?' শরীফ সাহেব ধাক্কা সামলিয়ে বললেন, 'মা-মণি, বিখ্যাত স্থানগুলো বাড়ীর পাশেই, তবে এখানে পৃথিবীর অর্ধেক পর্যটক আসে। তা ছাড়া স্বল্পখরচে শরীরটা পরীক্ষা করানো যাবে।'

ঃ 'ওহে বন্ধু, তাই তো তোমার দ্বারস্থ হয়েছি।' শরীফ সাহেবের সঙ্গে ইমরান চৌধুরী হাত মিলালেন। দু'বন্ধুর অন্তরঙ্গতা কেয়া আহাম্মদের পছন্দ হলো না, ভ্রু-কুঁচকে বললেন, 'তোমাকেও দেখছি সংসার বিরাগীতে ধরছে।'

ঃ 'কাজ তো কম করিনি; একটু ঘুরে আসবো তাও দেবে না। তা ছাড়া ভ্রমণপিয়াসু বন্ধুর সঙ্গ ছাড়া ঠিক হবে না। বুঝতে পারছো না, শুধু বেড়াতে যাব না। শরীরটাও পরীক্ষা করাবো।' পান্না কইলো, 'ড্যাডির মতলব–এক ঢিলে দু'শিকার করা।'

ঃ 'কচু করবে, গলা উঁচিয়ে বগাঠ্যাঙ্গে ঘুরে বীরত্বের চেহারা দেখাবে, এই তো।'

www.pathagar.com

ঃ 'আম্মু, ঠিক বললেন না, পর্যটকরা খামাখা ঘুরে না; উদ্দেশ্য নিয়ে চলেন। আপনি যাচ্ছেন না, তাই হিংসায় জ্বলছেন।'

ঃ 'মারহাবা, মারহাবা, ঠিকই বলছো আন্টি।'

ঃ 'এবার নিশ্চিত হলাম, বেড়াতে যাচ্ছেন নিশ্চয়, তবে আব্দার রাখছি আঙ্কেল।'

ঃ 'ইয়েস মাই চাইল্ডস, হোয়াট কাইন্ডস ইউর ডিম্যান্ড– আগ্রার প্রতিকীর্তি, আগ্রাফোর্ট, দিল্লিফোর্ট ও ফতেপুর সিক্রীর এলবাম, রাজস্থানের মার্বেল পাথর ও লেহেঙ্গা, কাশ্মীরের শাল ও কম্বল, কোলাহাই হিমবাহের চলন্ত ছবি, হিমালয়ের গিরিকন্দর, শিলং ও চেরাপুঞ্জির সূর্যোদয়ের ছবি, কামাখ্যা ও কাজিরাঙ্গার গল্পকাহিনীর এলবাম, দুধ'সাগর জলপ্রপাতের মনোরম দৃশ্য, সিমলার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের বর্ণনা, বরফ আচ্ছাদিত কেদারনাথ মন্দির ও বদরীনাথ আশ্রমের ঐতিহাসিক গাইড, দক্ষিণাঞ্চলের চির-বসন্ত কর্ণাটক রাজ্যের জীবন্ত ছবি, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ঝিনুকসামগ্রী, আর কত কী চাই আন্টি?'

ঃ 'তেমন কিছু নয়; রাজস্থানের লেহাঙ্গা আনলেই চলবে।' কন্যার আব্দারে কেয়া আহাম্মদ চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন, 'যত পাও, তত চাও; চাহিদার শেষ নেই।' মাতার তিরস্কারে পান্না উঠে গেলে ইমরান চৌধুরী বললেন, 'রাগ করে না আন্টি, বেয়াদবি হয়।'

ঃ 'ঠিকই বলেছেন আঙ্কেল, মুরুব্বীদের সামনে থাকা উচিত নয়। নৈশভোজে আবার একত্র হবো।' পান্না চলে গেলে শরীফ সাহেব খবরের কাগজে ডুব দিয়ে বললেন, 'আবহাওয়ার কত নম্বর সংকেত চলছে?' কারো উত্তর দিবার পূর্বেই কেয়া আহম্মদ দরজায় গিয়ে বললেন, 'বেশি নয়, সাত নং বিপদ সংকেত তোমার বাড়ীর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।'

ঃ 'এ বিপদকালে আপনিও চলে যাচ্ছেন ভাবী?' কেয়া আহাম্মদ ফিরে বললেন, 'কিছু বলছেন জমিদার পুত্র?' ইমারন চৌধুরীর কণ্ঠে আর কোনো শব্দ হলো না, অগত্যা কেয়া আহাম্মদ বলে গেলেন, 'খালিমুখে বসে থাকা যায় না,. তাই গলা ভিজানোর ব্যবস্থায় যাচ্ছি।'

চলমান আবহাওয়ার ঝড়োবাতাসের গতি বৃদ্ধি পেয়ে অঝোরধারায় ঝরছে। সময় যতই গড়াচ্ছে, ঝড়ের প্রকোপ ততই বাড়ছে। কেয়া আহাম্মদ চলে গেলে নীরবতায় দু'বন্ধু গভীর চিন্তায় মগ্ন। শরীফ সাহেব সেই যে খবরের কাগজে ডুব দিয়েছেন আর চোখ মেলে তাকাননি। তেমনি শব্দদূষণহীন কামরায় বসে ইমরান চৌধুরী কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। এর অল্পদূরে বিচ্ছিন্ন কুটিরে

www.pathagar.com

বসে ঝোরাবর্ষণ দৃশ্য মালীমালিনীও উপভোগ করছে। পশুগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে দুলছে। হরিণ, মহিষ, গরু, ঘোড়া পরস্পর ঠেলাঠেলি করে দুর্যোগ মোকাবেলা করছে। ওরা ছাউনিতে আশ্রয় নিলেও ঘেঁষাঘেষির তালেই রয়েছে। ঐ মালী কুটির নজরে পড়লে ইমরান চৌধুরীর শরীর ঝাঁকি দিয়ে শিহরণ জাগলো। অকস্মাৎ মনটি চঞ্চল হয়ে উঠলো। তখনই মেঘে গুড়ুগুড়ু বজ্রধ্বনির সঙ্গে বাতাসে ছড়াচ্ছে পিয়ানোর সুরঝঙ্কার। ঐ বাদ্যযন্ত্রের চমৎকার সুরালো-সুর ও কোকিলকণ্ঠী গীত থেকে থেকে কর্ণে ভেসে আসছে। ঐ সুরঝঙ্কার উন্মাদনায় মাস্টার ইমরান চৌধুরী নিজেকে হারালেন।

বাদল ঝরা হাওয়া–দোল লাগে প্রাণে
অধীরে রয়েছি বসে–সখা পানে চেয়ে
বাদলঝরা হাওয়া–
দোল লাগে প্রাণে–

ওগো মনময়ূরী ক্ষণিক উদাস নয়নে
কেনো ফিরছো বারবার দুয়ার পানে
ঝরঝর ঝড়ো বর্ষণ
ঝরছে তুমুল তালে

বাদলঝরা হাওয়া–
দোল লাগে প্রাণে–

কামিনীর কামনা প্রণয় মিলনের
রয়েছি বসে তাই বাতায়ন খুলে
বাদলঝরা হাওয়া–
দোল লাগে প্রাণে–

অঝোর ধারা ঘনঘোর বাদলে
বধূর অপেক্ষা প্রাণ নাহি মানে
কত রব প্রিয়তম
তব পানে চেয়ে–

বাদলঝরা হাওয়া–
দোল লাগে প্রাণে–

www.pathagar.com

ঝুমুর ঝুমুর বাদলতালে পিয়ানোর ঝঙ্কারে ইমরান চৌধুরী উদাস নয়নে চেয়ে রয়েছেন। মালীকুটির পাশে মায়ামৃগয়াগুলো ভিজেই জাবর কাটছে, ওদের আশ্রয় নেই; সকল স্থানেই ওদের ভয়, কোথাও সস্থির পাচ্ছে না। বাঁশঝাড়ের বক-দম্পতি ছানাগুলোকে ডানার আড়াল করছে, ছানার জন্য ওদের কত মায়া। নির্জন ঘরের বারান্দায় বসে মালীমালিনী অন্তরঙ্গে মগ্ন, ওদের মধুময় অন্তরঙ্গতা দেখে ইমরান চৌধুরী ভেবেই চলছেন, কী চমৎকার সুখময় প্রেমময় দৃশ্য। বর্ষণতালে পান্নাও পিয়ানো বাজিয়ে বৃষ্টি উপভোগ করছে, ওর চেয়ে ওর গীতের ওজন বেশি ভারী।

মনের অজান্তেই ইমরান চৌধুরী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ-জীবনের অতীত স্মৃতি মন্থন করছেন। ভাবছেন, গ্রাম্য বিত্তবৈভব পুত্র এতো সুন্দর প্রকৃতিরূপ কখনো অনুভব করেনি। পিতার রোষানলে পড়ে গৃহহীন হয়ে দেশের প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছে, তবু এত সুন্দর পরিবেশ কোথাও চোখে পড়েনি। পানশালায় পরিচিত বন্ধুর জন্য যে নক্সা করেছিল, সে আবাসে সুখোপভোগ করছেন, অতীত কল্পনায় নিজেই মুগ্ধ হচ্ছেন।

গ্রামের সেই শৈশব হতে পাখির কলরবে ঘুম ভেঙ্গেছে; কখনো লক্ষ করেনি ওদের আশ্রয়ের কত অভাব। এখন দেখছে ঝড়োবর্ষণেও প্রাণিকূল আশ্রয় খুঁজছে, যথাতথা মাথা গুঁজেনি। কিন্তু চৌধুরীর জীবনে কখনো কুটিরের অভাব অনুভূব হয়নি। আজ নিঃসঙ্গতায় সঙ্গীর অভাব অনূভব হচ্ছে, সেই সঙ্গে জীবনের গ্লানি ঝড়ো হাওয়ারূপে বুকে এসে ঝাপ্টা মারছে।

ঘনঘোর বর্ষণ ফাঁকে কাঁঠাল গাছের আড়ালে সূর্যের শেষ আলো ক্ষীণতরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে আলোয় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে শাখে বসা পাখিসমূহ। আশ্রয় আশায় বহিরাগত পাখি কলরবে মুখরিত করছে। দু'টি শালিক বারংবার স্থানত্যাগ করেও নিরিবিলি আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছেছ না, নিশ্চয় ওরা এ তল্লাটের অতিথি। অবশেষে জামশাখার ঘনপাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। শালিক দম্পতিকে আশ্রয় নিতে দেখে ইমরান চৌধুরীর সুপ্তযৌবন বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বারিবর্ষণের শীতল ঝাপ্টা সত্ত্বেও গায়ে বিন্দুবিন্দু ঘাম ঝরলো তখন। আঘাত লাগছে অন্তরাত্মায়। বিদ্রোহী আত্মা অত্যাচারিত দেহমনের বিরুদ্ধে জবাবদিহি তলব করছে। সদোত্তর দিতে পারছে না বিবেকের কাছে। পিতাপুত্র দ্বন্দ্বে অবিচার করেছে আত্মার প্রতি। সে কৈফিয়ত চাচ্ছে বিবেক। বিবেকের বিচারশালায় বারবার আসামিরূপে হাজির হচ্ছে ইমরান চৌধুরী।

অতীত যৌবনের অভিশাপে ক্লান্ত হৃদয়ে জানালার দণ্ড আঁকড়ে ধরছেন ইমরান চৌধুরী, আহত হচ্ছেন দেহমনে; সংশোধন করতে পারছেন না

www.pathagar.com

হৃদয়কে। এখন আর পশ্চাৎ ফেরার অবকাশ নেই, মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই চলবে। নানা কল্পনা-জল্পনা ভেবে মুষলধারে বারিবর্ষণকালে দূর্দিগন্তে চেয়ে রয়েছেন, আবেগাপ্লুতে নেত্রকনা বেয়ে অশ্রু ঝরছে। সেই কিশোর হতে পিতাপুত্র দ্বন্দ্বজের সমাজ চোখে ফাঁকি দিলেও বিবেকের কাছে পরাজিত। অংশীদারবিহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন চলেও পশুর চেয়েও অসহায় বোধ করছেন আজ। অতীত গ্লানি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বারবার আঘাত হানছে। উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে বিদ্রোহী আত্মা। ধিক্কার দিচ্ছে রক্তস্রোতকে। সমাজচক্ষুর অন্তরালে মানসিকতার আঘাতে দগ্ধ হচ্ছে হৃদয়। মন বলছে জীবনযুদ্ধে পরাজিত, হেরে যাওয়া রণক্ষেত্রে পশ্চাৎগামী সেনাধ্যক্ষ। বনবাদাড়ের পশুপাখি যা পেয়েছে; মানবজীবনে সে তাও পায়নি। অপরিপূর্ণ জীবনে ঘৃণা ধরছে। পরাজিত মন সঙ্গিনীর অভাব পূরণের আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছে। তখনই পাতার আড়ালে কাক, শালিক ও মালীমালিনীর জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে ইমরান চৌধুরীর বিদ্রোহ মন আরও বিদ্রোহী হচ্ছে। সে ধাক্কায় ইমরান চৌধুরী স্বগতোক্তি করলেন, 'না ঠিক নয়। এ অন্যায় মহা অন্যায়। তা হতে পারে না। আমি আবার ছুটবো–বহুদূর যাবো।' তখনই কেয়া আহাম্মদ এসে বললেন, 'কি অন্যায় করেছেন মাস্টার সাহেব, কি তা হতে পারে না; কিসে চড়ে ছুটবেন? পান্নার ঐ কালো ঘোড়ায়? ওটা ও কাউকে দেয় না। ঘোড়ায় চড়তে হলে লাল ঘোড়াটা নিয়ে বেরুতে হবে।' কেয়া আহাম্মদের কথায় ধ্যান ভাঙ্গলে ঘুরে বললেন, 'না ভাবী, কিছুই তো বলিনি।' ইমরান চৌধুরী অস্বীকৃতি জানালে শরীফ সাহেবকে বললেন, 'ওহে বগধার্মিক ভণ্ডঠাকুর, ইমরান চৌধুরী তো নিজেকে অস্বীকার করছেন; তা তুমিও কি তাই করবে?' খবরের কাগজ হতে চোখ তুলে শরীফ সাহেব বললেন, 'না! আমিও তো কিছুই শুনিনি, এই দেখ দৈনিকের পাতায় প্রেমের গল্প পড়ছিলাম।'

ঃ 'অহ! তুমি বুড়ো বয়সে প্রেমের গল্প পড়ছো, লজ্জা করে না বুড়োবাঁদর। লাজ-শরম সবই খেয়েছো। দেখছো না ছেলেমেয়ে সেয়ানা হয়েছে। তাই তো বলি মাঝে মধ্যে বেফাঁস কথা বল কেন। এখন বুঝলাম তোমারও ভীমরতি ধরেছে। বগধার্মিক নাগর, দু'প্রান্তে দু'জন। যেন একই যুবতীর দু'প্রেমিক। কারো সাথে কেউ কথা বলছে না। যাও হাতমুখ ধুয়ে এসো, চা নাস্তা করবে।'

ঃ 'ভাবী! আমি কারো প্রেমে পড়িনি, জানালা পাশে দাঁড়িয়ে ঐ পাখিযুগল দেখছিলাম।'

ঃ 'তা তো দেখবেনই, সংসার করেননি ঝামেলা এড়িয়েছেন। পাখিযুগল দেখে আফসোস করছেন, অতিনির্বোধ কামুক পুরুষ আপনি।' কেয়া আহাম্মদের

www.pathagar.com

বিষহুলে শরীফ সাহেব মাথা ঝেঁকে বললেন, 'হু, মাস্টার সাহেব একটু আগে কি যেন বিড়বিড় করছিলেন।'

ঃ 'থাক, আর সাফাই গেতে হবে না, হাত মুখ ধুয়ে এসো।'

ইমরান চৌধুরী রুমুঝুমু ঝড়োবৃষ্টির শব্দ আর শুনতে পারলেন না। হাতমুখ ধুয়ে গরম লুচির থালা সামনে টেনে নিলে শরীফ সাহেব বললেন, 'চৌধুরী, যে রত্ন হারিয়েছো তা পাওয়া যায় না বন্ধু; চিন্তা করেও লাভ নেই।' তখনই কেয়া আহাম্মদ ক্ষেপে বললেন, 'কারো ব্যক্তিগত চিন্তা করাও নিষেধ নাকি?'

ঃ 'তা বলিনি কেয়া, ভুল বুঝেছো।'

ঃ 'আমি ভুল বুঝলাম কৈ! তুমি যা বললে তাই তো বললাম।'

ঃ 'মাস্টার সাহেব অন্যকিছু মনে করতে পারেন।'

ঃ 'না ভাবী! আমি কারো কথার মাঝে ঢুকবো না; কিছু মনেও করবো না।'

ঃ 'আপনাকে কে কী বলছেন আঙ্কেল?' পান্না ঘরে ঢুকলে কেয়া আহাম্মদ কন্যাকে বললেন, 'তুমি অসময় নাইট গাউনটা পরেছো কেন; সবেমাত্র সন্ধ্যা।'

ঃ 'ও তো বহুরূপিনী তা সকলেই জানে। কখন কী করে ও নিজেই জানে না।' শাহেদ নাস্তা পর্বে যোগ দিয়ে কথাটা বললে পান্না মাতাকে বলল, 'আম্মিও কিছুই বুঝলেন না, সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা ধরেছে; একটু আগে ঘুমাবো তাও বিরক্ত করছেন।'

ঃ 'থাক, বুঝতে হবে না; তোমারা বুঝলেই চলবে। চা নাস্তা সারো, ঠাণ্ডা কেটে যাবে।' তখনই মাস্টার সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, 'কোন বিষয়ে পড়ছো পান্না?' শাহেদ বলল, 'আঙ্কেল ও ইংরেজিতে অধ্যয়ন করে আরবিও চর্চা করছে। ওটা ওর অনধিকার চর্চা হলেও বাংলা নিয়েও গবেষণা করছে। হিন্দি-উর্দু অনর্গল দু'ঠোঁটে লেগেই রয়েছে। ও বহু ভাষাভাষিণী বহুরূপিনী। বাংলার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে ক্ষেপে উঠে, তাই ওকে পাড়ার ছোকরারা বাংলার নানী বলে ডাকে।' পান্না শাহেদকে পাত্তা না দিয়ে ইমরান চৌধুরীকে আকৃষ্ট করে বলল, 'কিছু বুঝলেন আঙ্কেল? ঐ ভদ্রমহিলা আর এ ভদ্রমহোদয় একটু সময় পেলেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝগড়া করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সারাদিন ঝগড়া করলেও লক্ষ্যস্থানে পৌঁছতে পারেন না ওনারা, পথিমধ্যে রণে ক্ষান্ত দেন। আর আমার এ শ্রদ্ধেয় ভাইজান, উনি সকলের কথার মাঝে ফোঁড়ন দিয়ে চলেন।'

ঃ 'পান্না! বড়দের ব্যাপারে কথা বলতে নেই।'

ঃ 'আচ্ছা! ভুল হয়েছে আর বলবো না। খাবার পেলেই ঘুমাবো।'

www.pathagar.com

ঃ 'ন্যাকামি করো না, এখন ঘুমালে রাতে ঘুম হবে না। তার চেয়ে খেয়েদেয়েই ঘুমাও।' কেয়া আহাম্মদ পতিপানে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বাপবেটীর কুয়ারা ভালো লাগে না।'

কেয়া আহাম্মদ বারকোশে বাসন পেয়ালা সাজিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলে শরীফ সাহেব নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসিলেন, 'ক'টা বাজে আন্টি?'

ঃ 'আপাতত বারোটা।'

ঃ 'কী বললে!'

ঃ 'তাই তো দেখা যাচ্ছে, ঘড়িতে দম দিতে হবে।'

ঃ 'তাই বলো।'

অবিরাম বৃষ্টি ঝরে ক্ষণকাল বিরাম দিয়ে আরও তুমুল তালে ঝরছে। ইমরান চৌধুরী জানালার পাশে দাঁড়ালে শরীফ সাহেব বললেন, 'বোধ হয় সাগরে নিম্নচাপ হচ্ছে, এ ঝরা কয়দিন ঝরবে কে জানে।'

বারিঝরা রাতের প্রথম প্রহর ঘড়ির কাঁটায় ন'টা। অতিথিশালায় বিছানা ঝেড়ে পান্না বলল, 'আঙ্কেল, পার্শ্বটেবিলে গরম দুধ রেখেছি, দুধটুকু পান করে শয্যা নিন। ঝড়োবৃষ্টি-বাদলে অনেক পথ এসেছেন, রাত জাগা ঠিক হবে না; শরীর খারাপ করবে।'

আঁতুড়ঘরে মাতৃহারা ইমরান চৌধুরী পান্নার কথায় সত্যিকারের মাতৃস্নেহ খুঁজে পেলেন। শৈশব হতে পিতার আদর পেয়েছেন, মাতৃস্নেহ পাননি। যৌবনে কামিনীরূপে বহু রমণী পেয়েছেন কিন্তু স্নেহভাজন নারীর স্পর্শ কখনো অনুভব করেননি। আজ পান্নার স্নেহে মাতার মমতাই পেলেন। তাই সেদিন বাচ্চু বলেছিল ওর চেহারা নাকি আমার মাতার মতো। সেরূপ আজ পালঙ্কে বসে ওর দেয়া দুগ্ধপানে মাতৃস্নেহই অনুভব হলো। দুধপান শেষে ঠোঁট চেটে বললেন, 'আন্টি, মাতারা কি এমনি ভাবে দুধপান করান?' পান্না চোখের ইশারায় স্বীকার পেয়ে বলল, 'কেন আঙ্কেল? এ প্রশ্ন কেন। আপনি বোধহয় মাতার হাতে কখনো দুধপান করেননি। আপনার মাতা কি সূতিকাগারেই মারা গেছেন?'

ইমরান চৌধুরী ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'শৈশব হতে মাতাকে দেখিনি। তবে মনে হচ্ছে, তুমি আমার মায়ের মতো।' পান্না গ্লাসে পানি ঢেলে বলল, 'শৈশবে মাতাকে দেখেননি, তবে তার চেহারাও মনে নেই, ঠিক বলছি না আঙ্কেল?' একটু অপেক্ষা করে পান্না আবারও বলল, 'আমার কথায় কষ্ট পেলে ক্ষমা করবেন আঙ্কেল।' ইমরান চৌধুরী বললেন, 'মনে কষ্ট করার মতো কিছুই বলনি বেটী; ঠিকই বলছো। তবু বলছি, তুমি আমার মায়ের মতো।' পান্না

www.pathagar.com

বারকোশে পেয়ালা গ্লাস সাজিয়ে বলল, 'মেয়েজাতি রূপে যখন জন্মেছি, তখন মায়ের মতোও হতে পারি, মেয়ের মতোও হতে পারি। তবে মা–মেয়ের আদর একই মুদ্রার দু'পিঠ।' এবার ইমরান চৌধুরী নীরব রইলেন। মেহমানের মনের অবস্থা বুঝে পান্না বলল, 'আঙ্কেল বোধহয় আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি–ক্ষমা করবেন।' দরজা ঠেলে বিনয়ে বলল, 'আঙ্কেল! অধিক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ুন।' ইমরান চৌধুরী পান্নার গতিপথে লক্ষ করলেন, ওর পরনবস্ত্রের সড়াৎ সড়াৎ শব্দ বাতাসে মিলে যাচ্ছে।

পান্না চলে গেলে ইমরান চৌধুরীর মনের অবস্থা আরো খারাপ হলো। দরজা ঠেলেই বৃষ্টির ঝাপটা অনুভব করলেন। বিদ্যুৎ আলোয় দেখলেন বৃক্ষগুলো এখনো ঝড়ো-তরঙ্গে দুলছে। ছাউনি ঘেঁষে ঘোড়া, গরু ও সাম্বার হরিণগুলো ঠেলাঠেলি করছে। ওগুলো দেখে ইমরান চৌধুরীর বিবেক নানা যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে। সে সুযোগে সুপ্তরিপু ধাক্কা দিয়ে বলছে, 'ইমরান! অথৈ অর্থ খরচ করে যৌবন বিলীন করেছো; পিছন ফিরে ভবিষ্যৎ পন্থা দেখনি। অর্থ দিয়ে হিম্মত দিয়ে অন্যকে সুখ দিয়েছো, নিজের সুখের চিন্তা করোনি। কখনো অর্থোপার্জন করোনি অথচ প্রচুর লুটেছো। জীবনের চিন্তা করোনি জৈবসুখের সন্ধানে ছুটেছো। স্বীয় আত্মাকে শান্তি দাওনি, অন্যেরটা নিয়েছো। চেয়ে দ্যাখ তুমি ঐ শরীফ আহাম্মদ উপার্জন করেছে কিন্তু লুটেনি। কারো কাছে অবনত হননি। সংসার সুখের নেশায় সারাদেশ চষেছেন নিজের সুখের চিন্তা করেননি। এখন সংসার নিয়ে মেতে সুখনিদ্রা যাচ্ছেন। সংসারে সুখ দিয়ে নিজেও সুখী হয়েছেন। তুমি সঙ্গিনীহীন, সন্তানবিহীন ভবঘোরের ন্যায় ঘুরছো। জৈবরস ছাড়া অন্যস্বার্থ খোঁজনি, পর পরিণাম ভেবে দেখনি? ঐ বাগানে চেয়ে দেখ পশুগুলো আরাম আশায় ঠেলাঠেলি করছে, তুমি নিজের জীবনের জন্য তাও করোনি। যাযাবরের ন্যায় ছুটেছো তো ছুটেছোই, সুখের সন্ধান কিছুই করোনি। আজ অন্যের সুখবিলাস দেখে হিংসা করেছো, ধিক ইমরান, ধিক তোমার স্বভাবের; ধিক তোমার দাম্ভিক রক্তের!'

ইমরান চৌধুরী স্থির থাকতে পারলেন না। বিবেকের তাড়নায় বিছানায় আছড়ে পড়লেন, তখনই বাইরে ঝড়োবৃষ্টির তাণ্ডব আরও বৃদ্ধি পেল।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

অষ্টাদশী সাবালিকা ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে হাঁফাতে হাঁফাতে মায়ের কোলে মাথাগুঁজে বলল, 'মা আজ আমার পরীক্ষা শেষ, সামনের তিন মাস ঘুরে বেড়াবো; কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

ঃ 'কে-রে বিরক্ত করবে।' শাহেদ ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলো।

ঃ 'কে আবার, প্রতিদ্বন্দ্বী সখাসখি, আর তোর বন্ধুমহলের বখাটেগণ।'

ঃ 'কি বললি!'

ঃ 'বললাম তোর বন্ধু বান্ধবীদের মাথামুণ্ড। ওরা এলে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখিস, বলিস, এ-রে পান্না–এটা দে। ও-রে পান্না–ওটা দে। আর কখনো ডাকবি না, বুঝলি?'

ঃ 'কী বললি রাক্ষুসী আমার বান্ধবী আসে? দেখেন আম্মু, আপনার ড্যাঙ্গি মেয়েকে সাবধান করে দিন, বেফাঁস কথা যেন না বলে।' ফিরে আবার বলল, 'তুই কবে-রে দেখলি, আমার বান্ধবী আসে। খামোখা মিথ্যা কথা বললি, লজ্জা করলো না।'

ঃ 'আসেনি এবার আসবে, ভার্সিটির মাস্টার হয়েছিস তো, দেখবি দৈনিক দলে দলে এসে এ বাড়ীর সামনে হাজির হবে। তখন দারোয়ানদের বারটা বাজবে। বিরক্তে ওরা ফটকই খুলবে না। সত্যি বললাম মনে রাখিস।'

ঃ 'কী যে বলিস পান্না, ও তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েই থাকবে; ওর বান্ধবী কখন আসবে।'

ঃ 'আসবে মা আসবে, ওর বান্ধবীদেরকে চিনেন না, পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসবে, পুলিশ পাহারায়ও ফেরাতে পারবেন না।'

ঃ 'হিংসে হয় রে পান্না?' মাতার কথায় সুযোগ পেয়ে শাহেদ বলল, 'মা ঠিকই বুঝেছেন, এখন পান্নার বন্ধুরা বিরক্ত করবে বেশি। তখন দেখবেন কার ডানায় কত জোর।' ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বলল, 'হে-রে পান্না, কোন ভার্সিটিতে ভর্তি হবি?'

ঃ 'ভয় পেয়ো না ভাই, তোমাদের ভার্সিটিতে যাবো না।'

www.pathagar.com

ঃ 'ইয়ারকি মেরো না, ভালোভাবে প্রস্তুতি নাও। নইলে ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হতে হবে; গরীবের উপদেশ মনে রেখো।'

ঃ 'যা! যা! আমারটা আমি বুঝবো, তোদের ভার্সিটিতে গেলেও তোর বাসায় উঠব না। তোদের ধারে কাছেও যাব না।'

ঃ 'খুশি হবো, যদি মাঝে মধ্যে তোর ভাবীর আচার চুরি করে খেয়ে আসিস। তোর তো আবার চুরির অভ্যাস আছে, ওটা কাজে লাগাইস।' শাহেদ চলে গেলে কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'খামাখা ঝগড়া বাঁধায়, কেউ কাউকে ছাড়ে না; আমার পড়ুয়া ছেলেটা লেখাপড়ায় ব্যস্ত, তুই তাকে জ্বালাতন করিস।' পান্নার কাঁধে হাত রেখে আবার বললেন, 'আয় হাত মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে চলে আয়।'

মাঘের শেষে বাংলাদেশের আনাচ কানাচ বেয়ে শীত পলায়নে ব্যস্ত। বনবাদাড়ে পাতাঝরা শুরু হয়েছে। বৃক্ষে নতুন নতুন পাতার কুঁড়ি, আম্রমুকুল গজিয়ে বসন্তের বার্তা। দিনে তাপমাত্রা বাড়লেও, রাতে কনকনে শীত। নায়রী জামাতারা শ্বশুরবাড়ী আগমনে সর্বত্রই পিঠাপুলির ধূম। সেরূপ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ধূম চললেও নবাগতদের আগমনে নবীনবরণ অনুষ্ঠান চলছে। রাজধানীর অদূরে বিখ্যাত তুরাগনদী পেরিয়ে লালমাটির টিলাটক্কর অঞ্চলে খ্যাতিমান "মুনীর চৌধুরী" বিশ্ববিদ্যাপিঠে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যোগদান লক্ষ্যে নতুন শিক্ষার্থীগণ জাঁকজমক পোশাক পরেই ছুটছে।

পান্না মাধ্যমিক পরীক্ষায় আশাতীত ফল দিতে না পারলেও যে ফল দেখিয়েছে তাতে প্রত্যেকেই গৌরবান্বিত; তাই সেও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যোগদান লক্ষ্যে মাতাপিতাকে সালাম দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলে চুয়া বলল, 'ইস-সি-রে' এতো সুন্দর পোশাক কোথায় পেলেন আপু?' পান্নাও বোনকে আদর করে বলল, 'তোমার পছন্দ হয়েছে চুয়া?' চুয়া ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ! খুব সুন্দর হয়েছে, এটা কোথায় পেলেন আপু?' পান্না মাতাপিতার সামনে গিয়ে বলল, 'আম্মিজান এটা চুয়া'র খুব পছন্দ হয়েছে, ওকে দিয়ে দেবো?'

ঃ 'পাগলী মেয়ে কী যে বলে, ঐটা পিচ্চির গায়ে লাগবে নাকি?'

ঃ 'আমি নিতে চাইনি আম্মু, শুধু সুন্দর বলেছি।'

ঃ 'তুমি না চাইলেও দেওয়া হবে কিন্তু এখন নয় বড় হলে।'

ঃ 'ঐ পোশাকটা তিনি রাজস্থান হতে এনেছিলেন, মনে আছে পান্না! ছোট বোন চেয়েছে হুট করে তাকে দিয়ে দিচ্ছ। দয়ার সাগর, দানে হাত তরতর করে।'

www.pathagar.com

ঃ 'পান্না! তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ 'নতুন মুখের পাগলা দলে যোগদান করতে।'

ঃ 'সে কি!' কেয়া আহাম্মদ অবাক।

ঃ 'তোমাদের ভার্সিটিতে নবীনবরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে নাকি?'

ঃ 'ইয়েস ড্যাড।' কথাটি বলে পান্না ঘর হতে বেরিয়ে যাবার কালে শরীফ সাহেব ডাকলেন।

ঃ 'ইয়েস ড্যাড!'

ঃ 'তোমাদের তো ক্লাস শুরু হয়নি, তা নবীনবরণ অনুষ্ঠান কী করে হচ্ছে?'

ঃ 'আমাদের ভার্সিটি অন্যদের নিয়মে চলেনা, এটা মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়, ভর্তি শেষে আনন্দ উৎসব সেরে নেয়।'

ঃ 'পান্না!'

ঃ 'জি বাবা।'

ঃ 'তুমি আর বাইসাইকেল নিয়ে ভার্সিটিতে যাবে না, এখন ছোট্টটি নও। তা ছাড়া তল্লাটের মানসম্মান রয়েছে।' শরীফ সাহেব দেরাজ খুলে এক গোছা চাবি পান্নার হাতে দিয়ে বললেন, 'আজ হতে তুমি এই নতুন জিপটি চালাবে।'

ঃ 'কি মজা! কি মজা! আপু সালাম দিতে এসে সেলামি পেয়েছেন। আপু আপনি জিপ নিলে আমি ফটফটানিটা নেবো।' চুয়ার কথায় সকলেই হাসলেন।

নির্ধারিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে হাজির হলে ফটকেই অভিনন্দন পেল, গ্যালারির দিকে অগ্রসর হলেই মুহুর্মুহু করতালিতে মঞ্চ মুখরিত হলো। প্রত্যেকে রংঢঙ্গের পোশাকে সজ্জিত, পান্নার পোশাকটিও অন্যতম। দূরাগত ছাত্রছাত্রীরাও অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে, পরস্পরে পরিচয় জেনে নিচ্ছে।

সদ্য দিব্যাঙ্গনা পোশাক পরিহিতা যুবাযুবতীদের নিকট উপস্থিত হলে আবার করতালিতে অঙ্গন মুখরিত হলো। প্রত্যেকেই আসনে আসীন, ভদ্রতায় পার্শ্ববর্তী যুবতীর প্রতি তাকাতেই চার চোখে বিস্ময় ঘটলো। সেই তিন বৎসর পূর্বে দেখা কেউ কাউকে ভুলেনি, পান্না উৎফুল্লে বলল, 'হ্যালো সিস্টার, হাউ ডু ইউ ডু! কোথায় যেন পরিচয়?'

ঃ 'আমিও তো তাই ভাবছি। তিন বছর পূর্বে সমুদ্র তটে জিপগাড়িতে প্যান্ট-শার্ট পরিহিতা একজোড়া তরুণ-তরুণীকে দেখেছিলাম। আপনি কি সেই.....?' 'ঠিকই চিনেছেন, ও আমার অগ্রজ।'

ঃ 'অহঃ! তাই বুঝি?'

www.pathagar.com

ঃ 'আপনারা সেদিন আমার সঙ্গে সমুদ্র পাড়ে নেচে গেয়েছিলেন। আমি গাড়ি নিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম, তাই নয় কি?' পার্শ্ববর্তিনী বলল, 'আপনার দেখছি সবকিছু মনে আছে।' পান্না হাত মেলে বলল, 'নামটা জানা হয়নি।

ঃ 'সাবিনা আক্তার মিষ্টি।'

ঃ 'সেই অপ্সরা কই।'

ঃ 'অঃ অম্বরসিন্ধুর রূপের নীলা? সত্যি সখি সে শুধু নীলাই নয়, অপরূপা রূপসীও বটে। তিনি আসেননি, ডাক্তারি পড়ার মনস্থ করেছে। ভর্তিও হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে।'

ওরা অন্তরঙ্গে মগ্না তখনই ঘোষিকা ঘোষণা করলেন, 'বিশ্ববিদ্যাপীঠের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়গণ, প্রাক্তন সহপাঠী ভাইবোন এবং নবাগত ভাইবোনদেরকে সালাম জানাচ্ছি। আজ নবীনবরণ অনুষ্ঠান ঘোষণার সঙ্গেই মহোদয়গণের পরিচিতির পর পরিচালকমণ্ডলীর আশীর্বাদ বক্তব্য শেষে সঙ্গীত ও নৃত্যগীত হবে। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বায়ক সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক অতিথিবৃন্দের মাঝ হতে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি– (ক) তৃতীয় গ্যালারির পশ্চিমকোণের বঙ্গনারীর বসন ও পার্শ্ববর্তিনী রাজস্থানী তেপাট্টা লেহেঙ্গা পরিহিতা যুবতীদ্বয়কে। (খ) নিচের গ্যালারিতে সাদা-পাজামা ও খয়েরিরঙ্গের পাঞ্জাবি পরিহিত বাঁশীওয়ালা ভাইকে। (গ) আরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, যাদের হাতে চারটি পুষ্পমালা ঝুলছে কিন্তু কাউকে অর্পণ করতে পারছেন না, ওনারা যেন মঞ্চে চলে আসেন এবং (ঘ) একই সঙ্গে আরও আহ্বান জানাচ্ছি, যাদের নৃত্যগীতের অভ্যাস রয়েছে, তারা যেন দ্রুত মঞ্চে উপস্থিত হন।'

অতিশয় নিরুপায় হলো সাবিনা আক্তার মিষ্টি ও পান্না। পরস্পর তাকালো। প্রথম আহ্বানের পাত্রী ওরা মঞ্চে না গেলে অন্যরা হাসবে। দ্রুত সঙ্কল্প নিলে সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু করতালি। বাঁশী হাতে পাঞ্জাবিওয়ালা ধীরপদে মঞ্চে অগ্রসর হলো। তখনো করতালি চলছে। শিক্ষকমণ্ডলীর পরিচিতি ও পরিচালকদের বক্তব্য শেষে অতিথিবৃন্দ মঞ্চে দাঁড়ালে গ্যালারি সরগম হলো। গুড়গুড় শব্দে বাদ্য বাজিয়ে বাদকদল আদেশ অপেক্ষায়। নৃত্যের বাজনা বাজাবে নাকি গানের বাজনা বাজবে। কালবিলম্ব না করে পান্না সুর ধরলে বাদকদলের প্রাণসঞ্চালন হলো। পাঞ্জাবিওয়ালার বাঁশীর সুরঝঙ্কারে শিল্পীবৃন্দ দুলে উঠলো। নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যতালে মশগুল। চমৎকার সুরে পান্না ও সাবিনা গান ধরলো–

www.pathagar.com

অ------
হাসতে হাসতে এসেছি
এই তো উচ্চশিক্ষাঙ্গনে
তারে না--!! – ঐ
এ শিক্ষাজীবনে শিক্ষাই ব্রত
এসেছি মোরা শত শত
তারে না--!! – ঐ
শত মত শত পথের
ফুল ফোটাবো শিক্ষাঙ্গনে
তারে না--!! –ঐ
এই বিদ্যাপীঠে বিদ্যা শিখে
গড়বো জীবন হেসে খেলে
জীবন গড়ে–দেশ গড়বো
গড়বো মোদের বঙ্গভূমি
উঁচু শিরে থাকবো মোরা
বিশ্ব মাঝে বুক ফুলি
তারে না--!! –ঐ
হাসতে হাসতে এসেছি
এই তো উচ্চশিক্ষাঙ্গনে
তারে না--!!

দু'বান্ধবী নৃত্যবিদ্যা উজাড় করে পেশাদার নর্তকীদের মতো একে অপরে গীতের সঙ্গে নৃত্য করলে খ্যাতনামা বাদকদলের সঙ্গে পাঞ্জাবিওয়ালার বাঁশীর সুরমূর্ছনায় দর্শকবৃন্দ মোহিত। ওরা যেন কতকালের অনুশীলন প্রাপ্তা। ওদের নৃত্যপরিবেশনায় পরিচালকমণ্ডলী মুগ্ধ। নৃত্য শেষে দর্শকবৃন্দকে কুর্ণিশ করলে অন্যান্য নর্তকীরা ফুলের মালা অর্পণ করলে বাদকদলের সুরঝঙ্কার আবার বেজে উঠলো, 'আমায় নহে গো, ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান।' ঐ ঝঙ্কারে পান্না ও সাবিনা নৃত্যে দোল দিলে করতালিতে গ্যালারি আবার মুখরিত। আবেগে নৃত্যশিল্পীরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলে ঘোষিকা হেসে বললেন, 'দর্শকমণ্ডলী নিশ্চয়ই উজ্জ্বল রত্নাদের প্রতি হার্পুন ছুড়েছিলাম।' সামান্য কথা ঘুরিয়ে আবার বললেন, 'সুন্দরীদ্বয়ের পরিচয় পেলে খুশি হবো।' পান্না কুর্ণিশ করে বলল, 'ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না–সবুজবাগ, ঢাকা।'

www.pathagar.com

ঃ 'চমৎকার! আমরা রত্না পাইনি পান্নাও পেয়েছি।' সাবিনার প্রতি চেয়ে বললেন, 'তা মিস, এবার কি হীরে পাবো?' সাবিনা বলল, 'সৈয়দা সাবিনা আক্তার মিষ্টি, লালবাগ, ঢাকা।'

ঃ 'শ্রোতাবৃন্দ, এবার হীরের খোঁজে মিষ্টি পেয়েছি, কী সৌভাগ্য! এ মিষ্টি কিন্তু সাভারের সত্তুর টাকা দরের মিষ্টি নয়। এর মূল্যায়ন অর্থে নয় প্রেমে। তবে মূল্যায়নের ভার দর্শকমণ্ডলীর নিকট ছেড়েদিলাম।'

পান্না ও সাবিনা সালাম জানালে দু'জন স্বেচ্ছাসেবক ওদের গলে ফুলের মালা পরিয়ে দিলে দর্শকবৃন্দের আবার করতালি। সঙ্গে সঙ্গে বাদকদলের সুরঝঙ্কার বেজে উঠলো, 'নাহি ভুলিও ওগো প্রিয়া–আজীবন রব ভবে।' সুরের তালে পান্না ও সাবিনা আবার নৃত্য করলে দর্শকমণ্ডলী এবারও করতালিতে ভূষিত করলেন।

আনন্দমুখরে অনুষ্ঠান চলছে। খ্যাতনামা শিল্পীদের সুরমুর্ছনায় দর্শকবৃন্দ মোহিত। মঞ্চ বাইরে কী ঘটছে কেউ অনুমান করতে পারেনি। হঠাৎ ফালগুনী ঝড় নবীনবরণ অনুষ্ঠান তচনচ করে দিলো। পণ্ড হলো সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান। শুরু হলো হুড়াহুড়ি। কেউ সহজে বের হতে পারলো না। পর্দার আড়ালে আশ্রয় নিলো। পান্না সাবিনা মঞ্চ পাখার আড়ালে ভিজে একাকার। শীলাবৃষ্টি ওদেরকে কাঁপিয়ে তুলছে। বৃষ্টি শেষে পান্না বলল, 'সখি, আমার সঙ্গ নিতে পারেন, কষ্ট হলেও পৌঁছে দেবো।' 'ধন্যবাদ সখি, বাহন রয়েছে, চালকও রয়েছে সাথে; আশা রাখি প্রত্যহ সাক্ষাৎ হবে।'

ঝড়ে গাছপালা এলোপাথাড়ি পড়ে রয়েছে। বসন্তের আমেজে পান্না অস্পষ্ট স্বরে গান ধরলো, 'যদি ঝরে মাঘের শেষে, রাজার ভাণ্ড ভরে শস্যে।' ফাল্গুনী গীত গেয়ে পান্না বাড়ী ছুটছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়া বিরল। তবু বাড়ী পৌঁছতে ত্রিশ মিনিট সময় লাগলো। বারান্দায় উঠলেই কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'এ কি করে হলো পান্না, ভিজে একাকার যে, গাড়িতে কি দরজাই ছিল না। অহঃ বুঝেছি, সখে ভিজেছো।' 'আম্মুর যে কথা! সখে ভিজে কেউ ঠাণ্ডা লাগাবে নাকি? আপনার ধিঙ্গি মেয়ে সখে ভিজেনি, বিপদে পড়েই ভিজেছে। যেমনি অপরাধী সাজা মেনে নেয়, তেমনি ভিজেছি।'

'সে কী, কোথাও কি আড়াল ছিল না?' 'ছিল না বলেই তো ওড়নার আড়াল নিয়েছিলাম, তবু রক্ষা হয়নি।' 'আর কিছু ছিল না?' 'ছিল মা ছিল, মুলীবাঁশের বেড়া ছিল। বাবার সম্মানে ব্যবহার করিনি। ড্যাডির বন্ধুর ছেলেদেরকে মশকারার সুযোগ দেইনি। ভিজে ভালো করিনি মা?' 'তোর আব্বায় কি ওখানে ছিলেন নাকি, যে সম্মান হারাবে।'

www.pathagar.com

'এই তো বুঝলেন না মা! রাস্তাঘাটে ছোকরারা কী যে করে তা বুঝবেন কি করে, আপনাদের আমলে ছেলে ছোকরারা আহাম্মক ছিল। দূরে দাঁড়িয়ে পাত্রী দেখতো। এ কালের দুষ্টুরা রাস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে বাঁদরের ন্যায় ভেংচি কাটে। তাই সখে ভিজিনি আম্মি ইচ্ছায় ভিজেছি। তাড়াতাড়ি হেঁসেল ঘরে যান খাবার দিন ক্ষিদে পেয়েছে, আমি এক্ষুণি বসন ছেড়ে আসছি।'

অন্নব্যঞ্জন মুখে তুলে জানালা পথে চেয়ে দেখলো এখনো বৃষ্টি ঝরছে। মুখের ভাত গিলে বলল, 'নিশ্চয় সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় তাই নয় আম্মু?' কেয়া আহাম্মদ ব্যঞ্জন বাটিতে তুলে বললেন, 'সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় হয় জানি, শীলাবৃষ্টি কেন হয় জানি না।' শরীফ সাহেব ঘরে ঢুকে বললেন, 'শিলাবৃষ্টি ঝরলে ফসলের উন্নতি হয়, আবার শীতও ঝেঁকে বসে। ঐ শীত চৈত্রমাস পর্যন্তও থাকে, সে নজিরও রয়েছে।' পান্নাকে বললেন, 'অনুষ্ঠান কেমন হলো আন্টি? বৃষ্টিতে ঝামেলা করেনি তো?'

স্বামীর কথা শেষে কেয়া আহাম্মদ গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'তোমার দারিকা কাকভেজা ভিজেছে।'

'দেখতে হবে না মেয়েটি কার? তোমার নন্দিনী কাকভেজা ভিজে বাড়ী ফিরছে সেও ভালো। তবে ঐ লেহাঙ্গা পোশাক দেখে কেউ ঢিল ছুড়েনি সে জন্য দুঃখিত।' পান্না তেড়ে বলল, 'আমরা যে গুণে শিক্ষিত হয়েছি, তেমনি আরও মার্জিত পরিবারও রয়েছে। বুঝছেন চাষির পুত্র, ভদ্রসমাজে বাস করি।' কেয়া আহাম্মদকে শরীফ সাহেব বললেন, 'তোমার দুহিতা উপহৃত পোশাক পরে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিল, সে খবর ইমরান সাহেবকে জানিয়েছো?' 'অহঃ তাই তো! নির্ঘাত ভুলেছি। পান্না, চৌধুরী সাহেব নিশ্চয় অভিমান করবেন। তুমি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছো, নবীনবরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলে, তাকে কিছুই জানাওনি, কাজটি ভালো হয়নি। নিশ্চয় তিনি নিচু স্বভাবের ভাববেন।'

ঃ 'ঝামেলায় ছিলাম আব্বু! আঙ্কেলকে মনে পড়েছে কিন্তু যোগাযোগ রক্ষা হয়নি। ওনার দেওয়া পোশাক পরে কতই না ঝকমারি হয়েছে, ড্যাডির বন্ধুর ছেলেরা জয়পুরী ছুকরী বলেছে কিন্তু টিপ্পনি কাটতে সাহস পায়নি। জানেন ড্যাডি, আজ বঙ্গ ললনার পাশাপাশি জয়পুরী বেশ ধরে নৃত্যগীতে সম্মান অর্জন করেছি।' পান্না একটু থেমে আবার বলল, 'ড্যাডি! আমি কার সঙ্গে নেচেছি, জানেন?' শরীফ সাহেব হেসে কইলেন, 'কী করে জানবো, আমি তো ও অনুষ্ঠানে যাইনি।' চুয়া ঘরে ঢুকে পান্নার ধার ঘেঁষে বলল, 'আপুমণি! আপনার বন্ধুরা নাচনীওয়ালী বলেনি!' চুয়ার কথায় হেসে সকলেই লুটোপুটি খেলো কিন্তু

www.pathagar.com

বক্তা অটল। পান্না বলল, 'ছোটমণি কথাটি ঠিক হলো না। আমি তোমাকে নতুন পোশাক দেব বলেছিলাম কিন্তু তুমি ঠাট্টা করতে পারো না।'

ঃ 'দুঃখিত আপু, ভুল হয়েছে; কথা তুলে নিলাম।' বলেই চুয়া নীরব রইলো। কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'দেখ পান্না, দুষ্টুটা কত অভিনয় জানে; যেন ভিজা বিড়াল কিছুই জানে না। শরীফ সাহেব বললেন, 'পান্না ওর অন্যায় হয়েছে, ও ভুল স্বীকার করছে, তবু ওকে চাপছো কেন?' এবার পান্না আদরের সুরে বলল, 'ছোটমণি রাগ করে না, শাসন করেছি অপমান করিনি।'

ঃ 'আমি যে ফটফটানিটা নেবো তাই রাগ করিনি।' চুয়া চলে গেলে শরীফ সাহেব বললেন, 'তা কবে যাচ্ছ পান্না?' ক্ষণকাল নীবর থেকে পান্না বলল, 'এবার একাই যেতে হবে আব্বু, সঙ্গি পাব না।' শরীফ সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'সঙ্গি না পেলে যেও না; চিঠি লিখে দাও, ও খুশি হবে।' 'জি আব্বু, আজই পাঠাবো।'

কখন বিশ্ববিদ্যাপীঠের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করবে, সে আনন্দে মস্তিষ্ক টানটান; কি স্বভাবের সহপাঠী পাবে সে চিন্তায় মশগুল। কাঙ্ক্ষিত দিনে গাড়ি হতে নেমেই দেখলো মিস সাবিনা আক্তার মিষ্টি গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে পা রাখছে। পান্নাকে অভিনন্দন জানালে উভয়ে মিষ্টিহাসি উপহার দিল। পান্না চুম্বন করে বলল, 'ভেবেছিলাম সাক্ষাৎ হবে না, তা কেমন আছেন?' সাবিনা বলল, 'বচনবাক্যে ব্যাকরণ ভুল হলো। আজ বিদ্যাপীঠের প্রথম ক্লাস না এসে পারি? তা লাবণ্যময়ীর দর্শন পেলাম, সৌভাগ্য কি কম?' পান্না সাবিনার শাড়ীর আঁচল টেনে বলল, 'চমৎকার শাড়ী পরেছো, সুন্দর লাগছে।'

ঃ 'নিশ্চয় গরীবের প্রশংসা হচ্ছে, তা ফাহমিদা আহাম্মদের তুলনায় একটু কম। তা তোমাকেও চমৎকার লাগছে, বন্ধু।'

ঃ 'প্রশংসার অহঙ্কারে বন্ধুত্ব ভুলে যাব যে সখি!'

ঃ 'ন্যাকামি হলো মিস।' উভয়ে হেসে গন্তব্যে পা বাড়ালো। অদূরে দু'জন ভদ্রলোক বললেন, 'আ-রে! এরা তো সেই দু'জন, যারা পরস্পর নৃত্যগীতে মাতিয়ে ছিল।'

ঃ 'ঐ চেয়ে দ্যাখো সখি, ওদের নিকট আমরা পরিচিত।' বাকা নয়নে চেয়ে সাবিনা কইলো, 'সুনামের জন্যেই এসেছি এখানে চিহ্নিত হওয়াই কাম্য, যেন কারো শ্যেনদৃষ্টিতে না থাকতে হয়। কেউ ঠকাতে সাহস পাবে না।'

ঃ 'দারুণ শোনালে।' শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হলে সহপাঠীরা স্বাগত জানালে পান্না হেসে বলল, 'কী সখি ব্যক্তিত্বের উপহার পেয়েছো তো? এসো বন্ধুদের মাঝে ঢুকে পড়ি।'

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

যৌবনে কারো থামার সময় নেই, প্রত্যকেই জীবন গড়ার তাগিদে ছুটছে। উঁচুস্তর বেছে নিতে হবে এখনই, এখনই সময় নচেৎ অতল কৃষ্ণগহ্বরে ছিটকে পড়বে। কারো পশ্চাৎ তাকাবার সুযোগ নেই, সর্বক্ষণ লেখাপড়া ও গবেষণায় ব্যস্ত। নতুন শিক্ষার ধারায় পান্নার একটি বৎসর অতিবাহিত হলো।

ক্লাস শেষে সাবিনা বলল, 'হে-রে পান্না, গতকাল অশ্বত্থ ছায়ায় অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিন্তু প্রতিনিধি স্বরূপ চিঠি লিখে গিয়েছিস।' পান্না হেসে কইলো, 'নিশ্চয় নতুন প্রেমিকের সন্ধান পেয়েছিস, এই তো। তা বুঝেই দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়নি, দৌড়ে গিয়ে মায়ের কোলে বসে পাকা কলা খেয়েছি। ভালো হয়নি রে সাবিন? তা ছাড়া বেহুদা সময় নষ্ট করার মানে হয় না। আনকোরা আমদানি ঐ প্রেমিককে বলিস, অধ্যয়ন শেষে যেন বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে; পরীক্ষায় পাস হলে প্রেম শুরু হবে।' সাবিনা চোখ টিপে কইলো, 'কেন রে, প্রেম করতে ভয় হয়?'

ঃ 'ড্যাডির হুকুমে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা কৈশোরে শেষ করেছি।'

ঃ 'তাই, আঙ্কেল কী বলেছিলেন?'

ঃ 'বলেছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে বেহুদা আলাপ যেন না হয়।'

ঃ 'হায়রে কপাল, ভালোবাসা কখনো মাতাপিতাকে জানিয়ে করে? পিচ্ছিল পথের আনাগোনা গোপনেই চলে।'

ঃ 'পিতামাতারাই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। তাই আমি চাই না তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলুক।'

ঃ 'এই যে কপোতিরা অভিসারে এসেছো নিশ্চয়, তা আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

ঃ 'ওগো প্রেমান্বেষণ নাগরী পাগলদের অভিসার দিনের বেলায় চলে। নিশীথে সঙ্ঘ মিলে ছকবাঁধা নিয়ম নেই। তা থাকবে নাকি আমাদের সঙ্গে, নতুন নাগরের সন্ধান পেয়েছি; তোকে পেলে খুশিই হবেন।' সাবিনা তন্বীকে কাছে ডাকলে, তন্বী ঝরাপাতা একত্র করে সেখানে বসে কইলো, 'তোরা কী নিয়ে এতো গভীর আলাপ করেছিস, নিশ্চয় প্রেমের অভিসন্ধি?' সাবিনা ধাক্কা দিয়ে

www.pathagar.com

কইলো, 'না-রে তন্বী, তুই তো জানিস; অনেক ছেলে পান্নাকে ভালোবাসে কিন্তু পান্না কাউকে সুযোগ দিচ্ছে না। ও আরও উল্টা বলছে, 'যদি কেউ ভালোবাসে তাকে বলিস ড্যাডির কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে।' সাবিনা তন্বীকে খুঁচা দিয়ে পান্নার গায়ে ঠেলে দিলেও পান্না নিরুত্তর কিছুই বলল না। পান্না ঘাসের ডগা ছিড়ে আকাশকুসুম ভাবছে। পান্নাকে নীরব দেখে তন্বী কপোল টিপে বলল, 'এই যে নাগরী তোকে তো বোকা ভাবা যায় না, তবে কিছু কিছু কাজে হাবাদেরকে হার মানাছ। তুই ঐ দূরপানে কী দেখছিস? আমরা প্রাণবন্ত আর তুই উদাসিনী, স্বভাবটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

ঃ 'না হওয়াই স্বাভাবিক। যারা নগদ চায়, তারা দূরের সুন্দর কী করে বুঝবে। শিক্ষাজীবনে প্রেমপ্রণয় ভালোবাসা দেহমনের প্রশান্তি হলেও ভবিষ্যতের সুখনীড় বিনষ্ট। তা যৌন মাতালগণ, ঐ দূরে কী দেখছি–দেখবে? অনুসন্ধান করে দেখ তো সখিগণ ডানদিকে তিনটি গাছের পরেই দেবদারুর শাখে পাতিকাকের বাসা, আর ঐ কাঁঠাল গাছের ডাঙ্গাডালে শালিকদম্পতি খড়কুটা জড়ো করেছে। পুষ্করিণীর পাড়ে মহীভূতের পাতায় বাবুই পাখি নীড় তৈরি করে বায়ুতে দুলছে। প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা বেশি সুন্দর; কাকের বাসা, শালিকের নীড়, নাকি বাবুই পাখির ঝুলানো আস্তানা। বলো তো কোনটা নেবে? নাকি সারাজীবন নীড়বিহীনে চলবে। অপেক্ষায় রইলাম, দ্রুত সিদ্ধান্ত জানালে খুশি হবো।'

ঃ 'ওগুলো ক্ষণস্থায়ী, প্রতি মৌসুমে তৈরি হয়।'

ঃ 'আমাদের জীবন অনন্তকালব্যাপী আবাসও চিরস্থায়ী, তাই অনন্ত যুগ চলবে প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা; তাই নয় কি তন্বী। প্রাণী যে ক্ষণস্থায়ী সেটা ভুলে গিয়েছো নিশ্চয়, এই তোমাদের চিন্তাধারা।'

ঃ 'তোকে চতুর মনে করেছিলাম-রে পান্না, এখন দেখছি সেকেলে; আমাদের এ জীবনটাই ক্ষণকালের, তাই এসো নিত্যনতুন মজা ভোগ করি।'

ঃ 'না-রে তন্বী পারি না। আমাকে মাতাপিতা প্রত্যেকেই ভীষণ ভালোবাসেন; তাদের মনে আঘাত দিতে পারবো না। তোরা তো দেখেছিস কত ছোকরা জ্বালাতন করে ভালোবাসা পাবার জন্য কিন্তু তা পারি না-রে তন্বী! তা হয় না। নারীদের ধৈর্যই অবলম্বন। সঠিক সময়ে সঠিক বর এলে বিয়ে করে ভালোবাসবো। এখন প্রেম করার কোনো মানেই হয় না। আমার সর্বক্ষণ মনে হচ্ছে অনেক চড়াই উতরাই অতিক্রম করতে হবে। তোরা ভেবেছিস শিক্ষা শেষে সংসার করে কর্মজীবনে দেশ গড়বি। আমারটা এখনো কোনো চিন্তাই করিনি।' পান্না ভঙ্গিহীন ভাববিহীন খুঁচিয়ে কথাগুলো বললে কারো মনে দাগ কাটলো না। কেউ কিছু বলার ভাষাও খুঁজে পেল না। অন্যমনস্কে নীরব রইলো।

www.pathagar.com

প্রেমপিপাসী তন্বী অনেকক্ষণ নীরব থেকে সাবিনাকে ধাক্কা দিয়ে কইলো, 'না-রে সাবিনা! এখানে আর থাকবো না। চল যাই, রসহীন যৌবন নিয়ে বসে থেকে লাভ নেই।' সাবিনা চোখ টিপে কইলো, 'তুই তাড়াতাড়ি যা, নাগরেরা পথে দাঁড়িয়ে রইছে যে, দেরী হলে গোস্বা করবে।'

ঃ 'তোরা আমাকে সহ্যই করতে পারিস না-রে সাবিনা। সারাক্ষণ চোখ টিপে কথা বলিস, তোদের কাছে প্রেমের গল্প করবো না; এই দিব্বি করলাম।' কথার প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'হে-রে সাবিন! আসার পথে দেখলাম তোর গাড়ির দু'টি চাকায় হাওয়া নেই, চালক সাহেব লাপাত্তা। পান্নার জিপের এক চাকার হাওয়া বাতাসে মিলেছে।'

ঃ 'তা হবে কেন! চালক তো ওখানেই ছিল।'

ঃ 'ড্রাইভার সাহেব আড্ডা দিতে গেছেন, সেই ফাঁকে চাকার হাওয়া তার পিছু নিয়েছে। জানতাম রে সাবিনা, জানতাম অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে। ভালোই হলো, আলসেমির সেলামি পেলাম। শারীরিক পরিশ্রম করা যাবে। বাবার বন্ধুর ছেলেগুলো লেখাপড়া বির্সজন দিয়ে মেয়েদের পিছনে সময় কাটাচ্ছে। যত্তসব বখাটের দল। হ্যাঁ-রে তন্বী! তোর সখার বন্ধুদেরকে বলিস, তারা যেন সঙ্গে বেদনানাশক মলম রাখে। আর আমি সুযোগ পেলেই তাদের দু'পাটির দাঁত খুলে দেবো।' তন্বী ক্ষণকাল ডাগর চোখে চেয়ে থেকে গন্তব্যে পা বাড়ালে পান্না ও সাবিনা গাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো।

সাবিনা গাড়ি রাখার স্থানে গিয়ে দেখলো দু'চাকার টিউববাল্ব উধাও। পান্নার জিপের একটি চাকার হাওয়া শূন্য, তবে বাল্ব খোয়া যায়নি; কাছেই পড়ে রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, সাবিনার গাড়িচালক এখনো নিখোঁজ। পান্না সাবিনাকে বলল, 'সাবিন তুই এখানে একটু দাঁড়া, আমি চালক সাহেবকে আবিষ্কার করি।' কচিখুকির ন্যায় চেয়ে থেকে সাবিনা কইলো, 'সে কিরে! কোথায় কী করবি। না-রে ভাই ঝামেলা করে লাভ নেই। তার চেয়ে চল দু'জনে এক সঙ্গেই যাই।' 'পান্না ক্ষেপে কইলো, 'এটুকু বুদ্ধি নিয়ে ঢাকা শহরে থাকিস; তোরা কোন সাহসে পথে বের হস। আমার সঙ্গে যেতে হবে না ঐ চালকই তোকে টেনে নিবে। ঐ চেয়ে দেখ তোর সিদ্ধিবাবা সিদ্ধির গুণে রাজাবনে কাঁঠাল গাছের নিচে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন।' সাবিনা রেগে ফেটে পড়ার উপক্রম হলে পান্না থামিয়ে বলল, 'ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই, ওর মাথায় হাজার টনের বোমা ফাটালেও ফল হবে না। ওকে ঘুমানোর সময় দিতে হবে। তার চেয়ে চল জরুরি কাজগুলো সেরে ফেলি, ও দু'ঘণ্টা ঘুমানোর সময় পাবে। সাবিন-রে এ

www.pathagar.com

ব্যাপার নতুন নয়। ওরা সুযোগ পেলেই এ কাজ করে।' পান্না ঝটপট নিজের গাড়ির অতিরিক্ত চাকা পাল্টালো। সাবিনার গাড়ির পিছন ডালা খুলে এক চাকা বের করে পাল্টিয়ে নিলো, অপরটি ইটে ঠেশ দিয়ে ভল্কানাইজিং দোকানের উদ্দেশে ছুটে বলল, 'জানোয়ারের বাচ্চাদের সামনে পেলে হাঁটু ভেঙ্গে হাতে ধরিয়ে দিতাম। বজ্জাৎ ছোটলোকের বাচ্চারা সামনে কিছু বলার সাহস পায় না, পিছনে যানবাহনের উপর অত্যাচার চালায়।'

চাকা সেরে ফিরে দেখলো, চালক সাহেব তখনো বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সাবিনাকে বলল, 'বাকি কাজগুলো ওকে দিয়ে না করালে 'শালার পুতে' বিশ্বাস করবে না। আয় ওর গাঁজা টানার মজা দেখাই, দেরী করিস না, একটু সাহায্য কর।' চালকের ঠ্যাঙ্গে রশি বেঁধে ঠাণ্ডা পানি মাথায় দিলে হাউ মাউ করে উঠলো, কিন্তু ফল হলো না। গাছের সঙ্গে ঠ্যাং ঝুলানো। পান্না তেড়ে বলল, 'এই শালার পুত, গাঁজা টানার কত স্বাদ এখনো বুঝনি। তোকে বেতন দেওয়া হয় না নিমক হারাম, ময়লা খেয়ে বাঁচো? আজন্মা নচ্ছারের বাচ্চা।' ক্ষেপে আরও এক বালতি পানি ঢাললে গাঁজারাজার জ্ঞান ফিরলো। পান্নার হুকুমে ঝুলে ঝুলেই বাঁধন খুলে ভিজা কাপড়ে গাড়ির পানে ছুটলো। পান্না পিছনে এসে বলল, 'তোমার গাড়ির অবস্থা বুঝে নাও এবং কী করতে হবে তাড়াতাড়ি করে ফেলো। আমরা পাশেই আছি।' চালক সাহেব গাঁজাখোর হলেও বুদ্ধি ভালো। গাড়ি দু'টি ঘুরে ঘুরে দেখে যা করার করে নিলো। পান্না বলল, 'সাবিনা আমার গাড়িতে উঠো, শালার পুতে একা যাক। এখনো কী করে বলা যায় না, কাউকে সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না।'

একসপ্তাহ পর দুপুরে দু'টো ক্লাস থাকায় পান্না ইচ্ছে করেই কালোঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে, পিছনে মাতার নিষেধ মানেনি গোঁয়ার্তমে এসেছে। বিদ্যাপীঠের আম গাছের শিকড়ে ঘোড়া বেঁধে পাঠ্যবিষয়বস্তু শুনছিল। নব্বই মিনিট পরে জনতার হইহুল্লোড় তাকিয়ে দেখলো, ঘোড়ার পাশে লোকজন জটলা করছে। সাবিনা কইলো, 'সখি, প্রেমকাঙ্গাল মায়াজালে আটকা পড়েছে। তাড়াতাড়ি চল ওকে মুক্ত করতে হবে।' পান্নার অক্ষে বিদ্যুৎ ঝলকালে তৎক্ষণাৎ মৃদুকণ্ঠে বলল, 'সাবধান! ওদের কাছ থেকে দূরে থেকো, প্রেমের ফাঁদে শিকার ছোটাছুটি করুক।' 'কী বলছো পান্না বুঝতে পারছি না, খুলে বলো।'

পান্না বুঝলো সাবিনা আঁচ করতে পারেনি, হেসে কইলো, 'এখন বলে লাভ নেই, চল চাক্ষুস দেখাই। ঐ দেখ নতুন নাগর আটকা পড়েছে। এখন কাউকে কিছু বলা যাবে না। ওখানে জনতার ভিড়, ওদেরকে ঠেলে অনুকূলে পৌঁছতে

www.pathagar.com

হবে।' তখনই ওরা হন্তদন্তে এগুলে কয়েকজন যুবক ওদের পাহারায় অগ্রসর হলো। এ রকম ঘটনা ঘটবে পান্না পূর্বেই ভেবেছে কিন্তু সাবিনা চমকে গেল। পান্নাকে বলল, 'কী হয়েছে-রে পান্না?' 'নাহ্ঃ! তেমন কিছু না। জীবিত থাকার অধিকারে যা করতে হয়, তাই ঘোড়ায় করেছে।'

পান্না যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি দেখে আশ্চর্য হলো, স্বয়ং উপাচার্যও উপস্থিত সেখানে। ছেলেরা চেঁচালো, 'এই যে মক্ষিরাণীরা মজা সামলাও, বাহাদুরি দেখাচ্ছিলে; কখনো গাড়ি, কখনো মোটরবাইক, আজ আবার ঘোড়া নিয়ে এসেছো। চেয়ে দ্যাখো তোমার ঘোড়ায় কী কর্ম করেছে।' বক্তা বলেই ফেটে পড়লো। পান্না দেখলো ঘোড়ায় একজনকে কাপড়ে ধরেছে, অপরজনকে লাথি মেরে পাশেই ফেলেছে। আর কাউকে কাছে চাপতে দিচ্ছে না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, কান্নাকাটি হইহুল্লোড়ে লোকজন জড়ো হয়েছে। ছাত্রদের চেঁচামিচি শুনেও পান্না বিচলিত হলো না। সাবিনা চিৎকার দিয়ে বলল, 'ঐ পান্না! ওদেরকে বাঁচা! ওরা মারা যাবে-রে পান্না! তাড়াতাড়ি বাঁচা!' পান্না জনতার দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে কিছু বলতে চেয়ে থেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়ায় কামড়ে ধরা সহপাঠীকে মুক্ত করে পাছায় লাথি মেরে দূরে ছিটকে দিলো। অপরজনকে একা টেনে তুলতে পারলো না, বেচারা আঘাতে কান্নাকাটি করছে; তবু তাকে জামার কলার টেনে ধমাধম ঘুষি মেরে বলল, 'শালা বাইনচ্যুতের বাচ্চারা, খামাখা ঝামেলা বাঁধায়, কুত্তার বাচ্চারা মানুষও চেন না, জন্তু জানোয়ারও বুঝ না। জানোয়ারের বাচ্চাদের সারাক্ষণ দুষ্টুমি করতে ভালো লাগে? ইতরের বাচ্চারা ভাগো এখান থেকে।' ওদেরকে ছাড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলল, 'ঐ দু'শালার পুতকে ঠাণ্ডা পানিতে চুবিয়ে এনে আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করুন।' পান্না খিস্তি ও ভেংচি দিয়ে ভাবলো, এই মুহূর্তে উটকো ঝামেলায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে চরম অবনতি ঘটবে। শিকড় হতে ঘোড়ার লাগাম খুললেই উপাচার্য সাহেব বললেন, 'সাবধান, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বে।' পান্নার মনে হলো, বিজয় ডঙ্কা বেজেছে। তৎসঙ্গে জোর দিয়েই বলল, 'ইয়েস স্যার, আই অ্যাম রেডি ফর ইন্টারভিউ টু ইউ।' সঙ্গে সঙ্গেই জনতার বিদ্রূপ, 'এ দেখছি মহা বেয়াদবের ছাও-রে! ইংরাজিতে কথা কয়। স্যার, এর বিহিত করুন, নচেৎ আমরা সংগ্রামে যাবো।'

পান্নাও চেঁচিয়ে বলল, 'ইয়েস স্যার, দে আর রাইট। আমিও একটা বিহিত চাই। আজ এবং এক্ষুণই।' ঘোড়ার লাগাম খুলে সামনে এসে বলল, 'স্যার একটা কথা বলবো?' উপাচার্য সাহেব বললেন, 'তোমার সঙ্গে ঘোড়া থাকলে কথা বলবো না, তুমি অন্যায় করেছো বিচার হবে। পাগলা জন্তু শিক্ষাঙ্গনে

www.pathagar.com

ঢুকিয়েছো তোমাকে বের করে দেয়া হবে। কিছু বলার থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে বল, সুযোগ দেয়া হলো।' পান্না উপাচার্য সাহেবকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'জি জনাব! আপনাকে ধন্যবাদ।' পান্নার সুবিধাই হলো। মেঘ প্রার্থনার পূর্বেই বারিবর্ষণ।

পান্না লাগাম হাতে সোজা হয়ে বলল, 'আশা রাখছি অবাঞ্ছিত ঘটনার আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিচারকার্য শুরু করবেন। জনাব, আমিও এ বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্রী। হয় তো কিছু নিয়মকানুন না জেনেই শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে অন্যায় করেছি। তাই বলতে চাচ্ছি, পুরুষশাসিত সমাজে যুবতী নারী শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে অন্যায় করেছি এই তো? আর চতুষ্পদ জন্তুকে শ্রেণীকক্ষে না ঢুকিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম, সে জন্যে আরও অন্যায় হয়েছে।' পান্না সোজা হয়ে চড়াকণ্ঠে আরো বলতে লাগলো, 'মান্যবর উপাচার্য, শিক্ষকমণ্ডলী ও সহপাঠী ভাইবোন। আমি অন্যায়ের ফিরিস্তি দিয়েছি। যদি ঘোড়াটিকে ক্লাসরুমে নিয়ে রাখতাম, তা হলে এ অঘটন হতো না। আর ঐ ভদ্র পরিবারের দু'জন সন্তান চটের টুকরায় কেরোসিন মিশিয়ে ঘোড়ার লেজে আগুন ধরাতে চেষ্টা করতো না। তাই সভ্যসমাজের যুবকদের কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে ঘোড়াটায় ওদেরকে ধরে ফেলেছে। আপনারা নিশ্চয় জানেন, ঘোড়ায় কামড়াতে জানে ছাড়তে জানে না। আমি এখন এ স্থলে না এলে ওদেরকে মুক্ত করতে পারতেন না। এমনকি লাশ নেওয়াটাও দুষ্কর হতো।

আপনারা নিশ্চয় সংকল্প করেছেন, আমাকে শিক্ষাঙ্গন হতে লাঞ্ছিত করে বের করবেন। আমিও সে অপেক্ষায়। তবে সহপাঠীবৃন্দ ক্রুদ্ধ হয়েছেন আহত বন্ধুদেরকে পাছায় লাথি মেরে দূরে সরিয়েছি কেন। এটাও আমার অন্যায়। তবে অবশ্য বলতে বাধ্য হচ্ছি, ঘোড়ার আরজি মোতাবেক ঐ কর্ম আমাকে করতেই হয়েছে। আপনারা সুনজরে চেয়ে দেখুন ঘোড়াটা ওর বিচার পেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন ওর পিঠে পাঁচজন আরোহী দু'ঘণ্টা ছুটলেও ফেলবে না। আমার উপর আপনারা আক্রমণ করলে ও রক্ষা করতে না পারলেও এ স্থান হতে বিদায় নিবে না। তা হলে পোষা জন্তুটার কর্মকাণ্ড বিচার করুন, কে দোষী? ঐ চতুষ্পদ ঘোড়া, অবলা নারী, নাকি সভ্যসমাজের জানোয়ার মার্কা শিক্ষিত নাগরিক। সভ্যসমাজের অসভ্য কাজ বন্যপশুও পছন্দ করেনি, প্রচণ্ডরূপে প্রতিবাদ করেছে। আর আপনারা ঘোড়ার লেজে আগুন দিবেন, গাড়ির চাকার হাওয়া ছাড়বেন, মোটরবাইকের স্পার্কিংপ্লাগ খুলে নিবেন, চলার পথে কালি ছিটিয়ে হাসবেন, যত্রতত্র শিষ দিবেন, অঙ্গভঙ্গি করবেন, ঢিল ছুড়বেন। কখনো তা দেখে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদ করেননি।

www.pathagar.com

আপনাদের পাষণ্ডতম কর্মকাণ্ডে বন্যপশু জান বাঁচিয়েছে, আর অমনি বিচার বসিয়েছেন। কেন শিক্ষাঙ্গনে ঘোড়া ঢুকিয়েছি, তার বিহিত করতেই হবে। ঘোড়ার লেজে আগুন দিয়ে বিচারের আয়োজন করেছেন, সুস্থ বিবেক খাটাননি। উত্তম চরিত্রের পুরুষশাসিত সমাজী আপনারা। তাই শিক্ষিত সুশীলবৃন্দ আপনারা ভেবে দেখুন, 'কোথায় মানব, কোথায় ঘোড়া, কোথায় নৃগোষ্ঠীর ধর্ম? ওকে বশীভূতে ব্যবহার করি, প্রতিবাদ করে না। গায়ে আগুন দিতে গেলে তাকে ছাড়েনি, প্রতিবাদ করেছে। হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে জনাব, কোথায় নৃগোষ্ঠীর ধর্ম? কোথায় মনুষ্যত্বের কর্ম, কোথায় শিক্ষার মর্ম।' কথাগুলো বলে পান্না দাঁড়িয়ে রইলো, কিছুক্ষণ পর আবার বলল, 'আমার বক্তব্য শেষ জনাব, এবার বিচার করুন, শাস্তি দিন।'

পান্নার আক্রমণে শিক্ষকগণ ঘটনাস্থলে রইলেন না, যাবারকালে বলে গেলেন, 'বাপ-রে বাপ, কী ঝাঁঝালো রক্তের সন্তান-রে বাবা! মেয়ে নয়, যেন জ্বলন্ত অগ্নি। কে বলছে নারীরা অবলা! এরাও মানসম্মান রক্ষায় প্রতিবাদী কণ্ঠিকা। বাপরে বাপ ঘোড়াটাও সেরা ঘোড়া, এতো সুন্দর ঘোড়া কোথাও দেখিনি।' শিক্ষকরা চলে গেলে ছাত্ররাও উধাও। ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে রইলো। উপাচার্য সাহেব ঘটনার নায়কদের পরিচয় জেনে চলে যেতে উদ্ধত হলে সাবিনার সহ্য হলো না। প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'ডন্ট মাইন্ড স্যার, পান্না দোষী হলে, ঠিকই বিচার করতেন। এখন কেন বিচার বিনে চলে যাচ্ছেন, আচরণ বিমাতাসুলভ হচ্ছে না? আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, এ কেমন বিচার, ছাত্রী হলে প্রকাশ্যে বিচার করবেন, আর ছাত্র হলে গোপনে বিচার সারবেন। এই কি আপনাদের ন্যায়বিচার! আমাদের আর কিছু বলার নেই।' সাবিনা হাউমাউ করে কাঁদলে ছাত্রীরা বলল, 'স্যার, ও ঠিকই বলছে; বিচার এখানেই করতে হবে। আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই। আর অপমানিত হতে চাই না।' উপাচার্য সাহেব কারো পানে না তাকিয়ে অবনত মস্তকে অফিসে চলে গেলেন। আক্রোশে পান্না ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চাবুক হাতে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

পরদিন সকাল দশটা। পান্না ঘোড়া নিয়ে ফটক অতিক্রমকালে প্রহরী বাধা দিয়ে বললেন, 'আপা, গৃহপালিত প্রাণীসহ শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ নিষেধ, দয়া করে ঘোড়াটা বাইরে রাখুন।' পান্নার বুঝতে দেরী হলো না, ঘটনার মর্ম। বাঁধা যখন পড়েছে ঘোড়া বাইরে রাখতেই হবে। এখানে কিছু বলার নেই, ওনারা হুকুম পালন করছেন।

ঘোড়ার জীন খুললে প্রহরী চেঁচিয়ে বললেন, 'এটা কী করছেন?' পান্না লাগাম খুলে বলল, 'জি না ভাইজান, তেমন কিছু নয় ওকে মুক্ত করলাম। ও বিরক্ত করবে না। যদি ওর পিছনে লাগেন তবুও ধরতে পারবেন না। গুলি করা ছাড়া নাগাল পাবেন না।' থেমে আবার বলল, 'আমার বিশ্বাস ও বিরক্ত করবে না, তবু তো বলা যায় না, জন্তু; মানুষরূপী জানোয়ার তো নয়। তাই ছেড়ে দিলাম মাঠের ঘাস খেয়ে ফিরে আসবে। আর না এলেও ক্ষতি নেই, ও ঠিকই বাড়ী ফিরে যাবে।' জীনের থলি বেঁধে বলল, 'ভাইজান, আপত্তি না থাকলে এটা রেখে যেতে চাই।'

কর্কশ কণ্ঠে প্রহরী বললেন, 'জি না আপা! আপনার মালামাল পাহারা দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়োগ করেননি। আপনার জিনিস কোথায় রাখবেন তা আপনার ব্যাপার; এখানে নয়।' প্রহরীর আচরণে ক্ষুণ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বাড়ী ফিরবে তাও হচ্ছে না; ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়েছে। এখন ওকে ধরতে সময় লাগবে। ডাকলেও আসবে না। পেট না ভরা পর্যন্ত ওর অনুকূলে থাকবে। তাই থাক। প্রহরীটাও আচরণ ভালো করছে না। জীনের থলি ঘাড়ে বয়ে শ্রেণী পর্যন্ত যাবে, তা ঠিক হবে না। তার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম।

পান্না আকাশকুসুম ভাবছে, সময় গড়াচ্ছে, অযথা থাকছে; থাকতে হবে, যতক্ষণ না সুসময় আসছে। তখনই সাবিনা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই পান্না, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? কার অপেক্ষায় আছিস?' পান্না বলল, 'আগে গাড়ির পিছন ঢাকনাটা খুলে দে, পরে কথা বলছি।' থলিটা পিছনে রেখে বান্ধবীকে বলল, 'এ আমাদের নিয়তি-রে সাবিনা! এ আমাদের নিয়তি। আগামীকাল হয় তো বিদ্যাপীঠে আসা যাবে না।' পান্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে, সাবিনা বলল, 'আচ্ছা! এখন চল, ঘটনার খোঁজ নেয়া যাবে।'

www.pathagar.com

ক্লাস শেষে তন্বী এসে হন্তদন্ত হয়ে জানালো, 'অই পান্না, ছাত্র ঐক্যপরিষদ সভা ডেকেছে, তোকেও থাকতে বলেছে।' পান্না চিন্তা করে বলল, 'হু! ঝামেলা পুরোটাই পেঁচিয়েছে, ষড়যন্ত্রের শিকড় গভীরে ঢুকেছে রে তন্বী!' তন্বী বিমর্ষে বলল, 'সেই ছেলে দু'টিকে কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেছেন, সঙ্গে অনেকের জবাবদিহি চেয়েছেন।' এবারও পান্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এখানেই শেষ নয়-রে তন্বী! জট খুলতে সময় লাগবে। আচ্ছা চল দেখি ঐক্যপরিষদের ভাইয়েরা কী সংকল্প এঁটেছেন। সুযোগ পেলে কিছু বলার চেষ্টা করবো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনমন্দির পরিপূর্ণ, দেয়াল ঘড়ির কাটাদ্বয় উপরে সমকোণ; বিকেল তিনটা। রঙ্গালয়ের বারান্দায় ছাত্রছাত্রীরা পরস্পর তর্কে মশগুল। সাবিনা তন্বী ও পান্নার প্রবেশের সঙ্গেই সভাকার্য শুরু হলো। সভাপতির আদেশে ঘটনার পক্ষে বিপক্ষে তর্ক-বিতর্কে অনেক কু-মন্তব্য ছুটে এলো। সভাপতির মন্তব্য পূর্বে সমস্যার সমাধানের আশু প্রতিকারে কিছু বলার জন্যে পান্নাকে অনুরোধ জানালেন।

সন্তুষ্টি মনোভাবে বক্তার পিঁড়ে দাঁড়িয়ে পান্না বলল, 'ছাত্রঐক্য পরিষদের মান্যবর সভাপতি, বিজ্ঞ পরিষদমণ্ডলী ও শিক্ষার্থী ভাইবোন; অবলার সালাম। আমরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছি মূলত উচ্চ শিক্ষালাভের আশায়। আমাদের উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে দেশকে উন্নত করা। তাই চলার পথে অনেক কিছু ঘটবে; অবাঞ্ছিত ঘটনা নিয়ন্ত্রণ রেখে সামনে বাড়ানোই কাম্য। জ্যেষ্ঠ পূর্ববর্তী বক্তাদের কণ্ঠে ঘটনার সূত্রপাতের বিষয়বস্তু জানতে পারলাম। তাতে ঘৃণা ও পরিতাপ হচ্ছে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি শিক্ষালাভের আশায়, তাই অবাঞ্ছিত ঘটনা হতে শিক্ষা নিতে হবে; যাতে পরবর্তীকালে অঘটন না ঘটে। পূর্ববর্তী বক্তাদের উক্তিতে আরও জানলাম, যিনি গতকালের ঘটনার নায়ক তার শাস্তি হয়নি, শাস্তি হয়েছে নির্বোধ দু'ব্যক্তির। যারা প্ররোচনায় বোকামির পরিচয় দিয়েছেন, শুধু তাদের শাস্তি নয় শিক্ষা হতে বঞ্চিত করে নোংরা নরকে ছুড়েছেন। প্রশাসকবৃন্দের এ অন্যায় আদেশ মানা যায় না। এ অন্যায় আদেশ মানি না, মানবো না। যিনি অন্যায় করেছেন, তার শাস্তি হয়নি। যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের উপর খড়্গ তোলা হয়েছে। এ অন্যায় আদেশ মানা যায় না। আমি জোরকণ্ঠে বলছি, শাস্তিদাতাগণ আসল অপরাধীকে আড়াল করে খড়্গ ছুড়েছেন। তা এক্ষুণি তুলে নিন। আরও জানাচ্ছি, যদি আপনারা উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে না পারেন; তবে শিক্ষাদান হতে দূরে থাকুন। সরকার উচ্চশিক্ষার প্রতি সহনশীল। আপনারা সরকারি অনুদান গ্রহণ করে উদাসীন রয়েছেন। অজস্র অর্থ ব্যয়ে সামান্য

www.pathagar.com

পুথিপাঠ শুনিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বিদায় করছেন। আমরা নিজার্থ ব্যয় করে সকল স্তরের ঝুঁকি নিয়ে লেখাপড়া করতে এসেছি, শিক্ষাঙ্গনে অপদস্থ হবার জন্য নয়। আমাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। এখানে এসে স্বচ্ছ-জীবনকে কলুষিত করে যাচ্ছি। পরিশ্রান্ত পিতার অর্থব্যয়ে এ হতে দেওয়া যায় না। তাই আরও কিছু বলার জন্য সভাপতির নিকট সময় প্রার্থনা করছি।'

আবেদন মঞ্জুর হলে পান্না আবার বলতে শুরু করলো, 'ব্যক্তিগতভাবে বলছি, বহুজনের মাঝে কিছু সমস্যা হতে পারে; এমনকি সমষ্টিগত সমস্যাও হতে পারে। যাতে সমস্যা প্রকট না হয় সে জন্য পরিচালকমণ্ডলীর প্রতি আব্দার, তা হচ্ছে– (ক) এই শিক্ষাঙ্গন হতে কুড়ি কিলোমিটার ব্যাপ্তি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা। (খ) দূরদিগন্তের শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হলের ব্যবস্থা। (গ) আবাসিক হলের পাশে পাঠাগার স্থাপন। (ঘ) ব্যায়ামাগারসহ ক্রীড়াঙ্গন ক্ষেত্র তৈয়ার ও সংস্কৃতি চর্চার উন্মুক্ত নাট্যশালা স্থাপন। (ঙ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তম বিচারক নির্বাচন এবং ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। (চ) ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত যানবাহন রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। (ছ) শিক্ষাঙ্গন হতে স্থানীয় বহিরাগত ও অবাঞ্ছিত জনসাধারণ বিতাড়িত করা। ইত্যাদি সমস্যাসমূহ দূরীভূত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা কোমল শিক্ষার্থীরা বাইরে অসহায় এবং ভিতরেও সহায়হীন। এই কি আমাদের শিক্ষাজীবন! আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলছি, যে দু'ভাইয়ের উপর খড়্গ তোলা হয়েছে, তা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়া হোক। তা এক্ষুণি এবং অনতিবিলম্বে। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থী ভাইবোনদেরকে বলছি, আমরা প্রত্যেকেই বাবামায়ের সন্তান নিজ অর্থে লেখাপড়া শিখতে এসেছি; মাস্তানি করতে আসিনি। যদি কেউ মাস্তানি করতে চান দয়া করে কু-ধারণা ভুলে যান। কেউ কু-মতলব ভুলতে না পারলে, তাকে ছাড় দেয়া হবে না। এই আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। আমরা বাবামায়ের অন্নে পালিত রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। তাই মুক্ত কণ্ঠে বলছি, প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হোক, এই আমাদের কাম্য। সভাপতি ও সকল ভাই বোনদেরকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।'

উষ্ণতাপূর্ণ বক্তব্য শেষে পান্না পিঁড়ি হতে নামার সঙ্গেই সাধারণ সম্পাদক নিজেই সভাপতির আদেশের আবেদন জানিয়ে অপেক্ষায় রইলেন। সভাপতি আদেশ দেয়ার সাথেই সাধারণ সম্পাদক বলতে শুরু করলেন, 'শিক্ষার্থী ভাইবোন, কিছুক্ষণ পূর্বে মিস ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না পরিচালকমণ্ডলীকে সপ্তশর্ত আরোপ করে তা পূরণের আবেদন করেছেন। আমি তাকে সমর্থন

www.pathagar.com

জানিয়ে বলছি, ঐ শর্তগুলো পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করবো। আপনারা প্রত্যেকেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরদান শেষেই সভার সমাপ্তি ঘোষণা।'

ছাত্ররা স্বাক্ষরদানকালে পান্নার কাছে সাবিনা ফিসফিস করে বলল, 'কর্তৃপক্ষের প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের ফটোকপি পেলে ভালো হতো।' পান্না সাবিনার পরামর্শে চাঙ্গা হয়ে সভাপতির নিকট অনুরোধ করলো, 'ভাইজান! মনে কিছু করবেন না। কর্তৃপক্ষের প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের একখানা ফটোকপি দিলে ধন্য হবো।' বিচক্ষণ সভাপতি মৃদু হেসে বললেন, 'জি মিস আপনাকেই প্রয়োজন।'

ছাত্রপরিষদের দাবীনামার ফটোকপি সাবিনার হাতে দিয়ে পান্না বলল, 'নে-রে সাবিন তোর কাঙ্ক্ষিত কাগজখানা।' কাগজখানা হাতে নিয়ে সাবিনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। ফটকের নিকট এসে পান্না বলল, 'চালক ভাই এখানে আমাকে দয়া করে রেখে যান এবং গাড়িতে রাখা পিছনের থলেটা বের করে দিন।' পান্নার কথায় সংবিদ ফিরলে সাবিনা বলল, 'কাল শুক্রবার তন্বীসহ বাসায় এসো কাজে বের হবো। মনে থাকবে-রে পান্না? আসলে কাজটা তোর, আমি সাহায্য করছি মাত্র।' পান্না বলল, 'সখি যখন সাহায্য করছে, তার ইচ্ছেই পূরণ হোক।'

পান্নাকে দেখে প্রহরী এগিয়ে এসে বললো, 'আপা আপনার ঘোড়াটা দু'বার এসে ফিরে গিয়েছে। ঐ দেখুন পুকুর পাড়ে ঘাস চিবাচ্ছে। পান্না সাবিনাকে বিদায় দিলেও সাবিনা পান্নাকে রেখে গেল না, ফটকের ধারেই দাঁড়িয়ে রইলো। পান্না হেসে কইলো, 'দাঁড়িয়ে কেন সখি যেতে পারবো।' পান্না শিস বাজালে 'ব্লাক ডায়মন্ড' ছুটে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। রিক্সাযোগে তন্বী এসে বলল, 'কিরে সাবিন বাড়ী যাবি না?' 'যাবো সখি চল একত্রেই যাই।' জীন খুলে পান্না বলল, 'সাবিনা এগিয়ে এসে দেখ জীন কিভাবে পরাতে হয়।' তন্বী বলল, 'হ্যাঁ সাবিনা! ওর ঘোড়ার পাশে যাও, আর ওমনি ওটা তোমাকে আক্রমণ করুক। ওর ঘোড়াটা যে পাজি পুরুষদেরকেই মানে না, সুন্দরী মেয়ে মানুষ পেলে খামছিয়ে ধরবে।' জীনের ফিতা খুলে পান্না বলল, 'হ্যাঁ-রে তন্বী! আমার ঘোড়ায় নারী চেনে না, তোর মতো ঘোটকী পেলে পিছু ছুটবে।' জীনের ফিতা কষে চোয়ালে লাগাম পরিয়ে ব্যাগখানা জীনের সঙ্গে বেঁধে ঝটিকায় লাফিয়ে উঠলো। সাবিনা অবাক হয়ে বলল, 'সখি, সার্কাস দলে ছিলে নাকি কখনো?' পান্না হেসে কইলো, 'ছোট বেলার অভ্যাস তাই অসুবিধা হচ্ছে না। তা তন্বী আমার সঙ্গে যেতে পারো!' সাবিনা চোখ টিপে বলল, 'কিরে তন্বী, ঘোড়ায় যাবি নাকি রথে চড়বি?' দোদুল্যমনা তন্বী নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে পান্না ইটের পাজা ঘেঁষে বলল,

www.pathagar.com

এসো হে সখি জোড়ায় ঘোড়ায় চড়ি
গায়ের ওড়না উড়িয়ে যাই পিতৃবাড়ী

অক্লান্ত রবি দিবা শেষে বিদায় নিচ্ছে। ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে তাপ। এখনো পশ্চিম গগনে অগ্নিগোলকের আলোকরশ্মি ঊর্ধ্বাকাশে বিচ্ছুরিত। কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও হলুদের আবরণ। ধরণীর বুকে ঝিরঝিরে বায়ু বইছে। নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রায় প্রাণের চঞ্চলতা বাড়ছে। শ্রান্ত শরীরে শান্তির লক্ষ্যে কর্মব্যস্ত জনতা ঘরে ফিরছে। চিন্তাহীন ভাবনাবিহীন পক্ষিকূলও আশ্রয়ের উদ্দেশে ছুটছে। উত্তম নিরাপদ আশ্রয় ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক পাশে জামবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় পত্রপল্লবের আড়ালে অসংখ্য চড়ুই কিচিরমিচির শব্দে কোলাহল করছে। চমৎকার লাগছে ওদের নীড়ে ফেরার আনন্দ। নীড়ে প্রত্যাবর্তন প্রাণিকূল কেউ কারো অপেক্ষায় থাকছে না, নিজ নিজ গন্তব্যে ছুটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সকলেই আবাসগামী, কেউ কারো পানে তাকাচ্ছে না। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রছাত্রী অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। সকলেই ধেয়ে চলছে। বিদ্যাপীঠের কর্মচারীবৃন্দও কর্মস্থল ত্যাগ করছেন। পান্নাও তন্বীকে ঘোড়ার পিছনে তুলে সাবিনার অগ্রে ফটক অতিক্রম করলে সাবিনাও গাড়ি চালককে আদেশ করলো ঘোড়ার গতি অনুসরণ করতে। প্রথমেই পান্না ঘোড়াকে দুলকি চালে না চালিয়ে জোর কদমে চালনা করলো। ভয়ে তন্বী হাউ মাউ করে বলল, 'এই পান্না, পাগল হয়েছিস?' পান্নাও তন্বীকে ঠাট্টা ছুড়ে বলল, 'প্রেমপিয়াসী নাগরী, এবার ঘোড়ার প্রেমে চলো।' 'কী বলিস! ঐ-রে পান্না পড়ে যাবো যে। আস্তে যা।' পান্না ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'না গো সখি না; পড়বে না! আমি যে রয়েছি পাশে। দু'বাহুতে আকড়ে ধর সখি, নরোত্তাপ উপলব্ধি কর এ নারীর গা ঘেঁষে।'

সারাদিন তাজা ঘাস খেয়ে প্রশান্ত মনে পান্নার কালোহীরে জোর কদমে ছুটছে। সদ্য নালপরা খুরে পিছঢালাই সড়কে ঠক ঠক শব্দে বাতাস কেটে যাচ্ছে। পশ্চিম-দিগন্তের সোনালী আভার কিরণ রংবাহারি আবীর ছড়াচ্ছে। ঘোড়ার কদমে দুলে তন্বী সাদা ওড়না উড়িয়ে নীল পরীর ন্যায় দুলে দুলে দোল খেয়ে যাচ্ছে। গোধূলির অম্লান আলোয় তন্বীর সাদা ওড়না বাতাসে উড়ছে। মনের আনন্দে দু'বান্ধবী বাড়ীপানে যাচ্ছে।

তুরাগ নদীর পশ্চিম তীরে আশুলিয়া নামক স্থানে লালমাটির টিলাটক্কর পেরিয়ে সেগুন শাল বনানীর আড়াল হতে অশ্বারোহী মিথুনরূপে উৎফুল্ল বদনে ছুটছে। পথিমধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা দু'যুবতীকে দেখে বিস্ময়ে চোখ রগড়াচ্ছে। কেউ আফসোসে বলছে, 'ঐ গেলো-রে।' কেউ বলল, 'কৈ-রে।' প্রথম জন বলল, 'দ্যাখ শালা পিছন ফিরে, দৈত্যরূপি কালোঘোড়ায় কী জিনিস যাচ্ছে

www.pathagar.com

চলে!' কেউ কেউ বলল, 'দেখছনি ভাই! কোনো তেজী রক্তের সন্তান কিভাবে যাচ্ছে দৌড়ে।' অন্যজন বলল, 'কালো ঘোড়ায় যাচ্ছে পরীর রাণী। এরা ধরার নারী নয়, স্বর্গের হ্লাদিনী। কে বা নয়নে নাহি হেরে ঐ রূপসিনী।' দ্বিতীয়জনে বলে 'শালা এরা নারী নয়, সাক্ষাৎ যমের ভগ্নি; ডাকাত রূপিনী যমুনা রমণী।' প্রৌঢ় বললেন, 'কখনো কি দ্যাখছো দাদা চেয়ে, বাংলার বুকে খোলামাঠ প্রান্তরে নদীর তীরে নারীদেরকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে? তাই ঋষিগণ বলছে, কলিকাল এসেছে, কতকিছু দেখবে এ আমলে।'

পান্না হর্ষহৃদয়ে উৎফুল্ল বদনে চিন্তামুক্তে চলছে; ক্ষণে ক্ষণে ভাবছে জীবনের প্রথম বাকযুদ্ধে বিজয়িনী হয়েছে। সহপাঠিনী বাতাসে ওড়না উড়িয়ে যৌবনের নবমুকুল মেলে রঙ্গমঞ্চের নায়িকা আবাসপানে যাচ্ছে এগিয়ে। ঘোড়সোয়ারীদেরকে পথিকবৃন্দ কতভাবেই দেখছে, কেউ বাহ্বা দিচ্ছে, কেউ সভ্যতার অতিরঞ্জিত ভাবছে। কেউ পাশ্চাত্য জীবনধারায় অনুভব করছে। পথচারিণী রমণীরা চোখ টিপে হাসছে, কেউ কেউ ছিঃ ছিঃ করে কটুবাক্য ঝাড়ছে। নরনারী মুখ খুলে অনেক কিছু বলছে। কেউ কেউ নানা কিছু ভাবছে। তাতে ঘোড়সোয়রীর কিবা আসে যাচ্ছে।

এখনো মিহির আলো মিলিয়ে যায়নি, অনুপম ধূসর গোধূলিলগ্নে। পথচারীগণ বাহনে বাতি জ্বেলে বাড়ী পানে যাচ্ছে। পেট্রোলপোড়া উদ্ভট ঘ্রাণে রাজপথে যান্ত্রিক যানের জ্যাম এড়িয়ে পান্না দুলকি চালে ঘোড়া চালাচ্ছে। সাবিনার রথ শহরের দ্বার-প্রান্তেই পান্নাকে হারিয়ে ফেললে পথিমধ্যে ওদের বিচ্ছেদ ঘটলো।

পান্না নিজ বাড়ীর ফটকে ঢুকলে তন্বী বলল, 'মনে কিছু করিসনে পান্না! ঐ বাগানের ভিতরে কী তোদের বাড়ী?' 'হ্যাঁ-রে তন্বী মনে করার কিছুই নেই। এটা আমার পিতার আবাস। তোকে তোর বাড়ী না পৌঁছিয়ে এখানে এনেছি। তুমি আজ আমার মেহমান, কী রাজি?' 'আমি রাজি হলেও-মাতাপিতা রাজি হবেন না।' 'ঐ সমস্যার সমাধানের ব্যাপার আমার। কোথায় কী করতে হবে, সে বিদ্যা অনেক আগেই শিখেছি। নিশ্চিন্ত থাকো, আঙ্কেল যদি থাকতে না দেন; তবে তোমাকে অবশ্যই পৌঁছে দিবো ওয়াদা করছি। এবার রাজি?' তন্বী চুপ রইলো। মালীর হাতে লাগাম ধরিয়ে ব্যাগ আয়ার হাতে দিয়ে কদম আলীকে বলল, 'ভাইজান, ব্লাকডায়মন্ড তাজা ঘাস খেয়েছে, ওকে গোসল করিয়ে দানা দিন। আয়-রে তন্বী মা উপরে অপেক্ষা করছেন, কদমবুসি নিবে। তোকে দেখলে তিনি খুশিই হবেন।'

ওরা গোসল সেরে বের হলে কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'হে-রে পান্না, তোর বান্ধবীর বাসায় 'তার' করে দে। বল, আমার অনুরোধে এখানেই থাকবে।'

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

নৈশভোজের সংকেত বাজলে প্রত্যেকেই খাবার ঘরে হাজির হলো। কেয়া আহাম্মদ তন্বীর থালায় অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে বললেন, 'আজ আমার খুশির দিন, এই প্রথম পান্নার বান্ধবী এসেছে। কী যে আনন্দ লাগছে, ভাষায় বুঝাতে পারছি না।' কেয়া আহাম্মদের ব্যস্ততার ফাঁকে শাহেদ চুয়ার মাথায় খুঁচা দিলে চুয়া ফুস করে কইলো, 'দিদিমণির ভার্সিটির বান্ধবী বেড়াতে এসেছেন।' চুয়ার কথা শেষে পান্না বলল, 'ভাইয়া! ও তন্বী, আমার সহপাঠিনী।' ক্ষণিক নীরব থেকে আবার কইলো, 'তন্বী! এ আমার ভাইয়া, লঘুভারের গুরুজন। পেশায় মাবনরূপী বানরের শিক্ষক। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার হলে সম্মান পেতেন। সমাজবৃক্ষের মাননীয় পণ্ডিত, তাই লোকে উঁচুডালের বানর বলে ডাকে। তবে কোথাও সম্মান পাচ্ছেন না। আর বাঁদর বানানোর কারখানায় উনাকে ইজ্জৎও দিচ্ছে না। স্কুলের শিক্ষককে ছাত্ররা কুর্ণিশে সালাম করে। আর ওনাকে দেখলে সালাম তো দূরের কথা, বানরগুলো আরও জোরে গাঁজার কল্‌কে টান দিয়ে গালভরে ধোঁয়া ছাড়ে। দেখিস না, বিশ্বপণ্ডিত মস্তকে কত লম্বা চুল রেখেছেন। ছিঃ! দেখলে ঘৃণা হয়, ঐ কেশগুলোতে উকুনের বাসা। মাদীবাঁদরগুলো সুযোগ পেলেই উকুন মেরে ফেলতো কিন্তু তা পারে না, উনার বাঘিনীরূপী একজন মা রয়েছেন; তাই। সে ভয়ে বানরীগুলো পালিয়ে বেড়ায়। ভাগ্যিস উনার জাঁদরেল মা ছিলেন। তা না হলে খবর ছিল। আর এই সম্মানী ব্যক্তি গরুও বুঝেন না, গাধাও চেনেন না। সর্বক্ষণ ভ্যাঁ ভ্যাঁ করলে তখন লোকে ছাগল বোঝেন। দেখিস না! চুয়ার মাথায় খুঁচা দিয়ে তথ্য জানলেন তুই কোথা হতে এসেছিস। গর্ধভ না হলে এটা পারতেন? এবার বোঝ কত নিচুমানের হ্যাংলা পুরুষ। অবশ্য বাঁদরের শিক্ষক বলেই পেরেছেন, সে জন্য বিরক্ত হবার কিছু নেই।'

প্রতিবাদে তন্বী কইলো, 'এতো অপমান করিস কেন ভাইয়াকে, উনি শিক্ষকতা না করে সরকারি অফিসের কর্মকর্তা হতে পারতেন, তাতে আরও সম্মান বাড়তো।' পান্না তেড়ে কইলো, 'তা করবে কেন, চাকরি করলে ঘুষ লেনদেন করতে হবে। তাই শিক্ষকতা বেছে নিয়েছেন। যেন ঘুষ লেনদেন না করতে হয়। তবে বিশ্ববিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করে উঁচুদরের ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ

www.pathagar.com

ও চোরের সংখ্যা বানিয়ে চলছেন, এটা নিশ্চয় গর্বের ব্যাপার। দেখ না পত্রপত্রিকায় উঁচুপদস্থরা কিভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন, নিম্নদেরকে ঠকানোর প্রতিযোগিতায়। আত্মসাৎ করে কে কত সম্পদের পাহাড় গড়বেন, সে চিন্তায় বিভোর। আবার কেউ কেউ শ্রমিক ঠকিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি হাঁকছেন। ওনারা পদভারের ধাপ্পাবাজিতে শানশৌকতে দিন পার করছেন। দেশবাসী কি সে হিসাব রেখেছেন? রাখেননি। চোখ খুলে দেখেননি উঁচুরা কিভাবে আলিশান অট্টালিকায় বাস করে বিলাসবহুল গাড়ি হাঁকছেন। পাশাপাশি শ্রমজীবীরা অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে বিলীন হচ্ছে, সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে। সচেতন ব্যক্তিরা তা কি কখনো উপলব্ধি করছেন? করেননি। অফিস, আদালত, ব্যবসাক্ষেত্র, হাটে, ঘাটে, মাঠে শ্রমজীবীরা শিক্ষিতদেরকে সালাম সম্বোধন করে কিন্তু পদভারীরা সালাম গ্রহণ তো দূরের কথা আরও "তুই তুচ্ছ" আচরণ করছেন। কখনো বয়সের তারতম্যও বিবেচনা করছেন না। উনারা সর্বদা বাবুর্চী, আর্দালী, গাড়োয়ান ও সহকারীর সেবা নিয়ে থাকেন কিন্তু কাজ শেষে তাদেরকে সহ্য করেন না। ওনারা নিজেদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে দেবতারূপে ভাবছেন। ঐ শিক্ষাগুরুরাই তো এগুলো শিখাচ্ছেন। কিন্তু এই সমাজ বুকে উহা প্রতিকারের সুযোগ নেই, থাকবেও না। সে ব্যবস্থাও এই মহাপণ্ডিতগণ পাকাপোক্ত করে যাচ্ছেন, যেন উঁচুরা উঁচুতেই থাকে–নিচুরা তাদের পদপিষ্ট হয়।'

পান্না দু'লুকমা ভাত উদরস্থ করে আড়চোখে চেয়ে দেখে আবার বলল, 'শ্রদ্ধেয় ভাইজান আমি আর কতশ্রেণী অতিক্রম করলে ঐ নীচুস্তরের মানুষদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে পাবো?' শাহেদ রাগে ভাত তরকারি মেখেই চলছে, খেতে পারছে না। পান্নার কটুবাক্যে প্রত্যেকেই নীরব। নীরবতা ভঙ্গ করে তন্বী বলল, 'আমার মন্তব্য ঠিক হবে না, তবু বলছি, 'আমরা বাংলাদেশের বাঙালিজাতি স্বীয় সম্মানকে উঁচুস্তরে দেখি, দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ রক্ষা করছি না। শিক্ষাশেষে কর্মপদ পেয়ে মোড়লগিরীর স্বভাবে মনুষত্ব হারিয়ে পশুত্বে পরিণত হচ্ছি।'

এবারও পান্না দেরী করলো না, কইলো, 'তোর মন্তব্য যুক্তিহীন নয়। তবে পরিতাপ হচ্ছে, গরীব ব্যক্তিরা সমাজ উন্নতির লক্ষ্যে তাদের সন্তানদেরকে সুশিক্ষা অর্জনের জন্য উচ্চশিক্ষালয়ে পাঠায় কিন্তু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অশিক্ষিত খেটে খাওয়া ব্যক্তিদেরকে ক্ষুদ্রজীব হিসাবে গণ্য করে নিজেকে "ইয়া বড় হুনুমান" ভাবছে। আর কু-রুচিস্বভাবের আচরণ করছে। সুশীলবর্গ খেয়াল করলেই উপলব্ধি করবেন, উচ্চ শিক্ষিতদের স্বার্থান্বেষী স্বভাব নিরক্ষরদেরকেও হার মানাচ্ছে। অশিক্ষিতেরা খিদের তাড়নায় চুরি করতে দ্বিধাবোধ করলেও,

www.pathagar.com

কতিপয় উচ্চ শিক্ষিতদের চুরি করতে কলমে বাধছে না; তারা চোখ বুঁজে কলমের খোঁচায় চুরি কর্মসেরে যাচ্ছে। তাই বর্তমানকালে সমাজে জনশ্রুতি রয়েছে সকল শিক্ষিতজনে চোর না হলেও, চোরেরা কিন্তু সকলেই শিক্ষিত। তারা ধর্মশাসন, দেশপ্রেম, জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের রক্তটানের তোয়াক্কা না করেই বলবৎরূপে চুরি ধর্ম করেই যাচ্ছে। তারা এতোই নিমকহারাম যে, শয়তানস্বরূপে মুচকি হেসে উঁচুস্তরে ঠাঁইও খুঁজে নিচ্ছে। আর শাসনকর্তাদের ছত্রছায়ায় অসৎ ব্যক্তিরা সুশীল সমাজে ঠাঁই পেয়েও যাচ্ছে, কারণ তারাও শিক্ষিত। দেরী হবে না বন্ধু! এ বাংলাদেশের বাঙালিজাত অতল কৃষ্ণগহ্বরে তলিয়ে যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাংলা অঞ্চল গরীব থাকবে না, তবে কোন জাতি গরীব থাকবে? যে জাতির পণ্ডিত নাগরিকগণ অশিক্ষিতদের প্রতি সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে তুচ্ছ করে, তারাই তো গরীব থাকবে? আর সে ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত হচ্ছে। এবার বুঝলে সখি, আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ঘুষখোর, সুদখোর, চোর-বাটপার ও দুর্নীতিবাজদের শিক্ষাগুরু।'

কন্যার বক্তব্যে কেয়া আহাম্মদ কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে শরীফ সাহেব হাঃ হাঃ করে হেসে হঠাৎ থামলেন। কর্মজীবনে যা দেখছেন, পুত্রীর মুখে তা উদ্‌গিরণ হলে সুপ্ত হৃদয়ে মৃদুঝাঁকি অনুভব করলেন। শাহেদ অভিযোগ করলো, 'আম্মি! আব্বুর আস্কারাতেই বেয়াদবটা উচ্ছন্নে গেছে। এবার সকলের ঘাড়ে চড়বে। পারলে এক্ষুণি একটা পাগলা পোলা ধরে ওকে বিদায় করুন। তবু দুষ্ট বিল্লীটা বাড়ীছাড়া হোক। ও অপকর্মের ধাড়ী চুরি করে দুধ খেয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ওকে তাড়াতাড়ি বিদায় করলে কয়েকদিন সুখে থাকবেন।'

কেয়া আহাম্মদ তন্বীর থালায় মাংসের টুকরা দিয়ে বাকিটা পান্নার থালায় দিলে পান্না বলল, 'ওহু আম্মি, এ থালায় নয়, ঐ থালায়। কয়েকদিন পরেই তো ওনার অংশীদারিণী আসবেন, তখন খেতে পাবেন না। আপনার বশিষ্ঠবৃষকে যা খাওয়াবার এখুনি খাওয়ান, পরে এ্যাঁটো ঝুটাও জুটবে না, ক্ষুধার্ত বানরীগুলো পিছু লেগেছে সুযোগ পেলে সব সাবাড় করবে। তখন কিছু বলতে পারবেন না।' এবার শরীফ সাহেব হাসলে চুয়াও সঙ্গ দিলো। চুয়াকে ধমকে কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'বাপের সঙ্গে এটাও পাল্লা দিচ্ছে, স্থানকাল কিছুই বুঝে না।' শাহেদ মুখের ভাত গিলে ঠোঁট চেটে বলল, 'পারলে ওকেও তাড়াও, এটাও বিরক্ত করবে।'

অভিমানে চুয়া ভাত না খেয়েই উঠে গেল, দাদি এসে বললেন, 'ভাইয়ের কথায় রাগ করতে নেই; ওরা মজা করছে। দেখবে তোমাদের ভাবীজান এলে তোমারই পক্ষ নেবে, তখন আরও মজা হবে। নাও ভাই, তুমি ভাতগুলো খেয়ে

www.pathagar.com

এই মিষ্টিগুলো খেয়ে নাও। ওকে দেবে না কিন্তু, ও তোমাদেরকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করছে।' বৃদ্ধার কথায় স্বামী-স্ত্রী হাসলে পান্না তন্বীকে নিয়ে হাত ধোয়ার গামলা পানে চলে গেল।

বিহঙ্গমের কলকাকলীতে তন্বীর ঘুম ভাঙ্গলে বারান্দায় এসে দেখলো প্রভাকর আলো ছড়াচ্ছে। ভোরের বাতাস নাতিশীতোষ্ণ। সুখকর বায়ু সুপ্ত-প্রাণে দোল দিচ্ছে। পাতার আড়ালে পাখিগুলো কলরবে মুখর। পশুগুলোও গা ঝেড়ে দাঁড়াচ্ছে, ঐ দলে গতকালের বাহনও। শিশিরসিক্ত পায়ে গোয়ালা এসে গাভী দোহিয়ে ফেনিল দুধ মালীর হাতে দিয়ে বিদায় নিলো। কর্মজীবনে মধুর সখ্য ওদের। তন্বীর দেরী সহ্য হলো না, প্রকৃতির চাপে সাড়া দিয়ে আবার এসে অদ্ভুত দৃশ্য যত দেখছে-তত মুগ্ধ হচ্ছে। বন্ধুদের মুখে শুনেছে পান্নার পিতা ঠিকাদারি ব্যবসা করেন। এখন দেখছে রীতিমত জমিদার। কোনো ঐশ্বর্যের অভাব নেই, সর্বত্রই শানশৌকতপূর্ণ। তরুতমাল আচ্ছাদনে ক্ষুদ্রবিপিন দৃষ্টিনন্দন বনশ্রী। অসংখ্য বন্যপ্রাণীর কলরব এখানে; নিখাঁদ এ কাননটুঙ্গি। চমৎকার পরিবেশে তন্দ্রানেশায় আকাশকুসুম ভাবছে, তখন পান্না এসে বলল, 'কেমন লাগছে-রে তন্বী, এ গরীব কুটিরখানি?' 'তোদের ফকির আলয় যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। ক্ষুদ্রজ্ঞানে কিছুই বুঝছি না, এ নিরিবিলি বাড়ীটা ভাবুকদের কুঞ্জ, নাকি ভিখারীর কুঁড়েঘর?'

মুচকি হেসে পান্না বলল, 'ধন্যবাদ সখি, মন্তব্যে খুশি হলাম। তাড়াতাড়ি গোসল সেরে লও, নাস্তা খেয়েই বের হবো। দুপুরে দু'টো ক্লাস আছে; বিকালে বন্ধুদের সঙ্গে বসতে হবে, সাবিনা উঁচু মহলে যোগাযোগ রাখছে; সে বিষয়ে আলাপ করতে হবে। মনে রেখো আগামীকাল নাস্তার পূর্বে সাবিনাদের বাসায় উপস্থিত থাকতে বলেছে। অবশ্য নীলাও সেখানে থাকবে।' 'নীলাটা কে-রে আবার?' 'কালই দেখবে, ত্বরা উঠো। এক্ষুণি মায়ের ডাক পড়বে। পরিষ্কার হয়ে নাও।' 'কিন্তু পান্না, আঙ্কেল কোথায়। তিনি কি এখনো ঘুমাচ্ছেন?' 'কেন রে তন্বী, ড্যাডির কী প্রয়োজন? তিনি সকালেই বের হয়েছেন, ফিরবেন বিকেলে। তা হঠাৎ তাকে স্মরণ!' 'স্মরণ করিনি-রে পান্না, অনুভব করছি, ওনার পরিশ্রমে বিশাল এ অবদান।'

তন্বী গোসল সেরে জীনসের প্যান্ট পরে রঙ্গিল কুর্তা ঝুলিয়ে বলল, 'হে-রে পান্না, তোদের বাড়ীতে মাঝে মধ্যে বেড়াতে পারবো, খুব পছন্দ হয়েছে। কর্মজীবনে এ রকম একটা বাড়ী তৈরির ইচ্ছা জাগছে-রে পান্না।' পান্না সুগন্ধি ছিটিয়ে বলল, 'আকাঙ্ক্ষা থাকাটা ভালো, তবে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। এখানে

www.pathagar.com

বেড়াতে আসবে, সর্বক্ষণ দুয়ার খোলা–প্রবেশ করলেই হলো।' খাবার ঘরে ঘন্টি বাজলে–পান্না কইলো, 'তন্বী-রে, ঐ তোর আন্টির পাগলা ঘন্টি বাজছে।'

খাবারশালায় বসে চুয়া দু'গাল দু'দিকে টানছে। পান্না ধমকে বলল, 'এই যে ম্যাডাম, এটা কী হচ্ছে? গাল টানছো যে।' 'খাবার গন্ধে মুখটা চুঁ চুঁ করছে; তাই শান্তি দিচ্ছি।' কেয়া আহাম্মদ রেগে বললেন, 'সুযোগ পেলেই পাজিটা দুষ্টুমি করতে ভুলে না, কিছু একটা করতেই হবে। ফাজিলটা বড়দের সঙ্গে তাল দিচ্ছে।' তন্বী বলল, 'চুয়া তোমার নামটা খুব সুন্দর, অর্থ জানো?'

ঠোঁট উল্টিয়ে চুয়া বলল, 'উনারা রেখেছেন, তাই অর্থ বলতে পারলাম না।' আর কেউ বলেনি?' চুয়া মাথা ঝেঁকে অসম্মতি জানালো। 'কেউ যখন বলেননি, তবে আমিই বলে দিচ্ছি; শোনে নাও। তোমার নামের অর্থ ফুলের মধু। খুশি হয়েছো?' চুয়া গাল কুঁচকে কইলো, 'মৌমাছিতে খেয়ে ফেলবে যে?' তন্বী নিঃশ্বাস টেনে বলল, 'তবেই জীবন সার্থক হবে।'

গরম পেয়ালা হতে ঠোঁট সরিয়ে তন্বী বলল, 'আন্টি মাঝে মধ্যে বিরক্ত করবো।' কেয়া আহাম্মদ হেসে কইলেন, 'পাগলী মেয়ে, মা কখনো বিরক্ত হন নাকি! তোমার দুর্বলতা এখনো কাটেনি, ঠিক হয়ে যাও। লেখাপড়া শিখছো অনেক কিছু করতে হবে, জানতে হবে। মনকে শোধরে নাও ভবিষ্যতে ঠকবে না। উপদেশ মনে রেখো।' তন্বী ঘাড় কাত করে বলল, 'জি আন্টি, আমরা কিন্তু চারজন।' 'তা হোক, একবার যখন বাড়ী চিনছে, সবগুলোই আসবে; আমার কোনো অসুবিধা নেই।'

গাড়ি বারান্দায় জিপ গাড়িটা ধুঁকধুঁকে কাঁপছে কিন্তু চালকবিহীন। গাড়ির দরজা টেনে তন্বী বলল, 'ঘোড়ায় চড়ে গতকাল শরীর ব্যথা হয়েছে, আজ কি মাথাব্যথা হবে?' 'ঠিকই বলছো তন্বী, ঘোড়ার চেয়ে এটা লাফায় বেশি, ঘোড়ার কষ্ট হলেও সোয়ারি নিয়ে ছুটে, কিন্তু এটা খাদে পড়তে আলস্য করে না।' 'তা বুঝলাম, কিন্তু গাড়িচালককে তো দেখলাম না; এগুলো দেখাশোনা করেন কে?' 'তুমি দেখছি আদি খেয়াল করছো। ড্যাডির বাহন নিজে চালন, ভাইয়া অন্যের ঘাড়ে চড়েন, আর আমারটা একাই চলে। আমি কখনো ঘোড়ায় চড়ে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গাড়ি হেঁকে, কখনো বাইকে ছুটে, সুযোগ পেলে বন্ধুদের ঘাড়ে, কোনো নিজস্ব চালক নেই আমার। তবে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সাহেব বাজার হতে শুরু করে সবই করছেন। জানি না উনার খেদমত আর কতদিন পাবো।' গল্পে গল্পে দু'বান্ধবী অগ্রসর হলো।

www.pathagar.com

ঊনবিংশ অধ্যায়

পরদিন আট'টা তেইশ মিনিটে সাবিনাদের বাসায় তন্বী ও পান্না যখন পৌঁছল, সাবিনা এসে কইলো, 'দেখ নীলা কে এসেছে।' নীলা এসে বলল, 'এতো দেখছি সেই যুবতী, সমুদ্রপাড়ের নাচনীওয়ালী।' পান্নাকে জড়িয়ে বলল, 'আরে ভাই, ভালো আছেন?' পরস্পরে আলিঙ্গনে মত্ত হলো।

চা পর্বে ওরা ঐকমত্য হলো। পরামর্শ অনুযায়ী নিদিষ্ট সময় মন্ত্রীপাড়ায় গাড়ি থামলে এক যুবক এসে বলল, 'এই যে ম্যাডাম, এই বুঝি আপনাদের আগমন। তা একটু দেরী হয়েছে বটে। আসেন আসেন তাড়াতাড়ি আসেন, বাবা এক্ষুণি বের হবেন।' বৈঠকখানায় সাবিনা ওর খালুর সঙ্গে বান্ধবীদের পরিচয় করালে ভদ্রলোক খুশিতে টইটুম্বুর। তিনি বললেন, 'মা মণি, কিছু বলার থাকলে তাড়াতাড়ি বলুন; আমি বের হবো।' সাবিনা পান্নাকে টেনে বলল, 'আঙ্কেল! ওরা কিছু বলতে এসেছে, দয়া করে একটু সময় দিন।' ভদ্রলোক সোফায় বসে বললেন, 'জি আন্টি অভিমত প্রকাশ করুন।' পান্না কুর্ণিশ করে বলল, 'আঙ্কেল, আমরা 'মুনীর চৌধুরী' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছি। তাই আমাদের আব্দার যাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না হয়। সেদিকে খেয়াল করলে ধন্য হবো।'

পান্নার সঙ্গে অন্যরাও সুর মিলাল, 'আমরাও একমত।' স্বল্পভাষী ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট এ দাবী পেশ করেছেন?' পান্না সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, থলে হতে একখানা খাম বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললেন, 'জি আঙ্কেল, এ সেই আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র।' পান্নার বুদ্ধির প্রখরতা দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আন্টি, আশা রাখি শিগগিরই সমস্যা দূর হবে। আমি দেখছি–এ প্রজন্মে অনেক ধারালো হীরে তৈরী হচ্ছে। খালামণিরা উপযুক্ত স্থানেই এসেছেন, কায়মনোচিত্তে মঙ্গল কামনা করছি।'

ভদ্রমহোদয় বের হলেই সাবিনার খালাতো ভাই এসে বলল, 'এই যে হাদিনীরা সময় মতোই শিকার ধরছেন, দ্রুত কাজ হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন শত

www.pathagar.com

শতাংশ সমাধান। তা ম্যাডামরা, মা কিন্তু অন্দর বাড়ী হতে ডাকছেন, চলুন ভিতরে চলুন। নাস্তা তৈরি, তিনি তারার ঘরেই অপেক্ষা করছেন।'

এর কয়েকদিন পর ক্লাস শেষে সাবিনা এসে বলল, 'আগামীকাল ভাষাদিবস উপলক্ষে বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা দিবসটি পালনের বিশেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমরাও আমন্ত্রিত। পান্না তুমি থাকলে আমিও থাকবো।' 'থাকতে তো হবেই, তবে রাতের ঠেলাঠেলির মধ্যে নেই, সকালে এসে যোগ দিবো। তৈরি থেকো–অনুষ্ঠান শেষে বাংলা গান গেয়ে বাড়ী ফিরবো।'

পরদিন তুরাগ নদীর পশ্চিমপাড়ে সবুজ লতাপাতার ফাঁকে 'মুনীর চৌধুরী' বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান চলছে। সেই ভোর হতে ছাত্রছাত্রীরা কণ্ঠ ফাটিয়ে বক্তব্য রাখছে। সকাল ন'টার পরে পান্নার ডাক পড়লে বক্তামঞ্চে দাঁড়িয়ে পান্না বলতে শুরু করলো–

আজ ভাষাদিবস উপলক্ষে মাননীয় শিক্ষক মহোদয়গণ, অনুষ্ঠান পরিচালক মণ্ডলী, মাতৃভাষা দিবস পালনকারী কমিটি, শিক্ষার্থী ভাইবোন ও শ্রোতাবৃন্দ; অবলার সালাম। আজ ইংরেজি বর্ষের দ্বিতীয় মাসের একুশ তারিখে মাতৃভাষা দিবস পালন করছি। অবশ্য বাংলাদেশীদের জন্য দিবসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশী নাগরিকগণ প্রতি বৎসর দিবসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করি। তাই বিচারকমণ্ডলী ও শ্রোতাবৃন্দ শুরু হতেই বলছি, 'আজকের ভাষাদিবস ফার্সি, উর্দূ ইংরেজি, বাংলা, অসমিয়া, ওড়িষ্যি, ছোট নাগপুরী, বিহারি নাকি হিন্দী। আর যে উদ্দেশ্যে ভাষাদিবস পালন করছি, তার পূর্বে জানতে হবে; আমরা কে, কী পরিচয়, কোথা হতে এসেছি। কোথায় আমাদের অবস্থান এবং কী কারণে ভাষাদিবস পালন করছি। আর আমাদের জাতির উদ্দেশ্য কী, আমাদের এ বাংলাদেশের ভূমির আয়তন কতটুকু সবই জেনে নিতে হবে। আমরা বাংলাভাষার ভূমির সঠিক তথ্য না জেনেই ভাষাদিবস পালন করছি; এ বিষয়ে পূর্ববর্তী বক্তাদের কণ্ঠে অনেক তথ্যই শুনলাম। উনাদের বক্তব্যে আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে বুক ভাসালাম। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম কর্মজীবনে মাতৃভাষা প্রয়োগ করবোই করবো।

আজ এই মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কত দিব্যিই না করছি। পরিতাপ হচ্ছে, মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সেমিনার সিম্পোজিয়াম শেষ করে ঘরে বসে হিন্দী ও ইংরেজি ছায়াছবি নিয়ে মত্ত থাকি। কর্মক্ষেত্রে ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় কাজ করি না। বন্ধুদের সঙ্গে হিন্দী ও ইংরেজি ভাষায় কথা না বললে পেটের ভাত হজম

www.pathagar.com

হয় না। ব্যক্তিত্ব জাহির হয় না। অথচ বাংলা ভাষাভাষী হয়েও ভাষাদিবস পালন করছি প্রতি বছর ইংরেজি বর্ষের দ্বিতীয় মাসের একুশ তারিখে, তবে বাংলার আটই ফাল্গুন ভুলেছি আমরা; হায় আমাদের বাংলাদেশী বাঙালির বাংলাভাষা।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি; অবলার বক্তব্যে কোনো রকম বে-ফাঁস তথ্য উচ্চারিত হলে শুধু আঙ্গুলি নির্দেশেই সরে দাঁড়াবো। আশা রাখি দাবীটুকু পূরণ হবে। তখন বলছিলাম, ইংরেজি বর্ষের দ্বিতীয় মাসের একুশ তারিখে ভাষাদিবস পালন করছি। এ তারিখটি কি ইংরেজি ভাষার মাতৃভাষা দিবস, নাকি অন্য কোনো ভাষার মাতৃভাষা দিবস। যদি বাংলা ভাষার মাতৃভাষা দিবস পালন করি, তাহলে বাংলাবর্ষের এগারো মাসের আট তারিখ, কিন্তু প্রতীকীতে বাংলা হরফে আটই ফাল্গুনের পরিবর্তে একুশে ফেব্রুয়ারি লিখছি। আমাদের গণনার মাস কি ইংরেজি বর্ষের? অথচ ঘটনার দিন ছিল আটই ফাল্গুন। মূল তথ্য হচ্ছে, আটই ফালগুন তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান অংশ বেয়াকুবের মতো অন্য ভাইয়ের মুখের ভাষা পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিল, তার প্রতিবাদে শিক্ষার্থী তরুণ সমাজ গর্জে উঠেছিল।

একটু দম নিয়ে পান্না বলতে লাগলো, 'সুধীসমাজ, বক্তব্যের মূল তথ্য হচ্ছে বাংলাভাষা। পাকিস্তানের পাঁচ প্রদেশের পাঁচটি ভাষা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশের ভাষা– বেলুচি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি ও উর্দু। পক্ষান্তরে পূর্বপাকিস্তানের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ছিল উর্দুভাষাভাষী, তারা অন্যান্য ভাষাভাষীদের প্রতি আক্রমণ করেনি। অথচ এগার শত মাইল (১৭৭০ কিলোমিটার) দূরে এসে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। বলাবাহুল্য, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদেরকে দুর্বল ও হেয় ভেবেছিল। তার অর্থ হচ্ছে, কেন বিশাল বাংলামুল্লুকে বাংলারাষ্ট্র রাষ্ট্র গঠন না করে দূরের ঐ উর্দুভাষীদেরকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠন করেছিল? তাই পশ্চিম পাকিস্তানিরা উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তার প্রতিবাদের তারিখ ছিল আটই ফাল্গুন; ইংরেজি একুশে ফেব্রুয়ারি। এখানে আরও উল্লেখ করার প্রয়োজন, তৎকালে পাকিস্তানের জন্মদাতা ভাষার আবেগে কত মারাত্মক ভুল করেছিলেন, তা উপলব্ধি করেছেন বিশ্বের বিবেকবান ব্যক্তিরা। সে প্রসঙ্গে একটু উল্লেখ করছি, কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রেতাত্মা লাহোরের বাসিন্দা মোহাম্মদ সানাউল্লাহর উপর আছর করলে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু দাবী নিয়ে লাহোর হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। তা হাই কোর্টবিচারপতি খাজা মোহাম্মদ শরীফ ঐ রিট খারিজ করেন। হায়রে উর্দু ১৯৪৮ সাল হতে

www.pathagar.com

২০১০ সাল পর্যন্ত ৬২ বৎসরেও মাতৃভূমিতে রাষ্ট্রীয়ভাষারূপে সম্মান অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু ১৭৭০ কিলোমিটার দূরে এসে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে ছিল তারা।

সুধীমণ্ডলী, 'ভারত উপমহাদেশে ইংরেজরা ইংরেজি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়েছিল ১৭৭৭ সালে। যা আজও ভারতবর্ষে দ্বিতীয় ভাষা রূপে প্রচলিত। কিন্তু সেদিন আমরা ভারতীয়গণ মাতৃভাষা ছেড়ে ইংরেজি ভাষা গ্রহণের জন্য সদলে পদলেহন করেছিলাম। তখন এতই ভীরু ছিলাম যে, মাতৃভাষা রক্ষার্থে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পাইনি। স্বেচ্ছায় মুখের ভাষা ছেড়ে প্রায় ১২০০০ কিলোমিটার দুরের ইংরেজি ভাষা গ্রহণে তৎপরছিলাম।

দ্বিতীয় কথা, 'আমরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুন পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের দিবস এবং ৩ রা জুলাই বাংলার শেষ নবাবের মর্মান্তিক মৃত্যুদিবস পালন করছি না। অথচ সেদিন গুটিকয়েক ইংরেজ বেনিয়ার হাতে পরাজয় বরণ করেছিলাম। তখন শতকোটি ভারতীয় মাতৃভাষার দরদে সোচ্চার হয়নি, নির্বোধের মতো হাত পা গুটিয়ে মাতৃভূমি হারিয়েছিলাম গায়ের চামড়া রক্ষার্থে, মুখের ভাষা ও মায়ের ভাষাও ভুলেছিলাম অপদার্থ ব্যক্তি রূপে, মা বোনের ইজ্জৎ বিলিয়েছিলাম বিদেশী প্রভুর মনোরঞ্জনে। তখন আঁতে ঘা লাগেনি। কারণ তখন শতকোটি ভারতবাসী ইংরেজদের ভয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলাম পরনধুতির কাছা খুলে।

তৃতীয় কথা, ১৩০০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফার্সি ভাষা প্রবেশ করে। আরবীয়রা ৭০০ খৃষ্টাব্দ হতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মাঝে ভারতবর্ষে আরবিভাষা ধর্মীয়ভাষারূপে প্রচলন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৈ তখন তো বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইনি। প্রতিবাদ গড়িনি অন্যান্য ভাষার বিরুদ্ধে। ঐ সকল ভাষা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেছিলাম। কারণ আমরা তখন নির্বোধ ছিলাম, গায়ের চামড়া ছিলে বেত্রাঘাত করলেও প্রতিবাদ করতে সাহস পাইনি। সে সাহসে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধমক দিয়েছিল মাত্র। পর্যবেক্ষণ করেছিল এখনো আমরা কতটুকু নির্বোধ রয়েছি।

চতুর্থ কথা, খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ সাল হতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালিরা সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষায় রূপান্তর হয়েছিলাম। সনাতন ধর্মীয়গ্রন্থাবলীতে তার প্রমাণ মিলে। আমরা সংস্কৃত, হিন্দি, ফার্সি, আরবি, উর্দূ ও ইংরেজি ভাষা মিলে বাংলা ভাষার রূপ দিয়েছিলাম। তাই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ভারতবর্ষে বর্তমানে সংস্কৃত ভাষাভাষীর মাতৃভাষীদের সংখ্যা মাত্র ১৪,০০০ জনে দাঁড়িয়েছে। কৈ তারা তো কখনো কোনো ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি।

www.pathagar.com

প্রভাবশালী বাঙালি বাবুদের অহঙ্কারী সংস্কৃত ভাষা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। তবু তারা ভাষার দরদী হয়নি। পক্ষান্তরে আমরা পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষাভাষীরা বেহায়ার মতো সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সি, আরবি, ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় রূপান্তর হয়েছি; শুধু দেবভাষা সংস্কৃতভাষায় অটল থাকিনি। তাই বলতে লজ্জা হচ্ছে, বাংলামুল্লুকের 'বাংলা ভাষাভাষী জনগণ মাতৃভাষার ভূমিপুত্রদেরকে বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন রেখে ক্ষুদ্র অংশে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্র গঠন করেছি মাত্র। এটা কি জাতিগত ধর্ম হলো? এ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু কুড়িটি ভাষা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারাও কিন্তু বাংলাদেশী। ঐ বহিরাগত নৃগোষ্ঠীরা পরিবেশ প্রতিকূল সত্ত্বেও তাদের মাতৃভাষা ধরে রেখেছে। কিন্তু আমরা বাংলাভূমের মাতৃভাষা ধরে রাখতে পারিনি। আমরা স্বদেশী হয়েও বহিরাগত কৃষ্টি নিচ্ছি। কারণ আমরা নির্বোধ, কখন কী করি নিজেরাই বুঝি না।

শেষ কথা, বাঙালি জাতিগোষ্ঠী লাজের মাথা খেয়ে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত ইংরেজ আমলে পূর্ণবঙ্গভূমি একত্র থাকিনি। তখন আমরা কিসের মোহে সমগ্র বাংলা যুক্ত হইনি? আবার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কেন আমরা বৃহৎ বাংলাকে তিন খণ্ডে খণ্ডিত করেছিলাম। যেমন–

(ক) পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে–বীরভূম, পুরুলিয়া, কোচবিহার, দার্জিলিং, মালদহ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর (পশ্চিম), মেদিনীপুর (পূর্ব), নদীয়া, চব্বিশ পরগনা (উত্তর) ও চব্বিশ পরগনা (দক্ষিণ)।

(খ) পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে– রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, মোমিনশাহী, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।

(গ) আর নির্বোধের মতো বাংলা ভাষাভাষী বিস্তর এলাকা জোর পূর্বক আসাম প্রদেশে ঠেলে দিয়েছিলাম। তা হলো– কাছার, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, ধুবরী, বরপেটা, কামরুপ, দরং, বঙ্গাইগাঁও, কোকড়াঝড়, মরিগাঁও, নগাও, গোয়ালপাড়া, নলবাড়ী, মঙ্গলদই ও শোণিতপুর।

আবার বাংলা ভাষার ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলা ভাষাভাষীর কিছু অংশ উড়িষ্যা, বিহার ও ছোট নাগপুরে এখনো স্থায়ীভাবে রয়েছে, কেন তারা বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। কেন বিশাল বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ আলাদা 'রাষ্ট্র' গঠন করে ১৯৪৭ সালে বিচ্ছিন্ন হইনি। যে দিবসে বাংলামায়ের অঙ্গ ছেদন করেছিলাম, সে দিবসটি তো পালন করছি না।

www.pathagar.com

তাই অতিশয় অনুতপ্ত হচ্ছি, ভারতবর্ষ বাংলাকে আটকিয়ে রাখেনি। বাংলার নির্বোধ জনগোষ্ঠী মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা ও রক্তের বাঁধন ছেড়ে হিন্দি ও উর্দু ভাষাভাষীদের সাথে যোগ দিয়েছিলাম। ভ্রাতৃত্বের টান, রক্তের টান আমাদেরকে ধরে রাখতে পারেনি। হিন্দি ভাষাভাষী দাদারা আমাদেরকে ধরে রাখেনি, উর্দু ভাষাভাষী জনগণও কাছে টেনে নেয়নি। আসামের জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ অধিগ্রহণ করেনি। আমরা স্বেচ্ছায় বাংলা অঞ্চল তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাংলাভূমির সন্তানগণ বাংলাভাষার মায়া করিনি। তাই আজ বাংলা ভাষাভাষীদের লজ্জা থাকা উচিত পূর্ণ বাংলামুল্লুক বহুখণ্ডে খণ্ডিত কেন। বাংলা ভাষাভাষী জনগণ পূর্ববাংলা, পশ্চিমবাংলা, আসামবাংলা ও ত্রিপুরাবাংলায় কেন বিচ্ছিন্ন। আজ বাংলামায়ের বাংলাভাষা অস্তিত্বহীনতার মুখে। বাংলামায়ের বাংলামুল্লুক বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন। মায়ের ভাষা মুখের ভাষাটিও বিলুপ্তির পথে। সে জন্য ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ছি না, শুধু প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মাতৃভাষা অধিকারে ভাষাদিবস উপলক্ষে সেমিনার, মিটিং, মিছিল করছি, কণ্ঠ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি করছি, বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ। আমাদের লজ্জা হচ্ছে না–বৃহৎ বাংলার হাত, পা, গর্দান কর্তন করছি, মুখের ভাষাটিও সঠিক রূপে নেই। বহিরাগত ইংরেজ ও হিন্দিভাষীরা গ্রাস করছে। মাতৃভাষার পূর্ণতা ধরে রাখতে পারিনি। তবু হারানো ভূমি ও মাতৃভাষার জন্য মাথাব্যথা নেই। শুধু ভাষার দাবী নিয়ে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মাতামাতি করছি। প্রতি বছর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি–সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালু করবো কিন্তু বাস্তবে তা করছি না। আমরা লজ্জাহীন বাঙালিজাতি স্বভূমি বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমবঙ্গ অন্যের গোলামী করছি, অপর অংশ আসাম ও ত্রিপুরায় ঠেলে দিয়েছি।

আসামে বিচ্ছিন্ন বাংলার ১৫ জেলার অধিবাসীরা পূর্ণ বাংলা ভাষাভাষী হলেও বাধ্যতায় অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছে, অবাধ্যে লাঞ্ছিত হচ্ছে। আসামের বাংলাভাষী জনগণ মাতৃভাষা হারাচ্ছে, মা বোনের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, তারাও হুমকির মুখে, বাংলা ভাষা রক্ষা করতে পারছে না। বঙ্গোপসাগরের মাঝে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণ অধিকাংশ প্রকৃত বাংলা ভাষাভাষী হলেও তেলেগু ও তামিল ভাষাভাষীদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে থাপ্পড় খাওয়ার ক্ষতস্থানে ব্যথার বেদনানাশক প্রলেপ লাগিয়ে ভাষাদিবস পালন করছি। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তাড়া খেয়ে বাংলা ভাষার জন্যে কেঁদে মরছি। চোখের জল নাকের পানি একত্রে ফেলছি। শুধু পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধমকের প্রতিবাদে বাংলা ভাষাদিবস নিয়ে কান্নাকাটি করছি।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে উর্দুভাষীদের হাতে মার খেয়েছি, সেই দিবস উপলক্ষে মাতৃভাষা দিবস পালন করছি।

তাই আজ অত্যন্ত লজ্জাবোধ হচ্ছে, যা না বলে পারছি না। আমিও বাংলাভাষার বাঙালি হয়ে বাংলা বিষয়ে অধ্যয়ন না করে ইংরেজি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছি। তাই আমিও বলছি, আমরা কেমন বাঙালি জাতি নিজের ভাষায় কথা বলি অথচ মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ না করে প্রতি বছর মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আটই ফালগুনের পরিবর্তে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের স্মৃতিচারণ করছি।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রী ভাইবোন ও মান্যবর সভাপতি, আমি ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না সমগ্র বাংলার মঙ্গল কামনা করে বাংলার জয়ধ্বনির সঙ্গেই বক্তব্য শেষ করছি। আশা রাখছি প্রত্যেকেই আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বাংলার জয়ধ্বনিতে শরিক হবেন–

"বাংলামায়ের বাংলামুল্লুক শান্তি হোক।
মুখের ভাষা মায়ের ভাষা অমর হোক!!"

উগ্রতাপূর্ণ বক্তব্যে সহপাঠিনীরা করতালিতে পান্নাকে অভিনন্দন জানালে পান্নার অন্তর ভরে গেল। শ্রোতাদের প্রতি চেয়ে দেখলো প্রত্যেকেই তার প্রতি দৃষ্টি রাখছে। সাবিনা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলে বান্ধবীর কৃতিত্বে তন্বীর হৃদয় আনন্দবন্যায় পূর্তি হলো। পান্না মস্তক উঁচু করে সহপাঠীদের প্রতি চেয়ে রইলো।

www.pathagar.com

বিংশ অধ্যায়

ঊনিশে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ; সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার বিকেল চারটা। কালোঘোড়ায় দু'জন সুদর্শনা অশ্বারোহী শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ চিন্‌তে পারছে না আরোহীদেরকে, ওরা যুবক না যুবতী। ওদের বক্ষদেশে শর্টগান, কাঁধে মুভিক্যামেরা, আপদমস্তক পুরুষ বেশ। জনবহুল রাজপথে চলছে কখনও সড়কদ্বীপ ঘেঁষে, কখনো রাস্তার ধারে পায়ে চলার পথে, আবার কখনো ছুটছে ঊর্ধ্বগতিতে মাঝ রাস্তা দিয়ে। তালবিহীন এঁকেবেঁকে কখনো সড়কের মাঝে, কখনো যাচ্ছে পাশে। স্বেচ্ছাচারিতায় ছুটছে রাজধানীর বুকে, ক্ষণেক্ষণে পথের ধারে উদাস নয়নে তাকাচ্ছে। এভাবে চলে কাকরাইল মোড়ে এসে একজন সহসোয়ারী বলল, 'এই-রে পান্না! একটু দাঁড়া ভাই। ঐ দূরে একটা মজার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।' পান্না কালো অশ্বটিকে সড়কদ্বীপে উঠিয়ে দাঁড়ালো, সঙ্গিনীকে কইলো, 'কী হয়েছে বন্ধু পথিমধ্যে বিরক্ত কেন?' তন্বী বলল, 'ঐ দেখ সখি একজন বংশীবাদক বাঁশী বাজাচ্ছে। ক্ষণিক দাঁড়াও সখি ওর বাঁশীর সুরে মূর্ছা যাই।' পান্না বলল, 'মূর্ছা যাবার আগে জেনে নাও, ঐ বংশীবাদক আমাদের আইন বিভাগের ছাত্র শফী আহাম্মদ সাগর, যিনি নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বাঁশী বাজিয়েছিলেন।' তন্বী তেড়ে ক্যামেরা দ্বারা বাড়ি দিয়ে বলল, 'এই পান্না বগবগ বন্ধ করে শুনতে দে বাঁশীওয়ালার সুরলহরীটা।' পান্না তন্বীর জামা টেনে বলল, 'তার চেয়ে আরও ভালো হবে যদি বাঁশীওয়ালার চিত্রটা তুলে রাখো সময়ে কাজে লাগবে।' ক্যামেরার জোন নিয়ন্ত্রণ রেখে তন্বী বলল, 'ঠিক আছে সখি, ঘোড়াটা যেন লাফিয়ে না ছুটে।' তখনো বাঁশীওয়ালার বাঁশের বাঁশীতে সুরের লহরী চলছে--

অ-বিধি-রে-
তোমায় বুঝার উপায় নেই
কত মানুষ যাচ্ছে কাজে
আমার কর্ম নেই-ঐ
কর্ম কাজে যাচ্ছে মানুষ
ফিরে চাওয়ার সময় নেই

www.pathagar.com

পেটের ধান্দায় আমি ঘুরি
তবু মোর নাহি ফুরায় দিন–ঐ
কেউবা চলে এ সি গাড়ি
কেউবা চলে পায়ে হাঁটি
এই অভাগা কর্ম বিনে
রাজ পথে ঘুরে ফিরি–ঐ
পুষ্টি খাদ্য আহার করে
উঁচুশ্রেণী স্বর্ণথালায় বসে
ক্ষিদের জ্বালায় মাথা ঘুরে
আমি আঁস্তাকুড়ে মরি পড়ে–ঐ

অ বিধি রে
তোমায় বুঝার উপায় নেই–

ঃ 'ঐ দেখ পান্না, ঐদিকে দু'জন পুলিশ একজন ছিনতাইকারীকে ধাওয়া করছে।'

ঃ 'আচ্ছা বাছা হলো তো। রাহাজনের কাজ ছিনতাই করেছে, চৌকিদারের কাজ পুলিশ করছে। ওরা যেন ক্যামেরা হতে বাদ না পড়ে।'

ঃ 'ব্যাপারটি ভালোই জমছে রে পান্না। ঐ দেখ ছিনতাইকারী জটলায় ঢুকলো, আ-রে, বাঁশীওয়ালার গায়ে আছড়ে পড়লো রে পান্না।'

ঃ 'ব্যাপারটি জটিলই মনে হচ্ছে, ক্যামেরাটা স্বচল রাখিস সখি, পরে দেখে নেবো।'

পরক্ষণেই বাঁশীর সুরলহরী থেমে গেল, পণ্ড হলো জটলা। সকলে হইহুল্লোড় করে বলল, 'গেল রে গেল, শালার বেটা গেল।' বাঁশীওয়ালা কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই ছিনতাইকারী জনতার সঙ্গে মিশে উধাও।

কর্মরত পুলিশ বাঁশীওয়ালাকে গাড়িতে তুলে প্রতিবাদবিহীন জনতাকে আরও উল্টো গালমন্দ করে সটকে পড়লো। তখনই পুলিশের সামনে পান্না ঘোড়া নিয়ে এলে তন্বী হেসে ব্যঙ্গ করে বলল–

অ বিধি-রে কিছু বুঝার উপায় নাই
কে আসল নকল চিনতে নাহি পাই
ঐ চোর বেটা পালালো সুকৌশলে
গ্রেপ্তার বংশীবাদক পুলিশের হাতে

www.pathagar.com

ও ভাই আইনের ছাত্র যায় কয়েদে
অ বিধি-রে কিছু বুঝার উপায় নাই

পান্না তন্বীকে বেশিক্ষণ টিপ্পনী কাটতে দিলো না। পুলিশ কিছু বুঝার পূর্বেই সটকে পড়ে বলল, 'অনেক কাজ জমে গেল-রে ভাই; আজ রাতেই শেষ করতে হবে। তুমি কিন্তু আজও আমার সঙ্গিনী হবে।'

বৈঠকখানায় চা পর্বে শরীফ আহাম্মদ পরিবারসহ ও ইমরান চৌধুরী গল্পে মশগুল। তখন পান্না বান্ধবীসহ এসে সালাম করলে ইমরান চৌধুরী খুশি হয়ে বললেন, 'এ যে দেখছি একই বৃন্তের দু'পুষ্প। তা দোয়া রাখি উঁচু হও।' শাহেদ হেসে বলল, 'জি আঙ্কেল! ওরা উঁচু সিঁড়িতে পদচারণ করছে। উচ্ছৃঙ্খলতায় যেভাবে ছোটাছুটি করছে তাতে মনে হচ্ছে, বানরকেও হার মানাবে। প্রশ্রয় দিবেন না, ঘাড়ে চড়বে।' কেয়া আহাম্মদ লুচি চিবিয়ে বললেন, 'আবার ঝগড়ার বাহানা, মেহমান রয়েছে ঘরে তারপরও কথা কাটাকাটি, থামো বানর দু'টো।'

ইমরান চৌধুরী হেসে কইলেন, 'একেই বলে পিঠাপিঠি সহোদর ভাইবোন, একত্রে জোটবেঁধে চলে, আবার ঝগড়াও করে।' সুযোগ পেয়ে পান্না বলল, 'আঙ্কেল! আপনিই বিচার করুন, শিক্ষকরা গরু গাধাকে মানুষ করছেন। আর আপনার বন্ধুপুত্র উঁচুডালের শিক্ষক হয়ে মানুষগুলোকে ঠকবাজ, অর্থলিপ্সু, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ ও ক্ষতিকারক ব্যক্তিত্বে পরিণত করছে।' ইমরান চৌধুরী নিচু হয়ে বললেন, 'আন্টি! তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, যারা উঁচুশ্রেণীতে শিক্ষালাভ করছে, তারা মহান হয়েই বের হচ্ছে। খারাপের কিছুই দেখছি না।'

এবার আরও সুযোগ পেয়ে পান্না বলল, 'আঙ্কেল, বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, আমি আপনার মেয়ের মতো, তাই যুক্তি দিয়ে বলছি, 'এই ধরুন বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলায় বা বাংলাদেশে ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুপাতে পনের এবং তার উপর বয়সের শিক্ষিতের হার ৪৭.৯ শতাংশ এবং অশিক্ষিতের হার ৫২.১ শতাংশ ছিল। আপনি খেয়াল করে দেখুন, অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। এরা চাষা, মালী, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, কুলি, দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষগুলো প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সাহায্য করছে এবং অনাহারে দিনাতিপাত করছে। উনারা কেউ দেশের সম্পদ লুট করে অট্টালিকা গড়ছে না। বিলাসী জীবন নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে না। না খেয়ে দিনগুজরান করছে, তবু চোর, বাটপার, ঘুষখোর নয়। পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দেশের সম্পদ লুট করে আয়েশে জীবনযাপন করে অর্থের অহংকারে হুঙ্কার দিয়ে চলছে।

www.pathagar.com

আঙ্কেল খেয়াল করে দেখুন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাদের সন্তানদেরকে স্বদেশে না পড়িয়ে বিদেশে লেখাপড়া করাচ্ছে। সেখানে আবাসন তৈরি করে ব্যবসার নামে অজস্র অর্থ পাচার করছে। তাহলে তারা কারা? এদেশের শিক্ষিত হায়না, গরীবের বন্ধু, দেশের শত্রু নাকি অন্যকিছু। জবাবে আমিই বলছি, এজন্য শিক্ষকসমাজই দায়ী, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা নয়।

আপনারা শিক্ষিত সমাজ উচ্চশিক্ষার সনদপত্র নিয়ে বাহাদুরি করছেন, এর নাম কি শিক্ষা? যে শিক্ষায় জনগণের উপকার হয় না, ব্যক্তিস্বার্থে প্রয়োগ হয় সে শিক্ষাকে শিক্ষা বলা যায় না। ঐ কালীর হরফের সনদপত্র ভণ্ডামির প্রতিফলন মাত্র। যে দেশের শিক্ষিত নাগরিক উঁচুপ্রযুক্তি নিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, তাদেরকে শিক্ষিত বলা যায় না। যারা সনদপত্রের দাপটে অশিক্ষিতদেরকে হয়রানি করে মজা লুটছে, তাদেরকে শিক্ষিত বলা যায় না। তারা দেশের শত্রু। তারা সর্বদা স্বার্থ রক্ষায় সন্ধিহান, এ জন্য কি অশিক্ষিত সমাজ দায়ী? মোটেই নয়। অশিক্ষিতরা সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষার সিঁড়িতে ঠেলে দিচ্ছে, পক্ষান্তরে তাদেরকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না; অধিকন্তু বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই কি উচ্চশিক্ষিতদের মনোভাব। যেখানে অশিক্ষিতদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবো, তা না করে স্বার্থসিদ্ধির ধান্ধায় ভিন্ন পথে ঘুরে বর্বরে পরিণত হচ্ছে। অশিক্ষিতদের গায়ে পাদুকা মুছে ধন্য মনে করছে। তাই আমার ভাইজান সেই উচ্চশিক্ষিতদের শিক্ষক। উনার ছাত্রদের গুণের কথা বললে মানহানি হতে পারে। আঙ্কেল এবার আপনিই বিচার করুণ, আমি কি ভাইজানের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করতে পারি? আপনার প্রতি বিচারের ভার রইলো। গরীব যেন সুবিচারে বঞ্চিত না হয়।'

কথাগুলো বলে পান্না অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। ইমরান চৌধুরী লুচির সঙ্গে সস মিশিয়ে বললেন, 'আন্টি, তোমার কথা শুনলাম, ব্যাপার হচ্ছে; জাতি একবার চরিত্র হারালে সে জাতির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কলুষমুক্ত হয় না। তোমরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছ, ধীরে ধীরে কলুষমুক্ত সমাজ গড়বে। শিক্ষিত মাতা হয়ে সন্তানদেরকে কলুষমুক্ত চরিত্রে গড়বে; এ আমাদের কাম্য।' তন্বী সমুচার শেষাংশ মুখে পুরে বলল, 'কিরে পান্না, ভূত তাড়াতে এসে সে ভূতই তোর ঘাড়ে চাপলো।' শরীফ সাহেব চুপ করে ছিলেন, তন্বীর কথায় যোগ দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আন্টি, আমাদের পর্ব শেষ। এবার তোমাদের পালা, মেরুদণ্ডহীন সমাজকে উত্তমরূপে গড়ে তোল।'

দু'সখি খাটিয়ায় একত্র শুয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে। কম্বল টেনে তন্বী জিজ্ঞাসিলো, 'আচ্ছা সখি, তখন বলছিলে কাজ রয়েছে। তা কাজটি কৈ, কিছু

www.pathagar.com

তো করলে না।' পান্না কোলবালিশ বুকে চেপে বলল, 'নিশ্চিন্ত হলাম মনের মতো একজন বন্ধু পেয়েছি। তুমি সকলই খেয়াল রেখেছো। তবে অনেক ভেবে চিন্তে বিরত রয়েছি। আশা রাখি সময়মত একটিলেই দু'শিকার করবো। এখন ঘুমাও। আগামীকাল অনেক কাজ থাকবে। প্রকৃতির চাপ নিরসনের সময়ও পাবে না। আর শোন, ক্যামেরার ফিতা খুলে কপি করেছি। মাস্টারকপি বাড়ীতে রইলো, অন্যটা কাজে লাগবে। বাজে চিন্তা না করে এখন আরামে ঘুমাও। পছন্দের পুরুষ যেন ঘুমঘোরে স্মরণ না হয়। ইনশা আল্লাহ, যখন যা ঘটবে তা মোকাবেলা করবো।' তন্বী ম্যাগাজিন ছেড়ে বলল, 'বেচারার বিপদ দেখেও চলে এসেছি। সান্ত্বনার বাণীও বলিনি, এটা কি সহপাঠী বন্ধুত্ব হলো? স্বার্থপর মানুষ আমরা, স্বার্থের জন্যেই ছুটছি।'

২০ শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ সকালে তন্বীর ঘুম ভাঙ্গলে চোখ খুলে দেখলো, মিহির আলো ঝলমল করছে। পাখির কলরব তেমন নেই, তবে বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোনের বাঁশঝাড়ে এখনো নিশাচর বাদুড়গুলো কিচিরমিচির শব্দ করছে। তা ছাড়া অন্যান্য শব্দদূষণও ছড়িয়ে পড়ছে। কামরার কোনে পান্না সাদাবস্ত্রে ধর্মীয় কিতাব পাঠে মশগুল। আরামদায়ক বিছানা তন্বীর অলসতা ধরে রাখতে পারলো না, প্রকৃতির চাপে গোসলখানায় ঢুকতে বাধ্য হলো। সতেজ হয়ে বের হলে পান্না বলল, 'হে-রে তন্বী! একখানা শাড়ী আছে গায়ে জড়িয়ে নিস; নাস্তা শেষে অন্য পোশাক পরবে।' তন্বী শাড়ী জড়িয়ে বলল, 'এই প্রথম শাড়ী পরলাম রে পান্না।' পান্না হেসে কইলো, 'ঐ পোশাকটা শেষ নয় ধনীর নন্দিনী, তোমার জন্য ইরানি পোশাক রয়েছে।' 'সে কি-রে পান্না! আরও কোনো মতলব রয়েছে নিশ্চয়?' পান্না হেসে টিপ্পনি কাটলো, 'ভুলে গিয়েছো তুমি? গতরাতে যার জন্যে চিন্তা করলে তাকে উদ্ধার করতে হবে না?' এক্ষুনি ভোজনশালার ডাক পড়বে, নাস্তা সেরে পোশাকটা আঁটসাঁট পরে নিয়ো। ঠিক ন'টায় কোর্টে হাজির থাকতে হবে।' কোর্টের কথা শুনে তন্বী থমকে দাঁড়ালো, পান্না এবার হেসে কইলো, 'ভয় পেয়োনা বন্ধু চোরের উকিল সাজতে হবে না; তবে ও কাজ আমিই সারবো। তুমি শুধু সাহায্য করবে।' তখনই ছবি এসে বলল, 'আপা নাস্তা প্রস্তুত, বিলম্বে শীতল হবে।'

ঠিক আটটা পনের মিনিটে কদম আলী এসে বলল, 'আপা 'ব্লাক ডায়মন্ড' গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো।' দু'সখি ঘর হতে বের হয়ে সিঁড়ি বারান্দায় মাস্টার ইমরান চৌধুরী ও শরীফ সাহেবকে দেখে সালাম করলো। ইমরান চৌধুরী হেসে

www.pathagar.com

বললেন, 'কী ব্যাপার আন্টি, এতো সকালে কোথায় যাচ্ছো, নিশ্চয় কঠিন কাজ রয়েছে?' পান্না ঘাড় কাত করে স্বীকার পেল।

আদালতপাড়ার আঙ্গিনা সরকারি বেসরকারি লোকে সরগরম। আর্দালী ন'টার সংকেত দিলে প্রত্যেকেই বিচারালয় ঢুকলেন, আসামিরা প্রিজন ভ্যান (আসামির খাঁচা) হতে নেমে কয়েদখানায় ঢুকলে ওখানে সাগরকেও দেখা গেল। জজ সাহেব আসামিদের গ্রেপ্তার-বিষয় জেনে পরপর তিনজন আসামিকে হাজতে পাঠালেন। চারজনের তালিকায় সাগরকে থানা অফিসার কাগজপত্রসহ হাজির করলে জজ সাহেব নথি নেড়ে বললেন, 'এ ছেলেটি থাবা বাহিনীর সর্দার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আবেদনে দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হলো।' জজ সাহেবের আদেশ মাত্রই পান্না চিৎকার দিয়ে বলল, 'আদালতের জয় হোক, নিশ্চয় গরীবের আগমন ক্ষমার চোখে দেখবেন।' এজলাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইউর অনার' আপনার সামনে দাঁড়ানো ঐ চোরের সর্দারের আরও তথ্য আমার কাছে আছে, আদেশ পেলে প্রমাণ হাজির করবো। প্রমাণগুলো বিবেচনা করে ওকে উপযুক্ত শাস্তি দিন।' জজ সাহেবের অনুমতি পেয়ে পান্না সয়ংক্রীয় ক্যামেরা চালু করে বিচারকের সাহেবের সামনে ধরলো। পাঁচ মিনিট ছবি দেখে জজ সাহেব পুলিশ অফিসারকে ডেকে বললেন, 'এর গ্রেপ্তারের সপক্ষে আপনাদের কাছে আরও প্রমাণ আছে কি!' পুলিশ অফিসার চুপ থাকলে জজ সাহেব পুনরায় বললেন, 'আপনারা লিখছেন চোরের চুরিকৃত দ্রব্য ওর নিকট রাখলে ওকে ধরে থানায় সোর্পদ করেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ একজনকে ধাওয়া করলে পলায়নকারী গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য জটলায় ঢুকে চুরি করা জিনিস ঐ যুবকের থলে ঢুকিয়ে নিমিষে চম্পট দেয়। আর আপনারা চোরকে ধরতে না পেরে এই ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছেন। চমৎকার দেশের দক্ষ পুলিশ বাহিনী, লজ্জা করে না নির্দোষকে জেলে পাঠাতে। আর ঐ বংশীবাদকের ঝুলানো ব্যাগখানা কৈ। সেটি তো আদালতে হাজির করেননি। নাকি আপনারাও অপকর্মে চাকরি হারালে বংশীবাদকের ভূমিকায় নামবেন। কৈ হাজির করুন সেই থলেখানা। যদি থলের একটি বাঁশী খোয়া যায়, তবে জরিমানাসহ জেলে ঢুকাবো। আরও শুনুন, এই যুবতীদ্বয় চিত্রধারণ না করলে ওকে জেলের ঘানি টানাতেন। অপকর্মের পুলিশ বাহিনী শুধু জনগণের অর্থে বেতন নিতে জানেন, আর ব্যারাকে পড়ে ঘুমিয়ে থাকেন। এক্ষুণি যান ওর থলেটি নিয়ে আসেন। কোর্ট আবার দু'টার পরে বসবে।'

www.pathagar.com

থানার পুলিশ কর্মকর্তা বেরোবারকালে পান্নাকে এক নজর চেয়ে দেখলো, পান্নাও কাঁধ ঝেঁকে দাঁড়ালে ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির খেলা খেলে গেল।

কষ্ট হলেও পান্না বান্ধবীসহ দু'টা পর্যন্ত কোর্টভবন আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে রইলো। একগ্লাস পানিও পান করলো না। পায়চারী করে সময় কাটালো। নির্ধারিত দু'টায় কোর্ট বসলে জজ সাহেব বাঁশীসহ থলেটি শফী আহাম্মদ সাগরকে দেখিয়ে বললেন, 'মিষ্টার শফী আহাম্মদ নিশ্চয় এ থলেটি আপনার?' সাগর জজ সাহেবের পানে তাকালো বটে কিন্তু কণ্ঠে কিছুই বলল না। সুযোগ পেয়ে পান্না কুর্ণিশ করে বলল, 'ইউর অনার আসামির পক্ষে কিছু বলার অনুমতি প্রার্থনা করছি।' আবেদন মঞ্জুর হলে পান্না বলল, 'ইউর অনার, এই শফী আহাম্মদ সাগর প্রখ্যাত 'মুনীর চৌধুরী' ভার্সিটির আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি আজ চোর সাব্যস্তে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। তাই তিনি কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এখন হাসবেন না কাঁদবেন, তাও বুঝতে পারছেন না। এমনকি গত বিশ ঘণ্টায় পেটে দানা পানি পড়ছে কিনা তাও সন্দেহ। ইউর অনার, উনার আসল পরিচয় শুনলে আশ্চর্য হবেন। এই যুবক দিবাবেলায় শিক্ষাগ্রহণ করেন, সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েদেরকে পড়িয়ে যে অর্থ পান তা দিয়ে নিজে চলেন। ছুটির দিন শহরে বাঁশী বাজিয়ে যে অর্থ উপার্জন করেন, তা বৃদ্ধামাতার জন্য গ্রামের বাড়ী পাঠান। তাই তিনি এ ঘটনায় বিমূঢ়।

ইউর অনার, পুলিশ কর্তৃক আরজির ঘটনাটি উনার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ দেশ গরীবদের বাসোপযোগী স্থান নয়। এখানে জীবন বাঁচার তাগিদে কর্মসংস্থান নেই, আছে আহার অন্বেষণে হাহাকার। কেউ অঢেল অর্থ অপচয় করছে, কেউ অন্নবিনে মরছে। কেউ কেউ পেটের ধান্দায় প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে। ক্ষুৎপিপাসায় ন্যূনতম ব্যবসা করলেও স্বার্থান্বেষী পুলিশ তাদের লাভে বখরা বসাচ্ছে। আর উঁচুদরের বাটপার দেখলেই সোজা হয়ে সালাম ঠুকছে।

ইউর অনার, গোস্তাকি ক্ষমা করবেন। শফী আহাম্মদ সাগর সেই দিন আপনার সামনে কথা বলবেন, যেদিন আইনবিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়ে সঠিক মক্কেলের মোকাদ্দমায় আপনাকে বুঝাতে সক্ষম হবেন। ইউর অনার, গোস্তাকি ক্ষমা চেয়ে পশ্চাৎপদ হচ্ছি।'

পান্নার বক্তব্য শেষে জজ সাহেব হাতুড়ি পিটিয়ে পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'এই বংশীবাদককে সহসম্মানে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। আর

www.pathagar.com

আপনাদের কর্তব্য অবহেলার কারণে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

জজ সাহেবের ঘোষণা শেষে শফী আহাম্মদ সাগর সোজা হয়ে সালাম ঠুকে দরজা ঠেলে নিষ্ক্রান্ত হলো। কারো পানে তাকালো না। পান্না বাঁশীর থলেটা কাঁধে ঝুলালে সরকার পক্ষের উকিল বললেন, 'এই যে বালিকা ওটা আপনি নিতে পারেন না। ওটা আসামিকে ফেরত দিতে হবে।' পান্না বাঁশীভর্তি থলেটি সরকারি উকিলের দিকে প্রদানের সময় বলল, 'জি জনাব, এ বাঁশীভর্তি থলেটির মালিক আজীবনে আর হাতে তুলবে না। এটা আপাতত আপনি রেখে দিন এবং প্রতিদিন বাঁশী বাজানোর শিক্ষা মহড়া দিলে আসামির বিয়ের দিন বাঁশী বাজিয়ে মেহমানদেরকে মুগ্ধ করতে পারবেন।'

বিচারশালায় একযোগে হাসির বোমা ফুটলে জজ সাহেব সরকারি উকিলকে বললেন, 'আইনমঞ্চে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন কিন্তু আজকের ন্যায় ঝাঁঝালো রক্তের ঝাঁঝ অনুভব করেননি। এবার নিশ্চিত থাকুন ঐ বাঁশীওয়ালার বিয়ের আসরে অবশ্য নেমান্তন্ন পাবেন।' তৎক্ষণাৎ আবারও অট্টহাসির বোমা বিস্ফুরিত হলে তৎসঙ্গে এজলাস সোরগোলে ভরে গেল।

www.pathagar.com

একবিংশ অধ্যায়

পরদিন প্রাতঃআরাধনা অন্তে পান্না একাকিনী আরবি ভাষায় বক্তৃতা দানে মগ্ন। সুরবিহীন আরবি শব্দে তন্বীর ঘুম ভাঙ্গলে দেখলো, পান্না সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছে। চোখ বুজে পান্নার বক্তৃতা তন্বীর কানে ভালোই লাগছে, একটুও জড়তা নেই পান্নার কণ্ঠে। তন্বী ভাবলো নিশ্চয় শত অসুবিধা হলেও প্রত্যহ এ অভ্যাস ও পালন করে যাচ্ছে। তন্বীর কর্ণে আরো অনুভব হলো, কোনো বেতারকেন্দ্রে নিশ্চয় আরবীয় ভাষাভাষী নারীর ভাষণ কর্ণে আসছে। চোখ খুলে আশ্চর্য হলো, কী দেখছে ঘরময়, এখনো অবলীলাক্রমে একাধারে বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছে, একটুও আলস্য নেই। তাই বলি পান্না সারাদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেও অস্বস্তিবোধ করে না কেন। তন্বী মনে মনে হিসাব কষে দেখলো, পান্নার উন্নতি, পান্নার অধ্যবসায়। ক্ষণকালের জন্যও সময় নষ্ট করতে নারাজ। লেখাপড়া ছাড়া পান্না অন্যকিছু বুঝে না। না বুঝারই কারণ। ওর পিতা ওকে প্রচণ্ড চাপে রাখেন। তাই মহৎ কর্মছাড়া পান্নার অতিরিক্ত সময় নেই। তন্বী চোখ বুজে আকাসকুসুম ভাবছে, হঠাৎ মুঠোফোন তার ব্যাঘাত ঘটালো। অপরপ্রান্তে সাবিনার কণ্ঠ শুনে বলল, 'কি-রে সাবিনা, এতো সকালে কিসের প্রয়োজন, নিশ্চয় নতুন কোনো সংবাদ। বল না ভাই বল, মনটা কচকচ করছে।'

সাবিনাও ভণিতাবিহীন কইলো, 'পান্নাকে খুঁজছি, ওর মুঠোফোনটা বন্ধ। ওদের বাসার নম্বর জানি না, তুমি ওকে ফোন করে বলো আমি খুঁজছি।' 'তন্বী হেসে হেসে কইলো, 'শ্রীমতি সাবিনা আক্তার মিষ্টি, আমরা আজ একত্রে ঘুমাচ্ছিলাম কিছু বলার থাকলে বলো ও এখন আরবি ভাষায় ভাষণ দিতে ব্যস্ত।' সাবিনা কোনো ভণিতা করলো না, বলল 'আজ দৈনিক খবরের নয়া দিগন্তের ওয়েবসাইটে দুটি খবর পেলাম। প্রথম খবরটি হলো– আমাদের ভার্সিটিতে সরকার চারটি বাস দান করেছে। আর শেষের খবরটি আরও ছোট্ট, তবে

www.pathagar.com

রহস্যে ভরা। দু'যুবতী কোর্ট হতে এক যুবককে বাকযুদ্ধে মুক্ত করেছে।' তন্বী সাবিনাকে অতিরিক্ত বলতে দিলো না, কইলো, 'সাবিনা, প্রথমটা আমাদের চেয়ে তোমার জানার দরকার বেশি। কারণ তুমি ওর সঙ্গে জড়িত এবং ইজ্জতের ব্যাপার। আর দ্বিতীয়টা হলো, যে যুবতীরা যুবকদেরকে রাস্তাঘাটে রহস্য নিয়ে খোঁজে এবং বাকযুদ্ধে জয় করে নিশ্চয় তাদের কারবার।' সাবিনা মধুরসে তেড়ে কইলো, 'তন্বী, আমাকে স্বার্থপর ভাবছো? আমি কি এতই লোভী যে, তোমাদের ছাড়া প্রশংসা অর্জন করবো। আর ঠিকই বলছো ভাই, রহস্যময়ী যুবতীরা রহস্যজনকভাবে যুবকদেরকে রাস্তাঘাটে রহস্যে খোঁজে। আচ্ছা তন্বী তোমরা এসো সাক্ষাতে সব কথা হবে। তা দু'বান্ধবী কোনো যুবককে সহসা আবিষ্কার করেছো নাকি? যার জন্যে খুশিতে সারারাত মশগুল ছিলে।

ছয়ই মার্চ দিবা এগারোটা। একুশে ফালগুন রবিবার। প্রভাষক সাহেব ক্লাসে ঢুকেই বললেন, 'মিস পান্না উপাচার্য সাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন, সঙ্গে আমাকেও। আরও কেউ সঙ্গে থাকলে অসুবিধা নেই।'

পান্না যথাসময় উপাচার্য সাহেবের কক্ষে ঢুকে দেখলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, সাবিনা ও তন্বীও রয়েছে ওখানে। অতিথি আগমনের পূর্বেই নাস্তার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেকের সামনে নাস্তার প্যাকেট দেখে বিস্মিত। উপাচার্য সাহেব নাস্তার প্যাকেট খুলে বললেন, 'আশ্চর্য হবেন না, আপ্যায়নটা আমার তরফ থেকে। তাই আসুন সদ্ব্যবহার করি।' তিনি মোড়ক খুলে সন্দেশের অংশ মুখে পুরে বললেন, 'আজ খুশির দিন, আমি অনেক খুশি হয়েছি। তাই যে রকম আপনারা মিষ্টি পেয়ে আনন্দিত হয়েছেন, আমিও ঠিক তেমনিই আশ্চর্য হয়েছি। ছাত্রপরিষদের আবেদন অনুমোদন হয়েছে কিন্তু আবেদনপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানোর পূর্বেই তা কার্যকর হয়েও ফিরে এসেছে। ব্যাপারটি আশ্চর্যের বৈ নয় কি? তাই আপনাদেরকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছি। যেমন চাওয়ার পূর্বেই প্রাপ্তি।'

উপাচার্য সাহেবের রসিকতায় সকলেই আশ্চর্য হলেন। ব্যতিক্রম সাবিনা, তন্বী, পান্না। শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রপরিষদ পরস্পর দৃষ্টিতে রহস্যের অনুসন্ধান খুঁজছেন। উপাচার্য সাহেব বললেন, 'আমার ধারণা অমূলক নয়, তবু বলছি, 'পরিবহন চেয়ে যে আবেদন আপনারা করেছিলেন, তার অনুলিপি কোনোক্রমে উচ্চ প্রশাসকের টেবিলে পৌঁছে এবং কড়া তদবিরে সরকার চারটি বাস উপঢৌকন দিতে বাধ্য হয়েছে। এ সেই পত্র। নিশ্চয় আপনারা খুশি? আমিও

www.pathagar.com

ইজ্জৎ রেখেছিলাম, আপনাদের আবেদনপত্র যথাসময়ে পাঠিয়ে। আমার অনুমান যদি অমূলক না হয়, তবে বলছি। ঐ চৌকষ মিসেস দ্বারা এ কার্য সম্পাদন হয়েছে। আপনাদের সরল আবেদনে কাজ হতো না, প্রচুর বিলম্ব হতো। অবশ্য যারা তদবির করেছেন, তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে কারা করেছেন তা জানলে খুশি হবো। এবার আসুন আসল উদ্দেশ্যে, ঐ বাসগুলো কিভাবে ব্যবহার করবেন, তার সিদ্ধান্ত নিন।'

পান্না সভা হতে বের হয়ে বলল, 'ভয় পাচ্ছিলাম-রে তন্বী, যদি কেউ স্বীকার করে ফেলে, আমরা করেছি। তা হলে ঝামেলা হতো।' তন্বী বলল, 'ভালোই হতো, ওনারা যখন তখন ব্যবহার করতেন।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পান্না বলল, 'উপাচার্য সাহেব যথার্থই আঁচ করছেন কলকাঠি আমরা নেড়েছি।' 'তা ঠিক!' সাবিনা স্বীকার পেল।

www.pathagar.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

১২ই চৈত্র ২৬শে মার্চ রবিবার সরকারি ছুটির দিন। রাজধানী শহর হতে কিয়ৎ দূরে তুরাগ নদীর পশ্চিমতীরে লালমাটির টিলাটক্করে সবুজ আচ্ছাদিত "মুনীর চৌধুরী" বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ "স্বাধীনতা দিবস" উদ্‌যাপন করছেন। সূর্যোদয়ের পরপর শব্দবিবর্ধন যন্ত্রে কণ্ঠশিল্পীদের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গানে এলাকা মুখর।

যথাসময়ে অতিথিবৃন্দ উপস্থিত হলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রবীণ নবীন ছাত্রছাত্রীরা কণ্ঠ ফাটিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখছে। পরপর কয়েকজনের বক্তৃতা শেষে ঘোষক ঘোষণা করলেন, 'এবার আমন্ত্রিত কণ্ঠশিল্পীদের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান শুনে আবার প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এবারের প্রতিযোগিতায় ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না। আমরা আশা রাখছি, তার নিকট হতে নতুন বিষয়বস্তু শুনবো।' করতালিতে শিল্পীদের বিদায় করলে নম্রকণ্ঠে পান্না বক্তৃতা শুরু করলো,

'আনুমানিক ৪,৫০০ মিলিয়ন বছর বয়সের ৪০,০৭০ কিলোমিটার পরিধি বিশিষ্ট সৌরমণ্ডলের এই পৃথিবী নামক গ্রহটির মোট আয়তন ৫১,১০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের স্থলভাগে ১৫,০০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, যা মোট আয়তনের ২৯ শতাংশ এবং জলভাগে ৩৬,১০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার মোট আয়তনের ৭১ শতাংশের ৫টি মহাসাগরের পাশ ঘেঁষে ৭টি মহাদেশ ৬০২.৬ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে ২০৪টি রাষ্ট্র গঠন করে স্ব স্ব স্বতন্ত্রে ধাবিত। এই ২০৪টি রাষ্ট্রের একটি হলো "বাংলাদেশ"। তাও আবার বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের মুখগহ্বরের জিব্বার নিচে। বিগত ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বাংলাদেশ নামক এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটি ভারতবর্ষের পূর্ববঙ্গ নামে খ্যাত ছিল।

উপস্থিত মহোদয়গণ এ বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নিংড়িয়ে শুরুতেই বলছি, 'হায়রে রঙ্গে ভরা বঙ্গ, কেন এতো বহু ভঙ্গে ভঙ্গ। বাংলার মাটি কেন বারবার খণ্ডবিখণ্ড। ব্রিটিশ গড়া 'বাংলা প্রদেশ' বাংলা ভাষাভাষী আসামকে বাদ দিয়ে যুক্ত হয়েছিল বাংলা, বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা, এমনকি আগ্রা পযন্ত। খামখেয়ালি বেনিয়াগণ প্রশাসন অসুবিধা কারণে ভুল সংশোধনে ১৮৬৩ সালে

www.pathagar.com

আগ্রাকে ছেঁটে আসামকে যুক্ত করেছিল। আবার এর ১০ বছর পর ১৮৭৪ সালে পূর্ণবাংলাকে ছেঁটে বাংলা ভাষাভাষী আসামকে নতুন প্রদেশ করেছিল। কিন্তু এর ৩১ বছর পর ১৯০৫ সালে বাংলার সীমারেখা রদবদল করে আসাম ও পূর্ববাংলা মিলে আবার পৃথক প্রদেশ গঠন করে। তখন ঢাকাকে রাজধানী করা হয়েছিল। অপর বাংলা রইলো বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে, তাও বেশি দিন টিকলো না। ১৯১১ সালে ধনী সামন্তদের যুক্তিতে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। শুরু হলো হিংসার রাজনৈতিক চেতনাবোধ বাংলার আকাশে। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার নামে ছুরি দিয়ে কর্তন করা হলো বৃহৎ বাংলাকে। শুধু বাংলাকেই কর্তনই করা হলো না, নামও পরিবর্তন হলো। পূর্ববঙ্গ পূর্বপাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুস্তান। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলো স্বাধীন রাজ্য কোচবিহার। ১৯৫৪ সালে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর যুক্ত হলো পশ্চিম বাংলায়। আবার ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের ফলে বিহার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমবাংলায় যুক্ত হলো বাংলা ভাষাভাষী মানভূম জনপদ। এরপর পুরুলিয়া বনাঞ্চল জেলারূপে যুক্ত হলো পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৪৭ সালের শেষনাগাদ বাংলা ভাষাভাষী আরাকানিদের পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার রঙ্গিন স্বপ্ন পুরোটাই ভেস্তে গেল।

তাই এই বিচ্ছিন্ন হওয়া বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র বিদ্যাপীঠের স্বাধীনতা দিবস পালনকারী অনুষ্ঠানের আজকের মাননীয় সভাপতি, বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী, শিক্ষক মহোদয়গণ ও সহপাঠী ভাইবোন। আমি ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে বলছি এবং এর পূর্ববর্তী পরাধীনতার সম্পর্কে উল্লেখ করে–আজ ২৬শে মার্চের সম্বন্ধে তাৎপর্য বুঝানোর চেষ্টা করবো।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ, পৃথিবীর ২০৪টি রাষ্ট্রের প্রতিটি অঞ্চলে জনবসতি গড়েছিল জীবিকার উদ্দেশ্যে। তৎকালে জনগণ অঞ্চল হতে অঞ্চলে আহার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তো এবং সকল সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীগণ সুবিধামত স্থানে বসতি স্থাপন করতো। সেই হতে বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দিষ্ট জনগণই বসবাস শুরু করেছে। তবে আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে কৌশলযুদ্ধে মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলে খাদ্যাভাব ও প্রকৃতিকে জানার প্রবণতায় মানুষ বিজয়ের নেশায় দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। সেই সঙ্গে জ্ঞানের পরিধি বাড়লে অধিকারের তাড়নায় একে অপরের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

শ্রোতাবৃন্দগণ, বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীদের ধারণা খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ হতে ৮০০ অব্দে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে। আরবীয়রা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারা ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং ধর্মীয় সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করে। তাঁরা দক্ষতায় ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই উপমহাদেশের ভূ-ভাগ সুশাসনে পরিচালনা করেছিল। আমরা কিন্তু তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রস্বাধীনতা হারাইনি। ধর্মীয় কলহে গোঁড়ামির জন্যে গোপনে হারিয়েছিলাম জাতীয়তাবোধ।

নির্বাচিত বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী আমরা খেয়াল করলে দেখবো, ইউরোপিয়ান কলম্বাস আবিষ্কার ও বিজয়ের নেশায় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সুদূর আমেরিকা আবিষ্কার ও বিজয় করেছিলেন। সমসাময়িকে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। সেই অভেদ্য নাবিক ভাস্কো-দা-গামার পথ অনুসরণে পর্তুগিজরা বাংলামুল্লুকে ব্যবসার লক্ষ্যে ১৫৮০ সালে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এর পূর্বে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে আফগানিস্তানের আকবর দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। আফগানিস্তানের জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর বাংলামুল্লুক অধিকার করেন ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। ১৫৮০ সালে ভারতবর্ষে প্রবেশকারী পর্তুগিজদের পরপরই ইংরেজ বণিকরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুরাটে কুটির স্থাপন করে। ফরাসিরা বাংলায় ব্যবসার জন্য আগমন করে ১৬৬৮ সালে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠিরা (বর্গীরা) বাংলামুল্লুকে লুটপাট চালায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার সামন্ত জমিদারগণের সহায়তায় সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজদের মুষ্টিমেয় সৈনিকের হাতে ২৩ শে জুন বাংলার পরাজয় ঘটে। সেই দিন বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌলা ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। সেই হতে প্রায় ৫৫৩ বছর পূর্বের তুর্কি সমরবিদ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। ঐ দিনগুলো কি আমাদের বিজয় হয়েছিল নাকি স্বাধীনতা হারিয়ে ছিলাম। তারপর অজস্র রক্ত ঢেলেও স্বাধীনতা ফেরত পাইনি।

শ্রদ্ধেয় অদ্যের সভাপতি, বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী– এই ভারতবর্ষের বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মনিপুর, সিকিম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মেঘালয়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী, কেরলা, লাক্ষাদ্বীপ, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গোয়া, গুজরাট, দমন দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলী, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ,

www.pathagar.com

হরিয়ানা, দিল্লি, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধী ও বেলুচ ইত্যাদি প্রদেশসমূহের আয়তন প্রায় ৩.৩০ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার ব্যাপ্তি। এই ৩.৩০ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ৩৩টি প্রদেশ ইংরেজরা একদিনে দখল করেনি। ঐ দস্যু ইংরেজরা প্রথম ঢুকেছিল বাংলামুল্লুকে। কারণ সাম্প্রদায়িক কলহে বাংলায় ঢুকার অবকাশ পেয়েছিল। তখন মুসলিমরা খড়্গ হস্তে বিরোধিতা করলেও অপরপক্ষ পশ্চাৎ ফিরেছিল। সেই হতে ইংরেজরা শক্তি সঞ্চয় করে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলো একের পর এক দখল করতে থাকে কিন্তু সামন্ত জমিদারগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা তো করেনি, তারা মুসলিমদের পরাজয়ে গোল বদনে মুচকি হেসে পশ্চাৎ ফিরেছিল। কারণ ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকগোষ্ঠী যেন নিপাত হয়। কী নিদারুণ পরিহাস, মুসলিম শাসন আমলে হিন্দু শিক্ষিত জনেরাই রাষ্ট্রীয় প্রধান পদগুলোতে অধিষ্ঠিত ছিল বেশি সংখ্যক।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ, তৎকালে ইংরেজ মোসাহেব সামন্ত জমিদারদের অত্যাচারে এবং ইংরেজ পরাধীনতার তিক্তস্বাদে বাংলার জনগণ বিদ্রোহে মেতেছিল। প্রথম বিদ্রোহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফকির সন্ন্যাসীরা পরিচালনা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিদ্রোহ চাকমারা পরিচালনা করেছিলেন জনাব রুনুখানের নেতৃত্বে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পরে মসলিন শিল্পগোষ্ঠী বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু সে বিদ্রোহ ধোপে টিকেনি। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার নারিকেল বাড়ীয়ায় জনাব তিতুমীর বাঁশেরকেল্লা তৈরি করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরায়েজী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন জনাব হাজী শরীয়তুল্লাহ। জনাব হাজী শরীয়তুল্লার পুত্র মোহসিনুদ্দিন (দুদুমিয়া) ইংরেজ ও সামন্ত জমিদারদের অত্যাচারে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলেছিলেন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। লুণ্ঠনকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বাংলার বাইরেও ভেলোরে সিপাহী বিপ্লব হয়েছিল ১৮০৬ সালের ১০ই জুলাই। তাঁরা ধর্মীয় বিধান অধিকার আদায় লক্ষ্যে বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু স্থায়ী হয়নি। তথায় শোষকগোষ্ঠী বিস্তর সৈন্যসমাবেশ ঘটালে একদিনে ৮০০ শত হিন্দু মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন।

www.pathagar.com

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পলাশী যুদ্ধে স্বাধীনতা হারানোর ১০০ বৎসর পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (৪ বৎসর) সাধারণ জনগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তখন ঢাকার লালবাগ কেল্লার সিপাহীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ওটাই ছিল সিপাহী বিপ্লব। সামন্ত জমিদারদের ইংরেজ প্রীতির কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের অভাবে ঐ সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হয়। প্রতিশোধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খুনিরা নেতৃত্বদানকারী সৈনিকগণকে ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। তার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসনের অবসান ঘটে। তখন রাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ করে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নীলকররা চাষিদেরকে নীলচাষে বাধ্য করলে বিদ্রোহ শুরু হয়। অবশেষে নীলকররা নীল উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

পান্না একটু থেমে রুমালে মুখ মুছে আবার বলতে শুরু করলো, 'শ্রদ্ধেয় বিচারকমণ্ডলী, পরাধীনতার দেড়শত বছর পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী শাসনের সুবিধার্থে বাংলাকে দুইভাগে বিভক্ত করে। তৎকালে আসাম, বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যাসহ বাংলা প্রদেশ ছিল। ১৯০৫ সালে ১৯শে জুলাই ভাইস'রয় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাকে দুইভাগে বিভক্ত করলে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী ও আসাম নিয়ে পূর্ববঙ্গ গঠিত হয়। ঢাকাকে করা হয়েছিল রাজধানী। বিহার উড়িষ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়। উহার রাজধানী কলিকাতায় থেকে যায়। আবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিমগণের শিক্ষাদীক্ষা ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি দেখে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী ও ধনী সামন্ত জমিদারদের স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে জ্বলে উঠে। হিন্দু প্রভাবশালী ও ধনী আভিজাত্যদের আন্দোলন সামাল দিতে ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে। পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের আপত্তি তখন ধোপে টিকেনি। সেদিন মুসলিমগণ ক্রোধে গণবিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।

এবার বক্তা সামান্য দম টেনে বিরতি নিলে একজন ছাত্র বলল, 'সখি, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করছি, ঢালাও ইতিহাস শোনার জন্যে নয়। স্বাধীনতা সম্পর্কে বললে খুশি হবো।'

অবাঞ্ছিত আক্রমণকারীকে পান্না হাস্যবদনে বলল, 'জি জনাব, স্বাধীনতা সম্পর্কেই বলছি, একটু ধৈর্য ধরে শ্রবণ করুন।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পান্না পূর্ব

www.pathagar.com

ছন্দে বলল– 'আলোচনা করছিলাম ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনতাকামী নাগরিকগণ সংগ্রামে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সেই ১৯০৩ সাল হতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় গণ-আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্বদেশী, খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে মাস্টার দ্যা সূর্যসেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়।

অত্র সময়ে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবীতে মাঠে নামে। বলাবাহুল্য আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেসের ভীরুমনে ভয় ঢুকে। তাই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল ইংরেজদের নিকট হতে স্বাধীন হলে পুনরায় মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর নিকট শাসনভার চলে যেতে পারে। তাই কংগ্রেস মরিয়া হয়ে মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রগঠনের পথ সুগম করে দেয়। যাতে হিন্দুস্তান নির্ঝঞ্ঝাট থাকে। হিন্দুস্তানের শাসনভার মুসলিম শাসকদের হস্তগত না হয় সে সুবন্দোবস্থায় ইংরেজদের নিকট কংগ্রেস শরণাপন্ন হয়। তাই ভদ্রবেশী জলদস্যুরা ১৯০ বৎসর লুণ্ঠন করে আত্মতৃপ্ত বোধে কংগ্রেসের অনুরোধে ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করার সিদ্ধান্তে গণভোটের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করার পরিকল্পনা করে। ঐ উত্তম সুযোগে বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলা ভাষাভাষী বাংলামুল্লুককে আলাদা বাংলা রাষ্ট্ররূপে গঠনের চেষ্টা করলে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা ভণ্ডুল করে দেয়।'

হঠাৎ শ্রোতামঞ্চ হতে আবার প্রতিবাদ এলো, 'আমরা পাকিস্তানীদের নিকট হতে স্বাধীনতার বিবরণ জানতে চাই, ঢালাও ইতিহাস শোনার জন্যে আসিনি।'

হাস্যোজ্জ্বল বদনে পান্না হাত তুলে বলল, 'বলতে সুযোগ না দিলে কিভাবে শুনবেন? অপেক্ষা করুন ধৈর্য ধরে শুনুন।'

শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটি ও শ্রোতামণ্ডলী আরও কিছু সময় পেলে ১৯৪৭ সালের অবিভক্ত বাংলাকে 'পূর্ণবাংলা' রাষ্ট্র গঠনের নসাৎ চক্রান্তের বা বাংলা বিভক্তির কিছু প্রমাণচিত্রে জিন্নাহ ও নেহরুর ভূমিকা তুলে ধরতে চাই।

বিচারক মণ্ডলীর অনুমতি পেয়ে পান্না বলল, 'ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি আরও কিছু বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম।'

তখনই দু'জন ছাত্রী খিলখিলে হেসে বলল, 'আরও ন্যাকামি করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।'

www.pathagar.com

পান্না এবারও দমলো না তাদেরকে বলল, 'বক্তামঞ্চে স্বাধীনতা বিষয়বস্তু তোতার মতো মুখস্থ বলতে আসিনি, বুঝিয়ে বলছি– ধীরতায় শুনুন।'

ভদ্রমহোদয়গণ, যে কথা বলছিলাম, ১৯৪৭ সালের 'টপ সিক্রেট' দলিলপত্র খুঁজলে দেখা যায়, ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষ হতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জয়লাভ না করলে জনাব কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারতেন না। কিন্তু জনাব জিন্নাহ যখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা হন ঠিক একই সময় জনাব হোসেন সোহরাওয়ার্দীও স্বাধীন 'যুক্তবাংলার' প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার শেষ পর্যায়ে পৌছেছিলেন। জনাব জিন্নাহ যুক্তবাংলা পরিকল্পনা বাংলার মুসলমানদের জন্য মঙ্গলকর হবে মনে করে সমর্থনও করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২৬শে এপ্রিল জিন্নাহর সাথে এক আলোচনায় লর্ড মাউন্টবেটেন তাকে জানান, জনাব সোহরাওয়ার্দী মনে করেন যে তার পক্ষে যুক্তবাংলাকে ধরে রাখা সম্ভব হবে, যদি এটি পাকিস্তান অথবা হিন্দুস্তান কোনোটিতেই যোগদান না করে।'

'টপ সিক্রেট' এই আলাপ আলোচনা এভাবে লিপিবদ্ধ হয় যে, 'আমি মিস্টার জিন্নাহকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, পাকিস্তানের বহির্ভূত যুক্তবাংলার অবস্থান সম্পর্কে তার কী অভিমত?' কোনো দ্বিধা না করে তিনি বললেন, 'আমি আনন্দিত তবে কলিকাতা ব্যতীত বাংলার কি মর্যাদা রয়েছে? তাদের (বাঙালিদের) পক্ষে যুক্ত থাকা এবং স্বাধীন থাকাই উত্তম। আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, এরা আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। আমি তখন বললাম, সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, যদি বাংলা যুক্ত এবং স্বাধীন থাকে তাহলে বাংলা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জিন্নাহ উত্তরে বললেন, 'সেটাই তো ঠিক। যেমন আমি আপনার কাছে প্রকাশ করছি, পাকিস্তান কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করবে (মাউন্টবেটেন পেপারস)।' লর্ড মাউন্টবেটেন ও জিন্নাহর মধ্যে ১৯৪৭ সালের ২৬শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিয়ের রেকর্ড, Nicholas Mansergh, The Transfer of Power, 1942-47, vol. X, পৃঃ ৪৫২-৪৫৩)।

১৯৪৭ সালের ২৮শে এপ্রিলে লর্ড মাউন্টবেটেন নিশ্চিত হন জিন্নাহ যুক্তবাংলা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না। ওই তারিখেই বাংলার গভর্নর বারোসের কাছে এক টেলিগ্রামে তিনি বলেন, 'এটা ভুলবেন না যে, আমার প্ল্যানে পাকিস্তান অথবা হিন্দুস্তানের অংশ নয় এমন একটি যুক্ত অথচ স্বাধীন বাংলার পথ খোলা রয়েছে। জিন্নাহ এই প্ল্যানের বিরোধিতা করবে না ('টপ

www.pathagar.com

সিক্রেট', Mansergh, vol. X, পৃঃ ৪৭২)।' মে মাসে অনুষ্ঠিত ভাইসরয়'স মিটিংয়ে ভাইস'রয় বলেন, 'মিস্টার জিন্নাহ পাকিস্তান হতে পৃথক একটি স্বাধীনবাংলার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন (মাউন্টবেটেন পেপারস, ১৯৪৭ সালের ১লা মে, Mansergh, vol. X, পৃঃ ৫১২)।' এমন কি ১৯৪৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে একটি স্বাধীনবাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য জিন্নাহর সম্মতি সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী নিঃসংশয় ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৭ই মে 'টপ সিক্রেট' মাউন্টবেটেন পেপারসে উল্লেখ রয়েছে, মিস্টার সোহরাওয়ার্দী তাকে (গভর্নর বারোসকে) বলেন মিস্টার জিন্নাহ বলেছেন যে, তিনি একটি স্বাধীনবাংলার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রাজি হবেন (Mansergh, vol. X, পৃঃ ৬৫৭)।'

এসব বিষয় পর্যালোচনা করে গ্রন্থকার স্ট্যানলি ওয়ালপার্ট মন্তব্য করেন, 'জিন্নাহ একটি 'স্বাধীনবাংলা' প্রতিষ্ঠাকল্পে আগ্রহ সহকারে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি ছিলেন কিন্তু নেহরু ও প্যাটেল এই পরিকল্পনাকে কংগ্রেস ও ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে অভিসম্পাত মনে করে। তাই তারা ভয় করে যে, মুসলিম প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'যুক্তবাংলা' ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের সাথে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপন করবে (জিন্নাহ অব পাকিস্তান, পৃঃ ৩২০)। শীলা সেনও তার গ্রন্থে প্রায় একই ধরনের মত প্রকাশ করেন। জিন্নাহ এই (যুক্তবাংলার) পরিকল্পনার বিরুদ্ধচারণ করেননি কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। ঐ সময় 'প্যাটেল ও নেহরুর বিরোধিতা ছিল জেদে পূর্ণ (মুসলিম পলিটিকস ইন বেঙ্গল, পৃঃ, ২৪৩)।' বাংলার কংগ্রেস নেতাদের কাছে লিখিত বেশ কিছু পত্রে প্যাটেল এই পরিকল্পনাকে নিন্দা করে (পৃঃ ১৩০)। জিন্নাহ জানতেন, বাঙালিহিন্দুরা মনপ্রাণ দিয়ে যুক্তবাংলার সমর্থন করে না।

১৯৪৭ সালের ১৭ই মে জিন্নাহ বলেন, 'দাবি দাওয়া নিয়ে সোচ্চার বেশির ভাগ হিন্দুরা, তারা বাংলার বিভক্তি চায় (Mansergh, vol. X, পৃঃ ৮৫২)। ১৯৪৭ সালে জিন্নাহ বাংলায় (Referendum) গণভোট করার প্রস্তাব করলে ব্রিটিশ কেবিনেট ২০শে মে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে (Mansergh, vol. X, পৃঃ ৯২১-৯২২)। ১৯৪৭ সালের ২৮শে মে লর্ড মাউন্টবেটেন লন্ডনে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ কেবিনেট মিটিংয়ে অভিহিত করনে যে, জিন্নাহ তাকে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, তার পক্ষে বাংলা বিভক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না (Mansergh, vol. X, পৃঃ ১০১৪)। পক্ষান্তরে হিন্দু মহাসভা 'যুক্তবাংলা' সম্পর্কে প্রথম থেকেই নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে চলে। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি যুক্তবাংলা পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল।

www.pathagar.com

ভাইস'রয় লর্ড মাউন্টবেটেনের কাছে তিনি তীব্র প্রতিবাদপত্র পাঠায়। ২রা মে লিখিত চিঠিতে লেখে, 'স্বাধীন অবিভক্তবাংলা সম্বন্ধে কিছু এলোমেলো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে; এর ভাবার্থ একেবারেই বোধগম্য নয়। আমরা সমর্থন করবো না। আমাদের (হিন্দুদের) কাছে এই পরিকল্পনা কোনো উপকারে আসবে না। স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তানের রূপ নেবে....। আমরা কোনভাবেই ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না (মাউন্টবেটেন পেপারস Mansergh, vol. X, পৃঃ ৫৫৭)।' সোহরাওয়ার্দী জানতেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ছাড়াও হিন্দু মহাসভা যুক্তবাংলার পরিকল্পনার চরম বিপক্ষে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই মে ভাইস'রয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি Sir E. Mieville-এর কাছে এক পত্রে সোহরাওয়ার্দী লেখেন, 'পার্টিশনের ব্যাপারে হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের ধ্যান ধারণাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে (Mansergh, vol. X, পৃঃ ৮৩০)। বাঙালি হিন্দুরা তাদের দৃষ্টিতে মনে করে ১৯৩৭ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে একজন মুসলমান অভিষিক্ত হবার পর বাংলায় রাজনৈতিক প্রাধান্য চিরদিনের জন্য হারিয়েছে। বাংলার কংগ্রেস তাদের তরফ থেকে যুক্তবাংলা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে ভার দেয়নি বা কোন সংস্থাপন করেনি, যুক্তবাংলা পরিকল্পনা কার্যকর না হবার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে শীলা সেন তার গ্রন্থে বলেন, 'সম্পূর্ণ 'স্বাধীনবাংলা' পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার প্রথম কারণ হচ্ছে, 'কংগ্রেস নেতাদের পুরোপুরি বিরোধিতা (পৃঃ ২৪৩)।'

পান্না বোতল হতে পানি পান করে আবার বলল, 'বিচারকমণ্ডলী! আদেশবিহীন বিরতির জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, নিশ্চয় ক্ষমাদৃষ্টে দেখবেন; তখন বলছিলাম, তখনই কয়েকজন ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলো, 'আমরা পুরনো ইতিহাস শুনতে আসিনি, ২৬ শে মার্চ-এর স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য জানতে চাই। খামোখা পুরাতন ইতিহাস জেনে লাভ নেই।' সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি বললেন, 'এ সমাবেশে বিচারকমণ্ডলী রয়েছেন। অন্যদের কথা বলা নিষেধ। দয়া করে বসুন এবং শুনুন।'

পান্না আবার বলতে শুরু করলো, 'তখন বলছিলাম যুক্তবাংলা পরিকল্পনাকে পুরোপুরি অকেজো করে দেয়ার জন্য বাঙালি হিন্দুরা বাংলা বিভক্তি দাবি করে। বাংলার বিভক্তি সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের মিটিংয়ের আগে বাংলার কংগ্রেস এবং বাংলার হিন্দু মহাসভা বাংলার বিভক্তি দাবি অব্যাহত রাখে। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলের প্রথমভাগে প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্স ঘোষণা করে বাংলার হিন্দুদের একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকারের অধীনে পৃথক প্রদেশ গঠন করতে হবে (অমৃতবাজার পত্রিকা ৫ই এপ্রিল ১৯৪৭)। ১৩ই মে সর্দার প্যাটেল

www.pathagar.com

বাঙালি হিন্দুদের নেতা কে সি নেয়োগীকে চিঠিতে লেখে, 'সম্পূর্ণ স্বাধীনবাংলার দাবী একটি ফাঁদ। যাতে কিরণ শংকর ও ঐ শরৎবাবুর সাথে পড়ে যেতে পারে.....। বাংলার হিন্দুদের বাঁচানো একমাত্র পথ বাংলার পার্টিশনের দাবী অব্যাহত রাখা। হিন্দুদের জন্যে মঙ্গল অন্য কিছুতে কর্ণপাত না করা.....। অমুসলিমদের বাঁচাতে হলে বাংলাকে ভাগ করতেই হবে (শীলা সেন পৃঃ ২৪৪)।'

নেহেরু মনে করে যুক্তবাংলা বাস্তবায়িত হলে বাঙালি মুসলমানরা বেশি উপকৃত হবে। তার নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় কংগ্রেস এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে যুক্তবাংলার জন্য সোহরাওয়ার্দীর স্বপ্নের যবনিকাপাত ঘটবে। বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বাঙালি মুসলমানরা কখনো বাংলার বিভক্তিকরণ চায়নি। পক্ষান্তরে বাংলাকে ভাগ করার দাবি বাঙালি হিন্দুদের মনোভাব। অমৃতবাজার পত্রিকা ৫ই এপ্রিল ১৯৪৭ সালে এভাবে প্রকাশ করে, 'এটা শুধু পার্টিশনের প্রশ্ন নয়, হিন্দুদের জীবনমরণ প্রশ্ন মনে করেছিল।'

বক্তা শ্রোতাবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি ফেলে আবার বলল, 'বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্রিট্রিশ দস্যুরা ১৯০ বৎসর শোষণ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া পর্যন্ত বাংলাকে ভাগ করার স্থির সিদ্ধান্ত তাদের ছিল না। অবশেষে বাংলার বিভক্তি সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে সিদ্ধান্ত নেয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদকে দুটি অংশে মিলিত হবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হবে। মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত জেলাগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করবে একটি অংশ এবং অপরটি করবে বাংলার অবশিষ্ট জেলাগুলো। বাংলাকে ভাগ করা হবে কি হবে না, এই মর্মে পরিষদের দুই অংশের সদস্যদের পৃথকভাবে বসে ভোট দেবার ক্ষমতা দেয়া হয়। যেকোনো অংশের অধিকাংশ সদস্য যদি বাংলা বিভক্তির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়, সে ক্ষেত্রে বাংলাকে ভাগ করা হবে (সংশোধিত খসড়া ঘোষণা ১৭ই মে, ১৯৪৭ সাল, (Mansergh, vol. X পৃঃ ৮৮৪)। বাংলা পার্টিশনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে পরিষদের সদস্যরা দু'ভাগে মিলিত হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পার্টিশনের পক্ষে ভোট দেয়। পক্ষান্তরে মুসলিম সদস্যরা ও তফসিলি সম্প্রদায়ের অনেকে পার্টিশনের বিপক্ষে ভোট দেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন লর্ড মাউন্টবেটেনের কাছে গভর্নর বারোস এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করে বলে, "অদ্য অপরাহ্নে 'পশ্চিমবঙ্গ' ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যবৃন্দ পৃথক মিটিংয়ে 'পার্টিশনের' পক্ষে ৫৮ ভোট এবং বিপক্ষে ২১ ভোটে সাব্যস্ত হয় যে, "বঙ্গ" প্রদেশকে বিভক্ত করতে হবে... এবং অপরাহ্নে পূর্ব "বঙ্গ" ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যবৃন্দ পৃথক মিটিংয়ে "বঙ্গ" প্রদেশকে বিভক্ত

www.pathagar.com

না করার জন্য "পার্টিশনের বিপক্ষে" ১০৬ ভোট এবং পার্টিশনের পক্ষে ৩৫ ভোটে সাব্যস্ত হয় (Mansergh, vol. XI পৃঃ ৫৩৬)।

এভাবে বাঙালি হিন্দুদের ভোটে বাংলা প্রদেশ–দু'অংশে বিভক্ত হয়। একটি 'পশ্চিমবঙ্গ' ভারতের সাথে যুক্ত হয়। অপরটি 'পূর্ববঙ্গ' বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করে। ফলে যুক্তবাংলার বাস্তবায়ন ইতিহাসে পর্যবসিত হয়। এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর আপ্রাণ উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা থেমে যায়। সময়ের স্রোতে বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গ অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে বোঝা যায় ধর্মের ভিত্তিতে হিংসায় জ্বলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক সমাধান না করে উভয় সম্প্রদায় পূর্ণবাংলা স্বাধীন না হয়ে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় শুধু মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারত হতে বিতাড়িত করে। ফলে দেশ বিভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পর দ্বন্দ্বে উপমহাদেশের সর্বনাশ ডেকে আনে।'

টানা বক্তব্যে পান্নার দম ফুরালে দীর্ঘশ্বাস টেনে আবার বলল, 'সেই বিচ্ছিন্নতা এই স্বাধীনতা।' পূর্ণ নিঃশ্বাস ছেড়ে দম টেনে পুনরায় বলল, 'আজ এই ২৬শে মার্চ আমরা কাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করছি? পূর্ববঙ্গের, পূর্বপাকিস্তানের নাকি অখণ্ড বাংলার। অবশ্যই বলবো বাংলাদেশের। তাই নয় কি বন্ধুরা? হ্যাঁ তাই। আমি বিচারকদের কাছে আবারও সময় প্রার্থনা করছি, সুযোগ পেলে ধন্য হবো।'

আবেদন মঞ্জুর হলে আঁটসাঁটে দাঁড়িয়ে বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, বিচক্ষণ বিচারকমণ্ডলী ও শ্রোতাবৃন্দ। বঙ্গভূমির মাতাকে অভিশাপ দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, কেমন বাংলামায়ের সন্তান ঐ বিচ্ছিন্নকারীরা। বাংলায় বসবাস করেও বাংলাকে ভালোবাসেনি। আভিজাত্য অহঙ্কারে স্বজাতি, স্বভাষী, স্বধর্মীদেরকে হিংসায় দূরে ঠেলে ছিল। বিভেদ সৃষ্টি করেছিল বঙ্গের বুকে–ছিনিমিনি খেলেছিল বাংলামায়ের অঙ্গ ছেদনে। তখন কোন সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় অহমিকায় মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। একই ভূমির বাসিন্দা হয়ে একই রক্তের স্বীয় ভাইকে হিংসা করেছে। কেমন বাংলা ভাষাভাষী বাংলাভাই ছিল তারা।

আহঃ! একই ভূমিতে বাস করে, একই মাঠের ফসল, একই বিলের মাছ, একই গাভীর দুধ ও একই কুয়ার পানি পান করে অপরকে ঘৃণা করেছে। দূরে ঠেলেছে সমাজ অঙ্গন হতে। অর্চনায় ভিন্ন ভিন্ন গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে কুর্ণিশ করেছে, অথচ মুখে বলছে ধর্মভাই, কর্ম করছে ভিন্নতা। একই আকাশের নিচে থেকে হরিজন, চাষাভুষা, মালী, জেলে ব্যক্তিবর্গ সমাজে

www.pathagar.com

ছিল ঘৃণিত। একই ভাষায় কথা বলে, অথচ একই বেদবাণী উচ্চারণ করেছে; তবু উঁচুবর্ণের সমাজপতিরা নিম্নবর্ণদেরকে পায়ে ঠেলে ঘৃণা করেছে। ঐ হরিজনদেরকে দেখলে অশুচি বোধ করেছে উচ্চবিত্তরা কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। নিপীড়িত মানুষ ইসলামের আহ্বানে সনাতনী ধর্ম ছেড়ে সত্যের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। এ দোষ কি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নাকি উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজপতিদের ছিল। নরম মাটির প্রভাবশালী গোঁড়া হিন্দুদের হিংসার কারণে নিষাদ বা ভেড্ডাজাতি হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্মে ঝুঁকেছিলেন। তবু হিন্দু সমাজপতিদের টনক নড়েনি, টনক নড়েছিল ৭০০ খৃষ্টাব্দ হতে ১০০০ খৃষ্টাব্দে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যখন মুসলিম ধর্মে আবিষ্ট হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন তখন। আরও টনক নড়েছিল যখন নিম্নবর্ণের হরিজনরা মুসলিম ধর্মগ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পূর্ণবাংলা স্বাধীন হওয়ার ডাক দিয়েছিল তখন। তা হলে বাংলামোহিত বাঙালিগণ নিশ্চয় বুঝেছেন, আমরা কোন বাংলায় অবস্থান করছি!'

এবার প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে বাংলার কিছু পরিচয় তুলে ধরছি; যা একান্তই জানা দরকার। সনাতন ধর্মের গ্রন্থানুযায়ী বাংলা কিন্তু আজকের নয়। আর্যধর্ম শাস্ত্র বিখ্যাত ঋগ্বেদের অনুগামী পাতঞ্জল মহাভাষ্য, ঐতরেয় আরণ্যক, রামায়ণ, বৌধায়নসূত্র, ভগবত, হরিবংশ, মহাভারত, মনুসংহিতা, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, প্রভৃতি মহাপুরাণ ও উপপুরাণে, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে, কালিদাসকৃত রঘুবংশে এবং বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই বাংলা মুল্লুকের উল্লেখ মিলে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গৌতমের বরে বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামের পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। সেই পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্রের নামে বঙ্গমুল্লুক ও পার্শ্ববর্তী জনপদের নাম করণ হয়েছিল। সে সূত্রে (ক) অঙ্গের অবস্থান– বিহারের ভাগলপুর, (খ) বঙ্গের অবস্থান– বাংলার ঢাকা ও চাটগাঁ, (গ) কলিঙ্গের অবস্থান– দক্ষিণ উড়িষ্যা, (ঘ) সুহ্মের অবস্থান– রাঢ়দেশ বা বর্ধমান, (ঙ) পুণ্ড্রের অবস্থান– রাজশাহী. উত্তরবঙ্গসহ আসাম অঞ্চল।

এ ছাড়া মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে। পাঞ্চালের (গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) দ্রোপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে তিন বাঙালি 'রাজা' পানিপ্রার্থী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বিচারকমণ্ডলী আরও বলছি, অখণ্ড বাংলায় ক্রমবর্ধমান শাসকগোষ্ঠী শাসন করেছেন, তার মধ্যে মৌর্যযুগে রাজা ধর্মপাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৪ হতে ১৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। গুপ্তযুগে রাজা চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দ হতে ৪৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

গুপ্তযুগের পরে রাজা শশাঙ্ক ৭ম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছেন। এরপর পালবংশ রাজত্ব করেন ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হতে ১১৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেনবংশ রাজত্ব করেন ১০৯৫ খৃষ্টাব্দ হতে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি রাজা লক্ষণ সেনকে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী দ্বারা পরাজিত করে উত্তর পশ্চিম বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। বাংলায় তুর্কি শাসন চলে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ হতে ১২৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । তুর্কিদেরকে তাড়িয়ে ১২৮১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবন রাজবংশ রাজত্ব করলে তুর্কিরা পুনরায় বলবন রাজবংশকে পরাজিত করে ১৩০১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৩২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ হতে ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। ইলিয়াসশাহী রাজবংশ ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ হতে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দখলে ছিলেন। হোসেন শাহীর শাসনকাল ১৪৯৩ হতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। এরপর বাংলায় আফগানরা শাসন করে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ হতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। জনাব নবাব আলীবর্দী খানের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলিম নেতারা ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছেন। নবাব আলীবর্দী খান ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করে দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট শাসনভার অপর্ণ করলে পারিবারিক কলহ শুরু হয়। তখন হতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নক্ষত্র রাহুগ্রস্ত হয়।

শ্রদ্ধেয় সুধী ও বিচারকমণ্ডলী, এখানে আরও অলোচনা দরকার, যখন মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ নিপীড়িত বাংলা ভাষাভাষী নিম্নবর্ণের হিন্দুগণকে সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন, তখন তারাও (নিপীড়িতগণ) উত্তম সুযোগ পেয়ে সমকাতারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এমনকি সেই নিপীড়িত জনগণ মুসলিম সত্যধর্মের আবেশে ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হতে এই বাংলা ও সারা ভারতবর্ষে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করলেও প্রতিপক্ষের পূর্বসূরি দাদাভাইরা কখনো উচ্চনেতা হিসাবে এগিয়ে আসেনি। মুসলিম শাসন আমলে সাড়ে পাঁচশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসনকালে উভয় ধর্মের স্বাধীনতা রেখে দেশ চালিয়েছেন। কৈ তখন তো দাদাভাইরা বিরোধিতা করেনি। কিন্তু ইংরেজ বেনিয়ারা ব্যবসার নামে এসে ঘাঁটি স্থাপন করলে সামন্ত জমিদারদের সহায়তায় এ দেশের শাসনভার ইংরেজদের হাতে চলে যায়। তৎকালে বাংলার প্রতিপক্ষ দাদাভাইরা কি ভালো মনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন?

তাই বলছি, মৌর্যযুগ হতে শুরু করে মুসলিম শাসন আমল পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা হারায়নি। সমগ্র ভারতীয়রা রাজা বাদশাদের আনুগত্য পালন করছে

www.pathagar.com

মাত্র। ভারতবর্ষের বহুভাষাভাষী, বহুবিদ ধর্মীয় নাগরিক ১৭৫৭ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯০ বৎসর গোলামী করে, বুঝেছেন স্বাধীনতা কী এবং কাকে বলে?

বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী, তাই পরিতাপ হচ্ছে, অখণ্ড বাংলার অধিবাসীরা ১৯৪৭ সালে উত্তম সুযোগ পেয়েও 'পূর্ণবাংলার' "স্বাধীনতা" অর্জন করতে পারেনি। তাই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে বাংলামায়ের উক্ত সন্তানরা হিংসার দাবানলে জ্বলে পূর্ণবাংলাকে বিভক্ত করে পশ্চিমবাংলা, আসাম মুল্লুক ও ত্রিপুরা অঞ্চল ভারতের গোলামী করে দিল্লির শাসকগোষ্ঠীর পদলেহন করেই যাচ্ছে। হায় বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতি হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন থেকে পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরা ভারতের সাথে যুক্ত রেখে বাংলার অস্তিত্ব বির্সজন দিয়েছে। তেমনি অপরপক্ষ পূর্ববাংলার মুসলিমরা হিন্দুদের হিংসার দাবানল হতে মুক্তি পেয়ে ধর্মের টানে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলার নাম মুছেই ফেলেছিল।

আফসোস হায় বাঙালি জাতি, বিশালবাংলাকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করে সীমানা বিলীন করেছো। হায় বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতি, জাতীয়তার মর্ম বুঝলে না, স্বাধীনতা কি চিনলে না, মাতৃভাষার মূল্য দিলে না, নির্বোধের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছো। হায় বাংলাভূমির বাংলামায়ের বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি সন্তানরা, স্বাধীন হতে গিয়েও স্বাধীনতা অর্জন না করে অন্যভাষীদের পদতলে মস্তক অবনত করেছো। হায় বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তিত্বহীন বাঙালিজাতি স্বাধীনতা কি বুঝলে না। বাংলামুল্লুকে বাংলারাষ্ট্র গঠন না করে বিশ্ববাসীর চোখে ঘৃণিত হয়েছো। ছিঃ, বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর গোঁড়া হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় সমাজ। ছিঃ! তোমাদের ধর্মের অহমিকা।

আবেগিত কণ্ঠে ক্ষিপ্ত হয়ে পান্না দক্ষিণহস্ত তোলে চেঁচিয়ে বলল, 'অতীতের হে বাংলামায়ের কাপুরুষ সন্তানগণ, কী অন্যায় করেছিলাম আমরা বাংলাভূমিতে বসবাস করেও বাংলার স্বাদ হতে বঞ্চিত হচ্ছি। কী অন্যায় করেছিলাম তোমাদের কাছে? আজ ইচ্ছে করলেই বাংলার এ প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যেতে পারছি না। তাই সারাজীবন তোমাদেরকে অভিশাপ দিলেও ধিক্কার শেষ হবে না। হায় পূর্বপুরুষ বাঙালি জাতি কি সত্তা দিয়ে গেলে আমাদেরকে, কী তত্ত্ব রেখে গেলে গর্ব করার জন্যে। হায় নির্বোধ বাঙালি জাতি কোথায় সেই বিশাল বঙ্গভূমি, কোথায় বাংলামায়ের শস্যশ্যামল বাংলাভূমি?

হে অতীতের অথর্ব বিবেকহীন মেরুদণ্ডহীন নেতাবিহীন কাপুরুষগণ, কী ভূষণে ডাকবো তোমাদেরকে সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পাহাড়, ঝরনা, সাগর, মোহনা ও নদীমাতৃক সুফলা সুজলা ধনভাণ্ডার ভূমির বহুবিধ ধর্মের অনুসারী

www.pathagar.com

নাগরিকগণ ২,৬১,১৫১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলা ভাষাভাষী বাংলামুল্লুক ফেরত দাও। ফেরত দাও। ফেরত দাও।

হে মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্বহীন গোড়াধর্মের অধিকারী নাগরিকগণ, বাংলার নির্বোধ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়, বাংলামায়ের অপসন্তান ঘৃণিত কাপুরুষগণ, সেই সুজলা সুফলা ধনে ভরা সোনারবাংলা ফেরত দাও। যে বাংলায় আহার অন্নের হাহাকার ছিল না, যে বাংলায় বাসস্থানের অভাব ছিল না। সেই বাংলা ফেরত দাও, ফেরত দাও।

হে অপদার্থ বাঙালি জাতির ভীরু পূর্বপুরুষরা, জানি সোনারবাংলা ফেরত দিতে পারবে না, তাই শুধু জেনে রাখ, আমরা নবপ্রজন্মের সন্তানগণ 'সমগ্র বাংলাকে' ভালোবেসে বিচ্ছিন্ন হওয়া হারানো বাংলার আফসোস নিয়ে তোমাদেরকে অভিশাপ দিতেই থাকবে।

হে বাংলামায়ের বুকে বসবাসকারী ঘৃণিত কাপুরুষগণ, বাংলাভূমি মুক্ত করার জন্য যে সকল বীর সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছিলেন, যেমন ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, বাংলার মসলিন শিল্পগোষ্ঠী বিদ্রোহ, সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের সংগ্রাম, হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, মোহসিন উদ্দিনের সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহে যে সংগ্রামীগণ আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই পূর্ণবাংলা অক্ষত অবস্থায় ফেরত দাও। ফেরত দাও। ফেরত দাও।

অসংখ্য শ্রোতার মাঝে উষ্ণকণ্ঠে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে পান্না একটু নীরব থেকে আবার বলল, 'শ্রদ্ধেয় সভাপতি, বিচারক ও শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রছাত্রী ভাইবোন; আমার বক্তব্য মাঝে দীর্ঘায়িত এবং অতিশয় আবেগের জন্য দুঃখিত। আমি তখন বলছিলাম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, তদানিন্তন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর মাতৃভাষা প্রসারিত লক্ষ্যে উত্তম সুযোগ পেয়ে বাংলা ভাষাভাষী বাংলায় মাতৃভূমি ত্যাগী, স্বীয় ভাষাভাষী ভাই ত্যাগী, প্রাক্তন ধর্মত্যাগী জনগণের সামনে রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন– পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। সেদিন পূর্ববাংলার (তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের) জনগণ নিজেদের ভুল বুঝে ক্রোধে ফেঁটে পড়েছিলেন। এটাই ছিল অবুঝ বিবেকহীন বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিদের প্রথম বিক্ষোভ।

তদানীন্তন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা জনাব কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পদাঙ্ক অনুসারী পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতের পুতুল পূর্বপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়ভাষা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বোকার মতো ঘোষণা করেছিলেন, 'পাকিস্তানের

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয়ভাষা হবে উর্দু।' সেদিন ভাষার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ছাত্রজনতা ঢাকার রাজপথে মিছিল নিয়ে নামলে পাকিস্তানি সৈনিকদের গুলিতে সালাম রফিক বরকত ও জব্বার অকাতরে প্রাণ হারান। শুরু হয় বাঙালিদের কান্নার রোল, আজও সে কান্না থামেনি। যে ভুলের কারণে পূর্ববঙ্গের বাঙালিগণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাতে হাত মিলিয়ে যুক্ত হয়েছিল। এরই ৫ বছর পর নিজভূমিতে মাতৃভাষার দাবিতে রাস্তায় রাস্তায় কান্নার রোল পড়েছিল। কী নির্মম পরিহাস! হায় নির্বোধ বাঙালি কাঁদলেই কি স্বস্তি পাওয়া যায়। গায়ের চামড়া ছিললেই কি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়?

তাই অদ্যের বিচারকমণ্ডলী এবং শ্রোতাবৃন্দ ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবের প্রধান বিষয় ছিল পাকিস্তানের পটভূমিতে দু'টি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত হবে। একটি পূর্বাঞ্চলে অপরটি পশ্চিমাঞ্চলে। অর্থাৎ দূরত্বকারণে প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী তা বেমালুম ভুলে গিয়ে রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা একচ্ছত্র কুক্ষিগত করে রাখলে সেদিন হতে শুরু হয় আঞ্চলিক স্বার্থবাদিতায় ও হঠকারী সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের প্রতি আস্থাহীনতা। বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্তানী ও উর্দূ ভাষাভাষী পশ্চিম পাকিস্তানিদের মতবিরোধের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৭০ সালে ৭ই ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো অন্যায়ভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় যাবার অভিসন্ধি করলে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ববাংলার) জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনতা রুদ্ররোষে সোচ্চার হলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল করে দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঠিকই বুঝেছিল, ১৭৭০ কিলোমিটার দূরের পূর্ব পাকিস্তানের জননেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করলে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানি শাসকদের হাতে কলোনি রূপায়ণ হবে। ফলে ঘটবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মানহানি। তাই তারা নিজ দেশের শাসনভার সুকৌশলে নিজেদের হাতেই রেখেছিল। বলাবাহুল্য পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছিল দেশ প্রেমিক, ভাষাপ্রেমিক, তাই তারা অন্যের হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও গালে থাপ্পড় খেয়ে বুঝল–পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব। তাই পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার

www.pathagar.com

আদায়ের লক্ষ্যে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান জনতার সমর্থনে আন্দোলনের ডাক দিলে শুরু হলো ক্ষমতার রেষারেষি।

হায়-রে বাঙালিজাতি, দাঁত থাকতেও দাঁতের মর্ম বুঝলে না। সেদিন হোসেন সোহরাওয়ার্দীর ডাকে সাড়া না দিয়ে মুসলিমবিরোধী সম্প্রদায় বাংলার অর্ধেক অংশ গোলামী করার জন্যে দিল্লির প্রভুর খেদমতে ভারতের সঙ্গেই মাথাগুঁজে রয়ে গেল। অপর অংশ হিন্দু দাদাদের সঙ্গত্যাগ করে ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে পূর্ণবাংলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান নামে স্বাধীনতা অর্জন করে ১৭৭০ কিলোমিটার দূরের উর্দু ভাষাভাষী মুসলিম ভাইদের সঙ্গে জড়িয়ে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করলো। বাংলার স্বাধীনতা বর্জনকারী পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বাঙালিরা বাংলামায়ের ভূমি রক্ষার্থে সেদিন ভালো কাজ করেছিল কি? অবশ্যই করেনি। বিশাল বঙ্গভূমি ভেঙ্গে মাতৃভাষার জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে স্বীয় অস্তিত্ব মুছে ফেলেছিল।

তাই বাংলাভূমিকে বিচ্ছিন্ন করার পরিণাম বাংলার জনগণকেই তো ভোগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা হিন্দিহিন্দু দিল্লি শাসকদের নির্যাতন সহ্য করে গোলামী করছে। আসামের বাঙালিরা বর্বর অহমীয়া ও খিচুরি বাংলা ভাষারূপী বোড়দের অত্যাচার প্রতিনিয়ত ভোগ করেই চলছে। ত্রিপুরার বাঙালিরা কোণঠাসা হয়ে অসভ্য পাহাড়ি জংলিদের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করছে। আর অপর অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়া পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা কখনো পরাধীনতা মানেনি। সেই বাঙালিদেরকে দুর্বল ভেবে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে কালক্ষেপণ করতে থাকলে, অবস্থার পরিপেক্ষিতে ৩রা মার্চ ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বিজয়ী নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে বুঝালেন পূর্ববাংলা (পূর্বপাকিস্তান) স্বাধীনতা নিয়েই পাকিস্তান নাম নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল। বিশ্ববাসীকে বুঝালেন পূর্ববাংলা কখনো অন্যের অনুগ্রাহী নয়। তাই পূর্ব পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ বিজেতা নেতা ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণে গণতন্ত্র অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবী আদায় লক্ষে প্রচণ্ডভাবে দেশ বিভাগের হুমকি ছাড়েন এবং পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেন। সেদিন মুক্তমঞ্চে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

www.pathagar.com

সেদিন হতে পূর্ববঙ্গীয় (পূর্বপাকিস্তানের) জাতিগোষ্ঠীর অনুভূত হলো–ধর্মীয় অন্ধমোহে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভুল করেছিলাম। এখন কারো মুখাপেক্ষী নই। তাই স্বীয় কোমরের শক্তিতেই সোজা হয়ে দাঁড়াবো।

তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান দৃঢ়মস্তিষ্কে ১৫ই মার্চ হতে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে লোক দেখানো আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। একই সময় সেনাবাহিনী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর গোপনে হামলা চালানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল করার লক্ষ্যে দেদার সৈন্য আর অস্ত্র নিয়ে আসে বাংলায়। তারপর পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে অনেক বাঙালি সেনা ও পুলিশদেরকে হতাহত করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে।

গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতাকে হস্তান্তর না করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর মাথামোটা বর্বর জানোয়ারস্বরূপ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে চিরতরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষ জব্দ করার জন্য সশস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জালেম বর্বর হায়না গোষ্ঠী ভেবেছিল– আর্য, তুর্কি, আফগান, মারাঠী ও ইংরেজদের আক্রমণ দুর্বল বাঙালি জাতি প্রতিহত করতে পারেনি। এবারও পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণে নিরীহ বাঙালি ঘরে লুকিয়ে থাকবে। আর বাংলা ভাষাভাষী ভীরু কাপুরুষগুলো মাথা নত করে কুর্ণিশ করবে।

ঐ দাম্ভিক জালেমগোষ্ঠী মানুষ নামের বর্বর জানোয়ার তুল্যদের আক্রমণে বাংলা ভাষাভাষী পূর্বপাকিস্তানের মুসলিমদের অন্তরে চরম আঘাত লাগে। সেই বিভীষিকাময় ২৫শে মার্চ কাল রাতের হামলায় পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী হওয়ায় পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের পিঠ দেয়ালে ঠেকলে দিশেহারা বাঙালিরা যখন নেতৃত্বহীনে ভোগছিলেন, তখন ২৬শে মার্চ বিকালে এবং ২৭শে মার্চ সকালে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বীরদর্পে বলিষ্ঠকণ্ঠে সশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, "I Majaur Ziaur Rahaman do hearby declair independents of Bangladesh on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mojibur Rahman."

www.pathagar.com

তেজস্বিনী বাঙালামায়ের সন্তান মেজর জিয়াউর রহমানের সাহসিকতায় স্বদেশ রক্ষার্থে বাঙালিরা ঘুরে দাঁড়ালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

উপস্থিত শিক্ষক মহোদয়গণ, বিচারকমণ্ডলী ও মাননীয় সভাপতি ফের পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ববঙ্গের) জনগণ স্বাধীনতার মোহে ১৯৪৭ এর ন্যায় ১৯৭১ সালে ২৬ শে মার্চ আবার বাঙালি জাতিগোষ্ঠী জোরু-গরু-ভূমি রক্ষার তাগিদে জালিম পশ্চিম পাকিস্তানিদের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়ায়।

আজ সেই ২৬ শে মার্চ, ১২ই চৈত্র বাংলাদেশের মহান "স্বাধীনতা দিবস"। আমরা পাকিস্তান আমলের ২৩ বৎসর ৫ মাস ১২ দিন অতিক্রান্তে ভারতের সহায়তায় ১০ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানের নাম পাল্টিয়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে "বাংলাদেশ" নামক রাষ্ট্র গঠন করেছি।

তবু ভগ্নহৃদয়ে বলতে কষ্ট হচ্ছে, ভারতের শাসকগোষ্ঠী ধর্মের রোষানলে জ্বলে বিশাল বঙ্গভূমিকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ডে বিচ্ছিন্ন করেছে। সুবর্ণ সুযোগে পাকিস্তান ভেঙ্গে হিংসাত্মক আত্মার শান্তি প্রসারিত করেছে। বাঙালিদের কণ্ঠে 'জয়বাংলার' স্লোগান উঠলেও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বাংলা ও ত্রিপুরা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল কুক্ষিগত করে রেখেছে। চিরশত্রু মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানকে ভেঙ্গে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু বহির্বিশ্বের বিবেচকগণ টেরাচোখে দেখছে শক্তিধর শার্দূল দুর্বল নেকড়ের কবল হতে খরগোশকে মুক্ত করে লেজ ধরে ঝুলিয়ে খেলা করছে। এ বিষয়টি কি এখনো অভাগা বাঙালি জাতিগোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পেরেছে?

পরিশেষে আজকের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বলছি, শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ, শিক্ষক মহোদয়গণ, মান্যবর সভাপতি ও বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী। আমার উন্নত আকাঙ্ক্ষার জন্য ক্ষুদ্রবান্দী গোস্তাকী ক্ষমা চাচ্ছি। আজকের তরুণ যুবা ও নবীন ভাইবোনদেরকে বলছি, আজও বাতাসে শুনচ্ছি সিরাজ-উদ্-দৌলার বিবেকের মর্মোক্তি কান্নার সুর। অট্টহাসির আওয়াজ আসছে বেঈমান ঘষেটি বেগম, মীরজাফর, মীরকাশেম, মীরণ, মোহাম্মদ আলী বেগ, মীরমদন ও কুচক্রী উর্মিচাঁদ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজভল্লভ, রাজাগণেশ ও মানিকচাঁদের কণ্ঠ হতে। ক্লান্ত করুণ গগনবেদী আর্তনাদ ভেসে আসছে বাংলার প্রেমানুভূত মোহনলালের মতো বীর সৈনিকদের কণ্ঠ হতে। তাই আসুন, বাংলার অধিবাসী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, নাগা, চাকমা, মগ, মারমা, টিপরা, খাসিয়া, রাখাইন, গারু, ব্যোম, ম্রো, খুমি, লুসাই, পাংখো, চাক, খ্যাং, তনচগা, শেন্দু, মণিপুরি, জন্তীয়া, হাজং, কোচ, সাওতাল, ওঁরাও, মাহালী, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি,

www.pathagar.com

রাজবংশী, মালো, দালাই ও হুদি সম্প্রদায়গণ বীরদর্পে বজ্রকণ্ঠে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হই, আর কখনো সিরাজ-উদ্-দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করবো না।

এসো হে বাংলামায়ের সন্তানসন্ততি এসো, আর কখনো অভিনয়ে অভিভূত হবো না। কাঁধে কাঁধ মিলে হাতে হাত ধরে বিচ্ছেদন বাংলার মঙ্গল কামনা করে বিশাল বাংলার ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের ২৬ শে মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে সমস্বরে জয়ধ্বনি করি 'বাংলাদেশ' অমর হোক। বাংলাদেশের জনগণের শান্তি হোক।

পান্নার উগ্রতাপূর্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠে আহ্বান শুনে সভাপতি, শিক্ষকমণ্ডলী ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনকারী কমিটি, ছাত্রছাত্রীগণ উন্নতমস্তকে দৃঢ়তায় সমকণ্ঠে জয়ধ্বনি করলো 'বাংলাদেশের' স্বাধীনতা দিবস অমর হোক! জয় হোক বাংলাদেশের মাতৃভূমি!!

অতিশয় বলিষ্ঠ কণ্ঠে বীরাঙ্গনার ন্যায় বক্তৃতা শেষে পান্না জনতার দিকে চেয়ে দেখলো, তখনও সহপাঠীরা করতালি দিয়ে জয়ধ্বনি করছে। তাদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রোতাবৃন্দও যোগ দিয়েছে। তখনই উৎফুল্ল রোষে ঝঙ্কার দিয়ে বাদকদলের বাদ্যযন্ত্রে সুরঝঙ্কার বেজে উঠলো, 'স্বাধীন বাংলাদেশ জয় হোক, অমর হোক আমাদের জাতীয়তা, বাদ্যযন্ত্র সমস্বরে বেঁজে উঠলে নৃত্যশিল্পী নর্তকীগণ নৃত্যতালে মঞ্চে প্রবেশ করলো। পান্না বক্তার পিঁড়ি ছেড়ে দেখলো সাবিনা, তন্বী ফুলসহ শরবত হাতে দাঁড়িয়ে। ওদের চোখে মুখে দীপ্ত হাসি। জয়ধ্বনিসহ হইহুল্লোড় থামানোর জন্য মিষ্টভাষী ঘোষক ঘোষণা করলেন, 'সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, এখন দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে দলীয় নৃত্য উপভোগ করে আরও দু'জন বক্তার কণ্ঠে স্বাধীনতা দিবস সম্বন্ধে জেনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করবো। আশা রাখি প্রত্যেকেই সঙ্গে থাকবেন।'

www.pathagar.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

১৭ই চৈত্র ১লা এপ্রিল; শনিবার বেলা আড়াইটা। দেশের সর্বত্র প্রচণ্ড খরতাপ বইছে, সঙ্গে পশ্চিমা 'লু' হাওয়া। যেন মরুভূমির খড়খড়ে শুষ্কবায়ু শহরে ঢুকছে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। ব্যস্ততম সড়কসমূহ প্রায়ই ফাঁকা। উর্ধ্বাকাশে একচিলতে মেঘের ভেলাও নেই। প্রসূতি কাকগুলো ছানার আহার সন্ধানে দ্রুত ঘোরাফিরা করছে। আকাশে অসংখ্য চিল ঘুরছে, মহড়া দিচ্ছে দূরদিগন্তে পাড়ি দেয়ার জন্য। ওরা চমৎকার আবাসনি, বছরে ছয় মাস শীত এবং অন্য সময়গুলো গ্রীষ্ম প্রধান এলাকায় অতিবাহিত করে। ব্যস্ততাহীন ফাঁকা সড়কের পূর্বদিক হতে পশ্চিমদিকগামী ঘোড়সোয়ারী দুলকী চালে ওড়না উড়িয়ে ধেয়ে যাচ্ছে। চোখ ঝলসানো খরতাপে তাকে পথচারীরা দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের জাতীয় ঈদগাঁহ বামে রেখে রমনাপার্ক ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝ দিয়ে পুলিশ কন্ট্রোলরুমের পাশ ঘেঁষে শাহবাগের মোড় পেরিয়ে ঘোড়ার ছোট কদমে খটরখটর শব্দ তোলে পশ্চিমদিকে ধেয়ে চলে।

সায়েন্স ল্যাবরেটরি ডানে রেখে মিরপুর সড়কের পশ্চিমধার ঘেঁষে উত্তর দিকে ছুটছে। উদ্দেশ্য ধানমণ্ডি অভিজাত এলাকার ৭নং রাস্তার একটি দ্বিতল আবাসগৃহ খুঁজে বের করা। ৭নং রাস্তার পাশে একজন যুবতীর হাতের ইশারায় ঘোড়সোয়ারী থমকে দাঁড়ালো। ওদের লোচনে লোচনে মিলিত হলে উভয়ে ফিক করে হেসে উঠলো। আগন্তুক ঘোড়া হতে নেমে তরুতমাল আচ্ছাদিত বাগান পেরিয়ে দ্বিতল বাড়ীর সামনে এলে কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো কুহু কুহু রবে কোকিল অভিনন্দন। আগত যুবতী বলল, 'কি গো সখি এ বাড়ীটিও দেখছি বসন্তের প্রেমকুঞ্জ, প্রেমপাগল কোকিল দূরের সহচারীকে ডাকছে, বেশ মজায় আছ দেখছি।'

স্বাগতকারিণী অভিনয় করলো না, বলল, 'হ্যাঁ সখি তবে তোমাদের বাড়ীর মত নয়, সামান্য ঝোঁপঝাড় ও পত্রপল্লবের ছায়ায় গরীবের কুটিরখানি মাত্র।' ঘোড়সোয়ারী গাড়ি বারান্দার অদূরে আম গাছের শিকড়ে ঘোড়া বেঁধে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলে পান্নার চোখ ছানাবড়া হলো। বাড়ী মাঝে খাবার শালায় প্রায় নয়-দশ জন বিভিন্ন বয়সী নারীদের মাঝে নীলা, সাবিনাও

www.pathagar.com

উপস্থিত। ঐ মহিলা অঙ্গনে সর্ববর্ষিষ্ঠা বৃদ্ধাকে দেখিয়ে তন্বী বলল, 'পান্না! এ আমার দাদুমণি। তবে উনি সতীনরূপে জ্বালাতন করেন বেশি; কখনো ভালো কথা বলেননি, চোখে চোখে রাখেন যেন বন্ধুদের সঙ্গে পালাতে না পারি।' তন্বী দাদীর পানে চেয়ে আরও বলল, 'দাদু! এ সেই পান্না, যে কখনো ছেলেদেরকে ভালোবাসেনি, নিঃসঙ্গতায় চলতে ভালোবাসে। ওর জীবনই বৃথা তাই না দাদু?' 'হ্যাঁ গো সতীন হ্যাঁ, ও তোর মতো নয় যে ছেলেদের প্রেমে মজবে।' পান্নাকে বললেন, 'এসো দাদু পরিচয় করি।' পান্না কদমবুছি করলে তন্বী বলল, 'দাদু ওকে সুন্দর একটা বর দিন, আর ওর হবু-বরটি যেন তেজি ঘোড়ার মতো হয়। তা না হলে সারাজীবন কেঁদে মরবে।'

তন্বীর কথায় সকলেই হাসলে পান্না বলল, 'দাদু! ওরা কিন্তু আমার কলোঘোড়াটা পছন্দ করে রেখেছে, পালাবার সুযোগ পেলেই ওটা নিয়ে ভাগবে।' সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে আবার বলল, 'তা এই অভাগিনীকে স্মরণ কেন দাদু, নিশ্চয় কারো বরকে আমন্ত্রণ করছেন? তা লাজুক তন্বীকে হবু বরের সামনে ধরতে হবে নাকি? ও তো ছোট্ট কচিখুকিটি কিছুই বোঝে না, কুঁচকে যাবে যে। আমি কিন্তু কারো ওকালতি করতে পারবো না দাদু। তবে আপনাদের আয়োজনে মনে হচ্ছে, ঐ প্রেমপাগলিনীকে আজই পুরুষের হাতে সমর্পণ করবেন। তা এখনো বসে কেন? আসুন ধাড়ীকণ্ঠে সাদীর গীত ধরি।' বৃদ্ধা পান্নাকে ছুঁয়ে বললেন, 'ওহে সতীনের বন্ধু, তোমার কণ্ঠেই গীত শোনবো, সেই জন্যেই তো ডেকে এনেছি।' পরক্ষণেই তন্বী, সাবিনা ও নীলাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওরা তোমার গুণের গল্প শোনায়, আজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করবো। এ বুড়িকে বঞ্চিত করো না কিন্তু!' 'দাদী! ওরা তো বলবেই, আমি আবার কোন ছাতু; তবে কখনো কখনো ওরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হিংসা করে। তবে এটাও জেনে রাখুন–

দুগ্ধের চেয়ে দধি ভালো
মুনি ঋষি বলে
দধির চেয়ে মাঠা ভালো
তৃষ্ণা মিটে জলে
নারীর মধ্যে তিনি ভালো
যে অবলা সতী
সুন্দরী চেয়ে কালো ভালো
যদি হয় গুণবতী

অন্য কামরা হতে তন্বীর আম্মা এসে বললেন, 'এ কি দেওয়ান ঝি! এখনো দেখছি মেহমানের সঙ্গে মশকরা করছেন। বলিহারী ধনীর দুলালী আম্মা, আমার

www.pathagar.com

এ বাছাধন খররোদে পুড়ে এসেছে, ওকে হাতমুখ ধুয়ার সুযোগ দিন।' পান্নার দিকে ফিরে বললেন, 'যাও মা, বসন সিথিল করে এসো।' চাবুকখানা তন্বীর হাতে দিয়ে বলল, 'কিছুই বুঝলাম না-রে সাবিনা, আজ কোন্ নাটকের পাল্লায় পড়েছি।'

পরক্ষণেই শীতল জলে সতেজ হয়ে তোয়ালে মুখ ঘষে বের হয়ে দেখলো, প্রত্যেকেই খাবার ঘরের টেবিলের পাশে বসেছেন, তবে কারো সামনে খারার নেই। শুধু পান্নার জন্য খাদ্যসামগ্রী, অন্যজনের সামনে শরবত ও ফলার। সকলের প্রতি দৃষ্টি ফেলে পান্না সাবিনাকে বলল, 'আজ বোধহয় হেরে যাচ্ছি।' মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'ভুল বলছি-রে তন্বী!' তন্বীর মাতা এগিয়ে এসে বললেন, 'সে কি বেটী! তুমি যে আমাদের মেহমান, তবে তোমাকে হেয় করবো কেনো?' পরক্ষণেই কথার পেঁচ ঘুরিয়ে পান্না বলল, 'আপনারা নিশ্চয় মধ্যাহ্নভোজন সেরেছেন?' তন্বীর দাদু হেসে বললেন, 'দূর থেকে যা শুনেছি, প্রত্যক্ষে তা দেখছি। নিশ্চয় তুমি অন্য কিছু ভাবছো?' পান্নাও হেসে বলল, 'জি দাদী, তা অবশ্যই। তবে দাদু আপনারা জানেন কি আজ ১লা এপ্রিল, যে দিবসটি মুসলমানদের জন্য অপমানজনক। তাই ভেবেছিলাম, তন্বী, সাবিনা ও নীলা আমাকে ঠকানোর মতলব করছে কিনা; সে জন্য সতর্ক হচ্ছিলাম।'

তন্বীর দাদু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'আমরা খেয়েছি ভাই, এবার তোমার পালা। আমরা ফলার খেয়ে তোমাকে সঙ্গ দিচ্ছি।' পান্নার সন্দেহ দূর হলো না, খটকা লেগেই রইলো। ভাত তরকারি চিবিয়ে বলল, 'দাদু! আজ স্পেনের সেই দুর্ভাগা মুসলমানদের অপমানের দিন। তবে ভারতের মুসলমানরা না জেনে না বুঝে দিবসটি পালন করছে। একে অন্যকে বোকা বানাচ্ছে, আর বলছে "এপ্রিল ফুল"; এই এপ্রিল ফুল মানে যে এপ্রিলের বোকা এটাও অনেকে জানে না। তাই ভেবেছিলাম তন্বী নীলা সে রকম আয়োজন করেছে নিশ্চয়; সন্দেহ হচ্ছিল ওরা বোধহয় ঠকানোর মতলব করেছে। এরও অবশ্য আরও কারণ হচ্ছে, আমার সামনে খাদ্যসামগ্রী আপনাদের সামনে ফলার। তা দেখে ঠকানো স্মৃতি মনে পড়েছিল।'

তন্বীর দাদী মাল্টালেবু চুষে বললেন, 'দেখছি অল্প বয়সেই অনেক কিছুই শিখেছো, অতি সাবধানে কথা বলে মোহিত করছো সকলকে, দোয়া রাখি বড় হও।' ফুস করে পান্না বলল, 'বড় হয়ে পুরুষের ঘরে ঘরণী হয়ে প্রতি বছর দু'টি সন্তান প্রসব করে সোনার বাংলা উন্নতি করো।' পান্নার ঝটিকা জবাবে তন্বীর দাদীর মুখ ফ্যাকাসে হলে নারীকণ্ঠে হাসির বোমা ফুটলো, বৃদ্ধা তর্জনী তোলে তর্জন করে বললেন, 'শুনেছি কোনো কোনো রমণীগণ প্রতি বছর বাচ্চা প্রসব

www.pathagar.com

করে, তবে বছরে দু'টি বাচ্চা প্রসব করে তা কখনো শুনিনি। তুমি যা বললে দাদু, মগজে তা ঢুকছে না ভাই; বুঝিয়ে বললে খুশি হবো।'

মুখের ভাত চিবিয়ে পান্না বলল, 'দাদু ডেকে এনেছেন, তাই বঞ্চিত করবো না। এই ধরুন ২০ বছর পূর্বে সমগ্রবাংলায় লোকসংখ্যা ছিল ২০ কোটি, এখন ৫০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে প্রতি বছর বঙ্গরমণীরা দু'সন্তান প্রসব করেই চলছে। যেমন বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে একজন এবং চৈত্রের শেষে আরও একজন সন্তান ভূমিষ্ঠ করেন।

তন্বীর দাদী বিস্ময়ের সুরে কইলেন, 'ঐ নচ্ছার মাগী, কেমনে মিলালি।' তেমনি পান্না কইলো, 'দাদিজান, বাংলার মাটির উর্বরতায় বছরে তিন ফসল ফলে, তার চেয়ে বেশি উর্বর বাংলার নারীদের মাতৃগর্ভ; সম্ভব হলে বছরে ছয়বার প্রসব করতো। তাই বঙ্গমাতার বঙ্গভূমে পঞ্চাশ কোটি মানুষ, এ কৃতিত্ব বাংলামায়ের বুকে বাংলার নারীদেরই। তেমনি বে-হিসাবি মহিলারা প্রসবের ৪০ দিন পরই আবার পেটে বাচ্চা নেয়। এ তো সেই একই হিসাব।' এবার তন্বীর দাদীর বিস্ময় কাটলে বললেন, 'তা ঠিক! তবে বাংলার কথা কেন বললে ভাই, পৃথিবীতে আরও তো অনেক দেশ রয়েছে; তারা কি বাচ্চা প্রসব করে না?' 'করে দাদীজান করে, তবে বাংলার নারীদের মতো ঘনঘন তলপেট খালাস করে না।' এবার বৃদ্ধা আনারের দানাগুলো মুখে তুলে বললেন, 'বাংলার রমণীরা সন্তান প্রসব ছাড়া কি অন্যকিছু করতে পারে না?' পান্না মুখের গ্রাস শেষ করে ক্ষণিক ভেবে বলল, 'পারে না কে বলছে? বঙ্গমুল্লুকের অনেক নারী অনেক কিছুই তো করছে, সে ফিরিস্তিও কিন্তু দাদী কম নয়। এই যেমন–

- 'বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর কন্যা মেহেরুন নিসা ওরফে ঘষেটি বেগম বহিনপুত্রের হিংসায় জ্বলে সামন্ত-জমিদারদের পরামর্শে বাংলার বুকে বাংলার পরাজয় ঘটিয়ে ইংরেজদের নিকট দেশ বিকিয়ে বাংলার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছিল। নিশ্চয় সেটা বীরাঙ্গনার কাজ হয়েছিল, তাই নয় কি দাদীজান? তন্বীর দাদী পানির গ্লাস আরো একটু এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ দাদু তা যথার্থই নিন্দনীয় কর্ম ছিল।'
- 'ভাগ্যহীনা বাংলার কোন নবাব পত্নী ৭ বছর বুড়িগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পাড়ে জিঞ্জিরার কারাগারে আবদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘ ৩৩ বছর মৃত-স্বামীর কবর সেবা-যত্ন করে স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম, ভালোবাসা, যৌবন ও ঐশ্বর্য ত্যাগে মৃত স্বামীর কবর পাশে নামাজরত অবস্থায় মৃত্যবরণ করে ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। তিনি কি বাঙালি ছিলেন না?' এবার তন্বীর দাদী গৌরবে সোজা হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বহিন তার জন্য

www.pathagar.com

বাংলার জনগণ আজো কাঁদে। বাংলার সেই শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সুন্দরী পত্নী যাকে নবাববাড়ীর লোকজনে 'রাজ-কুনোয়ার' বলে ডাকত, যার নাম আজো বাংলার বাতাসে ঘুরে ফিরছে। মুর্শিদাবাদের সেই সিরাজ-উদ-দৌলার প্রিয় পত্নী লুৎফুন্নেসা বাঙালি নারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম কাকে বলে। তাই যুগ-যুগ ধরে তাদের নাম বাংলার বুকে আজো ফিরছে।'

- 'জঙ্গলবাড়ীর রাজার মেয়ে সখিনা পুরুষবেশে স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি কি বীরাঙ্গনা ছিলেন না?' এবার তন্বীর দাদী টেবিলে হাত রেখে বললেন, 'ঐ কুলনারী বীরাঙ্গনায় ভূষিত হয়েছিলেন। তার জন্যে বাংলার মাটি আজো কাঁদে।'
- 'বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, এটাও কি কম!' দ্রুতই বৃদ্ধা স্বীকার পেলেন, 'হ্যাঁ ভাই, তার আদর্শতায় আজ বাংলার নারীজাতি আলো দেখতে পেয়েছেন, শত কথার মাঝে এটিও সত্য কথা।'
- '১৯৭১ সালে পাক হায়না কর্তৃক যে বাংলার নারীরা ধর্ষিতা হয়ে নির্মম ভাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁরা কারা?' কোনো ভূমিকা না রেখে বৃদ্ধা স্বীকার পেলেন, 'বাংলার নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ বীরাঙ্গনা ওনারা।'
- '১৯৮৩-১৯৮৪ সালে পশিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্রী শ্রীমতি ডক্টর সুদীপ্তা সেনগুপ্তা (ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী) বাংলার নারী হয়েও বরফ আচ্ছাদিত অ্যান্টার্কটিকায় অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরের আব্দুল মান্নান মজুমদারের ৩১ বছর বয়সী কন্যা নিশাত মজুমদার ২০১২ সনের ১৯শে মে সকাল ন'টায় বাংলাদেশের পতাকা সর্বোচ্চ হিমালয় পর্ব্বতের এভারেস্ট শৃঙ্গে উত্তোলন করেছিলেন ওনারা কি বাঙালি নন?' তন্বীর দাদী দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, 'এটাও কম সাহসের নয়। অসাধ্য কাজই ওরা করেছিল। অবশ্যই বাংলামুল্লুকের কৃতী সন্তান।'
- 'আর্যদের ঘরসংসার করেছেন যে বাংলার নারীরা, তাও কি কম! এবার মুচকি হেসে তন্বীর দাদী বললেন, 'অত্যন্ত দুরূহ কাজই করেছিলেন তারা।'
- 'দাদীজান, পরপর দুই যুগ বাংলাদেশের দু'জন নারী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন, উনারা কারা? এবার তন্বীর দাদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মৃদু হেসে বললেন, 'রাজনীতির পটভূমিতে এদেশের নারীদের

www.pathagar.com

মাঝে উচ্চশিখরে ওনারা, তবে একজন পিতৃহারা; অন্যজন পতিহারা। ওনারা পরস্পর ক্ষমতা দ্বন্দ্বের প্রতিযোগিতায় দেশের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটছে বেশি।

কথোপকথন মাঝে থালার খাবারগুলো চেটেপুটে খেয়ে একচুমুকে গ্লাসের পানি নিঃশেষ হলে পেঁপের টুকরা মুখে পুরে পান্না বলল, 'দাদীজান! এখানেই বাঙালিদের দুঃখ। উপযুক্ত স্বতন্ত্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন সংসদে না আসে। সত্যনিষ্ঠ, শিক্ষিত ও পরহেজগারী ব্যক্তিগণ ক্ষমতায় এলে আমলাদের স্বার্থহানী হবে, আমলাগিরি নষ্ট হবে। তাই যেভাবেই হোক শিক্ষিত সমাজকে রোধ করতেই হবে, তাতে দেশ গোল্লায় যাক। ক্ষমতাধারী কণ্ঠবাজি হুজুগী দল জয়যুক্তই জিন্দাবাদ। গণতন্ত্রের মৃত্যু হলেও রাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, নাস্তিকতন্ত্র, ব্যক্তিতন্ত্র, লাঠিতন্ত্র ও স্বার্থতন্ত্রও চলতে থাক। দাদীজান! আপনার চেয়ে বহু বিদুষী মহীয়সীগণ এ দেশে রয়েছেন। তাদের কাছে দেশের শাসনভার একবার ছেড়ে দিয়ে দেখুন, অবশ্যই দেশের মঙ্গল হবে। আমলাত্রান্তিক শাসনভার দীর্ঘস্থায়িত্বে স্বজনপ্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে, মঙ্গল কামনায় ক্ষতির পরিমাণ চরমে উঠেছে। আপনি বৃদ্ধা তাই খেয়াল করেননি দাদু, পত্রিকা খুলে দেখবেন সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দুর্নীতি চরমে উঠেছে। সমবেতনভোগী কেউ অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে, কেউ কেউ গগনচুম্বি প্রাসাদ গড়েছে। সুষ্ঠু নেতৃত্বাভাবে সম্পদ সমবণ্টন হচ্ছে না। দাদীজান, আমরা বছরে দু'সন্তান জন্ম দিয়ে মাতৃভূমি ভরছি। সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছি না; শুধু বাংলামায়ের পলিমিশ্রণ ভূমির শস্য উজাড় করেই যাচ্ছি।

পান্না তন্বীর দাদীকে হাস্যছলে কড়া কথাগুলো বলে পেয়ারায় লবণ মিশিয়ে নীরবে স্বাদ নিচ্ছে। আগতকারিনীর বক্তব্যে বৃদ্ধা আড়ষ্ট হলেও অন্য শ্রোতারা নীরব। তারা পান্নাকে কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, কালক্ষেপণ করছেন। সে সুযোগে পান্না আবার বলল, 'দাদীজান, তখন বলছিলাম 'সুন্দরী চেয়ে কালো ভালো, যদি হন গুণবতী।' সে অনুপাতে আমরা এখানে চারজন যুবতী উপস্থিত, চারজনই সমশিক্ষিত। চামড়ার রং প্রায়ই সমবর্ণ। সকলের দেহ সৌষ্ঠবও সমসম। তবু বলবো, সঠিক যাচনদার প্রায় সম-নাম্বারই দিবেন। তারপরও কথা রয়ে যায়, যেমন এখানে যদি কোনো কালোরমণী উচ্চশিক্ষিত, ধনীর দুলালী, কর্মঠ সমাজসেবিকা ও স্বাস্থ্যবতী হয়। তবে সঠিক বিবেচনায় সমাজসেবক তাকেই পছন্দ করবে।' এবার পান্নার কথায় শ্রোতাদের কারো কারো মুখমণ্ডল বিবর্ণ হলো।

www.pathagar.com

তখনই অন্যঘর হতে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'অবশ্য যদি হন তিনি গুণবতী।' ততক্ষণে তন্বীর দাদা অনুমতির অপেক্ষা না করেই মহিলা অঙ্গনে ঢুকে বললেন, 'দুঃখিত মহোদয়াগণ! আপনাদের অর্থপূর্ণ আলোচনা হতে বঞ্চিত থাকায় নিজকে বোকা মনে করছি, তাই অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলাম। এ ছাড়া উপায় ছিল না।' ভদ্রলোক কারো পানে না তাকিয়ে সরাসরি বললেন, 'এই যে অচেনা আগন্তুক, পরিচয় জানালে খুশি হবো।' তন্বীর আম্মা চেয়ার ছেড়ে বললেন, 'আব্বাজান! ওর নাম পান্না, তন্বীর বান্ধবী।' তখনই মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তন্বী বলল, 'দাদা, ওর পরিবারও ওর নাম ভুল রেখেছে। ওর নাম হীরা রাখলে মানানসই হতো। তবে বন্ধুমহল ওর নাম রাখতে ভুলেনি, তারা সঠিক নামই রেখেছে। এখন প্রত্যেকেই ওকে বাংলার অগ্নিঝরা কন্যা বলে ডাকে।'

'হাঃ হাঃ ছোট গৃহিণীর সহচারিণী' তা আপনার পাশে একটু জায়গা হবে?' রীতিবহির্ভূত আগন্তুক শ্বেতবর্ণ গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ মহোদয় চমৎকার হাসতে জানেন, বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ে পান্নাকে কুপোকাত করলেন। পান্নাও তেমনি হেসে বলল, 'জি জনাব, আমিও একজন বৃদ্ধের সঙ্গ কামনা করছিলাম। চাওয়ার আগেই যখন কাঙ্ক্ষিত পুরুষ পাশে বসার আবেদন জানাচ্ছে, তাই প্রচুর আনন্দই লাগছে। কিন্তু জনাব পাশে বসে মজা পাবেন না, সামনা সামনি বসলে আলাপে মজা হবে। তা ছাড়া যৌবনাবতী রূপসীকে সামনে থেকে দেখতে হয়। নচেৎ কাঞ্চন পরীক্ষায় নির্ঘাত ভুল হবে।'

বৃদ্ধকে সম্মান দিয়ে তন্বীর আম্মা উঠে দাঁড়ালে তখন সকলেই আসন ছেড়ে উঠে সালাম জানালো, কিন্তু বৃদ্ধার সহ্য হলো না–তিনি তেড়ে বললেন, 'অন্দরমহলে অতিথি এসেছে, তাকে উত্তম সমাদরও করা হয়েছে। তাই বলে প্রত্যেককে উঠে দাঁড়াতে হবে নাকি?'

অযাচিতভাবে বৃদ্ধার আচরণে পান্নার মস্তিষ্কে ভিন্ন বার্তা পৌঁছালো। ক্ষণকালেই স্নায়ুকোষে হাজারও প্রশ্ন জমলো, নিশ্চয় এখানে কোন অভিসন্ধি রয়েছে, তাও নিশ্চয় পরিকল্পিত। তখনই আকস্মিকভাবে তন্বী দাদাকে বলল, 'দাদা! আপনারা একই চুম্বকের দু'মেরু। একজন বাংলার, অন্যজন.....' তখনই তন্বীর দাদী কটাক্ষদৃষ্টিতে তাকালে তন্বী থামলো। এবার পান্নার সংকল্প আরও দৃঢ় হলে ভদ্রলোককে সুযোগ দিলো না। মৃদু হেসে কইলো, 'দাদাজান, বেয়াদবি ক্ষমা করবেন। আপনি প্রবীণ এবং বাংলার সন্তান। তাই ছোট্ট একটি প্রশ্ন করছি, ভারতবর্ষ বিভক্তিকালে আপনার বয়স তখন কত ছিল?' পান্নার আকস্মিক প্রশ্নে উপস্থিত মহিলাদের লোচনে বিস্ময় ঘটলো, কেউ কোনো শব্দ করলো না।

www.pathagar.com

অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বৃদ্ধ বললেন, 'হেঃ হেঃ মহোদয়াগণ, প্রথমেই মিছরির ছুরির খোঁচা খেলাম।' ভ্রূ নাচিয়ে ভাঁজপড়া গালে পান্নাকে পুনরায় বললেন, 'জি ম্যাডাম, তখন আমি একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক। সবেমাত্র এম এ পাস করে চাকরীতে ঢুকেছিলাম।' পান্না বৃদ্ধকে দ্বিতীয় বাক্য বলার সুযোগ দিলো না। দ্রুত প্রশ্ন করলো, 'তাহলে বাংলামুল্লুক কয়েক ভাগে ভাগ হয়েছিল, তা নিশ্চয় আপনার মনে আছে?'

এবার তন্বীর দাদী টিপ্পনী কেটে বললেন, 'এই যে ভূগোলবিদ, স্কেল-কম্পাশ দিয়ে নতুন প্রেমিকাকে বাংলার মানচিত্র বুঝান।' দাদী ঝাপটা দেবার পর তন্বী বলল, 'দাদা, ও ইংরেজিতে মাস্টার'স করছে, তবে ভূগোলেও কাঁচা নয়।' তন্বীকে থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'জি নবীনা সুন্দরী, তখন বাংলা বিভক্তির পূর্বে বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরা বাদে বঙ্গের ৩৯টি জেলা ছিল। এখন প্রতি মহকুমাকে জেলা করা হয়েছে।' হেসে আবার কইলেন, 'তবে নবযৌবনা নাতিন আপনার প্রশ্নানুসারে বলছি, তখন বাংলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিল। (!) পশ্চিমবাংলা (!!) পূর্ববাংলা (!!!) আসামবাংলা। আর বাংলা ভাষাভাষী ত্রিপুরাকে ভিন্ন প্রদেশ করেছিল।'

পান্না বৃদ্ধকে আঁচড় কেটে বলল, 'দাদাভাই ভারত বিভক্তিকালে আপনাদের হৃদয়ে একটুও মায়া হয়নি। নিশ্চয় চুপ করে বসে ছিলেন?' বৃদ্ধ পান্নার নিক্ষিপ্ত বাণ হজম করে পেঁপের টুকরা মুখে তুলে চিবুতে লাগলেন। বৃদ্ধের উত্তর দিতে বিলম্ব দেখে বৃদ্ধার সহ্য হলো না। তিনি তপ্ততৈল ছিটিয়ে বললেন, 'এই যে মিনসে খাওয়ার নেশায় আগমন নাকি অন্যকোনো মতলব? ঐ নতুন ছুকরী আমাকে কুড়ি বছরের রূপসী সাজিয়েছে। এবার তোমাকে ২৫ বৎসরের নওশা সাজাবে। অন্দর মহলে এসেছ সোজা হয়ে বসে নিজের নবরূপ উপভোগ কর। একপাল দুম্বার মাঝে যখন মেষপাঁঠা ঢুকেছো, ঠিকমত ধোলাই খেলেই তখন নিজের আকার বুঝবে।'

বৃদ্ধার মস্করায় বৃদ্ধ বিচলিত হলেন না, আরও একটি পেঁপের টুকরো মুখে তুলে বললেন, 'জি নবযৌবনা নাতিন, তখন ভারত বিভক্তিকালে বাংলাকে খণ্ডবিখণ্ড করলেও কিছুই করার ছিল না। ঐ ১৯৪৭ সালে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়গুলো বাংলাকে খণ্ডবিখণ্ড করে কত আমোদ প্রমোদই তো করেছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। আর ঐ নির্যাতনকারী হিন্দু সমাজপতিদের নিপীড়ন হতে মুক্তি পেয়ে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তখন অত্যাচারী হিন্দুরা পূর্বকর্মের সাজাভোগের ভয়ে রাতের আঁধারে পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় পালিয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিল।'

www.pathagar.com

এবার ভদ্রলোক আনারের দানা মুখে পুরে কিছুক্ষণ চিবিয়ে আবার বললেন, 'দিদিভাই! আপনাকে কী ভাষায় বুঝাব তৎকালে হিন্দুদের অত্যাচারের কাহিনী, সে সময়গুলোর দৃশ্যপট এখনো স্পষ্ট মনে আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদের ছায়াও মাড়াতো না। কদাচিৎ মুসলমান দেখলেই নাক ছিটকে ম্লেচ্ছ, যবন, কদাচার নানাবিদ কটূক্তি করতো। বছর শেষে জমিদারবাড়ী খাজনা দিতে গেলেও দেখা যেত যে, হিন্দু প্রজাদেরকে জাজিমওয়ালা তক্তপোশে বসিয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিম রায়তীদেরকে জাজিমবিহীন তক্তপোশে বসাতো। ঐ দৃশ্যগুলো তখন বড়ই হৃদয়বিদারক ছিল। আত্মগ্লানিতে মুসলমানরা নিজেই পুড়ে ভস্ম হতো। দাদুভাই কিছু মনে করবেন না সে সময়ের আরও কিছু বিবরণ দিচ্ছি–

- গরীব মুসলমানদের পারিশ্রমিক হিন্দু বাবুরা অন্যদের হাতে লেনদেন করতো। যদি লেনদেনকালে মুসলমানের ছোঁয়া লাগে তাই দূরে দূরে থাকতো। এবার বুঝেন নিশ্চয় হিন্দু বাবুরা মুসলমানদেরকে কত ঘৃণা করতো।
- যদিও প্রয়োজনের তাগিদে কখনো কোনো মুসলমান হিন্দুবাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করতো, তবে তারা চটের টুকরা ছুড়ে বলতো, 'ঐ নেড়ার ছাও নে, ওখানে বস।' প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না, বাধ্য হয়ে অপমান সহ্য করতে হতো।
- কখনো জমিদারবাড়ীর পাশ ঘেঁষে মুসলমানগণ জুতো পায়ে ছাতা মাথায় যেতে পারতো না। আর কদাচিৎ ব্যতিক্রম ঘটলে উত্তম মাধ্যমে বিদায় করতো।
- মুসলমানদের পোষা ভেড়া খাসি দেখলে তারা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতো, কখনো মূল্য পরিশোধ করতো না।
- লজ্জা হচ্ছে দাদুভাই, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি; তৎকালে জমিদারেরা নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের সুন্দরী নারী দেখলে রেহাই ছিল না। হরণ করতোই করতো। এমন কি বরযাত্রীর কবল হতে কনে ছিনতাই হতো।
- এ রকম আরও অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে দাদুভাই, যা বলেও শেষ নাই।

দাদুভাই ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন হতে জলদস্যু ইংরেজ এবং সামন্ত জমিদারদের অত্যাচার, অনাচার সহ্য করে মুসলিমরা শিক্ষাদীক্ষা ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করে ১৯০৩ সাল হতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু করে এবং

www.pathagar.com

১৯০৫ সালে তা কার্যকরী করাতে সক্ষম হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠন হয়। তখন হতে মুসলমানদের উন্নতির মর্ম বুঝে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইংরেজ শাসকদের শরণাপন্ন হয়ে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আদেশ রদ করায়। ১৯৩৮ সালে এ কে ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে মহাজনী আইন পাস করলে কোটি কোটি কৃষককুল মহাজনদের ঋণজাল হতে মুক্তি লাভ করে। তাই বলছি সুন্দরী ললনা, তখন বঙ্গ কিন্তু সখে বিচ্ছেদ হয়নি। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে এ অঞ্চলের মুসলিম কৃষককুল অতিষ্ঠ হয়েছিল। তারপর সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ও সামন্ত জমিদারগণ মুসলিম এলাকা ছেড়ে গেলে বাংলামায়ের বঙ্গভূমি ভাঙ্গনের সূত্রপাত ঘটায়।

১৯৪৬ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দীও পাকিস্তানের ন্যায় পূর্ণবাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গোপনে মরিয়া হয়ে উঠেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাদের পূর্বকার্যক্রম স্মরণ হলে পূর্ণবাংলাকে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে বিভক্তির প্রস্তাব দেয়। ব্রিটিশ শাসক অবশেষে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মতামত নিয়ে বিশাল বাংলাকে (পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশসহ) তিন খণ্ডে খণ্ডিত করে ভারত উপমহাদেশকে পাকিস্তান হিন্দুস্তান বানিয়ে দ্বিধান্বিত দ্বি-জাতিতে রূপান্তর করে কাশ্মীরকে অমীমাংসিত রেখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

বৃদ্ধের ক্ষণিক বিরতিতে সাবিনা দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'দাদা, মনে কিছু না করলে আপনাদের কাছে একটি তথ্য জানতে চাই। সনাতন ধর্মীয় গ্রন্থে হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই, তবে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে হলো এবং কখন হতে এ ধর্মের প্রবর্তন?' আঙ্গুল উঁচিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'জি, মিস সাবিনা আক্তার মিষ্টি, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; আমরা অন্য প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম, তবু আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, সনাতন ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের কোনোটিতে হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই। এমনকি দেবভাষা সংস্কৃতেও হিন্দু শব্দের প্রমাণ নেই। তবে বিভিন্ন ভাষাবিদ ও গবেষকগণ ধারণা করেছেন, হিন্দু শব্দের উৎপত্তি সম্ভাব্য–দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের সিন্ধু নদ আবিষ্কারের পর হতে। তিনি সিন্ধু নদকে গ্রিক ভাষায় ইন্দুস (Indus) বলেছিলেন। এই ইন্দুস শব্দকে ফার্সি ভাষায় হিন্দ বলে এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী অধিবাসীদেরকে হিন্দু বলে অভিহিত করতেন। তা থেকে বুঝা যায়, 'হিন্দু শব্দ ভৌগোলিক, ধর্মবোধক নয়। বস্তুত হিন্দু ধর্ম বলতে যা বুঝি, তা হলো বৈদিক বা সনাতন ধর্ম। তৎকালে ধর্ম প্রচারকগণ উপলব্ধি করলেন, আকারবিহীন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের মর্ম সবার প্রতি আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। তাই

www.pathagar.com

ভক্তদের আকর্ষণ করার জন্য ভগবদগীতা আনলেন বিপুল জনগোষ্ঠীর সামনে। বৈদিক ব্রাহ্মণরা আকারসহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ন্যায় অসংখ্য দেবদেবীর কর্মকাণ্ড প্রণয়ন করে ভারতবাসীকে দিতে থাকে হাজার হাজার বছর। এভাবে বৈদিক ধর্ম ছেড়ে পৌত্তলিক ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু শব্দ বৈদিক ধর্ম হতে নয়, বরঞ্চ হিন্দ শব্দ হতেই তার উৎপত্তি।

এবার বৈদিক ধর্ম কখন হতে প্রবর্তন, এই তো? ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, রাশিয়ার উরাল পর্বতের দক্ষিণে সমতল ভূমিতে আর্য ভাষাভাষীদের আদি বাসস্থান। অবশ্য বলাবাহুল্য 'আর্য' জাতিবাচক শব্দ নয়, ভাষাবাচক। উরাল পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলে যে নরগোষ্ঠী আর্য ভাষায় কথা বলতো, তারাই আর্যজাতি। ভারতে আগত আর্যভাষাভাষী নরগোষ্ঠী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল – (ক) আলপীয় ও (খ) নর্ডিক। আলপীয়রা হ্রস্ব-কপাল (Brachycephals) অন্যদিকে নর্ডিকরা দীর্ঘ-কপাল (Dolichocephals) জাতি। নবপলীয় যুগে আলপীয়রা কৃষিপরায়ণ এবং নর্ডিকরা পশুপালন করতো। নর্ডিকরা দেব নামে অভিহিত এবং প্রকৃতি ও দেবতাদের উপাসক।

আলপীয়রা অসুর নামে অভিহিত এবং শক্তি দেবতার পূজক। এই উভয় পক্ষ দেবতা পূজার মতবিরোধে দুইগোষ্ঠীর বিবাদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। একই ভাষার দুই নরগোষ্ঠীর বিবাদে আলপীয়রা প্রথমে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয় বেষ্টিত ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। এর কিছুকাল পরে নর্ডিকরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়, অপর দল স্থলপথে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং খৃষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রবেশদ্বার (খাইবার গিরিপথ) দিয়ে পঞ্চ-নদের উপত্যকায় বসবাস শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তার পূর্বেই আলপীয়রা এশিয়া মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ুর উপকূল ধরে বাংলা-উড়িশায় প্রবেশ করে। আর্যদের তুর্বশ ও যদুরা সমুদ্রপথে ভারতে এসেছিল। তার উল্লেখ ঋগ্বেদে রয়েছে। ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিশারদদের ধারণা আলপীয়রা দ্রাবিড়দের অনুসরণে এসেছিল। এ ব্যাপারে ঋগ্বেদে আরও উল্লেখনীয়, তাদের বিস্তৃতি বাংলা থেকে বারাণসী পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। নর্ডিকরা পঞ্চ-নদ থেকে বারাণসী পর্যন্ত এসে বিলুপ্ত হয়েছিল।

তাই বলছি–শোন বহিন, 'আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল, ভারত তখন জনশূন্য ছিল না। যারা এদেশে বসবাসরত ছিল তাদেরকে বৈদিক সাহিত্যে অসুর, দাস, দস্যু, নিষাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, বিনা

www.pathagar.com

প্রতিবাদে বাংলার আদি বাসিন্দারা আর্যদের আধিপত্য মেনে নেয়নি। তাদের তুমুল প্রতিরোধ মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আর্যরা এদেশে এসে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তাদের অত্যাচারে স্থানীয় জনগণ বাধ্যতায় ফসল হিস্যা দিয়ে–কন্যা দান করে–নিজ ধর্ম ছেড়ে আর্য ধর্ম গ্রহণ করে। ঐ দ্বি-জাতির সংমিশ্রণে আপস করেছিল তারা। এবার বুঝেছেন দিদিভাই, আর্যরা কারা? কোথা থেকে এসেছে এবং ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম কখন হতে প্রবর্তিত?'

বৃদ্ধের কথা শেষে নীলা খন্দকার শিষ্টাচার রূপে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সহাস্যে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, 'জি মহোদয়া, আপনার কিছু বলার আছে?'

'বেয়াদবি ক্ষমা করবেন জনাব, শুধু জানার আগ্রহ, সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক বলতে কী বুঝি?'

তন্বীর দাদী তেড়ে বললেন, 'এই যে মিনসে, সখের বশে ভীমরুল চাকে খুঁচা দিয়েছো, এবার মজা সামলাও।'

তন্বীর দাদা আপেলখণ্ডে লবণ মিশিয়ে বললেন, 'জি ম্যাডাম, নিশ্চয় প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্ন! তা যা হোক। তবে যেকোনো ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িক বলে, একই ধর্মের একাধিক সম্প্রদায় থাকতে পারে। যেমন মুসলিম সমাজে– সুন্নি ও শিয়া। হিন্দু ধর্মে– ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব। আবার কেউ কেউ পেশার ভিত্তিতে ডাক্তর, পণ্ডিত, তাঁতি, শীল, ধোপা, জেলে, কুমার, আরও অনেক পদ রয়েছেন। তেমনি বৌদ্ধ সমাজে– হীন'যান, মহা'যান। খৃষ্টধর্মে– অর্থোডক্স, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট। জৈনধর্মে– শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর প্রভৃতি। আশা করছি শ্রীমতির প্রশ্নোত্তর পরিপূর্ণ হয়েছে।'

বৃদ্ধ নীলার প্রশ্নোত্তর কালে পান্না সংকল্প আঁটলো এ সময় বৃদ্ধের পুরানা হাঁড়িতে খুঁচা দিলে হয়তো আরও তত্ত্ব মিলবে। তাই অনুরোধ সুরে বলল, 'দাদাজান, বাঙালিদের জাতিসত্তা সম্বন্ধে কিছু বললে খুশি হবো।'

মৃদু হেসে শ্বেতগোঁফওয়ালা বৃদ্ধ গর্ব করে বললেন, 'নবীনার সাহস আছে বটে, তবে আপনার সাহস সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি। আপনি বাংলার দরদিনী তাই জানার আগ্রহ বেশি, সে জন্য খুঁচা দিয়ে প্রশ্ন করছেন। নিশ্চয় আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য জানেন, তবু আমি আপনার প্রশ্নোত্তর এখানে বললে সে পরিশ্রম সার্থক হবে। কারণ অজানা তথ্য জেনে উপস্থিত ভদ্রমহিলারা অবগত হবেন। তাই আপনার প্রশ্নোত্তরে বলছি, প্রত্যেক বাঙালির জাতিসত্তা জানা দরকার, তবে প্রশ্ন আসে, কারা বঙ্গের পূর্বপুরুষ বা ভূমিসন্তান এবং কয়জন জানতে আগ্রহী পূর্বসূরিদের ধর্ম ও সংস্কৃতি কী ছিল। বাংলার মাটিতে কখন আর্যদের আগমন ঘটে এবং তাদের অত্যাচার ও শোষণ প্রক্রিয়ায় এদেশের ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্বে এই নাতিশীতোষ্ণ

www.pathagar.com

অঞ্চলের পাহাড়বেষ্টিত নদীমাতৃক বাংলার ভূমিতে আর্যদের আক্রমণ। তখন হতে তাদের দ্বারা হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে এদেশের আদিবাসিন্দারা ভূমিদাসে পরিণত হয়।

ভদ্রমহোদয়াগণ অজানা তথ্যগুলো শুনে রাখুন, 'তৎকালে বাহ্মণধর্মের জাতপাতের জাঁতাকলে পেষণ হয়ে স্থানীয় ভূমিসন্তানদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা ছিল। তখন কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল বৌদ্ধ বিজয়? কেন তারা দলে দলে বৈদিক ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, এবং কোন্ অনুকূলে জন্ম নিয়েছিল বাংলা সাহিত্য। সেই সাহিত্য জন্মলগ্নকালকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে উল্লেখ করলে, ডক্টর শ্রীমান সুনীতি কুমার ঠেলে নিলেন দশম শতকে। অর্থাৎ তিনশত বছর পর। এখানে কি প্রশ্ন আসে না যে, দ্বিতীয়বার আর্য বিজয়ের পর বৌদ্ধদের সাথে বিতাড়িত হয়েছিল বাংলাসাহিত্যও। তৎকালে সংস্কৃত ছাড়া বাংলায় সাহিত্য রচনাকে কারা হত্যাযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছিল। কেন দীর্ঘকাল বাংলা ভাষায় আর কোন সাহিত্য রচনা হয়নি? কেন বাংলা ভাষার আদি নির্দশন চর্যাপদ আবিস্কৃত হলো বাংলামুল্লুকে নয়, পাহাড়ি অঞ্চল নেপালে? এখন অমুসলিম পণ্ডিতগণ বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের দায়ভার মুসলিম শাসকদের উপর চাপাতে চাচ্ছে। বাংলামুল্লুকে ইসলাম আগমনের সঙ্গে ভূমিসন্তানরা কেন ইসলামকে আলিঙ্গন করেছিলেন? এখন অমুসলিম নিন্দুকদের পক্ষ হতে গুজব ছড়াচ্ছে– তৎকালে ভারতে অহিন্দুরা তলোয়ারের জোরে ধর্মান্তর করেছে। তাহলে কেন অনুচ্চারিত রয়ে যাচ্ছে–মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। এমনকি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীগুলোরও বঙ্গানুবাদ করা হয়েছিল মুসলিম শাসকদের আগ্রহের অনুকূলে।

আপনারা ভালো করে জেনে রাখুন, ভারতবর্ষে মুগল, পাঠান, তুর্কি শাসকরা সম্পদ লুট করে নিয়ে যেতে আসেনি, তারা এসেছিল বসতি স্থাপন করে এদেশের নাগরিক হতে। তাদের সাথে এ দেশের রাজাদের ধর্মযুদ্ধ হয়নি। আবার ইংরেজরা ১৭৫৭ সাল হতে ভারতবর্ষ দখল করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠুর শাসনের শেষ দিন পর্যন্তও মুঘল, তুর্কি শাসকদের মতো স্থায়ী অধিবাসী হয়নি। তারা সম্পদ লুণ্ঠন করে সুদূর ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে এসেছিল। তাই দস্যুরাজ ইংল্যান্ডবাসীর রাজত্বে ১৯০ বৎসর শোষণ ছাড়া কোনো কীর্তি চোখে পড়ে না।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গল্পকালে ট্যারা চোখে সাবিনা ও নীলাকে দেখে আবার বললেন, 'ভদ্রমহোদায়াগণ! ১৯০৫ সালের ১৮ই অক্টোবর যখন বঙ্গভঙ্গ আইন পাস হয়, তখন মালদহসহ উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা নিয়ে পূর্ববঙ্গ

www.pathagar.com

গঠিত হলে বর্ণহিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। কারণ পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু; পূর্বাঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হবার কারণে হিন্দুদের আন্দোলনের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলো রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা...অন্যতম। সোনার বাংলা গানটি কিন্তু অখণ্ড বাংলার নয়, ভারতভুক্ত পশ্চিম বাংলার জন্য লেখা হয়েছিল।

সেই ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়, তখন কলিকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধিতা করে। তাদের উদ্দেশ্য এ অঞ্চলের মানুষদেরকে শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত রাখা। কংগ্রেস নেতা রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন, 'ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। ওখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের কৃষকশ্রেণীই বেশি, উচ্চশিক্ষা প্রচেষ্টা কোনো উপকারে আসবে না।'

ভদ্রমহোদয় একটু নীরব থেকে পান্নার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'দাদুভাই, এবার রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আসা যাক– ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ নিয়ে শুরু করি, এর আগেও বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। যখন সেই ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাংলা ভাষাভাষী অনেকগুলো জেলা আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হলো– তখন কিন্তু বর্ণহিন্দু গোষ্ঠী কোন প্রতিবাদ করেনি। অথচ ১৯০৫ সালের ১৮ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার সঙ্গেই প্রতিবাদের ঝড় তাদের কণ্ঠেই উঠে। তারা (কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ) ২৬ শে অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদের ব্যবস্থা করে, তা সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মের মোড়কে মোড়ানো ছিল। ওখানে মুসলমানদের সম্পৃক্ত হবার কোনো প্রকারই সম্ভাবনা ছিল না। অবশ্য কংগ্রেস নেতারা তা চায়নি। হিন্দুগোষ্ঠী সবসময় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে– ভারত কেবল হিন্দুদের, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের চক্ষুশূল। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা সুরেন ব্যানার্জির আত্মজীবনীতে তাই দেখা যায়। ভারতে বাংলার প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে হিন্দি আর্যবর্তের নেতারা ভালো চোখে দেখেনি। এ কারণেই বাংলার বিচ্ছিন্ন হওয়া নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মাত্র অর্ধেক বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাকিগুলো তাদের গোলামি করছে।'

তৎকালে একটি কথা প্রচলিত ছিল– ভারত বিভাজনের জন্য দায়ী নাকি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তার দ্বি-জাতি তত্ত্ব। তাকে এক সময় বলা হতো ভারতের হিন্দু-মুসলিম মিলনের শ্রেষ্ঠপুত। তিনি মুসলিম লীগে যুক্ত হওয়ার পরও ভারত বিভাগের কথা ভাবেননি। অবিভক্ত ভারতের প্রদেশ সংখ্যার ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হিন্দু-মুসলিম সহ-অবস্থার কথা ভেবেছেন। তাই এ বিষয়টি চিন্তা করলে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজপার্টির সাথে মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

নেতাদের চুক্তিটি পর্যালোচনা করা দরকার। ঐ চুক্তিটি ছিল– বাংলার অবস্থার উন্নয়ন এবং হিন্দু মুসলমানের সহ-অবস্থানের আদর্শ পথ। ১৯৪২ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে স্বরাজপন্থিরা বিপুল ভোটে জয়ী হলে চিত্তরঞ্জন মেয়র; এইচ, এস সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র, সুভাষচন্দ্র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, আব্দুর রশীদখাঁন ডেপুটি এবং আকরাম খান হন আন্ডার ম্যান। কিন্তু হিন্দি আর্যবর্তের সাম্প্রদায়িক নেতারা এতে ক্ষেপে উঠেন। তাদের পত্রিকাগুলো লেখে– 'সি, আর দাস বাংলাকে মুসলমানদের কাছে বেঁচে দিয়েছে।' ঐ নির্বাচনের ঘোর বিরোধিতা করে গান্ধী ঘোষণা দেন, 'এ প্যাক্ট মানা সম্ভব নয়।' অর্থাৎ মুসলমান নেতাদের ডেপুটি হওয়াটাও তাদের কাছে সহনীয় ছিল না।'

১৯৪০ সালে লাহোরে জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের সভায় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত হয়, তার সাংবিধানিক রূপ ছিল এ রকম– (ক) স্বাধীন ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে, প্রদেশগুলো হবে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত; সাধারণ বিষয়গুলো থাকবে কেন্দ্রের হাতে। (খ) সব বিধানসভা ও পরিষদের নির্বাচনের আসন সংরক্ষণ পৃথক বিচারকমণ্ডলীর ভিত্তিতে হবে। সংখ্যালঘুদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। (গ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সম্পর্কিত কোনো বিল-সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ ভোটে যদি বিরোধিতা করে, সে বিল গ্রহণযোগ্য হবে না। (ঙ) ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার বিল সন্তোষজনক নয় বিধায়, অবিলম্বে পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে।

দিদিমণি, মুসলিম লীগের ঐ দাবিগুলো মোটেও সাম্প্রদায়িক ছিল না, যেহেতু কংগ্রেস এ রকম দাবি করেই আসছিল। গান্ধীজী ও তার গোঁড়া সমর্থকরা এটা সমর্থন করেনি। ১৯৪০ সালের আগ পর্যন্ত জিন্নাহ সংখ্যানুপাতিক পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন। ঐ দাবির মধ্যে বাংলাও ছিল অখণ্ড, কিন্তু হিন্দু আর্যাবর্তাদের ভয় ছিল, বাংলা অখণ্ড থাকলে ক্ষমতার মধুভাণ্ড তাদের হাতে থাকবে না। তাই 'গিল্টিমেন অব ইন্ডিয়াস পার্টিশন'য়ের ডক্টর রামমোহন লোহিয়ার জবানীতে তা জানা যায়। '১৯৪৬ সালে তার সাথে আলাপে জওহেরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'আপনি ও আমি যে ভারতবর্ষকে চিনি, পরিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ ঐ জলা-জঙ্গল-কাদা ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ পূর্ববঙ্গের অংশ হতে পারে না।' এ থেকেই প্রমাণ হয় সর্ববর্ণের হিন্দুদের প্রতিও তারা সহমর্মী ছিল না। তাই পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের হিন্দুসহ মুসলমানরাও বিশ্বাস করতে পারেননি যে, হিন্দি হিন্দু আর্যাবর্ত নেতাদের হাতে তাদের ভাগ্য সুরক্ষিত থাকবে।

www.pathagar.com

অবশেষে ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত হলো। পূর্ববাংলা গঠন হলো পূর্ব পাকিস্তান নামে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলো কখনো ধর্মভিত্তিক অন্ধতায় নিমজ্জিত ছিল না। তার প্রমাণ মেলে সেই বছর থেকে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে। তৎকালীন ঘটনায় বলা যায়, সুভাষ বোসের বড় ভাই শরৎ বোস ভাষাভিত্তিক পূর্ণস্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের আন্দোলন করেছিলেন। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের মনোভাব ছিল তার কাছাকাছি। বিভিন্ন অজুহাতে প্রদেশগুলোর ভাগাভাগির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দি আর্যাবর্তদের অভিলাষ। ১৯৪৭ সালের ৫ই মার্চ কংগ্রেস সভাপতি জওহেরেলাল নেহেরুকে বলতে শোনা যায় 'পাঞ্জাব ভাগ করার একমাত্র উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান ঘটানো। একই কারণে বাংলাকেও দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।' অথচ প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়ে বাংলার প্রসঙ্গই ছিল না। হিন্দি আর্যাবর্তদের বরাবর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দিভাষী বর্ণহিন্দুদের রাজত্ব কায়েম করা। তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোনো প্রকার বাধা এলেও ভারতকে টুকরো টুকরো করার দ্বিধাবোধ থাকতো না। তখন বাংলার হিন্দুদের মধ্যেও একই মনোভাব সংক্রমিত হয়েছিল। শরৎ বসু, সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ সিংহ হৃদয় মানুষ ও তাদের অনুসারীরা ছাড়া বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় নেহেরুর অন্ধমোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালের পূর্বে পূর্ববাংলার শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন, আব্বাস উদ্দিন, জয়নুল আবেদীন ছাড়া তেমন বিকশিত কোন মুসলমানের নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ পশ্চিমবাংলা থেকে পৃথক হবার পরই পূর্ববাংলার সংস্কৃতিতে যেন প্রবল জোয়ার বহে। মাত্র তেইশ বছরে যে জাগরণ পূর্ববাংলায় ঘটেছে–সময়ের বিবেচনায় তা বিশ্বসংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাসে বিরল।

আরো শুনুন নবীনা দাদু, সমগ্র বাংলায় মিথ্যাচার প্রচার হচ্ছে, হিন্দুধর্ম নাকি এ দেশের আদিধর্ম। হিন্দুধর্ম এদেশের আদি জনগোষ্ঠীর ধর্ম নয়, হিন্দুধর্ম আর্যজাতিদের নিকট হতে আমদানি করা। বহিরাগত আর্যরা কখনো সুসভ্য ছিল না, তারা কৃষিকাজ জানতো না; পেশায় ছিল পশুপালন ও লুণ্ঠন করা। এ দেশের আদিবাসিন্দারা ছিল ভেড্ডা বা নিষাদ জাতি, তাদের হাতে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তারা মাঠে ফসল ফলিয়ে অন্ন সংস্থান করতেন। বহিরাগত আর্যরা অশ্বারোহী ও দ্রুতগামী ছিল। তারা নিষাদদের ফসল লুট করতো, বাকি ফসলে আগুন ধরিয়ে দিতো। এভাবে সর্বস্বান্ত হতে হতে নিরূপায় হয়ে কৃষকগণ উৎপাদিত ফসলের বিশালাংশ কর হিসেবে দিয়ে বাকি ফসল বাঁচানোর চুক্তি করতেন এবং আর্যদের ধর্ম স্বীকার করে নিতেন। এভাবে ভূমিপুত্ররা কর দিয়ে, বশ্যতা স্বীকার করে, ভূমিদাসে পরিণত হন। যারা তাদের

www.pathagar.com

বশ্যতা স্বীকার করতেন না, তাদেরকে বাগে পেলে হত্যা করা হতো। এরপর আর্যরা বনে যায় এদেশের প্রভু।

জোরু-গরু-ভূমি ও ফসল রক্ষার তাগিদে ভূমিপুত্ররা আর্যদের আমদানি করা ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে নিজেদের লৌকিক ধর্ম বিসর্জন দিলেন। আর্যদের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম ছিল মূলত ব্রাহ্মণ্য শোষণের এবং শ্রেষ্ঠত্ব কৌশলের কিছু অংশ। ক্রমে ক্রমে তার সাথে নানা মিথ মিশে যোগ হলো জাঁকজমক পূর্ণ প্রদর্শনের কিছু উপাচার। নিষাদ ও ভেড্ডারা হিন্দু হলেন বটে কিন্তু আর্যদের সমকক্ষ হলেন না। পরিণত হলেন নিম্নবর্ণের অচ্ছ্যুৎ হিন্দুতে। সেই থেকে সারা ভারতের মতো বাংলার ভূমিপুত্ররাও ব্রাহ্মণ্য শোষণের জাতপাত বিচারে নিষ্পেষিত হতে থাকেন। এই ভাবে বর্ণভেদকে প্রচার করা হতো ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে।

সৃষ্টি যারই হোক, দলিত হবার ব্যথা যে বুঝে পরিত্রাণের পথ সেই খুঁজে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৫৪৪ বছর পূর্বে এ দেশে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। আর ঐ বৌদ্ধ বিজয়ের পথ পেয়ে যান ভূমিপুত্ররা। নিম্নবর্ণের অচ্ছ্যুৎ হিন্দুরা দলে দলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এ বৌদ্ধ আমলেই বৌদ্ধ সাধকদের হাতে বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়। যার নাম বৌদ্ধগান, দোহা বা চর্যাপদ। এরপর আবার যখন ব্রাহ্মণ্য বিজয় সংঘটিত হয় তখন বৌদ্ধরা অশ্বরোহে পালিয়ে যান দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে। যারা ভূমির মায়ায় পালাতে পারেনি, তাদের উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। আবারও জোরু-গরু-ভূমি রক্ষায় প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দলিত হন। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, সারা ভারতে দলিত অচ্ছ্যুৎ হিন্দু যারা রয়েছেন, তারা জানেন সমাজে কী পরিমাণ বৈষম্যের শিকার ও নির্যাতন হতে হচ্ছে।

সে যাই হোক ৭০০ হতে ১০০০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসে ইসলাম। সুধীসাধক দ্বারা মুসলিম বিজিত হলে এদেশের নিম্নবর্ণের অচ্ছ্যুৎ হিন্দু ভূমিপুত্ররা আবার দলে দলে মুসলমান হয়ে যান।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলার পূর্বপুরুষেরা প্রথমে লৌকিক ধর্ম ছেড়ে হিন্দু হয়েছিলেন। তারপর বৌদ্ধ ধর্মে রূপান্তর হন, এরপর আবার হন হিন্দু। অচ্ছ্যুৎ আত্মগ্লানি হতে মুক্তি পাবার আশায় ১২০০ বছর পূর্বে মুসলিম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম কোনোটাই এদেশের আদিধর্ম নয়।

ভদ্রমহোদয়াগণ, যারা শাসকের ভয়ে এতোবার ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তারা ইংরেজদের ভয়ে খৃষ্টান হলেন না কেন? এ দেশের জনগণকে খৃষ্ট ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য চেষ্টা তো কম করা হয়নি, অবশেষে ঈশায়িধর্ম প্রচারকগণ বিফল মনোরথে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

www.pathagar.com

ওহে আপামণি, ইসলাম প্রচার শোষণে হয়নি, সুফিসাধকদের গুণের প্রভাবে এবং তাদের চারিত্রিক গুণে আকৃষ্ট হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামকে উপলব্ধি করেছিল। রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেসের পাশাপাশি মুসলিম লীগ স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার না হলে ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীন হতো না, হিন্দুস্তানের অন্তর্গতই রয়ে যেত।'

দীর্ঘক্ষণ কথা বলে বৃদ্ধ দীর্ঘ দম টেনে আবার বললেন, 'এবার শুনুন দাদুভাই, ধর্ম বা রাজনীতির নয়। শুধু সংস্কৃতির। কিন্তু সংস্কৃতি ধর্ম বা রাজনীতি থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় কি? অবশ্যই নয়। সংস্কৃতি শিল্প-সাহিত্যের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্ম, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য সবকিছুর প্রভাবেই গড়েছে সংস্কৃতি। হিন্দুধর্ম এবং আর্য রাজনীতির প্রভাব পড়েছে এদেশের সংস্কৃতিতে। পড়েছে বৌদ্ধধর্ম ও শাসকদের প্রভাব। তারপরও তো প্রায় গত ১২০০ বছর চলছে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম শাসকদের প্রভাবে। এরপরও টুকরো প্রশ্ন থেকে যায়, ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের বাহন। বাংলা সাহিত্য শুরু বৌদ্ধ আমলে। সেই কাদের হাতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা মৃত্যুদণ্ডতুল্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল? অবশ্যই বলবো সেই আর্যদের হাতে। তাদের জন্যই বৌদ্ধদের পালিয়ে যেতে হয়েছিল নেপাল ও তিব্বতের পাহাড়ে। তাই চর্যাপদ পাওয়া গিয়েছে হিমালয় পাদদেশ নেপালে।

আর্যধর্মাচার কি বাঙালির সংস্কৃতি হতে পারে, আর্য প্রভাবিত সংস্কৃতি কি বাংলাদেশের সংস্কৃতি? কোনো দেশের সংস্কৃতি কি নির্দিষ্ট আচারানুষ্ঠানে আবদ্ধ থাকে? অবশ্য প্রশ্নটি হ্যাঁ বাচক নয়। আজ যতই এপার বাংলা ওপার বাংলা করা হোক না কেন মিলনের পথ নেই। আগেই বলেছি ভাঙন আমরা চাইনি, ভাঙন হয়েছে। তারপরও সমস্যা অনেক দূর গড়িয়েছে। পূর্ববাংলার জনতার চোখে ব্রাহ্মণ্য জাঁকজমক রং আগেই ফিকে রূপ ধারণ করেছে। সত্যি বলতে কী, ওসব জাঁকজমক রং এদেশের নিম্নবর্ণ হিন্দুদের হাতে ছিল না। প্রদীপ জ্বালানো বা মঙ্গল ঘট প্রতিষ্ঠার অধিকার ব্রাহ্মণদেরই ছিল। ওসব আমরা ভুলেছি। ওই বাহ্যিক চমকের প্রভাব আমাদের উপর নেই। যারা অতীত সংস্কৃতির মূল খুঁজতে চান তাদের কাছে প্রশ্ন? অতীত যখন খুঁজতেই চাচ্ছেন, তাহলে মূলে যান না কেন। কেনো একটি বিশেষকালকে আবার ফিরিয়ে আনার সাধ্যসাধনা? তবে কি নেহেরুর মতো মনে করেন, 'পূর্ববাংলা বিভক্তই থাক, কয়েক বছর পর হিন্দুস্তানে অন্তর্ভুক্ত হবে। ওগো আপামণি, লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের রিপোর্টে এ উক্তিই পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

শুনুন বাংলার চৌকস দুহিতা ১৯৪৭ সালে ভারত হতে বিচ্ছিন্ন না হলে ভারতের পশ্চিমে চারটি প্রদেশ (পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহ) এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা আর্যবর্তাদের দ্বারা দলিত হতো। যেমন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের খৃষ্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ ও সংখ্যালঘুরা নিপীড়িত হচ্ছে। ওরা স্বদেশে থেকেও প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে কথা বলতে পারছে না। তেমনি পূর্ববঙ্গ তখন বিচ্ছিন্ন না হলে স্বাধীনতার মুখ দেখতো না। কাশ্মীরিদের মতো অমুসলিমদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে চিরতরে বাংলার স্বাধীনতা স্বপ্নেই ভেস্তে যেত।

ওহে ইয়ং লেডি, দিল্লির শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দের মাঝে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলার বারভূঁইয়ারা দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেছিলেন। দিল্লির শাসকগোষ্ঠী কখনোই বাংলাকে বন্ধুসুলভ চোখে দেখেনি। তারা শোষণ করেছে শুধু কিছুই দেয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ৬ মাসের জন্য কলিকাতা বন্দরের সুবিধা চেয়েছিল, কিন্তু দিল্লির শাসকগোষ্ঠী ৬ ঘণ্টার জন্যও দেয়নি। তারা এখন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হতে শুধু নিতেই চাচ্ছে।

তাদেরকে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ট্রানজিট দিতে হবে, সমুদ্রবন্দর সুবিধা দিতে হবে। গ্যাস নিবে-পানি নিবে, ফারাক্কা, গজলডোবা ও টিপাইমুখে বাঁধ দিয়ে বাংলাকে মরুভূমি বানাবে; আবার কখনো বাঁধ ছেড়ে বাংলাকে ভাসাবে সে পাঁয়তারা তারা করে যাচ্ছে। যেমন তিনবিঘা করিডোর এবং তালপট্টি দ্বীপ দখল নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীরূপে সমুদ্র সীমানা নিয়েও ছিনিমিনি খেলছে। বঙ্গোপসাগরের অধিকার হতে বঞ্চিত করে আরবিট্রেশনে যাওয়ার পথও রুদ্ধ করেছিল। তবে সরকার সমুদ্র আইনবিষয়ক জাতিসঙ্ঘে নিষ্পত্তির ব্যাপারে আগে থেকেই গোপনে আপত্তি দিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার অবশেষে আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘের দ্বারস্থ হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ঐ বন্ধুদাদারা সমুদ্রসীমানা ইস্যুটি ৩৫ বছর ঝুলিয়ে রেখে হাস্যবদনে কোণঠাসা করেছে, অর্থাৎ বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। সমুদ্রসীমানা নিষ্পত্তি না হলে ইকোডিস্ট্যান্স পদ্ধতিতে ৪৮ হাজার ২৫ বর্গকিলোমিটার মায়ানমার এবং ৩১ হাজার ৭৪৩ বর্গকিলোমিটার ভারতের দখলে চলে যাবে। শুধু তা-ই নয়, বহির্বিশ্বে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতো। পার্শ্ববর্তী ঐ বন্ধুদাদারা আমাদেরকে ভালোবেসে গোঁফঠোঁটে চুমু দিয়ে বঙ্গোপসাগরের হিস্যা হতে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা চালাচ্ছিল। তাদের মূল উদ্দেশ্য সমুদ্র সম্পদ দখল করবে। এ দেশের

www.pathagar.com

শিল্প নিয়েছে, বাণিজ্য নিবে। বাকি শুধু করদ রাজ্য বানানো। তাদেরকে সুবিধা দিয়ে শোষিত হলে বাংলাদেশ টিকে থাকবে কিনা তাই সন্দেহ।

আরও শুনুন নতুন প্রজন্মের বাংলার তুখোড় তনয়া, পূর্ববাংলার নির্যাতিত নিম্নবর্ণ অধিবাসীরা হিন্দুত্ব ছেড়ে যখন অন্যান্য ধর্মে রূপান্তর হলো, তখন কিন্তু বাক্ষণ্যবর্ণবাদীরা শুধু ক্ষুব্ধই হয়নি প্রতিজ্ঞাও করেছিল– সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকাবে। সে সুযোগ আজ বাতাসে বইছে। সুকৌশলে প্রতিপক্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র হতে বিদায় করছে। এবার ঝেঁটিয়ে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াবে। বাকি যারা থাকবে তাদেরকে জঙ্গীরূপী অপবাদ দিয়ে ধ্বংস করবে। শুরু হচ্ছে সে আলামত। ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধের পাঁয়তারা চলছে। ধর্মীয় কিতাবসমূহ জঙ্গি কিতাবে খ্যাতি পাচ্ছে। ইসলামি বেশধারীগণ জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার হচ্ছে। লাঞ্ছিত হচ্ছে অহরহ। ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিদেশী লেজুড়রা ব্যালে নৃত্য দেখাচ্ছে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হচ্ছে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ কারাবরণ করছে, ধর্মবিরোধী পণ্য তরুণ সমাজে দ্রুত ছড়াচ্ছে। ফলে দেশ যোগ্য নাগরিক হতে বঞ্চিত হচ্ছে। দূরদর্শন মিডিয়া কর্তৃক অপসংস্কৃতি প্রবেশ করছে। প্রকাশ্যে ধর্মদ্রোহীরা অপবাদ ছড়াচ্ছে। এরপরও আরও কিছু বাকি থাকে? পার্শ্ববর্তী ঐ প্রতিবেশীদের অত্যাচারে একবার বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারত হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, তদরূপ এবার মুসলিম প্রতিপক্ষ বিলীন হবে। সে আলামত শুরু হচ্ছে বহিন। স্বদেশী দোসর তাদের সে পথ প্রসারিত করছে।

আবার ঐ সজ্ঞধারী কিছু পত্রপত্রিকায় দেখা যাচ্ছে– হায় এপার বাংলা, হায় ওপার বাংলা। এখন আর্যাবর্ত বাংলাওলায়ারা কিভাবে মুসলিম অধ্যুষিত বঙ্গে যোগদান করবে সে পথ দেখছি না। ঐ আর্যাবর্তাদের সংস্কৃতি আর মুসলিম সংস্কৃতি কি এক? যে সংস্কৃতির জন্য বৌদ্ধযুগে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল, এখনো কি এরা এতোই বোকা রয়েছে যে, তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে? আর্যাবর্তদের প্রতি আমাদের কোনো মোহ নেই। আমরা স্বাধীন, স্বাধীনভাবেই থাকবো। এ দেশের সংস্কৃতি ৯০ শতাংশ মুসলিম জনগণের জীবনাচরণের ভিত্তিতেই গড়েছে এবং থাকবে।'

বচনমিষ্ট বুড়োর বক্তব্য থামলে তন্বীর দাদী হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'উহঃ বাঁচা গেল, শেষ পর্যন্ত তুমি অনেক কিছু বলেছো গো! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি কিছুই বলতে পারবে না। যাক সতীনের বান্ধবীর কঠিন প্রশ্নের জবাব দিয়ে ধন্য করেছো।'

অবাঞ্ছিত পরিবেশে খানাপিনা শেষ হলে পান্না বিনয়ী কণ্ঠে বলল, 'দাদা, আদেশ পেলে হাতের ময়লা পরিষ্কার করতাম।' হাতমুখ পরিষ্কার উদ্দেশ্যে পান্না

www.pathagar.com

শিষ্টতায় বেসিন পান গেলে, বৃদ্ধা বৃদ্ধকে কইলেন, 'ওহে বুড়ো মহাশয়, শিকার করতে এসে নিজেই শিকারে পরিণত হয়েছো, পাল্লায় পারনি। দেখা যাক আরও সময় রয়েছে। তবে প্রতিপক্ষ ভীষণ কঠিন ধাতববস্তু, ওকে সাবধানে নেড়ো। ও কিন্তু ছোট আকারের নয়, অনেক বড় এবং হীরের চেয়েও টনক।'

তোয়ালে মুখ মুছে পান্না এসে বলল, 'আন্টি, দশ মিনিট পর চা পেলে খুশি হবো।' তারপর বৃদ্ধের প্রতি মোহনী চাহনি চেয়ে বলল, 'দাদাজান, কিছুক্ষণ পূর্বে ইয়াবড় একটা সাগরকলা খেয়ে বাঙালির জাতিসত্তা সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দিয়েছেন। তাই নিশ্চয় আপনার ক্ষিদে পেয়েছে, এই নিন আরও একটি কলা খান।' ভদ্রমহোদয় হেসে বললেন, 'না বহিন আর ক্ষিদে নেই, কলাটা অনেকক্ষণ পেটে থাকবে।' পান্না দেরী করলো না, চটকরে কলা ও আঙ্গুর হাতে তুলে বলল, 'জনাব, আমিও একমত, আপনি কলা খেয়েছেন, আমি ভাতের পরে আঙ্গুর খেয়েছি। আমাদের পেটে ওগুলো সহজে হজম হবে না, দীর্ঘক্ষণ অটুট থাকবে। এই দেখুন হলুদ বর্ণের কলাটি চমৎকার পেকেছে। আঙ্গুরগুলো যা পেঁকেছে আর পাকবে না। কারণ এ বিষয়টি সবারই অবশ্যই জানা। তবু খাচ্ছি, খেতে বাধ্য হচ্ছি। এ সুযোগ আপনারাই ব্যবসায়ীদেরকে করে দিয়েছেন। ওদেরকে পয়সা কম দিচ্ছেন, ওরা জিনিসে ঠকাচ্ছে। সমাজের যেমন কর্ম তেমন ফল, ওগুলো সারা বছর থাকলেও পচবে না। তাই বলছি মহাশয় বিষও আমাদের উদরে ঢুকাচ্ছেন, সবই আপনাদের দয়া। ঐ হালকা বিষ জাতির সর্বনাশ ঘটাচ্ছে– অপরিপূর্ণ মগজে গর্ভজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে বিকলাঙ্গ হচ্ছে। আপনারা ব্যবসার লোভে জাতির বারোটা বাজাচ্ছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ নিয়ন্তা আনাড়ি রাষ্ট্রীয় সমাজ পতিদেরকে।'

অকস্মাৎ পান্নার অসঙ্গত আলাপে উপস্থিত মহিলারা নড়েচড়ে বসলেন। সে সুযোগে পান্নাও প্রসঙ্গ পাল্টালো, 'জি দাদা, আপনার তখনকার বক্তব্যে বুঝলাম আমাদের পূর্বপুরুষ দ্রাবিড়, ভেড্ডা, নিষাদ যাই থাকুক না কেন? তারা কিন্তু আর্যদের অত্যাচারে লৌকিক ধর্ম ছেড়ে বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর কিছুকাল পর আবার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। আর্যদের দ্বিতীয় আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ করলেও শান্তি পায়নি তারা। অনাদিকাল পর্যন্ত নিপীড়িত হতে থাকেন এবং মুক্তির পথ খোঁজেন। অবশেষে বাংলার নিম্নশ্রেণীর হরিজন সাত শতক হতে হাজার শতাব্দীর মাঝে মুসলিম সাধকদের আহ্বানে দলে দলে মুসলিম পতাকা তলে যোগদান করেছিলেন।

তাই বলছি, আপনারা পৌত্তলিকতা ছেড়ে মুসলমান হয়ে হিন্দুদের জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে সোনার বাংলা ভেঙে পাকিস্তানি হয়েছিলেন। কিন্তু খাঁটি মুসলমান হতে পারেননি। যদিও তৎকালে কিছুসংখ্যক মুসলিম ধর্মশিক্ষায়

www.pathagar.com

তালিম দিয়েছিলেন মাত্র কিন্তু সফল হননি। বর্তমানে আপনারা সন্তানদেরকে বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ইংরেজদের পথ অনুসরণ করছেন।

ঐ সাদা চামড়ার ব্রিটিশ হায়নারা ১৯০ বৎসর শোষণ করে যা করতে পারেনি তাই আপনারা করে দিচ্ছেন। কোমলমতি সন্তানদেরকে ঠেলে পাঠাচ্ছেন ধর্মহীন বিদ্যালয়ে, ফলে বুদ্ধিমান পিতাদের আত্মজরা মুসলমান হওয়া তো দূরের কথা হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ কোনো ধর্মের অনুসারী না হয়ে শয়তানের পুত্র নাস্তিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। দাদাজান এ মহৎ কর্ম আপনাদের অবদান, আপনারা মৃত্যুবরণ করলে ঐ অপত্যরা আপনাদের জানাজা পড়াবে তো দূরের কথা, কায়মনোচিত্তে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে পপ সংগীত গাইবে। আপনারা প্রজন্মকে শয়তানের রঙিন পোশাকে সাজাচ্ছেন, তারাও বসে নেই, ইসলামি মূল্যবোধের অনুভূতি তুলে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিদ্যাপীঠ হতে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধের দাবী তুলছে, সেই সঙ্গে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রও চালাচ্ছে। চমৎকার পরিকল্পনা আপনাদের হিজড়া সমতুল্য সন্তানদের। এ দেশে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ হলে দেশ বোকায় পরিণত হবে, তারা বিদেশী প্রভুদের বাহবা পাবে; সে পরিকল্পনায় মাতছে। অসংখ্য ধন্যবাদ এদেশের সুশীলসমাজ ব্যক্তিবর্গের, এরা দেশ জাতির মঙ্গলের নজর রাখছে না, বিদেশী প্রভুদের হীনমন সন্তুষ্ট করার প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যস্ত রয়েছে।

মনে কষ্ট নিবেন না দাদাভাই, আমি আরও বলবো; পাক-ভারতে মুসলিমরা হিন্দুদের বুদ্ধির দাপটে পরাস্ত। এরা দু'য়ে মিলে ধর্মরোষে উভয় বাংলাকে বিভক্ত করেছে। ঐ আর্যবর্তরা নিজ ধর্মের অনুসারী নীচুবর্ণের হরিজনদেরকে দেখতে পারেনি, এখন মুসলিমদেরকে দেখবে সে কথা দূরে থাক; ধর্ম ভাষা ও ভুমির কদর না বুঝে নিছক অহমিকায় ভোগছে। মায়ের ভাষা ও ভ্রাতৃত্বকে পদাঘাত করে দিল্লির প্রভুদের মন সন্তুষ্ট করছে। তবু বলবো মুসলিমরা কূটনীতিতে হেরেছে।

দাদাভাই, ধর্মরোষিরা মনের দিক থেকে সর্বদা দুর্বল থাকে। আপনারা হিন্দুদেরকে সম্মোহন করতে পারেননি, এটা ব্যর্থতা। তারাও ভীতস্থ থেকেছে মুসলমানরা পূর্ণবাংলা ছাড়া পৃথক হবে না। তাদের মনোভাব আপনারা বুঝতে পারেননি। আপনারা হঠকারীস্বরূপ হিন্দুদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বাংলার অর্ধেক অংশ ছেড়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু দাপট নিয়ে পূর্ণবাংলা স্বাধীন হননি। এটা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বিরাট ব্যর্থতা। আপনাদের মাথায় কৌশলগত মগজ ছিল না, দাবি আদায় লক্ষ্যে ধৈর্য না ধরে সহজেই বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। আর হিন্দু দাদাভাইরাও একই বর্ণের হয়ে একই ভাষাভাষী সত্ত্বেও ধর্মীয় কলহে পৃথক হয়েছে। আপনারাও তাদেরকে ভালোবেসে কাছে

www.pathagar.com

টানেননি, বোকার ন্যায় ১৭৭০ কিলোমিটার দূরের মুসলিমদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুরাও বাধা দেয়নি, তারাও পশ্চাৎ ফিরে রয়েছিল।

তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকজান্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছিল প্রাণিকূলের সর্বনিকৃষ্ট জানোয়ার সমতুল্য এবং মাথা মোটা হায়নাস্বরূপ। তা না হলে লাহোর প্রস্তাব অমান্য করে প্রাদেশিক কার্যক্রম ও গণতন্ত্রকে হরণ করতো না। পাকিস্তানের গণতন্ত্রে পদাঘাত করে ১৯৭১ সালে স্বদেশে গৃহযুদ্ধ ঘটিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষতি করেছে, লঙ্ঘন করেছিল মুসলিম ধর্মের আদর্শতা। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের ফাঁদে পা দিয়েছিল। যে জন্যে পাকিস্তান ভেঙে মুসলিমদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে। ওরা বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলেছে, নিজেরাও শত্রুর প্যাঁচানো সুতায় আটকা পড়েছে। ঐ বিপদ হতে পরিত্রাণ পেতে প্রচুর কাঠখর পোড়াতে হবে। যাদের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তাদের পদতলেই এবার দলিত হতে হবে।

দাদা খেয়াল করে দেখুন, হিন্দুরা মুসলিম প্রতিপক্ষকে হটানোর জন্য ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ জাতিকে ঘরে তুলেছিল। ১৯০ বৎসর ইংরেজদের গোলামি করে ১৯৪৬ সালে মুসলিম এলাকা সমস্যার সমাধান প্রস্তাবে পাঞ্জাব, সিন্ধি, বেলুচ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্নতার প্রস্তাব আনে এবং সুকৌশলে ১৯৪৭ সালে ভারত হতে পাকিস্তান নামে বিচ্ছিন্ন করে। এর সাড়ে ২৩ বৎসর পর পুনরায় চক্রান্ত জালে ফেলে পাকিস্তানকে ভেঙে মুসলিম প্রতিপক্ষকে পুনরায় কোণঠাসা করেছে। এবার বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে কানে ধরে গোলামি করাবে, পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে তালেবান বানিয়ে মুসলিমবিরোধী বিশ্ব মোড়ল দ্বারা পিটিয়ে ভর্তা বানাবে। দাদাভাই, আপনারা হিন্দি হিন্দু আর্যাবর্ত দাদাদের কাছে হেরেছেন।

তবে দাদামহাশয় প্রচণ্ডরূপে পরিতাপ হচ্ছে, পাক-ভারতে মুসলিমরা পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি ধরে রাখতে পারেনি, মাত্র দু'যুগেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। উর্দু-বাংলা উভয়ে ভাষাভাষী অহমিকায় ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এর কারণ কখনও খুঁজে দেখেছেন কি?'

পান্না মধুর বচনে গরল কথা বলে সুন্দর জলপাত্রের পানি মসৃণ গ্লাসে ঢেলে খেয়াল করলো বৃদ্ধ আড়চোখে তন্বী, নীলা ও সাবিনাকে আরও একবার চেয়ে দেখলেন। এবার পান্নার পূর্বসংকল্প পূর্ণ হলো। এটা এখনকার নিশ্চয় পরিকল্পিত আয়োজন। একচুমুকে গ্লাসের পানি নিঃশেষ করে বলল, 'দাদাভাই, আপনি ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে পরিপূর্ণ যুবক ছিলেন। তখন ভারতবর্ষ ভাগ হবার

www.pathagar.com

প্রধান কারণ ছিল, হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক কলহ। সেই কলহে পূর্ববাংলা, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধী ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসমূহ ব্রিটিশ শাসকদের নিকট হতে পাকিস্তান নাম নিয়ে নতুন রাষ্ট্ররূপে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৫ই আগস্ট ভারতের অপর অংশগুলো হিন্দুস্তান নামে রাষ্ট্র গঠন করে। সাড়ে ২৩ বৎসর পর পাকিস্তানের নেতাদের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের সুযোগে পাকিস্তানের সামরিকজান্তারা রাষ্ট্রের শাসনভার কুক্ষিগত রেখে রাতের আঁধারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেদিন হতবিহ্বল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বেকায়দায় পড়ে। তাই ১৯৭১ সালের ২৬ ও ২৭শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের একজন সেনা অফিসার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত ও বন্দী হওয়া জাতীয় নেতার নামে 'বাংলাদেশ' নামক নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে– (ক) সাড়ে ২৩ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের কু-আদর্শের তিক্ততায় নাস্তিক হয়ে আলাদা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, নাকি বিচ্ছিন্ন হবার জন্যই পাকিস্তান হতে পৃথক হয়েছেন? (খ) অথবা গণতন্ত্রের ব্যর্থতায় বিচ্ছিন্নকাম্যে মুক্তিসংগ্রামে ১০ মাস যুদ্ধ করে ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশ নামে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করেছেন? (গ) নাকি মুসলিম আকিদা মুছে ফেলার জন্যই পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। কোনটি সত্য?'

ক্ষণকাল নীরব থেকে পান্না বয়স্কদের প্রতি তাকিয়ে পুনরায় তন্বীর দাদাকে আবার বলতে লাগলো, 'দাদাভাই, বেয়াদবি নিবেন না, শিশু তাই উত্তর পাবার আশায় মন খচখচ করছে। আপনি প্রবীণ তাই অজানা তথ্য সংগ্রহে বিরক্ত করছি, ক্ষমাদৃষ্টে বাংলার অতীত তথ্যসমূহ প্রদান করলে উপকৃত হবো।'

তন্বীর দাদা আঙ্গুর চিবিয়ে উৎফুল্ল বদনে বললেন, 'হে আগত নবীনা মহোদয়া মনে হচ্ছে, এ প্রবীণের চামড়া ছিলে লবণ লাগিয়ে প্রশ্ন করছেন। তা বলুন তো দিদিমণি এখন কেমন আছেন, নিশ্চয় শ্বাস টানতে অসুবিধা হচ্ছে না। ওহে বাংলার তুখোড় নন্দিনী আপনার অভিলাষ বুঝেছি, তিক্তবাণে খুঁচিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সুন্দরী, প্রশ্ন যখন করেছেন তবে মনোযোগে শুনুন– ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা হয়েছিল তথাকথিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হঠকারিতার ফলস্বরূপ একপেশে শাসনের কারণে। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিরা যে ভুল করে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করেছিল, তার চেয়ে বেশি ভুল করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সামরিকজান্তারা। তারা ক্ষমতার অহমিকায় স্বদেশে যুদ্ধ

www.pathagar.com

লাগিয়ে পাকিস্তান ভেঙেছিল, ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও আত্মমর্যাদায় বিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে মেতেছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানে এমনই জনরোষ হয়েছিল যে, যদি পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল রেখে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মতো পাল্টানোর জন্য কড়া ভাষায় শতবার ভাষণ দেওয়াতেন তবুও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বাধীনতার মোহ হতে বিরত রাখতে পারতেন না। সে সুযোগে ভারত চিরশত্রুর ঘাড় মটকানোর লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দদেরকে সাহায্যে দানের আশ্বাস দিয়েছিল।

হে বাংলার নন্দিনী, বলাবাহুল্য পূর্ববঙ্গের মুসলিম ভাইয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সত্ত্বেও দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কখনো বলপ্রয়োগ করেনি। ১৯০৩ সাল হতে বঙ্গভঙ্গ সূচনাক্ষণে এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাগকালেও ধৈর্য্যের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ক্ষমতাধর হিন্দুদের দাপটে ধৈর্য্য বিচ্যুতি ঘটে। হিন্দুদের ত্যাড়ামির কারণে বাংলার খণ্ডতা স্বীকার করে পাকিস্তান নামে স্বাধীন হয়েছিল বটে কিন্তু বাঙালি জাতির মূল্য বজায় রাখতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকজান্তা ও স্বার্থলোভী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচরণে প্রতিবাদ করেছে কিন্তু হিংসাত্মক আক্রমণ করেনি। তবু পাকিস্তান নামের দু'প্রান্তিক রাষ্ট্র টিকানো সম্ভব হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে আঘাত হানলে বাঙালিদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে, শুরু হয় হানাহানি। শান্তিপ্রিয় বাঙালি কখনো অগ্রে আঘাত করেনি, বোকার ন্যায় ব্যক্তিত্ববোধ বজায় রেখেছে। তাই বাঙালিসত্ত্বা অস্তিত্বরক্ষার্থে আবালবৃদ্ধবনিতা হাতে অস্ত্র তুলে স্বগৌরবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তেমনি যদি সমগ্র বাঙালিরা ১৯৪৭ সালে পঙ্গপালের ন্যায় ক্ষিপ্রতায় পূর্ণবাংলা মুক্ত করে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতো, তবে এ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র আর ঐ পাকিস্তানকে ভারত কোণঠাসা করতে সাহস পেত না।

ওগো হীরকরূপী বাংলার তনয়া, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও সামরিকজান্তারা আঞ্চলিক অহমিকায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ভাইদের প্রতি যে অন্যায় করেছে, তার ফলে বাংলাদেশের জনগণ জাতিগত চিরশত্রু ভারতের কব্জায় পড়ে। ভারত শত্রুতা রোষে মুসলিমদের উপর অত্যাচারী খড়্গ চালিয়ে পাকিস্তান ভেঙে ঘাতকের ন্যায় ছুরি চালাচ্ছে। যদি পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বেইমানি না করতো, তা হলে ভারত কখনো এতো সাহস পেতো না। যেমন– (ক) ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধ কার্যকর করে এদেশের নদনদী শুকিয়েছে, (খ) ছিটমহলবাসীদের সুবিধাদানের অঙ্গীকার করেও পূরণ করছে না, (গ) সীমান্তে বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক প্রতিনিয়ত কুকুর তাড়ানোর ন্যায় গুলি চালিয়ে

www.pathagar.com

বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে হত্যা করছে, (ঘ) সমুদ্র সীমানার অভ্যন্তরে তালপট্টি ছিনিয়ে নিয়েছে, (ঙ) করিডোর সুবিধার নামে করায়ত্তের পাঁয়তারা করছে, (চ) ফারাক্কার পরে গজলডোবা ও টিপাই মুখে বাঁধ দিয়ে বাংলাভূমিকে মরুভূমি বানানোর পরিকল্পনা করছে এবং সুযোগ সময়ে বাঁধের পানি ছেড়ে বাংলাদেশকে ভাসাবে। (ছ) বিশালবাংলা ভেঙেছে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করেছে। (জ) ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বাংলা সংস্কৃতির ভাঙন ধরিয়েছে। (ঝ) নদ-নদীর পানি নিয়েছে, গ্যাস নিবে, এবার ট্রানজিট নিয়ে সিকিম, ভূটান ও নেপালের মতো করদ রাজ্যে পরিণত করবে।

তাই সুন্দরী দাদুভাই, প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে, ১৯০ বছর শাসন করে ইংরেজরা বাংলামুল্লুকে ইংরেজি ভাষা শেখাতে পারেনি, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীও অস্ত্রের মুখে বাংলা ভুলিয়ে উর্দু বলাতে পারেনি। এখন দেখছি বাঙালিদের ঘরে ঘরে প্রচারবিহীন সখের হিন্দী ভাষা চালু হচ্ছে, আগামীকাল সংস্কৃতভাষাও চালু হবে। চমৎকার আপনাদের ভাষার দরদ। ইংরেজি শিখিনি, উর্দুর ধারেকাছেও যাইনি; তবে হিন্দি শিখছি। সংস্কৃত সামনে এলেও কণ্ঠস্থ করবো। নিজের নাক কেটে প্রতিপক্ষের যাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছি, যাবোই। কে থামাবে। কী হে বাংলার নগ্না নাগিনী ভুল বলিনি তো? '

মুচকি হেসে বৃদ্ধ আবার বললেন, 'এই যে নাতিন, এ পূর্ববঙ্গে ১৭৭০ কিলোমিটার দূরের মুসলমানদের স্বার্থপরতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়নি। তবে স্বীকার করছি, পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াকালীন পার্শ্ববর্তী দেশের সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে বন্ধুরাষ্ট্রকে সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ধর্মের মেরুদণ্ড ভেঙে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল। এখানে বলবো পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণ ৯০ শতাংশ মুসলিম, ১০ শতাংশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়। সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা মুসলমানদের পক্ষে মোটেই সমুচিত হয়নি।'

তন্বীর দাদা বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথাগুলো বলে পান্নার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে তন্বী দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'দাদা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে কোন ধরনের বুদ্ধিজীবীদের মদদ ছিল?'

তন্বীকে থামিয়ে পান্না বলল, 'আমরা দু'জনে কথা বলছি, তৃতীয় পক্ষের প্রবেশ অনুচিত।'

চমৎকার সুযোগে সুচতুর বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'দাদুভাই, তন্বীর প্রশ্নের জবাবটা আপনার কণ্ঠেই শুনতে চাই, আশা রাখছি সংকল্প বিফল হবে না। তবে জানিয়ে রাখছি, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্নকালে ১০ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিল। সে

www.pathagar.com

কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল– "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রীরূপে রূপান্তর করার ঘোষণা প্রদান করিতেছি।" কিন্তু ঐ ঘোষণাপত্রের কোথাও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার শব্দও ছিল না। পরবর্তীকালে সংবিধানের মূলনীতিতে ঐ দু'টি বিষয় কিভাবে সংযোজিত হলো, তা আজও অনেকের প্রশ্ন?'

তন্বীর আম্মা এগিয়ে এসে বললেন, 'আব্বা একটু বিরক্ত করবো। পান্না তোমাকে বলছি, 'তোমার ঘোড়াকে দানা দিয়েছি কিন্তু ঘোড়াটি ধারেকাছেও যাচ্ছে না। তুমি সাহায্য করবে কি?' পান্না হেসে কইলো, 'দেখছেন তো দাদা, সন্তানের জন্য মায়ের কত দরদ, কন্যাকে আহার দিয়ে উদর ভরেছেন, তার বাহনের জন্যও দানাপানির ব্যবস্থা করছেন; একেই বলে মায়ের জাত।' পান্না দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে বলল, 'ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ ক্ষণকালের জন্য সময় চাচ্ছি।'

ঝামেলা চুকিয়ে পরক্ষণেই ফিরে এসে পান্না বসলেই তন্বীর আম্মা পিছুপিছু এসে বললেন, 'বাপ-রে বাপ! যেমন ঝাঁঝালো রক্তের কন্যা, তেমন তার ঘোড়া; মালিকাবিহীন মাথা নত করে না।' স্নেহময়ীর স্বগতোক্তি শেষে পান্না বলল, 'দাদাজান, খালাআম্মা আরও কিছুক্ষণ থাকার ব্যবস্থা করেছেন। এবার যত ইচ্ছা নাড়েন, তবে আমিই আপনার পক্ষ হয়ে তন্বীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, 'দাদা, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারটি তন্বীর মনে খটকা লেগেছে। তাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে পক্ষধারী ভারতের প্রধান সহায় ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। সে অজুহাতে এদেশের রুশ সমর্থকরা ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দকে বুঝিয়ে ছিলেন, শেখ মুজিবের ইমেজ সামনে রেখেই ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তর সম্ভব। যদিও ১৯৭০ সালে নির্বাচনে সমাজতন্ত্রের জন্য কুঁড়েঘর মার্কায় ভোট চাইলে বাংলার মানুষ তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়ে ছেড়েছিল। তারপরও সাহায্যকারীদের চাপে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্র শব্দটি যোগ হয়।

মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার পুরো সহায়তার পথ বেয়ে মোজাফফর ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসে। আত্মমর্যাদায় আওয়ামী লীগ কাঁধের ভূত ফেলার যতই চেষ্টা করে, ততই আরও শক্ত হয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার চাপে নতিস্বীকারে বাধ্য হয়, এভাবে মস্কোপন্থি ভারতপন্থিদের পরামর্শে আওয়ামী লীগ তিন দলের সংমিশ্রণে বাকশাল কায়েমের ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত হয়েছিল। জনাব শেখ মুজিবর রহমান সমাজতন্ত্র বুঝতেন না। তিনি সমাজতন্ত্রের সবকও

www.pathagar.com

গ্রহণ করেননি। সমাজতন্ত্রকে ফকিরতন্ত্র বলতেন। শেষপর্যন্ত সেই কাঙ্গালতন্ত্রের কারণেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তবে তিনি দেশবাসীর জন্য একটি কাজ করেছেন। তা হলো সংবিধানের মূলস্তম্ভে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে জাতীয়তাবাদ যুক্ত করেছিলেন। সেই থেকে ফকিরতন্ত্রগং আজও ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়াচ্ছে।

এখানে বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের বুকে ধর্মপ্রাণ সম্প্রদায়গুলোর ধর্মপালনে কোনো বাধা নিষেধ নেই। মসজিদে আজান ধ্বনি, হিন্দুদের ঠাকুর ঘরে শঙ্খধ্বনি-উলোধ্বনি-কাড়ানাকাড়া-খোল-করতাল সবই বাজছে, খৃষ্টীয় গির্জায় সমস্বরে প্রার্থনা এবং অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর ধর্মাচারে অসুবিধা হচ্ছে না। তাহলে কিসের ধর্মনিরপেক্ষতা? কার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা? কেউ তো ধর্মপালনের অপেক্ষায় থাকছে না। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার যারা–তারা মূলত ধর্মাজ্ঞ। তবে যাদের ধর্মশিক্ষার সুযোগ হয়নি, তারাই ধর্মনিরপেক্ষতা দাবী করছে। অবশ্য ওদের হিংসার উদ্রেকও অনেক। ধার্মিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ, অধার্মিকগণ নাস্তিকতায় একঘরে; ওরা সুষ্ঠুসমাজ জীবনে মিশতে পারছে না। যারা স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করে, তারাই ধর্মনিরপেক্ষ দাবীর সাহস পাচ্ছে। আসলে দাদাভাই, ওরা হিজড়া সমতুল্য সম্প্রদায়; সমাজবহির্ভূত নাগরিক। সমাজের আনাচে কানাচে সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। ওরা অশ্লীল ভাষায় সমাজকে কলুষিত করছে, ঐ ক্লীব সম্প্রদায়গুলো মুসলিম ধর্মের মেরুদণ্ড ভাঙার পরিকল্পনা করছে।

দাদাভাই, ওদের মতানুসারে গতানুগতিক সমাজশিক্ষায় ধর্মপালন হয় না। সুষ্ঠু ধর্মশিক্ষা ব্যতিরেকে স্রষ্টার নাম জপলেও ধর্ম হয় না। ধর্মের পুরো বিষয়ে জেনে ধর্ম পালন করতে হয়। যারা ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ তারাই নাস্তিক। দাদা, আপনারা এটা কী করলেন, ধর্মের শিক্ষাস্তম্ভের ভিত শক্ত না করে নাস্তিকদের ভ্রান্ত আদর্শে জাতির বারোটা বাজাচ্ছেন। যেমন, ইংরেজরা সুকৌশলে ভারতবর্ষে ধর্মশিক্ষার পতন ঘটিয়েছিল, আজও শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই ধারা অব্যাহত। যাতে এদেশের মানুষ ধর্ম নিয়ে সমগ্রভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সে লক্ষ্যে শিক্ষাবিভাগকে মনগড়াভাবে ভাগ করে ধর্মশিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙেছে, সৃষ্টি করেছে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা। ঐ কুচক্রীদের কি চমৎকার কলাকৌশল। সাধারণ শিক্ষায় ধর্মের স্পর্শ নেই, কারিগরি শিক্ষাতেও ধর্মের ছোঁয়া নেই; আবার মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার নাম গন্ধও নেই। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, একজন ধর্মজ্ঞানহীন অপরজন কর্মজ্ঞানহীন। চাতুরার চক্রান্তে হাস্যকররূপে গণিতের উল্টা নিয়মে দিনদিন ইসলামি শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে মুসলিমদের ঐক্যতা হারাচ্ছে।

www.pathagar.com

স্মরণ করে দেখুন দাদা, তৎকালে পাড়া-মহল্লায় মুসলিমদের জন্য ধর্মশিক্ষার মক্তব এবং হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মন্দিরে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও এখন কিন্তু তাও নেই। এমনকি বর্তমানে আপনারা শিশুদেরকেও ধর্মশিক্ষার বাইরে রেখেছেন। এটা কি ভালো কাজ হলো, এটা কী করলেন দাদাভাই? এতে কাদের লাভ হলো, আপনাদের! নাকি ঐ কুচক্রী প্রভুদের? আজ পুরা-ভারতবর্ষে ধর্মশিক্ষা ব্যতিরেকে মানবতা হারিয়ে নাস্তিক ও আস্তিকতা দ্বন্দ্বে জাতি ধ্বংসের দিকে ছুটছে, ঐ মহাপতনের দিক পরিবর্তন করতে পারবেন কি?'

পান্না একটু থেমে এবার হেসে কইলো, 'দাদাভাই, এজন্য সুশীল সমাজই দায়ী। আপনাদের সন্তানরাই বিপদগামী হয়ে নাস্তিকতায় রূপান্তর হচ্ছে, তারাই ধর্মনিরপক্ষের দাবিদার। অবশ্য ওদের যুক্তিও অগ্রাহ্যের নয়, হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ ও মুসলিম জনসাধরণ যদি ধর্মের কারণে শ্রদ্ধার ব্যক্তিত্ব হতে পারে, তবে নাস্তিক হয়ে কেন সমাজ নেতাদের গালমন্দ শোনার জন্য বেয়াদবি করতে পারবে না?

আমি বলবো, বেয়াদবি করার সুযোগ আপনারাই করে দিচ্ছেন; তা না হলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবী করতে সাহস পেত ওরা? আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় মতামতে বহুরূপী, কেউ পীরভক্ত, কেউ রাজনীতি ও ধর্মকে আলাদা করে তাবলিগে বিশ্বাসী, কেউ আবার ইসলামকে বাস্তবায়ন চায় সমাজ রাষ্ট্র সর্বত্র। এরা কেউ কেউ কখনো সঠিক ধর্মানুশাসন মেনে চলে না। কেউ কেউ ধর্ম মানে কিন্তু কেউ কাউকে তোয়াক্কা করে না। ফলে সর্বত্র হ্যাংলামো হচ্ছে। কেউ কেউ চাঁদ দেখে রোজা পালন করে আবার কেউ কেউ চাঁদ না দেখেই ঈদের নাজাম পড়ে। কারো গাত্রে পাজামা লম্বাকুর্তা টুপি, কারো পরনে লুঙ্গি পাঞ্জাবী সাথে গামছা, কেউ কেউ প্যান্ট শার্ট পরে ধর্মকর্ম চালাচ্ছে। আবার কারো বদনভর্তি দাড়ি, কারো নাকের নিচে গোঁফ। কেউ নামাজ পড়ছে, কেউ ডুগডুগি বাজাচ্ছে। কেউ রোজা পালন করছে, কেউ ভোজন সারছে। কেউ জিকির করছে, কেউ গীত গাইছে। কেউ কিতাব পড়ে সঠিক মর্ম বুঝাচ্ছে, কেউ তার অপব্যাখ্যা করছে; কেউ নিজে নামাজ পড়ে কিন্তু পরিবারের উৎসাহ দেয় না। আবার কেউ কেউ শয়তানের দোসর হয়ে প্রকাশ্যে ধর্মের বিরোধিতা করছে। কেউ পাঞ্জেগানা নামাজি, কেউ কবরপূজারী; কেউ কেউ খণ্ডকালীন তপস্বী; আবার কেউ কেউ নামাজই পড়ে না। কেউ দ্বীন ইসলাম পালন করে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন, আবার কেউ কেউ ইসলাম ধ্বনি দিয়ে করছে ভণ্ডামি। এবার বুঝলেন দাদা, আপনাদের ভুল কোথায়? আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হয়েও বিভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। সঠিক ধর্মটিও পালন করেন না।

www.pathagar.com

আপনারা মুসলমান হয়েও শিশুদেরকে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন না। এতে দেশ ও জাতি রসাতলে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গোল্লায় গেলেও কারো ভুল ভাঙবে না। তবু আপনারা মুসলিম জাতি। একই মসজিদে নামাজ পড়েন অথচ কেউ কারো ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না। দাদা, ইসলাম ধর্ম ভ্রাতৃত্বের, হিংসার নয়।

আপনারা কোন্ ধরনের মুসলমান দাদা, আসমানি কিতাব মানছেন না, কৃষ্টির তোয়াক্কা করছেন না, বিধর্মী ও বিলেতি কৃষ্টির কর্মসাধনে ব্যস্ত রয়েছেন। আপনারা বিধর্মী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বেয়াকুবের মতো অর্চনা উপভোগ করে উঁচুনাসিকায় প্রতিমাকে স্যালুট দিয়ে গোলবদনী মুখে হাসছেন। আবার কেউ কেউ প্রতিপক্ষ মুসলিম নেতাকে হেয় করার জন্য গ্রেপ্তার করে তাদের বাসায় রক্ষিত ইসলামি বইগুলোকে জঙ্গিবই আখ্যা দিয়ে অপবাদ ছড়াচ্ছেন। দাদাভাই, এদেশে নিষিদ্ধ না করেও ইসলামি প্রকাশনাকে জঙ্গী ও জেহাদি বই বানানো হচ্ছে। কার স্বার্থে এটা করেছেন দাদাভাই; কী জন্যে করছেন। কেন করছেন, কখনো খেয়াল করে দেখছেন কি? স্বীয় ধর্মীয় গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন কি কখনো। আপনি কে? কী আপনার পরিচয়, আপনার কী ধর্ম এবং কোন কর্ম নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? সে বুঝ হয়নি, আর হবে কি কখনো? নাকি প্রতিপক্ষ বন্ধুর কর্তব্য পালন করেই যাবেন।

যে মুসলিম জাতিকে প্রতিপক্ষ পৌত্তলিক হিন্দুরা, যবনিক, কদাচারী, পাপিষ্ঠ ও ম্লেচ্ছ বলে ঝাড়ু তাড়া করতো, যাদের তাড়নায় অস্থির হয়ে বহুকাল সাধনার ফলে ১৯৪৭ সালে আলাদা রাষ্ট্র গড়েছিলেন। সেই পুত্তলিকাপূজারিদের তাঁবেদার আপনাদের ঘরের সন্তানেরাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবিদার। দাদা, কখনো প্রতিপক্ষ বিধর্মী ব্যক্তিবর্গকে আপনাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হাজির হতে দেখছেন কি? দেখেননি। আপনাদের গোত্রীয় ব্যক্তিই আপনাদের ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দাবী উত্থাপন করে সোচ্চার হচ্ছে। আপনাদের সমাজে ঢুকে বিধর্মীকে কখনো উঁচুস্বরে কথা বলতে শুনেছেন কি? শুনেননি; দাদা ঐ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবিদার কে? অবশ্য বলবো আপনাদের সম্প্রদায়ের মুসলমান নামধারী ব্যক্তি। এরও একটা কারণ রয়েছে। যে ভূমির জনগণ স্বীয়কৃষ্টি বিসর্জন দিয়ে লৌকিক ধর্ম ছেড়ে হিন্দু, হিন্দু হতে বৌদ্ধ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান থেকে মুসলমান ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে; তারাই তো আবল তাবল বলবে। কী দাদাভাই, সঠিক বলিনি?

আরও শুনুন ভক্তিমান মহাশয়, আপনি ১৯৪৭ সালের আগে একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক ছিলেন, তাই আপনার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনিই বলেছেন, এ দেশের মুসলিম জনগণ হিন্দুসমাজপতি দ্বারা নিপীড়িত হয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আলাদা রাষ্ট্র গড়েছিল। সেই বিচ্ছিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়

www.pathagar.com

কী করে নাস্তিকগোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করতে পারে? সে বিবেচনায় এদেশের বিবেকবান ব্যক্তিদের টনক নড়ার কথা কিন্তু এখনো তা হচ্ছে না, নিশ্চয় আপনাদের মগজ শূন্য। তবু বলবো, এটা কোন্ ধরনের যুক্তি দাদা? কোনো ব্যক্তি যদি সুশীল সমাজে চিল্লিয়ে বলে 'তিনিই বিশ্বসৃষ্টি কর্তা' তাহলে কি কোনো বিবেকবান মানুষ তাকে সালাম দিবে। নিশ্চয় নয়। এদেশের মুসলিম সমাজ শান্তিপ্রিয় বিধায় ঐ স্বঘোষিত নাস্তিকদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দাবীর প্রতিবাদে চরম আক্রোশে ভাত চিবিয়ে খাওয়ার দাঁতগুলো তুলে ফেলেনি–এই তাদের জন্য সৌভাগ্য। আর তারা যদি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ঐ দাবী করে থাকে, তা হলে নেহায়েৎ বোকামি করছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দু'টি রাষ্ট্র একটি হিন্দু অধ্যুষিত। ওখানে প্রায় সাড়ে তিনশত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে বিশাল রাষ্ট্র গঠিত এবং অন্যটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আর এ ক্ষুদ্র অর্ধবাংলাটি 'বাংলাদেশ' নামে মুসলিম রাষ্ট্র।'

দীর্ঘ বক্তব্য শেষে পান্না নিচের দিকে চেয়ে বলল, 'দাদাভাই আপনারা প্রবীণ তবু জেনে রাখুন। বিশাল সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি, অবশেষে মতবিরোধে ভেঙে তছনছ হয়েছে। ঐ বিচ্ছিন্ন হওয়া ১২টি দেশের মধ্যে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র। যথা ঃ– ১। কাজাখস্তান*, ২। কিরগিজস্তান*, ৩। তাজিকিস্তান*, ৪। উজবেকিস্তান*, ৫। তুর্কমেনিস্তান*, ৬। আজারবাইজান, ৭। জর্জিয়া, ৮। ইউক্রেন, ৯। লিথুনিয়া, ১০। লাটভিয়া, ১১। এস্তোনিয়া* এবং ১২। বিচ্ছিন্ন রাশিয়া। তারা সমাজতন্ত্র ইউনিয়ন ধরে রাখতে পারেনি, আর আমাদের পার্শ্ববর্তী বিশাল রাষ্ট্রের দাদাভাইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম বজায় রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্যাতন করেই যাচ্ছে। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করেও সংখ্যালঘুর ধর্মাধিকার পুরোপুরি বজায় রাখেনি।

তবে দাদা বর্তমানকালে পার্শ্ববর্তী ঐ নেতৃস্থানীয় হিন্দু দাদাভাইরা সকল গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে একত্রে কাজ করার জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ আহ্বান জানাচ্ছেন। পক্ষান্তরে আপনাদের বাংলাদেশের কতিপয় মুসলিম নামধারী নেতৃবৃন্দ ধর্মে শ্রদ্ধাশীল হওয়া তো দূরের কথা, হিজড়া সমতুল্য নাস্তিকগোষ্ঠী এদেশকে ধর্মহীন করার জন্য উচ্চকণ্ঠে বেয়াদবি করার সুযোগ পাচ্ছে। এ সাহস কোথা থেকে এসেছে, নিশ্চয় মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের সুযোগে ও সুশীল সমাজের নীরবতায়। কী দাদা ভাই, আমি ভুল বলছি?

একটু থেমে আবার বলল, 'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিগণ ও প্রিয় সখিরা, ১৯৪৭ সালে ভারতীয়দের কাছে মহাত্মাগান্ধী ওয়াদা করেছিলেন, স্বাধীন ভারতে কান্না থাকবে না। কিন্তু স্বাধীনতার এতোগুলো বছর পরও অসহায় মানুষের ক্ষুধা ও

www.pathagar.com

জীবনধারণের যন্ত্রণা দিনদিন বাড়ছে। ওখানে জওয়াহেরলাল নেহেরুর সমাজতন্ত্র এবং গান্ধীর স্ব-নির্ভরতার ফাঁকা বুলি উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি, বরঞ্চ নারীরা সামাজিক ও আইনগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ওখানে নারীদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করছে, প্রকাশ্যে গর্ভাবস্থায় কন্যারূপী ভ্রূণকে হত্যা করছে। জাতিগত ও ধর্মীয় সহিংসতায় মুসলমান-খৃষ্টানদের উপর নির্যাতন চলছেই।

শ্রদ্ধাভাজন মহোদয়গণ খবরের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ভারতে সংখ্যালঘুদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চলছে। ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মৌলবাদী সংস্থাগুলো–বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিবসেনা, বিজেপি ও আর,এস,এস এই উগ্রপন্থি হিন্দুদের দাপটই বেশি। এরা ভারতকে রামরাজ্য বানানোর স্লোগান দিয়ে পাল্লা ভারী করছে। নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের উপর দাঙ্গা বাধিয়ে লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। এমনকি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সক্রিয়তায় সেখানকার শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে মুসলিমদেরকে ঠেকানোর জন্য হিন্দু সুইসাইড স্কোয়াড গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে।

আরও জানা উচিত, ভারতে সাড়ে তিনশত ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর বসবাস সেখানে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে নির্যাতনের দিক দিয়ে মুসলমানরাই প্রধান শিকার। তারা মুসলিমদের সম্পত্তি আত্মসাৎ উদ্দেশ্যে সর্বদা দাঙ্গা ঘটাচ্ছে। ১৯৬১ সালে মুসলিমদের উপর জব্বলপুরে হিন্দুরা একতরফা দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং সে সূত্রে গুজরাটে বিশাল দাঙ্গা বাধায়। মুসলমানরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও টিকতে পারে না। পরিশেষে তারা বলির পাঁঠারূপে প্রাণদান করে। হিন্দুরা হায়নার মতো হিংস্রতায় ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে সংখ্যালঘুদের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। এমনকি বহিরাগত আক্রমণকারী আর্যদেরকেও হার মানাচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০০২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি অযোদ্ধা থেকে একদল হিন্দু তীর্থযাত্রী ফেরার পথে গুজরাট রাজ্যে আকস্মিকভাবে ট্রেনে আগুন ধরলে ৬০ জন তীর্থযাত্রী প্রাণ হারায়, ফলে উগ্রবাদী হিন্দুরা মুসলমানদেরকে দায়ী করে প্রতিশোধ নেশায় সহিংসতা শুরু করে। উগ্রবাদী হিন্দুদের সহিংসতায় দুই দিনে প্রায় ২,০০০ মুসলিম নিধন হয়। ঐ সময় গুজরাটের ক্ষমতায় থাকা নরেন্দ্র মোদি ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য ভুল বা অনুশোচনা করেনি। ঐ সাহসিকতার সূত্রধরে এর এক দিন পর ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বহিন্দু পরিষদের বন্ধ ডাকা সময়কালীন আহমেদাবাদের মুসলিম অধ্যুষিত নারোদা পাটিয়ায় এলাকায় একদল উগ্রবাদী হিন্দু হামলা চালিয়ে ৯৫ জন মুসলিমকে হত্যা করে। ঐ হামলাকারীদের উস্কানি দাতা বাবু বজরঙ্গি ও এসআইটি সাবেক নারী ও শিশু উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী মায়া কোদনানিও ছিল। অবশ্য গুজরাট রাজ্যেও আহমেদাবাদের নারোদা পাটিয়ায় ২০০২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারির মুসলিম

www.pathagar.com

নিধন দাঙ্গায় প্রকাশ্য জড়িত থাকার দায়ে সাবেক মন্ত্রী মায়া কোদনানি এবং বজরং দলের নেতা বাবু বজরঙ্গিসহ ৩২ জনকে ২০১২ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে আহমেদাবাদের একটি আদালত দোষী সাব্যস্ত করে।

দাদাভাই, অতীত ঘটনা স্মরণ করে দেখুন, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের আগ পর্যন্ত ভারতের দাঙ্গায় যতজন সংখ্যালঘু নিহত হয়েছে, তন্মধ্যে ৮০ শতাংশই মুসলিম। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর মুসলমানদের অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অনুরূপ গুধরায় ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের কথিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটে মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে।

আবার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত রাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আসাম রাজ্যে চলছে মুসলিম নিধন। এ রাজ্যের বোড়ো, হিন্দু ও অন্যান্য উপজাতিরা মুসলমানদেরকে বিতাড়নের চেষ্টায় ১৯৭২ সনের পর হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হিংসাত্মক কার্যক্রম চালায়। সেই হতে লোমহর্ষক ঘটনায় আশির দশকের পর হতে ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৮ সালগুলোর ও ২০০৮ সালের আগস্টে এবং ২০১২ সালের জুলাই মাসে নির্বিচারে ব্যাপক হামলা, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে শত শত মুসলিম নাগরিক নিধন করে এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে হাজার হাজার বাড়ীঘর ভস্মীভূত করে। পূর্বাঞ্চলীয় সাতকন্যা রাজ্যসমূহের মধ্যআসামের কোকড়াঝাড়, বাকসা, চিরাং ও উদালগুড়ি জেলায় স্থায়ী বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে ক্ষমতাধারী ছাত্র সংগঠন (আসু) এবং বোড়ো সম্প্রদায় মিলে নির্বিচারে নিপীড়ন চালালে প্রত্যেকবার শত শত মুসলিম নিধন হয়। আবার আসামের উজান অঞ্চলের (আপার আসাম) অহমীয়া ভাষাভাষী পুত্তলিকাপূজারিগণ সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে অহরহ নির্যাতন চালিয়েই যাচ্ছে। আসামের ভাটি অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালেও কোকড়াঝাড়, বরপেটা, বঙ্গাইগাঁও ও দরং জেলায় সংঘর্ষ ঘটিয়ে অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।

এখানে অবশ্য বলাবাহুল্য, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা ১২০৬ সালে বাংলা প্রদেশ হতে মানসী নদী পার হয়ে মোহাম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলায় প্রবেশ করে। আবার অহমীয়ারা আসামের উজান অঞ্চলে আসে বার্মা হতে ১২২৮ সালে। এর পরে আসে কানুজ, উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থান হতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও কলিতারা। সে সূত্রে আসামের প্রথম ভূমিপুত্র বা মূল স্থায়ী অধিবাসী হচ্ছে বোড়ো, কাচাড়ি সম্প্রদায়, মুসলমানরা হচ্ছে আসামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মূল

www.pathagar.com

অধিবাসী, আসামের বহিরাগত ধারাবাহিকতায় অহমীয়রা হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের মূল অদিবাসী। কোকড়াঝাড়, বাকসা, চিরাং ও উদালগুড়ি জেলাসমূহ বোড়োল্যান্ড নামে অভিহিত। কিন্তু এ জেলাগুলোতে বোড়োরা হচ্ছে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মাত্র ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ বোড়োরা বোড়োল্যান্ডে ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু।

উক্ত বোড়োল্যান্ডে মোট জনসংখ্যা ৩৩ লাখ, এর মধ্যে বোড়োদের সংখ্যা ১১ লাখ, মুসলিমদের সংখ্যা ৭.৫ লাখ, কোচ রাজবংশী ৪ লাখ, অহমিয়া হিন্দু ৩ লাখ, সাঁওতাল ৩ লাখ, শরণীয়া ২ লাখ, বাঙালি হিন্দু ১ লাখ, নেপালি অধিবাসী ১ লাখ এবং অন্যান্য ছোট ছোট সম্প্রদায় মিলে অর্ধলাখ বা পঞ্চাশ হাজার। অথচ আসামে ইউরোপের বসনিয়ার কায়দায় 'জাতি সাফাই' অভিযান শুরু করে মুসলমান বিতাড়ন লক্ষ্যে বারবার সংঘটিত হচ্ছে দাঙ্গা, এর মূল লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু মুসলমানদের গণহত্যা করা। সরকারসমর্থিত অত্যাচারী বোড়ো সম্প্রদায় বলছে, এরা বাংলাদেশ থেকে আসামে প্রত্যাবাসিত এবং বাংলাদেশী মুসলমানরা আসামের সর্বসাম্প্রতিক দাঙ্গায় জড়িত।

আসলে এ অপপ্রচারের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আসাম প্রদেশ হতে বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যালঘু মুসলমানদের তাড়ানো এবং হাজার বছর ধরে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলমানদের বাংলাদেশে পাঠানোর উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে ইতিহাস বিকৃত করে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা। এমনকি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করলে সেখানে হামলা করা হচ্ছে এবং অন্যান্য স্থান হতে আসামগামী চলন্ত ট্রেন হতে মুসলিম যাত্রীদেরকে নির্মমভাবে নিচে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

দাদাভাই, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৃহৎ অঙ্গ আসামে 'অহম আন্দোলন' নামে যে ন্যক্কারজনকভাবে ঘটনা ঘটে চলছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুঅধ্যুষিত ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নামগন্ধও নেই।

তাই বলছি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘু হত্যার পর শিখ সম্প্রদায়কেও নির্যাতন কম করেনি। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে উগ্রপন্থী হিন্দুরা এবং কংগ্রেস নেতাকর্মীরা শিখ নিধনযজ্ঞে অংশ নেয়। ঐ হত্যাযজ্ঞে তিন সহস্রাধিক শিখ নারীপুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছিল। পরিতাপের বিষয়, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হত্যাকারীর বিচার শেষ হবার পূর্বেই শিখ সম্প্রদায়কে উসকানিমূলক হত্যাকাণ্ড রোধে কংগ্রেস সরকার নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করেছিল।

www.pathagar.com

এবার শুনুন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বৌদ্ধদের করুণ কাহিনী। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৫৪৩ বছর আগে ভারতের বিহার প্রদেশে গৌতম বুদ্ধের 'বুদ্ধত্ব লাভের' পর ঐ পবিত্র জায়গাটির নাম হয় 'বুদ্ধগয়া'। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে সম্রাট অশোকের প্রার্থনা ছিল, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। ঐ বুদ্ধদের বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির আজও বৌদ্ধদের হাত ছাড়া। ভারতের সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত বৌদ্ধদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কাজটি তারা ভুলে গেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাংলা ভাষাভাষী বঙ্গমুল্লুকের বৌদ্ধরা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের পথের কাঁটা। বৌদ্ধদের বৌদ্ধগয়া ও মহাবোধি মন্দির দখল নিয়ে শক্তিশালী হিন্দু মৌলবাদীরা 'তারা' দেবী মন্দিরকে হিন্দু মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গ বানিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের শ্মশানের উপর হিন্দুস্তানে সম্রাট অশোকের অশোকচক্র খচিত বর্তমান ভারতের জাতীয় পতাকা। তবু বৌদ্ধদের সত্য কথা বলার উপায় নেই যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা নয়। এ কথা বলতে না বলতেই হিন্দু মৌলবাদীরা বৌদ্ধদের প্রতি আক্রোশ নিয়ে তেড়ে আসছে। অথচ বিহার শব্দের অর্থ বুদ্ধমন্দির বা বৌদ্ধবিহার। হায়রে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত–কোথায় রাম কোথায় সাম।

দাদা এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত শুনুন, ভারতে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টানসহ আরও অন্যান্য সম্প্রদায় মিলেই জনবসতি। তা সত্যেও মৌলবাদী হিন্দুরা বুদ্ধগয়ার রাজনীতির 'ব্রহ্মজাল' পেতে রেখেছে। এই চাণক্য রাজনীতির কূটকৌশল ব্রাহ্মণ্যবাদের সমাজপাঠ। জাতিভেদ প্রথার ট্র্যাজেডিতে বৌদ্ধরা ভারতে ক্রীতদাসরূপে পরিণত। আর্যমন্ত্রধারী সর্বগ্রাসী শক্তিশালী হিন্দুধর্ম অনার্য সভ্যতাকে কুক্ষিগত করে ফেললে বাংলা ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবী বৌদ্ধরা সর্বস্বান্ত হতে হতে রিক্ত হস্তে তিব্বত, নেপাল, আসাম ও সমুদ্র পথে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার হয়ে দক্ষিণপূর্ব দিকে সরেছিল। তাই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদগুলো নেপাল ও ভূটানে পাওয়া গিয়েছে। আর কেন উড়িষ্যাপুরীর বৌদ্ধবিহারকে জগন্নাথ মন্দিরে দীক্ষা দিয়েছিল? তাই দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সরকারি ছুটি থাকলেও বৌদ্ধদের 'বুদ্ধ পুর্ণিমার' সরকারি ছুটি নেই। আরও পরিতাপ হচ্ছে, কলিকাতার বাঙালি লেখক ও পণ্ডিতরা 'বুদ্ধ পুর্ণিমার' সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কিছুই বলছে না। এই সুযোগে ভারতীয় শাসকদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা চণ্ডাল বা নীচু জাতিতে পরিণত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের আদর্শ শান্তিকামী জনতা বৌদ্ধদের পরম বন্ধু কিন্তু অত্যাচারী মৌলবাদী হিন্দু শাসকরা বৌদ্ধদের চরম শত্রু। চতুর মৌলবাদী হিন্দু শাসকগোষ্ঠী বুদ্ধকে হিন্দুর অবতার বানিয়ে বৌদ্ধদেরকে নীচুজাতি করে রেখেছে। বৌদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ভারতে (মুসলিমদের মতো) বৌদ্ধ

www.pathagar.com

সমাজকে ধ্বংস করার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র। বৌদ্ধদের অভিযোগের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সর্বধর্মীয় গুণীজন বলছেন, 'বিহার, সবারিমালা, পালানি, কাশী, তিরুপতি, গুরুভায়াউর, পুরীর জগন্নাথ মন্দির হিন্দুত্ববাদের পুনরুজ্জীবনের নামে ৮৩০ খৃষ্টাব্দ হতে ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হাজার হাজার বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তর করেছে। তৎকালীন ঘটনাগুলো ইতিহাসবিদ এম এস জয়প্রকাশ ও স্বামী বিকেকানন্দ তাদের রচনায় স্বীকার করেছেন। যেমন–

অধ্যাপক হরলাল রায় 'চর্যাগীতিতে' লিখেছেন, "ধর্ম কোলাহলেই বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশ। ভারতে দেখতে পাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পালি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছিল। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই বৌদ্ধধর্ম ভারত হতে বিতাড়িত হয়েছিল। পরিতাপ হচ্ছে, এখন বৌদ্ধধর্ম জন্মভূমি হতেই প্রায় বিলুপ্তির পথে।

অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু লিখেছেন, "তান্ত্রিক বৌদ্ধমত তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে যাইয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের এই পরাজয় এতো ব্যাপক হইয়াছিল যে, ধর্মের সঙ্গে ধর্মগ্রন্থ সমূহও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। থেরবাদী সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলো সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে। মহাযান মতের শাস্ত্রসমূহ পাওয়া গিয়াছে প্রধানত চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে। চর্যাপদ পুঁথি নেপালে আবিস্কৃত হইয়াছিল। এ অনুবাদের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তিব্বতি ভাষায়। ভারতবর্ষে শুধু বৌদ্ধধর্মের সমাধির স্মৃতিচিহ্নই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুসভ্য চীন ও জাপানসহ অনেক দেশের কোটি কোটি জনতা বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধ হইয়াছেন।"

শ্রদ্ধেয় দাদা-দাদী, চাচি-খালা, ভাবী ও সখিগণ, পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিখিল ভারতে মুসলিম, শিখ ও বৌদ্ধ হত্যাযজ্ঞের পর খৃষ্টানবিরোধী দাঙ্গাও অব্যাহত রয়েছে। হিন্দু দাঙ্গাকারীদের অভিযোগ, খৃষ্টানপাদ্রি ও নানরা চাকরির লোভ দেখিয়ে নিম্নবর্ণের হরিজনদেরকে ধর্মান্তরিত করছে। ঐ অভিযোগে উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, গুজরাট, উড়িষ্যা, কর্ণাটক, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও বিহারের খৃষ্টানদের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটাচ্ছে।

ঐ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের উগ্রপন্থী হিন্দুরা মুসলিমবিরোধী প্রচারণা জোরদার করতে অতীতের মুসলিম শাসনামলের ঘটনা টেনে আনছে। তারা জোরালো কণ্ঠে বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা ভারত দখল করে হিন্দুদের দেবদেবীদেরকে অপমান করেছে। হিন্দুদের মন্দিরগুলো ধ্বংস করে মসজিদ

www.pathagar.com

নির্মান করেছে। হিন্দুদের সম্পদ দখল করে বিত্তশালী হয়েছে, এ কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার পালা।

শুনুন শ্রদ্ধেয় চাচি, দাদী ও সখিগণ দাদা পূর্বেই বলেছেন; ভারত উপমহাদেশে আর্যদের পূর্বে লৌকিক ধর্মাবলম্বী ভেড্ডা ও নিষাদ জাতি ছিল। বহিরাগত দস্যু আর্যদের আক্রমণে সারা ভারতে বৈদিক ধর্ম বিস্তার লাভ করলে ব্রাহ্মাণ্যবাদী হিন্দুবর্ণ প্রভুদের আধিপত্যে বৌদ্ধধর্মের আর্বিভাব ঘটে, এর কিছুকাল পরে আবার হিন্দু উচ্চবর্ণদের পরাক্রমে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে হিন্দুত্বে রূপান্তর হয়। এরপর আসে ইসলাম। অবশ্য এদেশে অলি-আল্লাহ্ ও সুফি সাধক দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়েছে। তাই বলছি, যারা হিন্দু হতে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তারা হিন্দুত্ব মুছেই মুসলমান হয়েছিল। তখন হিন্দুধর্ম ত্যাগী নওমুসলিমরা আধিপত্যকারী হিন্দুদের ভয়ে মূর্তি সামনে রেখে ইসলাম ধর্ম পালন করেনি, বরঞ্চ ওগুলোও অপসারণ করেই ধর্ম পালন ও প্রচার করেছিল। আর বর্তমানকালে গোড়াহিন্দুরা বলছে, 'মুসলমানরা নাকি দেবদেবীকে অপমান করছে।' অবশ্য ঐ অভিযোগ শতশতাংশ সত্য; বর্ণপ্রভুদের নির্যাতনে হিন্দুত্ব ছেড়ে যখন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হয়েছিল, তখন তারা দেবদেবীর বিগ্রহগুলো সযত্নে রাখেনি, তিক্ততায় কোল হতে দূরে ফেলেছিল। তখন কিন্তু ঐ হিন্দু বর্ণপ্রভুরা প্রতিবাদ করেনি। এখন প্রায় ১২০০ বৎসর পর এসে ঐ অদ্ভুত অভিযোগ তুলছে।

তাই অট্টহেসে যুক্তিবাদী চাটুকাররা বলছে, ওরা না বুঝে অভিযোগ তুলছে। ওদেরই যন্ত্রণায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল ধর্মত্যাগ করতে। তখন উঁচুবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার এতোই চরমে উঠেছিল যে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মত্যাগ ছাড়া উপায় ছিল না। তাই পুতুলগুলো কোলে রাখেনি, মজাপুকুর ও ডোবানালায় ফেলেছিল। যা এখন খননকালে উদ্ধার হয়। নিপীড়নে যারা পৌত্তলিকতা ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা কিন্তু জমিজমা ও পৈতৃকভিটা ত্যাগ করেনি। সেই ঘর থেকে তারা দেবতাবিগ্রহ তাড়িয়ে মসজিদ বানিয়ে ছিল। এ জন্যেই অবোঝ হিন্দুদের হিংসার কারণ, নিম্নবর্ণের হরিজনগুলো হিন্দুত্ব ছেড়ে সত্যধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে সঙ্গে আনেনি, তাই তাদের নানা অভিযোগ। অবশ্য বিজ্ঞরা জোরগলায় বলছেন– ইসলাম নয়, মূলত হিন্দুরাই বৈদিকধর্মের বিভাজক। মুসলিমরা বিধর্মীর মূর্তি ভাঙেনি, ফেলেনি এবং সঙ্গেও রাখেনি। সুফী-সাধক দ্বারা মূর্তি ফেলা তো দূরের কথা, তারা ওগুলো চেয়েও দেখেনি। যদি সুফি-সাধকরা মূর্তি ফেলতো, তা হলে প্রায় ৫৫৩ বছর মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের ঘরে একটি প্রতিমাও অবশিষ্ট থাকতো না। যারা হিন্দুত্ব ছেড়ে দলে দলে

www.pathagar.com

ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, তারাই প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মূর্তি ফেলে মসজিদ নির্মাণ করেছিল বটে, কিন্তু জোরপূর্বক অন্য ধর্মীয়দের অন্তরে আঘাত করেনি।

দাদা এই সঙ্গে আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি– ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিলের পর পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মৃত্যু হলে লোদীবংশের অবসান ঘটে। তখন থেকেই উত্তর ভারতের কিছু অংশ বাবরের দখলে যায়। কিন্তু শাসনসংক্রান্ত সংগঠন গড়ে তোলার আগেই বাবর পরলোক গমন করেন। এর পূর্বেই উত্তর ভারতে মুসলিম স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। তথায় মিনার, গম্বুজ অন্যতম। বাবরের সঙ্গে মীর বাকী নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উত্তর ভারতের অযোধ্যায় আগমন করেন। বাবর মারা গেলে তিনি ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে মসজিদ নির্মাণ করে বাবরী মসজিদ নামে অভিহিত করেছিলেন। তখন কিন্তু হিন্দু সংগঠনগুলো কোনো অভিযোগ তুলেনি। ঐ নির্মাণকারী মসজিদ নির্মাণ করে বীরপুরুষের নামে কেনো অভিহিত করেছিল, সে হিংসায় পরবর্তীকালে হিন্দুরা সংঘাত ঘটায়।

এবার ঐ বাবরী মসজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি– মসজিদ নির্মাণের ৩২৭ বছর পর অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাবরী মসজিদ নিয়ে প্রথম সংঘাত ঘটে। তখন ৭৫ জন লোক মারা যায়। ঐ সময় মুসলিম শাসক নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে রাজ্যচ্যুত করে লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একজন হিন্দু পুরোহিত বাবরী মসজিদ প্রাঙ্গণে কিছু জায়গার উপর রামের বেদি স্থাপন করে পূজো দিতে থাকে। তখন কিন্তু হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়নি। ১৮৫৯ সালে ইংরেজ সরকার বিবদমান ভূমিতে প্রাচীর নির্মাণ করে, ফলে মসজিদ ও রামের বেদি পৃথক হয়। ১৮৮৫ সালে কতিপয় হিন্দু পুরোহিত বিবদমান স্থানে রামের মন্দির গড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে সরকার নামঞ্জুর করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়। এ সময় হিন্দুরা বাবরী মসজিদের দেয়াল ও গম্বুজের কিছু অংশ ভেঙে ফেলে, যা পরে পুনঃনির্মিত হয়। ১৯৩৬ সালে কুচক্রী হিন্দুরা গুজব ছড়ায় বাবরী মসজিদে নামাজ পড়া হয় না, তাই হিন্দুদের কাছে তা ছেড়ে দেয়া হোক। তখন মুসলমানদের কড়া প্রতিবাদে ঐ দাবী স্তব্ধ হয়। বাবরী মসজিদ নিয়ে নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয় ১৯৪৭ সালের পরে।

১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরী মসজিদ নির্মাণের ৪১৯ বৎসর পরে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়। হিন্দু অধ্যুষিত ভারত হিন্দু রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৪৯ সালে ২২শে ডিসেম্বর উগ্রপন্থী হিন্দুরা রাতের বেলায় বাবরী মসজিদে ঢুকে একটি রামমূর্তি মিম্বারে স্থাপন করে। সেই থেকে শুরু হয় ধর্মীয় আঘাতে

www.pathagar.com

হিন্দু মসুলিম দাঙ্গা। তখন অসংখ্য মুসলিম হতাহত হয়েছিল। তবে ভারতীয় প্রশাসনের চাপে মুসলিমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সুযোগ পেয়ে ভারত সরকার মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ১৯৫০ সালে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় বিবদমান স্থানটি দখলের আবেদন জানায়, এ আবেদনও নামঞ্জুর হয়। ১৯৮৩ সালে বিশ্বহিন্দু পরিষদ বাবরী মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির গড়ার আন্দোলন করে। ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার আদালত মসজিদের তালা খুলে হিন্দুদের পূজা করতে আদেশ দিলে মুসলিমরা চরমভাবে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৮৯ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী বাবরী মসজিদ প্রাঙ্গণে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়, ফলে ৬০০ লোক প্রাণ হারায়; এদের বেশির ভাগই মুসলিম। অবশ্য পরবর্তী নির্বাচনে রাজিব গান্ধির পতন হয়। ১৯৯০ সালে জনতা পার্টি বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার উদ্যোগ নিলে ৩০জন হিন্দু করসেবক নিহত হলে প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সরকারের পতন ঘটে। সেই সাহসের সূত্রে ভারতীয় হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা ও বজরং দলের ৭৫ হাজার উগ্রনেতাকর্মীরা জনতা পার্টির নেতৃত্বে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দেয়। প্রতিবাদে ১২০০ মুসলিম নিহত হয়, আহত হয় ৪,০০০ জন। পূর্ব হতেই সরকার সমর্থিত ঐ অপকর্মের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের মন্ত্রীরাও ছিল।'

ক্ষণকাল নীরব থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পান্না বলল, 'দাদাভাই, ন্যায়বিচার কামনায় ভারতের মুসলমানরা ১৯৪৯ সাল হতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতি চেয়ে থেকে ৬০ বছর পর ২০১০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদ্ভট রায় শুনে অবাক হয়। ঐ রায়ে বলা হয়েছে, 'যেহেতু হিন্দুরা অতীতকাল থেকেই রামের জন্মভূমির উপর আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করে আসছে, তাই ওটাকে হিন্দুদেরকেই দেওয়া হলো। আরও চমকপ্রদ তথ্য হলো, এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিবদমান ভূমিটি তিনভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, দুইভাগ হিন্দুদের–অপর অংশ মুসলিমদের। অবশ্য উল্লেখনীয় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৪ সালে মসজিদ এলাকাসহ আশপাশের ৭০ একর জমি অধিগ্রহণ করে।

আদালতের দু'জন বিচারপতি সুধীর আগরওয়াল ও ডিভি শর্মা ঐতিহাসিক তথ্যকে অগ্রাহ্য করে হিন্দুদের বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছে। তাদের ভাষ্য, বেশির ভাগ হিন্দুর বিশ্বাস অনুযায়ী বাবরী মসজিদের প্রধান গম্বুজের নিচেই রামলালার জন্মস্থান ছিল। এ ব্যাপারে কিন্তু ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণের কথা তারা তুলে ধরতে পারেনি। এমনকি হিন্দুধর্মগ্রন্থ পুরাণের কোথাও অত্র স্থানে রামের জন্মভূমি ছিল তার কোনো কাহিনীও নেই। ভারতের এলাহাবাদ প্রয়াগ

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার ও সংস্কৃত বিভাগের ধর্মাচার্য অধ্যাপক ডক্টর শ্রী বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় প্রণিত "কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব" এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শ্রী রামচন্দ্র পৃথিবীতে এসেছিলেন ত্রেতাযুগের শেষদিকে। ত্রেতাযুগের পর শেষ হয় দ্বাপর যুগ। আর দ্বাপরযুগের সময়কাল ছিল আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর। এই ৮,৬৪,০০০ বছরে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম অবতার এবং নবম অবতার শ্রী গৌতম বুদ্ধের কাল শেষ হয়ে কলিযুগ শুরু হয়েছে। তাই প্রশ্ন আসে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর পূর্বের শ্রী রামচন্দ্রের স্মৃতিসৌধ কি অযোধ্যায় ছিল? তাহলে স্মৃতিসৌধ ভেঙে বাবরী মসজিদ নির্মানকালে বাধা দেওয়া হয়নি কেন? নিশ্চয় কু-অভিসন্ধি? তাই মিল্লি কাউন্সিল (ভারতীয় মুসলিমদের একটি সংঘ) বলছে, 'বিচারপতিরা আইনের চেয়ে বিশ্বাস ও পুরান কথার ওপরই জোর দিয়েছে। বিচারপতি আগরওয়াল আরও অযৌক্তিক তথ্যে বলেছে, 'বাবরী মসজিদের মিম্বরে রামলালা বিরাজ করছে এবং সবসময় পূজো হয়ে আসছে। তিনি অবশ্য এও স্বীকার করেছেন, বাবরী মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়ত। কিন্তু মূর্তিপূজাবিরোধী মুসলমানরা নিশ্চয় মসজিদ মিম্বরে রামের মূর্তি রেখে নামাজ পড়ত না। এ তথ্য উনার জানা ছিল না। বিচারপতি শর্মা বলেছেন, বাবরই ইসলামের বিরুদ্ধে ঐ মসজিদ নির্মাণ করেছিল। দীর্ঘ ৪০০ বছর মুসলমানরা যেখানে নামাজ পড়ছে, তা উনার স্মরণ হয়নি। বিচারপতিরা ঐতিহাসিকদের উপেক্ষা করে সংখ্যাগুরুদের ধর্মের প্রাধান্য দিয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ দরকার, একজন রামায়ণ বিশেষজ্ঞ বলেছে, ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় রামায়ণ হলো, তুলসী দাসের লেখা– "রামচরিত মানস"। কিন্তু সন্ত কবি তুলসী দাস অযোধ্যারই বাসিন্দা ছিলেন, কখনো তিনি বলেননি, বাবরী মসজিদের ভিতর রামের জন্মস্থান ছিল। অবশ্য নিন্দুকেরা বলছে, কোনো সময় সারা ভারতই হিন্দুদের ছিল। মুসলিম সম্প্রদায় কখন এসেছে, তা তাদের স্মরণ নেই। আর ধর্মনিরপেক্ষ বৃহৎবৃক্ষের বিচারপতি হুনুমানরা বড় শাখার, তাই তারা বড় খোকার ফলগুলোই কব্জায় রেখেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ দাদাভাই– পার্শ্ববর্তী ঐ বৃহৎ রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরুরা ধর্মনিরপেক্ষ নামে রাষ্ট্র চালাচ্ছে বটে, তবে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনে কার্পণ্য করছে না। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সুধীজন বলছেন, উগ্রপন্থি হিন্দুরা বৌদ্ধদের মঠ ধ্বংসের পর এবার মুসলিমদের মসজিদ ও খৃষ্টানদের গির্জা ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। আর আমরাও মুসলিম নামধারী কতিপয় ব্যক্তিবর্গ নাস্তিকতায় রূপান্তর হয়ে তাদের প্রতি ধেয়ে চলছি। ঐ পৌত্তলিক দাদারা যেন খুশি হয়ে আমাদের ললাটে চুমা দিবে। হায় ধর্মনিরপেক্ষ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের পরাক্রমশালী সুশীলবৃন্দ

www.pathagar.com

এবং আমাদের দেশের নাস্তিক মহোদয়গণ, উনারা 'বচনে পণ্ডিত, কর্মে পিশাচ।'

হায় পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ওদের কথা ও কর্মে মূল্যহীন। যেমন সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে মহারাষ্ট্র প্রদেশের মুসলিম অধ্যুষিত মালেগাঁও ও গুজরাট প্রদেশের মোদাসা শহরে বোমা বিস্ফোরণে যে নারকীয় ঘটনা ঘটায় তার মূলে 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ' উগ্রপন্থি সাম্প্রদায়িক সংগঠনই দায়ী।

আর যারা শতাধিক বছর নাগরিকত্ব নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী ৫ লাখ মুসলিমরা মুম্বাই শহরে বসবাস করছে, তাদেরকেও তাড়ানোর জন্য সাম্প্রতিককালে বিশ্বহিন্দু পরিষদ আন্দোলন শুরু করে। এবং ঐ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম ছাত্ররা দাড়ি রাখার কারণে বহিষ্কৃত হলে, তা উচ্চ আদালত হতে বাতিল করানো হয়।

কর্ণাটক রাজ্যে গোঁড়া হিন্দুদের বজরং দল খৃষ্টানদের ২০টি গির্জায় হামলা চালায় এবং উড়িষ্যা রাজ্যের কানধামাল জেলায় উগ্র হিন্দুদের আক্রমণে খৃষ্টানদের গির্জা ও অনাথ আশ্রমে অগ্নিসংযোগ করলে প্রচুর লোক হতাহত হয়।

হায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! অরুণাচল প্রদেশে ৮ হাজার বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলমানদেরকে অকথ্য নির্যাতন করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে আশ্চর্য হতে হয়, বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদেরকে তাড়িয়ে দিলেও বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুদেরকে তাড়ানো হয়নি। বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বটে, তাই সংখ্যাগুরুরা ধর্মের পেশীশক্তি বজায় রেখেছে।

দাদা আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, জাতিসঙ্ঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের ১০০ কোটি জনগণ এখনো খোলা আকাশের নিচে বা খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে, তার মধ্যে ভারতেই ৬০ কোটি। দাদা ঐ রকম মনমানসিকতাপূর্ণ ভারতীয় তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় কান্দামপত্তি নামক এলাকায় হিন্দুদেবী 'দ্রৌপদীর মন্দির' সেবায় এক মোকাদ্দমার রায়ের আদেশে উচ্চাদালত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্যে খুলে দিলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ক্ষোভ প্রকাশ করে অত্রাঞ্চল ছেড়ে যায়। এখানেই শেষ নয়, তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের কাছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেয়াল তৈরি করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। এক্ষেত্রে অবশ্য শাসকগোষ্ঠীর ধর্মীয় নেতারা চোখ বুজে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন গেয়েছে। এবার ভেবে দেখুন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কতরকম অদ্ভুত ধর্মনিরপেক্ষতা চলছে। তাই চুটকীকারকগণ বলছে, 'কাজীর গরু কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই।' তেমনি ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে বটে, কিন্তু চর্চায় নেই।

অক্টোবর ২০০৮ সালে ভারতের বিহার প্রদেশের নালন্দ জেলার জিয়ার গ্রামে দুর্গাদেবীকে প্রসাদ খাওয়াতে গেলে নিম্নবর্ণের এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে

www.pathagar.com

প্রাণহীন করেছিল; যেখানে নিম্নবর্ণের স্বধর্মীয় ব্যক্তি নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করছে সে দেশে বিধর্মীয়গণ সুখে আছে কি দাদা?

ভারতের কোনো কোনো স্থানে আদিবাসী বাঙালি কিংবা আর্যহিন্দু সংস্কৃতির নয়, বরং আঞ্চলিক সংস্কৃতি প্রসারের চেষ্টা চালাচ্ছে, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে পাহাড়ি অঞ্চল দার্জিলিংয়ে সুভাস ঘিষিংয়ের হুকুম ছিল তাই, বাঙালি হিন্দুদের দুর্গাদেবীর পুজা করা চলবে না, ঐতিহ্য অনুযায়ী শিলাপাথরের পূজা করতে হবে, কী মজা দাদা! ঐ আদেশ যেন স্বেচ্ছাচারী খচ্চরের শাসন, মূর্তিপূজার পরিবর্তে পাথরপূজা।

পূর্ব ভারতীয় সাতকন্যা রাজ্যে একই সুর উঠছে, দুর্গাদেবী বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর শাড়ী পরেন। তা পাহাড়ি অধিবাসীদের পোশাক নয়। তাই দুর্গাদেবীকে পাহাড়ি 'পাছড়া' পরালে পূজায় বাধা দেওয়া হবে না। ত্রিপুরাসহ কয়েকটি রাজ্যে হিন্দুদের দুর্গাপূজার অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে বাঙালি হিন্দু বাবুরা শঙ্কাবোধ করছে বটে, তবে অবশ্য ভীতস্থ হবার কিছুই নেই। শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ বৃক্ষে বানরের হাতে লাঠি উঠেছে, মগডালের ফলগুলো ওদেরই।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আরেক অবর্ণনীয় বর্বর কাহিনী, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ ইংরেজি তারিখে যে নিষ্ঠুরতা ঘটে গেল রাজস্থান রাজ্যের ভারতপুর জেলার গোপালগড় শহরের পুরানো এক এলাকা কসবায়। ঐ কসবা এলাকায় মেও মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অন্য এক সম্প্রদায় হামলা চালালে মুসলমানগণ মসজিদে প্রবেশ করলেও অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারি পুলিশ বাহিনী একত্র হয়ে মসজিদে অবস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে গুলি চালালে তৎক্ষণাৎ ৯ জন নিহত এবং ২৩ জন আহত হয়। ঘটনার সূত্র ভারতপুর মেও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদের জমির পুকুর ও কূপ নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে। অমুসলিমরা জবরদস্তি মসজিদের কূপ ব্যবহার করলে তাতে বাধা দেওয়ায় একপক্ষীয় হামলায় মুসলিমদের উপর নেমে আসে বর্বর নির্যাতন। চমৎকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অহিন্দুদেরকে তারা মানুষ বলে গণ্যই করে না।

দাদা আরও শুনুন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু বর্ণবাদী হিন্দুদের অপকর্মের কাহিনী। ১৪/০৯/২০১২ ইং তারিখে ভারতের উত্তর প্রদেশ গাজিয়াবাদ জেলায় মুসলিমদের পবিত্র কোরআন শরীফ ছিঁড়ে তাতে একটি মোবাইল ফোন নাম্বারসহ অশ্লীল কথা লিখে আধ্যাত্মিক নগর হল্টের কাছে রেল-লাইনের ধারে ফেলে রাখে। মুসলিম পথচারী পবিত্র কোরআনে অশ্লীল লেখা দেখে উক্ত মোবাইল ফোনে মুসলিম পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথে অপর প্রান্ত হতে খারাপ ভাষায় মুসলিমদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালাগালি শুরু করে এবং হুমকি ছাড়ে। ঘটনার অভিযোগ নিয়ে স্থানীয় মাসুরী থানায় মুসলিম যুবকেরা

www.pathagar.com

আরজি দিতে গেলে পুলিশ সে মামলা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে; ফলে প্রতিবাদী মুসলমানরা বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ বাহিনী বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ বা কাঁদনে গ্যাস না ছুড়ে সরাসরি গুলি চালায়। এতে তৎক্ষণাৎ ছয়জন মুসলিম যুবকের মৃত্যু ঘটে এবং প্রচুর আহত হয়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, পুলিশ অপরাধীদেরকে গ্রেপ্তার না করে বরঞ্চ তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি বেসামাল হয়। ফলে প্রশাসক কর্মকর্তা করফিউ জারি করে প্রতিবাদী মুসলিমদের বিক্ষোভ দমন করে। অবশ্য ওখানে স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বটে, তাই না দাদা?

তবে হ্যাঁ ঐ স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হিন্দু মৌলবাদী নেতাদের দাম্ভিকতাপূর্ণ উসকানি বক্তব্য ১৯শে এপ্রিল শনিবার ২০১৪ ইংরেজি তারিখে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি প্রবীণ টোগারিয়া হুঙ্কার ছেড়ে বলেছে হিন্দু এলাকা থেকে যেন মুসলিমদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। প্রকাশ থাকে যে, ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম নগরী গুজরাট রাজ্যের রাজকোট মেঘানি সার্কেল এলাকায় জনৈক মুসলিম ব্যবসায়ীর একটি বাড়ী কেনার প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরে ভি এইচ পি ও বজরং দলের সদস্যরা সেখানে নিয়মিতভাবে রামধনু ও রাম দরবার বসিয়েছে, যেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি ঐ বাড়ীটি কিনতে না পারে। তাই ঐ তারিখ রাতে এক জনসভায় টোগারিয়া বলে, বাড়ীটি জোর করে দখল নাও এবং বছরের পর বছর আইনি লড়াই চালিয়ে যাও। ভয় পাবার কিছুই নাই মামলা চলতেই থাকবে। ঐ রকম কাজ আগে বহুবার করেছি, ফলে মুসলিমরা অর্থ হারিয়েছে এবং সম্পদও খুয়েছে।

তেমনি ২০১৪ সালে ভারতের লোকসভা নির্বাচনে কট্টর হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি ভারতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশ প্রমাণ করতে এবং নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে জোর গলায় বলেছেন, 'ক্ষমতায় গিয়ে অবশ্যই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে তাড়াবো।' ঐ উসকানিমূলক বক্তব্যে আসামের ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বোড়োল্যান্ডের সশস্ত্র লোকেরা ৩২ জন মুসলমানকে হত্যা করে। আসামে অহমীয় ভাষাভাষী বোড়োল্যান্ডেরে জনগণের ধারণা বাংলা ভাষাভাষী মানেই বাংলাদেশী, বোড়ো এবং অন্যান্য উপজাতিদের শত্রু, এদেরকে তাড়াও এবং হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত কর।' তবে ভারতের সাম্প্রতিক প্রধানমন্ত্রীর উসকানিমূলক বক্তব্যে সমালোচকগণ বলেন, অবশ্য নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় গিয়ে হিসাব করবেন কোন আমলে কতজন বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে স্থায়ী

www.pathagar.com

বসবাসী হয়েছে এবং কতজন পূর্ববঙ্গ হতে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামবঙ্গে আসা যাওয়া করেছে। উনার মতে ভারতে যারা পূর্ব হতে আছে বা ১৯৪৭ সালের পূর্বে স্থায়ী ছিল তারাও বাংলাদেশী বা পাকিস্তানি ও কাশ্মীরি অনুপ্রবেশকারী।

তবে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়, ভারতবর্ষে কখনো হিন্দু ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। ঐ হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিপীড়নে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তর হয়। ঐ তথ্য বোধহয় ভাবী প্রধানমন্ত্রীর স্মরণ নেই। ঐ রূপ অত্যাচার, অনাচার ভারতের সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত নীরবে সব সহ্য করে যাচ্ছে, সেই ১৯৪৭ সাল থেকে। আর এতো শ' উসকানি সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে আজো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই বলবো অবশ্য বাহবা পাবার রাজনৈতিক নেতা ওনারা, ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্র আইন সংবিধানে আছে, ওখানেই থাক; আমরা জোরতন্ত্রে হিন্দুরাষ্ট্র চালিয়ে যাই পরে ফলাফল দেখা যাবে। দাদা, জনাব জওয়াহেরলাল নেহেরু ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তা ছিল রাজনৈতিক চাল। মূলত ভারত হিন্দুরাষ্ট্র। তাই ভারতীয় জনগণ ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে হিন্দুত্ব মৌলবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কে ভোট দিয়ে নিরঙ্কুশ জয়যুক্ত করে। ফলে উন্মোচিত হয় ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট নয়, কট্টর হিন্দু মৌলবাদী রাষ্ট্র।

২০১৪ সালে ভারতের মৌলবাদী জনতা পার্টি জয়যুক্তের পর মুখে বলা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে যায়। শুরু হয় তাদের স্বভাব নৃত্য। নিম্ন শ্রেণীর মুসলিম ও খৃষ্টান নাগরিকদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে জোরপূর্বক হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তর করে। এর মধ্যে ৮ই ডিসেম্বর ২০১৪ ইংরেজি তারিখে আগ্রায় 'ধর্মজাগরণ' সভায় ৫৭টি পরিবারের প্রায় ২০০ জন মুসলিমকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্টীয় সংগঠন স্বয়ংসেবক ও আরএসএস সঙ্ঘ হিন্দু ধর্মে রূপান্ত রিত করে। আরএসএসের বিভাগীয় প্রধান হুমকিস্বরূপ আরো বলেন, '২৫শে ডিসেম্বরের আগে আলীগড়ে আরো পাঁচ হাজার মুসলিম ও খৃষ্টানদেরকে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত করা হবে।'

এবার আসুন জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে শুনি, সেখানকার জনসংখ্যার অধিকাংশ জনসাধারণ মুসলিম, তাদের ন্যায্য অধিকার ধর্মীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবী অগ্রাহ্য করে ভারতরাষ্ট্র নির্দয়ভাবে মুসলিম হত্যা ও নিপীড়ন চালাচ্ছে।

ঐ ভূস্বর্গ কাশ্মীর সমস্যা মূলত ১৯৪৭ সাল হতে, তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরা ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত গঠন করলেও মুসলিম অধ্যুষিত

www.pathagar.com

এলাকা কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি। তখন পূর্ব নিয়ন্তা স্বতন্ত্র শাসিত কাশ্মীরের শাসনকর্তা ছিল হিন্দু রাজা হরিসিং। তিনি ব্রিটিশ শাসনামলে স্বায়ত্তশাসিত কাশ্মীরকে একটি নিরপেক্ষ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু কাশ্মীরের জনগণ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত হতে প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরের ইসলামি জাতীয়তাবাদী দলগুলো হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। তখন রাজা হরিসিং ভারতবন্ধু শেখ আব্দুল্লার পরামর্শে ভারতের সামরিক বাহিনীর সাহায্য কামনা করলে ভারত একীভূত হবার শর্তে সামরিক সহায়তা দেয়। ১৯৪৭ সালের ২৪শে অক্টোবর ভারত কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করলে কাশ্মীরিরা পাকিস্তানের সহায়তা কামনা করে এবং ২৪শে অক্টোবর হতে ২৭শে অক্টোবর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুদ্ধে ভারত কাশ্মীরের দু'তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়, অপর অংশ পাকিস্তানে যোগ দেয়।

১৯৪৯ সালে ১লা জানুয়ারি জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতার প্রস্তাবে ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারি শান্তি কমিশনের প্রস্তাবে পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ জনগণের উপর নির্ভর করবে বলে সম্মত হয়েছিল, কিন্তু ভারত কাশ্মীরের জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে ১৯৫৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। শুরু হয় অধিকৃত কাশ্মীরিদের উপর অকথ্য নির্যাতন। স্বাধীনতাকামী সংখ্যাগুরু মুসলিম নারীদেরকে হিন্দু সামরিকবাহিনী ধর্ষণ ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে এবং যুবকশ্রেণীর নাগরিকদেরকে হত্যার পর গণকবর দিচ্ছে। বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলো উত্তর পশ্চিম জেলাগুলোতে হাজার হাজার গণকবর খুঁজে পেয়েছেন। সেগুলিতে ৩ হতে ১৭ জন পর্যন্ত লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে। হামহুমা, বাদগাম, তানমার্গ, বান্দিপোর, সানমার্গ, পাট্টান, গান্ধেরবাল ও কুপওয়ারাতে ১১ই জুন থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতিবাদী কণ্ঠী কিশোর ও তরুণ নিহত হয়েছে। ঈদের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর কমপক্ষে ১৯জন নিহত হয়। রমযান মাসে প্রতিটি শহরে প্রতিবাদী দমন করার জন্য কারফিউ জারি করলে, তা ভাঙ্গাও হয়েছে। এখানে বলা বাহুল্য, যেমন পাকিস্তানের বর্বর সামরিক জান্তারা পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) গণকবরের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি ভারতের নীচুজাতের সামরিক বাহিনী কাশ্মীরের জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করে গণকবরে লাশ ফেলছে। যেমন আরাকানের জনগণকে মায়ানমার সশস্ত্র বাহিনী অহরহ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি কাশ্মীর ও বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিকবাহিনী সর্বদা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। হায়রে আমাদের

www.pathagar.com

পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, আমরা কোন জ্ঞানে, কোন লাজের মাথা খেয়ে সেই নিপীড়ক হিন্দু দাদাভাইদেরকে সমর্থন করে যাচ্ছি।

দাদাভাই গভীরভাবে খেয়াল করে দেখুন, আপন ভেবে হাঁসনীড়ে– মায়াবতী ময়ূরী যতই তাপ দিক না কেনো, ডিম ফেটে ছানা কিন্তু জলে ঝাঁপ দেবেই। তেমনি কাশ্মীরে হিন্দি হিন্দুদের অত্যাচার যতই প্রবল হোক না কেন, একদিন কাশ্মীর ঠিকই স্বাধীন হবে।

তাই এখানে অবশ্য বলাবাহুল্য, ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৭ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ৪০২ নং টেলিগ্রামে বলেছিলেন, 'আমি এটা স্পষ্ট করতে চাই যে, এ সঙ্কটাবস্থায় কাশ্মীরকে সাহায্য করার ব্যাপারটি কোনোভাবেই রাজ্যটিকে ভারতের সাথে সংযুক্ত হতে প্রভাবিত করার পরিকল্পনা নিয়ে করা হয়নি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যা আমরা বারবার প্রকাশ্যে বলে আসছি, তা হলো কোনো বির্তকিত অঞ্চল বা রাজ্যের সংযুক্তির প্রশ্নটি অবশ্যই সেখানকার জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী মীমাংসা করা হবে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা অটল থাকবো। (একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও এ টেলিগ্রামটি পাঠানো হয়।) এরপরের টেলিগ্রাম নং ২৫৫, তারিখ ৩১ শে অক্টোবর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের সাথে কাশ্মীরের সংযুক্তির বিষয়টি আমরা গ্রহণ করেছিলাম মহারাজার সরকার এবং রাজ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বশীল প্রভাবশালী মুসলিম সংগঠনের অনুরোধে। তখন এই শর্ত গৃহিত হয়েছিল যে, যখন কাশ্মীরের আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সংযুক্তের বিষয়টি কাশ্মীরের জনগণই নির্ধারণ করবে এবং যে কোনো অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পথ তাদের জন্য খোলা থাকবে।

আবার ২রা নভেম্বর ১৯৪৭ সালে জাতির উদ্দেশ্যে অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে ভাষণ দিতে গিয়ে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'আমরা সঙ্কটের মুহূর্তে কাশ্মীরের জনগণকে তাদের বক্তব্য দেওয়ার পুরোপুরি সুযোগ না দিয়ে কোনো কিছুই চূড়ান্ত করতে চাই না, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তারাই। আমি এটা পরিষ্কার করতে চাই যে, আমাদের পলিসি বা নীতি হলো, একটি রাজ্য কোন অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত হবে, তা নিয়ে যদি বিতর্ক হয়, সে সংযুক্তি অবশ্যই রাজ্যের জনমত দ্বারা সম্পন্ন হতে হবে। কাশ্মীরের সংযুক্তির দলিলের একটি শর্তে আমরা এই পলিসির কথা যোগ করেছি।

৩রা নভেম্বর ১৯৪৭ সালে বেতার ভাষণে জাতির উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'আমরা ঘোষণা করেছি যে, কাশ্মীরের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে সেখানকার জনগণ দ্বারাই নির্ধারিত হবে। এই প্রতিশ্রুতি শুধু আমরা কাশ্মীরের জনগণকেই

www.pathagar.com

দিইনি, সারাবিশ্বের কাছে আমাদের এই অঙ্গীকার। আমরা কিছুতেই তা লঙ্ঘন করতে পারি না।'

এর কিছু দিন পর ২১শে নভেম্বর ১৯৪৭ সালে ৩৬৮নং চিঠিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'আমি বারবার উল্লেখ করছি বা নিবেদন করছি যে, যখনই শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই কাশ্মীরের সংযুক্তির বিষয়টি অবশ্যই জাতিসঙ্ঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে গণভোট দ্বারা নির্ধারিত বা মীমাংসা হবে।'

ভারতের বিধানসভার এক ভাষণে ১৯৪৭ সালের ২৫শে নভেম্বর পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'আমরা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তাব রাখছি যে, কাশ্মীরের জনগণকে যখন তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেয়া হবে, অবশ্যই তা হবে জাতিসঙ্ঘের মতো নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধানে।'

এর পরের বছর ১৯৪৮ সালের ৫ই মার্চ ভারতীয় বিধানসভার ভাষণে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'এমনকি সংযুক্তির সময় দেয়া ঘোষণায় আমরা বলেছিলাম, জনগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাশ্মীরি জনগণের মতামতকে আমরা মেনে চলব। পরবর্তী সময়ে আমরা বিষয়টির প্রতি জোর দিয়েছিলাম যে, কাশ্মীর সরকারকে অবশ্যই শিগগির একটি জনপ্রিয় সরকারের রূপ নিতে হবে। আমরা এ অবস্থানে পুরোপুরি অটল থেকেছি এবং সব ধরনের নিরাপত্তা বিধান করে, সুষ্ঠু গণভোট সম্পন্ন করে, তাদের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

১৯৫১ সালের ১৮ই জানুয়ারি দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ১৯৫১ সালের ১৬ই জানুয়ারি লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'কাশ্মীরের জনগণকে তাদের মতামত ব্যক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করতে যথাযথ নিরাপত্তা বিধানে জাতিসঙ্ঘের সাথে কাজ করতে ভারত বরাবর প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা তা করতে বরাবরই প্রস্তুত রয়েছি। শুরু থেকেই আমরা কাশ্মীরের জনগণের ভাগ্য গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার ধারণাই পোষণ করে আসছি। প্রকৃতপক্ষে জাতিসঙ্ঘ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার অনেক আগে থেকেই এটি আমাদের প্রস্তাব ছিল। প্রথমতঃ– চূড়ান্ত ফয়সালা, যা অবশ্যই হতে হবে; তা মূলত কাশ্মীরের জনগণ দ্বারাই হবে। দ্বিতীয়তঃ– পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সরাসরি অলোচনার মাধ্যমে হতে হবে। এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আমরা (ভারত ও পাকিস্তান) ইতোমধ্যে একটি বড় চুক্তিতে পৌঁছেছি। যেটা আমি বুঝাতে চাই তা হচ্ছে, অনেক মৌলিক বিষয়ে আমরা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছি। আমরা সবাই একমত যে, কাশ্মীরের

www.pathagar.com

জনগণকেই অবশ্য তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ভবিষ্যতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, আমাদের ঐক্যমত ছাড়াও কাশ্মীরিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সাথে কোনো দেশ সংযুক্ত হচ্ছে না।'

১৯৫১ এর ৯ই জুলাই দ্য স্টেটম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে ১৯৫১ সালের ৬ই জুলাই এক রিপোর্টে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'কাশ্মীরকে অন্যায়ভাবে ভারত কিংবা পাকিস্তানের প্রতি পুরুস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষ সম্ভবত ভুলে যাচ্ছে যে, কাশ্মীর কোনো পণ্যদ্রব্য নয়, যা বিক্রি বা আদান-প্রদানযোগ্য। এটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং জনগণই এর চূড়ান্ত ভাগ্যনিয়ন্তা। এখন একটি সংগ্রাম সফল হতে যাচ্ছে, তবে এটা যুদ্ধক্ষেত্র নয়; বরং মানুষের অন্তরে।

১৯৫১ এর ১১ই সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধির কাছে লেখা এক চিঠিতে পণ্ডিত নেহেরু জানিয়েছিলেন, ভারতের সরকার ভারতের সাথে জম্মু ও কাশ্মীরের সংযুক্তি জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু গণভোটের মাধ্যমেই যে সম্পন্ন হবে শুধু সে নীতিই নিশ্চিত করছে না, বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ধরনের গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রণয়নের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন।

কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৯৫২-এর ২রা জানুয়ারি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখ পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে কংগ্রেস সরকার কী করতে যাচ্ছে। বিধানসভায় ডক্টর মুখার্জির এমনি এক প্রশ্নের জবাবে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'কাশ্মীর' ভারত বা পাকিস্তানের সম্পত্তি নয়। কাশ্মীরের মালিক কাশ্মীরের জনগণ। কাশ্মীর যখন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন কাশ্মীরের জননেতার কাছে পরিষ্কার করে বলেছিলাম যে, আমরা গণভোটের রায় পুরোপুরি মেনে চলব। যদি তারা আমাদেরকে চলে আসতে বলে, কাশ্মীর ত্যাগ করতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না। আমরা এ বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্য জাতিসঙ্ঘের নিকট গিয়েছি, আমরা কথা দিয়েছি তাদের সিদ্ধান্ত মানবো। মহানজাতি হিসেবে সে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে পারি না। প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধানের জন্য আমরা কাশ্মীরিদের উপর বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছি; তাদের সিদ্ধান্ত মানতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভারতীয় পার্লামেন্টে ১৯৫২ সালের ৭ই আগস্ট পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমি বিষয়টি পরিস্কার করতে চাই যে, কাশ্মীরিদের আনন্দ ও সদিচ্ছা দ্বারা তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। এমন প্রস্তাবটি আমরা গ্রহণ করি। পার্লামেন্টের আনন্দ বা সদিচ্ছা এ ব্যাপারে গুরুত্বহীন। এর কারণ এই নয় যে, কাশ্মীরের প্রশ্নটি মীমাংসা করার অধিকার

www.pathagar.com

লোকসভার নেই। বরং এর কারণ হচ্ছে, তাদের উপর কিছু আরোপ করা হবে পার্লামেন্টের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে। কাশ্মীর আমাদের মন ও হৃদয়ের খুব কাছাকাছি, ভাগ্যের দোষে কিংবা অন্য কোনো কারণে এটা যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তা হবে আমাদের জন্য বেশ পীড়াদায়ক। কশ্মীরিরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে না চায়, তবে তাদের যেতে দাও। যে রকম পীড়াদায়কই হোক তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা তাদেরকে রাখতে চাই না। তা আমাদের কাছে যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন। আমি জোর দিতে চাই যে, কাশ্মীরিরাই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। আমরা এটা শুধু কাশ্মীরিদের আর জাতিসঙ্ঘকে বলিনি, এটা আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় এবং আমাদের অনুসৃত নীতিমালা এটাই সমর্থন করে। এ পাঁচ বছর আমরা অনেক করেছি, আমাদের প্রচুর ব্যয় ও কষ্ট হয়েছে। তবু কাশ্মীরের জনগণ যখন আমাদেরকে সরে আসতে বলবে, আমরা স্বেচ্ছায় সরে আসব। তা যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন। কাশ্মীরি জনগণের বিরুদ্ধে আমরা সেখানে থাকতে চাই না। আমরা নিজেদেরকে তাদের বেনেটের মুখের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না।'

তাই ভারতের লোকসভার এক বিবৃতিতে ৩১শে মার্চ ১৯৫৫ সালে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, 'ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জটিল সমস্যা সম্ভবত কাশ্মীর সঙ্কট। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মীর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার মৌখিক বিষয় হওয়ার বস্তু নয়; বরং এর নিজস্ব আত্মা ও স্বকীয়তা রয়েছে। কাশ্মীরিদের স্বদিচ্ছা ও সম্মতি ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়।'

জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৭৬৫তম সভায় ২৪শে জানুয়ারি ১৯৫৭ সালে কাশ্মীরবিষয়ক বিতর্কে অংশ নিয়ে এক বিবৃতিতে ভারতীয় প্রতিনিধি মিষ্টার কৃষ্ণ মেনন বলেন, 'এ যাবৎ যে বক্তব্য আমি রেখেছি, তাতে এমন কোনো শব্দ নেই, যার অর্থ এই হবে যে, আমরা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাকে সম্মান করবো না। রেকর্ডের জন্য আমি বলতে চাই, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে, তাতে এমন কিছু নেই যে, ভারত সরকার যেকোনো আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাকে অসম্মান দেখাবে।'

দাদাভাই, এর পরও ঐ ধর্মনিরপেক্ষ বৃহৎ বৃক্ষটি ছায়াকাঙ্ক্ষিত ক্ষুদ্র তমালগুলোকে চেপে রেখেছে জাগতে দেয়নি এবং প্রতিনিয়ত পার্শ্বশাখের আঘাতে লেপ্টেছে সিকিম, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, কাশ্মীর এবং বাংলাদেশকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি। তাই বলবো, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু আশ্বাস দিয়েছিলেন, বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

করেননি। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন–অনুকম্পা করেননি। বিশ্ববাসীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন–রক্ষা করেননি। বর্তমানকালে ঐ শাসকগোষ্ঠী কাউকে তোয়াক্কা করছে না, গোঁয়ারের ন্যায় ঐ ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সুশীল নাগরিকদের ধর্মকর্ম সমন্বয় হীন।

দাদাভাই, লক্ষ করুন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত কাশ্মীর সঙ্কট সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা না করে স্বার্থবাদিতায় কাশ্মীরের দু'তৃতীয়াংশ এ যাবৎ কুক্ষিগত করে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম তরুণ ও যুবকদেরকে প্রতিনিয়ত হত্যা করে প্রতিপক্ষ ধর্মের বারোটা বাজাচ্ছে এবং মুছে দিতে চাচ্ছে কাশ্মীরি জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলন। তেমনি বাংলার দু'তৃতীয়াংশ পূর্ব হতেই কব্জায় নিয়ে মুসলিমদেরকে নির্যাতন করে যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করছে। ছিটমহলবাসীদেরকে সর্বক্ষণ বন্দিরূপে নির্যাতন করেই চলছে। ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে পানির হিস্যা বঞ্চিত করছে। তিস্তার উজানে গজলডোবায় বাঁধ এবং বরাক নদীর অববাহিকায় টিপাইমুখে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানানোর পাঁয়তারা করছে। তারা কিভাবে এদেশের বন্ধু রাষ্ট্র হতে পারে? তা কোনোভাবেই বোধগম্য হচ্ছে না। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের হিন্দু সম্প্রদায়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখেনি। তাই আমাদের দেশের সমাজবহির্ভূত হিজড়ারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেই চলছে, বলিহারি এদের সাহসের দৌরাত্ম্য।

একগ্লাস পানি পান করে পান্না অট্টহেসে বলল, 'দাদাভাই, এ জন্যও সুশীল সমাজই দায়ী। এ দেশের মুসলিম সম্প্রদায় ৫৫৩ বছর রাজত্ব করেও নিজেদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এখন হিন্দুদের পদতলে মাথা ঘষছে। যে বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্ধবাংলায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠন করেছে, এখানেও কূটকৌশলে হেরে যাচ্ছে। বর্তমানে ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়ই হারানোর পথে। তারপরও মুসলিম আকিদায় সন্তানদেরকে মানুষ করছে না; পরিশ্রমের অর্থ খরচ করে সন্তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে বিদেশী প্রভুর কুপথে। তাই তারা সুশিক্ষাবিহীন মুসলিম ধর্মের অনুসারী হতে না পেরে পিতার নাম জানা দূরের কথা পিতৃত্বও মানছে না। তারা আপনাদের কথা শুনবে, নাকি বিদেশী প্রভুর মনোরঞ্জন করবে? ওরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ কোনোটাই হয়নি; হয়েছে শয়তানের পুত্র। এখন পরাক্রমশালী পিতার কোলে বসে গলা চেপে ধরছে, হয় তাদের কথা শুনবেন, না হয় এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন। ওরা স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের সর্বনাশের পাঁয়তারা করছে। এ মুসলিম রাষ্ট্রটি ধর্মহীন বানানোর ফন্দি

www.pathagar.com

আঁটছে। দাদা, পৃথিবীর কোথাও ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্র নেই, সর্বত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত।

ছোট্ট একটি প্রমাণ দিচ্ছি– ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুইজারল্যান্ডে ৭৫ লক্ষ নাগরিকের মাঝে ৪ লক্ষ মুসলমান। সে দেশের মসজিদগুলোতে সুউচ্চ মিনার রয়েছে। শোভিত হচ্ছে, খৃষ্টীয় গির্জায় ক্রুশ, হিন্দুদের মন্দিরে সুউচ্চ চূড়া, স্মৃতিসৌধে মঠ, ইহুদিদের প্রার্থনাগারে সিনাগগ, বৌদ্ধদের উঁচু প্যগোডা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদেরকে হেয় করার জন্য ভারতের বিজেপির মতো ঐ দেশের ডানপন্থি রাজনৈতিক দল এস ভি পি ধর্মীয় হিংসায় জ্বলে মুসলিমদের মসজিদে মিনার নির্মাণ বন্ধের দাবি জানাচ্ছে। তারা এক লক্ষ ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ক্রমাগত প্রচারণা চালাচ্ছে, যেন মুসলিমরা ক্ষীপ্ত হয় এবং সে সুযোগ সৃষ্টি করছে হানাহানির। ফলে মুসলিমরা প্রতিবাদ করবে এবং প্রতিবাদ করলেই জঙ্গি বানানো যাবে।

অবশ্য সুইস প্রেসিডেন্ট হান্স রুডলফ মেরৎস এক ভাষণে বলেছেন, 'মুসলমানদের ধর্ম পালন এবং মসজিদে মিনার নির্মাণে স্বাধীনতা থাকা উচিত।' তবু দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ও সরকারের তরফ থেকে বিরত থাকার আহ্বানে কোনো সাড়া মিলছে না। অবশ্য এতে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্র হিসেবে সুইজারল্যান্ডের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। ঐ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মসজিদে মিনার নির্মাণ বন্ধ করে ভারতের বাবরী মসজিদের মতো ভেঙে ফেললেও সংখ্যালঘু ঐ ৪ লক্ষ মুসলিমকে বিশ্বের কাছে বিচার চাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। সে হিসাব করেই ঐ দেশের ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো মাঠে নামছে। খেয়াল করুন, বিশ্বে নির্যাতিত কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রসহ প্রতিপক্ষ বিধর্মীদের রোষানলে জ্বলছে, যেমন–

(ক) আমেরিকা ও ব্রিটেনের আশীর্বাদে ইহুদীদের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ফিলিস্তিন।

(খ) ফালতু অজুহাতে ইরাকের তৈল চুরির বাসনায় আমেরিকা সেখানে তছনছ করছে।

(গ) আফগানিস্তানের তালেবান শাসক, আল-কায়দা নেতা ওসামা-বিন-লাদেনকে ধরার জন্য সে দেশের মুসলিমদের মেরুদণ্ড ভেঙে আমেরিকা বনাম ওসামা-বিন-লাদেন ইঁদুর-বিড়াল খেলা খেলে লাদেনকে হত্যা করে এখনো আফগানিস্তান দখল করে রেখেছে।

(ঘ) কাশ্মীরি জনগণের মতামত উপেক্ষা করে ভারত একতরফা শক্তির দাপটে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় জবরদস্তি চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

(ঙ) পারমাণবিক অস্ত্রধারী একমাত্র মুসলিম দেশ পাকিস্তানকে হেয় করার জন্য ভারত ও আমেরিকা ষড়যন্ত্রে মাতছে।

(চ) রাশিয়ার পশ্চিমে ককেশাস অঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত চেচনিয়াকে গোলাবারুদ প্রদান করে স্বাধীনতার দাবী ভূণ্ডল করছে।

(ছ) সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত বসনিয়ার মুসলিমদেরকে সার্বিয়ার বিধর্মীগণ চরম আঘাত হেনে স্বাধীনতার দাবী হরণ করেছে।

(জ) আফ্রিকার উত্তরাংশে সাহারা অঞ্চলে কালবিজয়ী প্রেসিডেন্ট মোয়াম্মার গাদ্দাফিকে ধরার জন্য সে দেশে ভাড়াটিয়া সৈন্যদ্বারা আক্রমণ করে আমরণ যোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সে দেশে পুতুল সরকার গড়ছে জাতিসঙ্ঘ।

(ঝ) মিসরের প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুতিতে বাধ্য করেছে।

(ঞ) শক্তিধর ইসরাইল স্রষ্টা (আমেরিকা, ব্রিটেন) ইরানকে নাকে মুখে খামচিয়ে নাজেহাল করছে কিন্তু কাবু করতে পারছে না।

(ট) ভারত মহাসাগরের পশ্চিম তীরের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সোমালিয়াকে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে।

(ঠ) সিরিয়ায় জনতা ও সামরিক বাহিনীর মাঝে সহিংতায় অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এই রকম আরও অনেক দেশেও হচ্ছে, যেমন– জর্জিয়া, পূর্ব-তিমুর, ফিলিপাইন, আলজেরিয়া ও আপনাদের---'

সঙ্গে সঙ্গে তন্বীর দাদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে, পান্নাও একগালে হেসে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, 'জি না দাদাভাই! আপনাদের দেশ নয়। পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চীন দেশ, তারাও কিন্তু মুসলিম নিধনে কম যাচ্ছে না। জিনজিয়াং প্রদেশের রাজধানী উরুমরিচে ৫ই জুলাই ২০০৯ তারিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ হান সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু মুসলিম উইঘুর সম্প্রদায়ে দাঙ্গা বাধলে মুসলিমগণই হতাহত বেশি হয়। তা সত্ত্বেও সরকারি বাহিনী দ্বারা মুসলিমগণই চরম নির্যাতিত হচ্ছে। অকারণে মুসলিম যুবকদেরকে ধরে এনে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে জেলে পাঠাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুসলিম বেশধারীদেরকে যানবাহনে চলাচল করতে নিষেধ করেছে।'

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে পান্নার যুক্তির মাঝে নীলা দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে পান্নাকে থামিয়ে বলল, 'ওগো সখি, পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের অনেক কুৎসা গেয়ে শোনালে কিন্তু বাংলামায়ের গণতন্ত্র নামক বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত এগুলো কী হচ্ছে? প্রতিরক্ষা বাহিনীতে প্রচণ্ড অসন্তুষ্টতায় সামরিক অফিসারবৃন্দ হত্যা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল উদ্দেশ্যে অমুসলিম জনপদে ও ধর্মশালায় ধ্বংসযজ্ঞ, ইসলাম শিক্ষা ও ইসলামি

www.pathagar.com

বেশ নিষিদ্ধ প্রক্রিয়া, ইসলামি ধর্মীয় শাসন বিলুপ্তির চেষ্টা। শুধু তাই নয় সখি, খ্যাতনামা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক সমর্থক ছাত্রদের উপর সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠন ও যুবসংগঠন দ্বারা প্রকাশ্যে অস্ত্রের হামলা, উচ্চশিক্ষালয়ে শিক্ষক লাঞ্ছিত, শিক্ষাঙ্গনে অগ্নিসংযোগ, যত্রতত্র গুমহত্যা, জনসমর্থক সত্যপ্রকাশ পত্রিকাসমূহ ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিলুপ্ত ঘোষণা, মিথ্যা মামলায় প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন, জনতার কণ্ঠরোধে সরকারি বাহিনী ও দলীয় ক্যাডার দ্বারা হামলা, সাংবাদিক হত্যা, প্রকৃত মুসলিমগণ মুসলিম নামধারী নাস্তিক দ্বারা লাঞ্ছিত, মুসলিম বেশধারী নারীদের উপর নির্যাতন, প্রকাশ্যে ইসলামি বেশধারী দাড়িটুপিওয়ালাদেরকে অকথ্য গালাগালি ও হেনেস্থা, রাজধানীর রাজপথে নিরস্ত্র প্রতিরোধী ইসলামি জনতাকে রাতের আঁধারে সরকারি বাহিনী কর্তৃক নির্মমভাবে হামলা করে হত্যাযজ্ঞ চালানো, মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদেরকে গ্রেপ্তার ও হয়রানি, মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ইসলামি দল নিষিদ্ধের পাঁয়তারা, ইন্টারনেট ব্লগে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি কুৎসা রচনা, কোরআনের উপর অমুসলিমের পদভার, প্রতিবাদকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে প্রেরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, সর্বত্রই দুর্নীতি, ব্যাঙ্ক-বীমা অর্থশূন্য, ব্যাঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ, হলমার্ক ও ডেসটিনি কেলেঙ্কারী, শেয়ারবাজার ধ্বংস, অসৎ চরিত্রার্থে বৈদেশিক মুদ্রা লুটপাট ও পাচার, শিক্ষাঙ্গনে চরম দুর্নীতি, উচ্চশ্রেণীসমূহের পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ভালোমন্দ বিচার না করে দলীয় ছাত্রদেরকে করানো হয় পাস; ফলে রাষ্ট্র রসাতলে যাক। নিশ্চয় এগুলো দোষের নয়, তাই নয় কি সখি?'

পান্নার প্রতি অঙ্গুলি তুলে নীলা আবার বলল, 'হে বিবেক প্রশ্রয়ধারিণী, বাংলাদেশের বাঙালি তুরুপ কন্যা স্বীয় ঘর সামলাও। হে বাংলার একনিষ্ঠা প্রেমিকা আবেগে অন্যের কুৎসা গেয়ো না। তোমাদের কাঁধে এখনো সিন্দাবাদের ভূত দিকনির্দেশনায় ব্যস্ত।'

তুরুপরূপে নীলার ঝটিকা প্রতিবাদে বৃদ্ধ মৃদু হেসে চীনামাটির বাসন হতে আনারের দানাগুলো মুঠোভরে মুখে পুরে চিবাতে লাগলেন। তা দেখে পান্নার সংকল্প ষোলকলা পূর্ণ হলো।

তর্কযুদ্ধে অকস্মাৎ বাধা পেলেও পান্না দমলো না, তেমনিভাবেই বলতে শুরু করলো, 'দাদাভাই, নীলার সাথে আমিও তাই বলছি, বাংলাদেশের নাস্তিকগণ কিন্তু অন্যকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্তান নয়। এ দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ঠিকই ধর্ম পালন করে যাচ্ছে, শুধু শয়তানের পুত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে মুসলিম

www.pathagar.com

অপত্যরা। তারা বিধর্মীদের প্ররোচনায় স্বধর্মীয়দের ঘাড় মটকাচ্ছে, স্বীকারোক্তি আদায় করছে ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে। কী বোঝলেন দাদাভাই, এরা কি অন্য কেউ? আপনারা গর্ব করে ধর্ম নিয়ে সভা-সমাবেশে গাল ভরে বুলি ছাড়ছেন, কিন্তু স্বীয় সন্তানদেরকে সময়মত সুশিক্ষা দানে ব্যর্থ। বাধ্য হয়ে তারা বিপক্ষীয় ধর্মীয় অনুশাসন মানার চেষ্টা করছে, সে সুযোগ আপনারাই করে দিয়েছেন।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পান্না আবার বলল, 'দাদা, আপনার ঘরেই তো পোষছেন কয়েকজন, তারা নামাজও পড়ে না; পূজাও দেয় না। শুধু পালন করছে বিদেশী প্রভুর চাল-চলন। এরা কি অন্যকেউ, আপনাদেরই সন্তান। কী দাদা ঠিক বলিনি?'

তাই এবার আমি তন্বীর প্রশ্নের জবাবে পরিশিষ্টে বলছি, 'ধর্মাজ্ঞ অপত্যরা আবল তাবল যাই বলুক না কেন, এদেশের সমাজ পরিচালকগণ কোনো নির্বোধ ব্যক্তির পরামর্শে চলেন না। তারা দেশ ও নাগরিকদের মঙ্গলার্থেই সুস্থ মস্তিষ্কে সুষ্ঠুপথে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। দাদাজী, আপনারা সন্তানদেরকে কুশিক্ষা ও অনাচার শিখিয়ে শয়তানের চেলা বানিয়েছেন। আমরা সুসন্তান জন্ম দিয়ে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে বাংলামায়ের বাংলাদেশ অবশ্যই গড়বো।'

আগন্তুকের গরম কথায় প্রত্যেকেই দোলছেন, কারো কণ্ঠে শব্দ নেই। এ অবস্থায় কতক্ষণ কাটছে, তা কেউ অনুভব করতে পারছে না। খানসামা বারকোশ সাজিয়ে চা-নাস্তা টেবিলে হাজির করলে প্রত্যেকের মোহ ভাঙ্গলো। পেয়ালায় বিস্কুটের একাংশ ভিজিয়ে তন্বীর দাদা বললেন, 'শুনুন সুন্দরী দাদুভাই, মনে কষ্ট নিবেন না। আপনি নাতনীর বান্ধবী, আপনার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি। তাই আপনাকে জানার আগ্রহ, শুনেছি আপনি আরবি ভাষায়ও পারদর্শী, তা আপনার কণ্ঠে আরবি শ্লোক শোনালে খুশি হবো।'

এবার বৃদ্ধের প্রস্তাবে পান্নার অন্তরে আবার হাজারো প্রশ্নের জন্ম হলো। বৃদ্ধের অনুরোধ অমান্য করলে বেয়াদবি হবে, সম্মত হলেও ব্যক্তিত্ব লোপ পাবে। ধুমায়িত পেয়ালা পানে চেয়ে ডান চোখে অনুভব করলো, দু'ডজন অক্ষি তার পানে নিক্ষিপ্ত। পরক্ষণেই খেয়াল হলো, কোথাও দু'য়ের অধিক মহিলা একত্র হলে অনর্গল কথা বলে, কিন্তু আজ এ জলসায় কোনো মহিলার টুঁ শব্দ পর্যন্ত নেই; নিশ্চয় বিশেষ অন্তর্নিহীত বিষয় রয়েছে। পান্না ভাবছে আর ছোটছোট চুমুকে চা পান করছে। পেয়ালার চা শেষ হবার পূর্বেই আযান ধ্বনি ভেসে এলে পান্না বলল, 'দাদাভাই, এখানে আমরা এক ডজন মহিলা সমবেত হয়েছি। আশা করছি এ ওয়াক্তের নামাজ জামায়েতেই পড়বো।'

www.pathagar.com

তন্বীর আম্মা আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না, বললেন, 'ও খাঁন সাহেবের পোলা, ভেবেছিলেন আমাদের ছাওগুলোকে ঠকাবেন, এখন দেখছি আপনিই ঠকছেন।' তন্বীর দাদী উৎফুল্লে কইলেন, 'এই যে মহাশয় ছাত্রজীবনে কি তোমরা দু'জনে সহপাঠী ছিলে? যে রকম কোড়ার মতো বুড়ো বয়সে তাগড়া যুবতীর সঙ্গে ঝগড়া করলে, তাতে তাই মনে হয়। যাও, এখন অজু করে এসে নামাজ পড়াও।'

জামায়াত শেষে বৃদ্ধের পাশে বসে কোরআন শরীফের 'আর রহমান' সুরাটি কেরাতবিহীন পড়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে দরুদ আরম্ভ করলে সকলেই দাঁড়িয়ে পান্নার সঙ্গে কণ্ঠ মিলালেন। দরুদ শেষে বৃদ্ধকে মোনাজাতের ভার দিয়ে খেয়াল করলো, খানসামা মিষ্টির থালা নিয়ে হাজির। পান্নার বুঝতে বাকি রইলো না, অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত। এখানে কে কী করলো, কে কী না করলো, তা দেখার ব্যাপার নয়। তবে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছে, এই ধন্য।

তন্বীর দাদী খানসামার হাত হতে মিষ্টির থালা স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন, 'এই যে ভদ্রলোক, মহিলারা মিষ্টি মুখ করবে, কেটে পড়ো।' পান্নার সহ্য হলো না, ক্ষিপ্রতায় বলল, দাদীজান, 'বুড়ো মহোদয় আমাদের চারজন যুবতীর রূপ একসঙ্গে উপভোগ করেছেন, তাতে আমাদের অসুবিধে হয়নি। এখন আমরা মিষ্টি খেলে দাদাভাই কি তা কেড়ে নিবেন?' এরপর হাসির বোমা বিস্ফোরিত হলো।

প্রতিপক্ষের আঘাতে বৃদ্ধ দমলেন না, প্রস্থানপথে জিজ্ঞাসিলেন, 'এই যে বাংলার দরদি, একটি প্রশ্ন করতে পারি? আপনাকে দেখে বুড়ো মন খচখচ করছে সুযোগ পাচ্ছি না।' পান্না ঘাড় কাত করে স্বীকার পেলে তিনি বললেন, 'বলুন তো দিদিমণি, বাংলামুল্লুকের আয়তন কত?'

চাতুরার এবারও বুঝতে বিলম্ব হলো না, বৃদ্ধ মহাশয় নিশ্চয় ভূগোল পরীক্ষাও নিচ্ছেন। অর্ধেক মিষ্টি মুখে পুরে বাকি অংশ থালায় রেখে, শাহাদাৎ অঙ্গুলি উঁচিয়ে বলল, 'জি দাদাভাই বলছি– (ক) পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার।' তখনই আস্তা মিষ্টি মুখে পুরে বুড়া বললেন, 'হু'। (খ) 'আসাম বাংলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ২৫,২৩৭ বর্গ কিলোমিটার।' এবারও বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, 'হু'। বাকি অর্ধ টুকরো মিষ্টি পুনরায় মুখে পুরে পান্না ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে বলল, (গ) 'ত্রিপুরা রাজ্যে ১০,৪৯০ বর্গ কিলোমিটার। (ঘ) এবং এ বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। তবে দাদা পূর্ণবাংলার প্রকৃত আয়তন কিন্তু ২,৬১,১৫১ বর্গ কিলোমিটার।'

www.pathagar.com

পান্নার জবাবে বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হয়ে হু বলে প্রস্থানমুখী হলে, তৎসঙ্গে আবার অট্টহাসির বোমা বিস্ফোরিত হলো। গৃহকর্ত্রী ক্ষেপে কইলেন, 'সারাজীবন দেশ মাপলে তুমি, আর সারা বাংলার আয়তন জানিয়ে বাহবা পেল সতীনের সখি। ওগো বুড়ো তুমি হেরেছো।'

এবার বৃদ্ধ নাটকীয় ভঙ্গিতে ফিরে বললেন, 'হে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তেজস্বিনী বাংলার নন্দিনী, আপনি বাংলাকে ভালোবাসেন তাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকজান্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছিল প্রাণিকূলের সর্বনিকৃষ্ট। ওরা স্বীয়গুদে গ্রেনেড (Grenade) ফাটিয়ে পাকিস্তান ভেঙে মুসলিমধর্মে চরম আঘাত হেনেছে। ওদের কার্যকলাপে ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব, সংস্কৃতি ও আকিদা ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু দিদিমণি, বাংলামায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সোনারবাংলাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে যারা–তারা কোথায়, আর বিচ্ছিন্ন হওয়া পূর্ববাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ দূরের বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল–ওরা কোথায়? তাই মনে ভীষণ পরিতাপ, পূর্ব-পশ্চিমে বিচ্ছিন্নাবস্তায় যুক্ত পাকিস্তান দু'যুগও টিকেনি। চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর বাংলার অন্যান্য অংশ হিন্দি হিন্দু প্রভুদের পদলেহন করেই যাচ্ছে। জাতির মায়ায়, ভূমির মায়ায়, রক্তের টানে, অহিন্দু ভাইদের পানে ফিরেও তাকায়নি। মুসলিমরাও পশ্চাৎ ফিরেনি।'

তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি দাদুভাই; যে ভূমির রাষ্ট্র প্রধানদেরকে রক্ষকবাহিনী রাতের আঁধারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং অন্যান্য কর্ণধারগণ ক্ষমতা বিলুপ্তির সঙ্গেই দুর্নীতি দায়ে কারাভোগ করে, তারা এ দেশের বন্ধু নয়; দিদিমণি, চরম শত্রু! এরা উত্তেজনাকারী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নৈতিক চরিত্রহীন, ধর্ম, মর্ম ও কর্মে অবুঝ; ভ্রাতৃপ্রেম, ভাষাপ্রেম, দেশপ্রেমহীন ব্যক্তি, ওদের কর্মে ও বক্তব্যে মিল নেই। যে দেশের শিক্ষা, কর্ম ও সত্যের কদর নেই, যারা কর্মে অনীহা, ভোজনরসিক, আরামপ্রিয়, ভ্রাতৃঘাতক, ভ্রাতৃত্বমর্মহীন ও নাগরিকত্বে বৈষম্য; প্রতিপক্ষ আশীর্বাদে পুষ্ট, বিদেশী প্রভুর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত এবং অকর্মিক। সে দেশ শান্তি হবার নয়, দিদি; সে দেশে উন্নতির লক্ষণ নেই। এরা খণ্ডনে ওস্তাদ, ভাঙনে পটু, গড়তে হীন, ভোজেনিষ্ঠ ও প্রতিদানবিহীন। এরা অনির্বাহক ছালহীন নৃ, চাপায় পটু, হিংসায় বাহাদুর, কর্মে কাঙ্গাল; হীনমনা, লালসায় ভরা, দানে কঞ্জুস, অহংকারে পূর্ণ।

তাই বলছি বহিন, সাবধান! সাবধান! অবুঝ এ এলোমেলো দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতিতে ভরপুর, প্রবঞ্চক, অর্থাল্পিসু, শঠতায়পূর্ণ, চরিত্রহীন, বিচারে প্রহসন, নিপীড়ক, এরা মানুষ নয়–সারমেয়। এদেশের নাগরিক

www.pathagar.com

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, বিষপ্রয়োগ, চুরি, বাটপারী, ছিনতাই, রাহাজানি ও সন্ত্রাসে লিপ্ত; এরা দেশের বন্ধু নয় শত্রু। এরা অসৎ ধনকুবের, চোর-পুলিশে আঁতাত, নিরক্ষর চাপাবাজকে মূল্যায়ন, পণ্ডিতজনকে অপদস্থ, পরশ্রীকাতর, ঐক্যহীন, ভ্রাতৃত্ববোধহীন, দ্বন্দ্বে লিপ্ত, দলে-দলে সংঘাত, ধর্ম ও জাতীয়তায় সমন্বয়হীন, অর্থমোহী; জ্ঞানান্ধ ও মহানির্বোধ এবং আহার অন্বেষণে ব্যস্ত, উন্নয়নে অক্ষম, পেষণে তটস্থ, মেরুদণ্ড ভগ্ন, এরা কিভাবে দেশ উন্নয়নে সক্ষম হবে?

তাই বলছি, হে বাংলামাতার প্রকৃতি প্রেমিকা এবং বাংলার নন্দিনী স্মরণ রাখুন, যে সমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব, মদ্যপ, আইন প্রয়োগহীন, হুজুগে, পর সন্তুষ্টে সচেষ্ট, তারা অবুঝ। যে জাতি আর্য, ইংরেজ, ফরাসি, আফগানি, মারাঠা, পাঞ্জাবি, হিন্দি শোষিত; তারা ভালো মনের মানুষ নয় দিদিমণি, নেহায়েত বেয়াকুব, অপদার্থ, স্বার্থান্ধ, ব্যক্তিত্ব তুচ্ছ সমাজসজ্ঞী। এ অধঃপতনে যাওয়া জাতিকে টেনে তুলতে আপনাকে অধোগতির বিরুদ্ধে ছুটতে হবে। নচেৎ পতনস্থ জাতির মোহ ভাঙতে হীরক মানবীরূপে বহ্নিঘোড়ায় চড়ে তপ্ত চাবুকে আঘাত হানতে হবে। তবেই আপনার দেশ পরিচালনা সম্ভব, অন্যথায় নয়। তখন নেতৃত্ব সার্থক হবে। তাই বলছি, দাদুভাই নতুবা আপনার স্বপ্ন সফল হবার নয়। ঐ জাতিসত্তাবোধবিহীন, চেতনাবিহীন, বিবেকহীন, হীনমনধারী, বর্ণসংকর নাগরিকদের প্রতি বিশ্বাস নেই দাদু, বিশ্বাস নেই। এরা বহিঃশক্তির পদলোহনে মগ্ন, ভ্রাতৃহত্যাকারী, ব্যক্তিত্ব প্রতিপক্ষকে গুমকারী, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ অনুচরদের সাহায্যকারী। এদেরকে কিভাবে স্বর্গে তুলবেন?

হে নিষ্কণ্টক প্রেমময় বঙ্গ ললনা, ভীষণ আফসোস হচ্ছে। আপনি যে পথে যাচ্ছেন, তা অতিশয় ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, ক্ষারকের চেয়েও ঝাঁঝালো, তুঁতিয়া হতেও তিক্ত, চর্বির চেয়েও পিচ্ছিল, মৃত্যু সমতুল্য।

হে নবীনা ভবিষ্যৎ পূর্ববঙ্গের কাণ্ডারিণী, ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় বাঙালিদের এ রকমই স্বভাব,

'উপকৃত হয়েও তাকে নাহি পোঁছে
কভু নাহি হিতার্থী তার পিছে নাচে'

কড়া কথাগুলো বলে বৃদ্ধ নিচের দিকে মাথা নুয়ে প্রস্থান পথে অগ্রসর হলেন। তখনই তন্বীর দাদার সতর্কবাণী পান্নার অন্তরে বিঁধলেও বিচলিত হলো না, হাসি মুখে তুরুপ জবাবে বলল,

'দাদীর চেয়ে নানী ভালো
আদর করে বেশি
পিসির চেয়ে মাসী ভালো
দেখলে দেয় হাসি

www.pathagar.com

ভাইয়ের চেয়ে বন্ধু ভালো
আপদ বিপদ সাথী
দাতা চেয়ে শাসক ভালো
তাতে প্রজায় খুশি।'

এবারও তন্বীর দাদা পিছন ফিরে রাঙ্গাচোখে বললেন, 'ইয়েস ম্যাডাম! গত দেড়শত বছরে ৪১টি রাষ্ট্রপ্রধানসহ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আততায়ীর হাতে প্রাণত্যাগ করেছেন, তাদের মাঝে সর্বপ্রথম ১৮৬৫ সালের ১৫ই এপ্রিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন এবং শেষ মৃত্যুবরণকারিণী ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৭ সাল পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব বেনজির ভুট্টো। আর শুধু ভারত উপমহাদেশে আততায়ী হাতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তারা হলেন– (ক) ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের কংগ্রেস নেতা শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী), (খ) ১৬ই অক্টোবর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খাঁন, (গ) ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রী সলোমন বন্দরনায়ক, (ঘ) ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান।

ঐ বৎসর ৩রা নভেম্বর ভোরে জেলবন্দী চারজন নেতা নিহত হন। তারা হলেন বাংলাদেশের প্রথম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ, জনাব মুনসুর আলী, স্বাধীন বাংলার সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জনাব এ এইচ কামরুজ্জামান, (ঙ) ৩০শে মে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জনাব জিয়াউর রহমান, (চ) ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী, (ছ) ২২শে মে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী, (জ) ১লা মে ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট শ্রী রানাসিংহ প্রেমাদাসা, (ঝ) ১লা জুন ২০০১ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র।

অবশ্যই ওনারা দেশপ্রেমিক ও শাসক ছিলেন, তাঁরাই টিকেননি। আর আপনি এ দেশের বাসিন্দা, যারা ন্যূনতম গোলামিতে অভ্যস্ত এবং পরোক্ষ পেয়ে পরক্ষণেই ভুলে। এরা বহুবর্ণের, বহুধর্মের, বহুমতাবলম্বী, বহুভাষাভাষী ও বহুরঙ্গের নাগরিক। এরা প্রকৃত-তত্ত্ব অবিশ্বাসী, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বে ধাবমান, রীতিনীতি তোয়াক্কাহীন, স্বীয়স্বার্থে তৎপর, রং পরিবর্তনে অভ্যস্ত; বিপদে ঐক্যহীন, স্বীয় চামড়া রক্ষার্থে সচেতন, এরা কাউকে মনে রাখে না। আপনার মান রাখবে কি ভাবে? আপনি সবুজ বাংলার রঙিন প্রজাপতি। তাই বলছি বহিন, এ দেশে বর্ণিনী পতঙ্গ ভোগের কালো ফিঙ্গের অভাব নেই।'

www.pathagar.com

পান্নাকে হুমকিস্বরূপ কথাটি বলে বৃদ্ধ পশ্চাৎপদ হলেন। তখনই বৃদ্ধা স্বামীকে আবারো টিপ্পনি কেটে কইলেন,

'জঙ্গে এলো বীর তলোয়ার তুলে
ভয়ে পালালো যোদ্ধা অস্ত্র ফেলে।'

প্রস্থানমুখী বৃদ্ধের কঠিন বাণ কুঠারাঘাত ন্যায় হজম করে পান্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলো, এ প্রবীণ ব্যক্তি নেপথ্যের চমৎকার পথপ্রদর্শক; বিপদে কাজে লাগবে। পরক্ষণেই তন্বীর দাদীর দিকে মুখ ফিরে হেসে কইলো, 'জি দাদীজান, আজ সেই ১লা এপ্রিল, খবর দিয়ে এনে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিলেন। আর যদি ১৯৪৭ সালের পূর্বে দাদাভাইকে পেতাম, তাহলে আপনি দাদার সঙ্গলাভ হতে বঞ্চিতা হতেন। ঐ রসিক দাদার রস কিছুই ভাগে পেতেন না। সমস্তই লুট হতো।' তৎক্ষণাৎ নারীকণ্ঠে আবার হাসির গুঞ্জন ছড়ালো। তন্বীর দাদা মুচকি হেসে নিঃক্রান্তকালে পান্না বৃদ্ধকে শুনিয়ে আবার বলল,

'ওহে সুধী–জেনে রাখুন
দেশ গড়া লক্ষ্যে মেতেছি প্রাণে
কভু পশ্চাৎ নাহি হবো জয়বিনে।'

তক্ষণি তন্বীর দাদাও আংশিক ফিরে বললেন, 'জি বঙ্গনন্দিনী স্মরণ রাখুন, ১৯৭৫ সালে ২৪শে জানুয়ারি পূর্ব বঙ্গে হয়েছিল বাকশাল গঠন, ১৯৭৫ সালে এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে সিকিমকে বোকা বানিয়ে ভারত কর্তৃক হয় গলাধঃকরণ, আর ঐ ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন হয় সারা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি ও মানবাধিকার স্থগিতকরণ; আবার ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবুরর রহমান নিহত, ঐ ১৫ই আগস্ট ছিল ভারতের স্বাধীনতা দিবস ছিল কিন্তু শেখ মুজিবুবর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়াতেও তাদের আনন্দে কোনো ছেদ পড়েনি। তাই বলছি বহিন, কাকতালীয় হলেও ঐ সনের ঘটনা গুলো কৌতূহল জাগাচ্ছে। তাই আপনাকে পুনরায় স্মরণ করাচ্ছি,

'বাংলামুল্লুকে বীর নাহি জন্মেছে কভু
উত্তম শাসক কখনো নাহি হবে আর
তুমি যতই প্রচেষ্টা কর না ও হে বন্ধু
শত কোটি চেষ্টায়ও নাহি পাবে পার।

ভেঙ্গেছে বন্ধুরাষ্ট্র বাংলার মেরুদণ্ড
যতই মিনতি করো নাহি হবে যুক্ত
বিচ্ছেদ হয়েছে বঙ্গমাতা খণ্ডবিখণ্ড
এ ক্ষুদ্রাংশ নিয়ে থাকতে হবে শান্ত।

www.pathagar.com

পার্শবর্তীর গোলামীতেও হবে না স্বার্থ
তারা সারাজীবন নিবে তুমি হবে ব্যর্থ
এবার নিশ্চয় ভীরু বাঙালী হবে ঠাণ্ডা
ক্রোধ কাঙালিনীর হাতে বিজয় ঝাণ্ডা।'

কটু উপহাস সত্ত্বেও ঝানু বৃদ্ধকে সন্তুষ্টি হাসি দিয়ে বিদায় করে চার বান্ধবী মিষ্টি খাওয়া শেষ করলো। তন্বীর আম্মা এসে পান্নাকে বললেন, 'এই যে প্রতিমার ছাও। আল্লাহতায়ালা তোমাকে হাতে টিপে বানিয়েছেন। তা বাপু! চুলগুলো ছেলেসুলভ রেখেছো কেন, ওগুলো লম্বা থাকলে কতই না সুন্দর দেখাত।' পান্না ঘাড় কাত করে কইলো, 'খালাম্মার যে কথা, পুঁথি অধ্যয়নে একে তো সময় পাই না; আবার চুলের যত্ন করবো কখন। বেহুদা সময় নষ্ট। তার চেয়ে ছেলেসুলভ রেখেছি, এই ভালো। ঝামেলাবিহীন ঝরঝরে শরীর।' তন্বীর আম্মাকে বাহুতে আঁকড়ে বলল, 'খালাম্মি! আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেন আপনাদের মান রাখতে পারি।' 'তোমাদের জন্য দোয়া রাখি বাপু, তবে তুমি যে হারে টনক, তাতে ভয় হচ্ছে, কখন যেন ভেঙ্গে পড়।'

'না খালা, আপনাদের দোয়া থাকলে ভাঙ্গবো না, আল্লাহ্তায়ালা সহায় রয়েছেন। খালাজান! তন্বীকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছি, আজ রাতে একত্রে ঘুমাবো, আব্দার মঞ্জুর হলে খুশি হবো।' 'ও হে চাতকিনীর ছাও! তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো, মাত্র একরাতের জন্যে।' সঙ্গে সঙ্গে সাবিনা ও নীলা সমস্বরে জয়ধ্বনি করলো, 'ইয়াহু! খালাম্মা কত ভালো, খালাম্মা জিন্দাবাদ।'

www.pathagar.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিকেল ৫-৩০ মিনিট, সূর্যের তেজ কমেছে; রাস্তাঘাটে গাড়োয়ানদের আনাগোনা নেই বললেই চলে। প্রায় রাস্তাই ফাঁকা। পান্না ও তন্বী একই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মিরপুর সড়ক ধরে উত্তর দিকে চলছে। তন্বীর ওড়না বাতাসে ওড়ছে, ঘোড়ার খুরে টাকুর টুকুর শব্দ হচ্ছে। পথচারীরা অবাক দৃষ্টে দেখছে যুবতীদের ছুটন্ত গতি। ওরা সংসদ ভবনের প্রাঙ্গণ পূর্ব-পশ্চিমে চক্কর দিয়ে প্রকৃতির গালিচায় বসলো। নীলা ও সাবিনা সাদাগাড়ি হতে নেমে বান্ধবীদের সঙ্গে যোগদান করলে উভয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। পান্না সাবিনাকে বলল, 'কী হে সখি! আজকের বিয়ে প্রতিযোগিতায় কে কতটুকু আশানুরূপ পরীক্ষা দিয়েছো। তোমরা সকলে মিলে বিয়ে প্রতিযোগিতায় হুড়াহুড়ি করছো, সঙ্গে আমাকেও টেনেছো। ভেবেছিলাম তন্বী একাকিনী পরীক্ষার্থিণী কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো সাবিনা ও নীলাও প্রতিযোগিতায় অংশধারিণী। তবে তন্বীর দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, রসিক ভদ্রলোক বিলেতবাসী নাতির জন্যে একসঙ্গে চারজন যুবতীর পরীক্ষা নিয়েছেন। তা যা হোক, তোমাদের মৌখিক পরীক্ষা শেষে আমার প্রশ্নোত্তর পত্রে সাদাকালির প্রলেপ দিয়েছি। পরীক্ষক সাহেব তোমাদেরকেই বিবেচনা করবেন। ওহে তন্বী! আমাকে ডেকে কাজটি ভালো করোনি। ভেবেছিলাম নকল সরবরাহ করতে হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেও জড়াতে হলো।'

একটু থেমে পান্না আরও বলল, 'সাবিনা! তোমরা তিনজনের একজন বিলেত প্রবাসী হবু স্বামীর ঘরণী হতে যাচ্ছ, তা বেশি দূর নয়। এই ধর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি মধুমাসেই হতে পারে। আশা রাখি মনের দিক থেকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে। আর তোমাদের ঐ রঙ্গিলা দাদাভাই, পাকিস্তানী খাঁন সাহেব, মনোহারী কৌতুক অভিনেতা; তোমাদের একজনকে নাতবৌ মনোনীত করেছেন। সেটাই চূড়ান্ত। তবে বিয়ে পরীক্ষার্থিণীরা পরীক্ষোত্তীর্ণে কে কতটুকু স্থান করতে পেরেছো, তা বৃদ্ধের নোট খাতায় লিপিবদ্ধ। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার।'

www.pathagar.com

ক্ষণকাল নীরব থেকে সাবিনা নীলাকে খোঁচা দিয়ে কইলো, 'খালি মুখে কিছু ভালো লাগছে না-রে নীলা! গরম গরম চটপটির সঙ্গে তপ্ত কফি হলে ভালো হতো।' সাবিনার সঙ্গে তন্বীও লাফিয়ে বলল, 'চটপটি, ফুচকা, তেঁতুলের জুস ইয়াহু কিয়া মজা! অই পান্না ফোর প্লেট?' পান্না ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, 'হু! এখন থেকেই চাঙ্গা হয়ে নাও। ডিমসিদ্ধ ফুচকা ও চটপটির সঙ্গে তেঁতুলের জুস, ইয়াবা মিশ্রিত সরবত খেয়ে উন্মাদনায় হও বেহুস। তা না হলে বিলাতি স্বামী আন কালচারড বলবে যে, তোমরা খেয়ে নাও ভাই! তবে আমার জন্যে দু'লিটারের দু'টু পানির বোতল এনো।' তন্বী লম্বা ঠ্যাঙ্গে নিতম্ব নাচিয়ে বিনুনীর তালে কোমর দুলিয়ে চটপটির দোকান পানে অগ্রসর হলে নীলা বলল, 'দেখ পান্না! ওকে দেখে ছেলেগুলো উন্মাদ হবে না কেনো। ওর দেহাঙ্গগুলো. কতই চমৎকার। সৌষ্ঠবে ভরপুর, দৃষ্টিনন্দনা।' 'ঠিকই বলেছো নীলা! তবে ঐ পাকিস্তানি বুড়ার নাতবৌ হবার তালিকায় তৃতীয়া স্থানে।' 'তোমারটা নিশ্চয় পহেলা নাম্বারে, তাই না মহারথী?'

ঝটিকায় নীলার আঘাতে পান্না কিছুই বলল না, দূর্বাঘাসের ফুল ছিঁড়ে বাতাসে ছড়িয়ে বলল, 'ম্যাডাম, তুমি জীবতত্ত্ব অধ্যয়ন করছো, গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী কিন্তু ঐ চৌকস বৃদ্ধের ফাঁকি ধরতে পারনি। ঐ বুড়ো শুধু বুড়োই নয়, অসাধারণ। পাকিস্তান বিচ্ছিন্নকালে এদেশে থেকেও জীবিত রয়েছেন। নিশ্চয় বৃহৎ রাষ্ট্রের....., তা ছাড়া..... না থাক। তন্বীর আম্মাও জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক, ওখানে আজও তার ঠিকানা রয়েছে। তবে অনুমানে বলছি, খালা আম্মা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার দশ বৎসর পর এদেশে এসে শাদী করেছেন।' সাবিনা ও নীলার অবিশ্বাস হলেও নীরব রইলো, ক্ষণিক পরে কইলো, 'হে-রে পান্না, তন্বীর দাদাকে তো খুব ঝাড়লি, ভদ্রলোকের সন্তানরা বোধহয় ধর্ম মানে না।' পান্না দৃষ্টি নিচের দিকে রেখেই বলল, 'ঠিকই ধরেছো, ঐ বাড়ীতে তিনজন ধর্ম মানে না।'

তন্বী চটপটিওয়ালাকে ধরে এনে বান্ধবীদের হাতে থালা ধরিয়ে নিজের থালায় তেঁতুলের সুপ মিশালো। তখন নীলা তন্বীকে বলল, 'তন্বী মনে কিছু করো না, একটি প্রশ্ন করবো।' তন্বী নীরব থাকলে নীলা বলল, 'তোমার দাদাভাই এবং খালাম্মা কি পশ্চিম পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?' তন্বী ভণিতা না করে বলল, 'আমার মতে আমাদের গোটা পরিবার পাকিস্তানের নাগরিক তো রয়েছেই। তবে বাংলাদেশের নাগরিকসহ খাস বাসিন্দা।'

ডায়মন্ডকে শিস দেয়ার সঙ্গেই দৌড়ে এসে পান্নাকে ঘেঁষে দাঁড়ালো। পান্না ঘোড়ার মুখে পানির বোতল ধরলেই লেজনেড়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। তিন

www.pathagar.com

লিটার পানি ঘোড়াকে পান করিয়ে হাত ধুয়ে তন্বীকে বলল, 'তন্বী তোমরা বাংলার অধিবাসী, নাকি বহিরাগত নৃগোষ্ঠী।' তন্বীও সুচতুরা হেসে বলল, 'না ভাই, আমরা নির্দিষ্ট কোনোটি দাবী করিনি। তবে বঙ্গে আছি, বাংলায় কথা বলছি, বঙ্গভূমে ডালভাত খাচ্ছি, তাই আমরা বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি হয়ে স্থায়ী বাংলাদেশী।' তন্বীর জবাব শুনে সাবিনা বলল, 'জি চৌকস বাঙালি ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না এবার সন্তুষ্ট হয়েছো তো? তুমি সন্তুষ্ট না হলে তন্বী কিন্তু নাগরিকত্বের সনদপত্র দেখাবে।'

নীলা দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছে পান্নার সঙ্গে ওর পালিত পশুর গভীর প্রেম। সর্বক্ষণ মালিকার ইঙ্গিতে চলে, নিশ্চয় উত্তম শিক্ষার প্রশিক্ষণ। একেই বলে প্রভু ভক্ত পোষ্য। নীলা জিজ্ঞাস করলো, 'পান্না! একটা প্রশ্ন করবো?' 'কেনো না মনের খটকা থাকলে বলে ফেল।' 'তুমি ঘোড়াটিকে কিভাবে বশ মানালে?' চোখটিপে পান্না বলল, 'নারীরা যেমন পুরুষকে ভালোবেসে ঘরণি হয়, তেমনি। তবে কষ্ট হয়েছে অনেকদিন, ড্যাডি ছ'মাসের বাচ্চা কিনেছিলেন; তখন থেকেই ওর সঙ্গে প্রতিদিন দু'বার দৌড়াতাম। তাই ও আমাকে ভালোবাসে।'

চটপটিওয়ালা চলে গেলে নীলা বলল, 'ওগো পুরুষ কামনার জেনানা নিশ্চয় ভেবেছিলে, তুমিই দেশ ও ভাষাপ্রেমিকা। এবার বুঝলে সখি, তন্বীর জবাব শুনে, দেশকে ভালোবাসার আরও লোক আছে। অবশ্য তোমার সমতুল্য নয়। তুমি নিবেদিতা প্রাণে দেশকে ভালোবাসো। তোমার বক্তব্য শুনেছি, তোমাকে অনেক দিন জেনেছি, তুমি বাংলাদেশের মেয়ে জাতির গৌরব।'

জলবায়ুর খরখরে পরিবেশে শেষ বসন্তের তাপপ্রবাহ বিলীন হলে, অগ্নি কোণের বায়ু প্রবাহে ধরণী শীতল হচ্ছে। প্রকৃতি প্রেমিকগণ সূর্যাস্তের পূর্বে সংসদ ভবনের আঙ্গিনায় জড়ো হয়েছে। নবযৌবনা নাগরীরা সুখোপভোগ করছে। কেউ হাসছে, কেউ গীত গাইছে; কেউ প্রিয়ার অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছে। কেউ বিরহ বেদনায় আকাশ পানে চেয়ে চিনাবাদাম চিবুচ্ছে। পান্না খেয়াল করলো, নারীদের রূপ দেখে যারা পুলকিত– তাদের দল ভারী হচ্ছে। যদিও এটা অজপাড়াগাঁও নয়, তবু বান্ধবীদেরকে ইঙ্গিত করলেই ওরা উঠে দাঁড়ালো। পান্না ঘোড়ায় চড়ে তন্বীকে উঠতে সাহায্য করলে দুষ্টু দর্শকরা হেসে লুটুপটি খেলো। পান্না সাবিনার গাড়ির সামনে এসে চাবুক ঘুরিয়ে বলল–

'ওগো সখি জৈবসুখে নরের বণিতা হয়ো
কাঙ্ক্ষিত বাসর ঘরে স্বামীর সোহাগ নিও।'

আঁখি ইশারায় নীলাকে সালাম দিয়ে বলল,

www.pathagar.com

'এসো সখিগণ ফিরে যাই ঘরে
ত্বরাই দেখব গায়ে হলুদকালে।'

গাড়ির জানালা গলিয়ে মাথা বের করে নীলা বলল, 'ঐ সখি, বললে না তো, ঐ ধুরন্ধর বুড়োর তালিকায় পয়লা নম্বরের নামটা কার?' চাবুক ঘুরিয়ে পান্না নীলার দিকে ঈঙ্গিত করে আবার বলল,

'অস্থির হয়ো না সখি বার বার
বিয়ের পিঁড়ে ডাক পড়বে যার
গায়ে হলুদ পায়ে আলতা তার।'

পান্না ঘোড়া ঘুরিয়ে মুচকি হেসে আবার বলল, 'অই সাবিনা, তোদের বিয়েতে দাওয়াত পাই যেন। আশা রাখছি তন্বীর দাদার সঙ্গে আরও এক দান খেলবো, দেখে নেবো বুড়োর যৌবন রসের হাঁড়ির আকার কতটুকু ছিল।' নীলা চোখ টিপে বক্রহেসে বলল, 'ঐ ঘোড়সোয়ারী! সেই..... এর পরে যেন কি ছিল, বললে না তো সখি?' পান্নাও তেমনি চাবুক তুলে ঘোড়ার গায়ে আঘাত হেনে চম্পট দিয়ে বলল,

'উহু! উহা আর ইহ জনমে নাহি হবে কহা।'

চৈত্রের সূর্যালো এখনো বিলীন হয়নি, পশ্চিমাকাশে হলুদ আবরণ ছড়িয়ে পড়ছে। বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হচ্ছে। নীড়ে ফেরা পক্ষিকুল আশ্রয় নিচ্ছে। কর্মসেরে নাগরী বাড়ীপানে যাচ্ছে, কেউ কারো পানে তাকাচ্ছে না। পান্না সংসদ ভবন এলাকা পেরিয়ে কৃষি ভবনের রাস্তা ধরে দ্রুত ছুটছে। ফার্মগেট মোড় ঘুরে, মোমেনশাহী সড়ক ধরে রংবাহারী গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উত্তরে দৌড়াচ্ছে। জাহাঙ্গীরগেট পেরিয়ে, শাহীন স্কুল বামে রেখে, মহাখালী রেলগেট ও ফ্লাইওভার অতিক্রম করে গুলশান অভিমুখে ছুটছে। ওদের নিশানা সবুজবাগ আহাম্মদ নগরের উদ্দেশ। তখনই তন্বীর দাদার সতর্কবাণী পান্নার অন্তরে ঝাঁঝালো রূপে স্মরণ হলো '.....যে দেশে চোর-পুলিশ আঁতাত, যে ভূমির জনগণ ঐক্যহীন, ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃত্বে বন্ধনহীন, পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত, দলে-দলে সংঘাত, ধর্ম ও জাতীয়তায় সমন্বয়হীন। তাদের প্রতি বিশ্বাস নেই দাদু, তাদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটলে চিরতরে মুছে ফেলে। তাই বৃদ্ধ বলছেন, হে দেশ প্রেমিকা নাগরী, আপনি যে পথে যাচ্ছেন, তা অতিশয় ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, ক্ষারকের চেয়েও ঝাঁঝালো, তুঁতিয়া হতে তিক্ত, চর্বির চেয়েও পিচ্ছিল, অবশ্যই মৃত্যু স্বরূপ।' ..... ইয়েস ম্যাডাম, যারা দেশের কাজে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন, ভারতের কংগ্রেস নেতা শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

জনাব লিয়াকত আলী খাঁন, শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রী সলোমন বন্দরনায়ক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জেলখানায় শাহাদাৎ বরণ– জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ, জনাব মুনসুর আলী, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব এ এইচ কামরুজ্জামান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জনাব জিয়াউর রহমান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট শ্রী রানাসিংহ প্রেমাদাসা, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো উনারাও দেশপ্রেমিক ও শাসক ছিলেন। আর ঐ ১৯৭৫ সালের ঘটনাগুলো কৌতূহল জাগাচ্ছে। ---- -- তবে এ দেশের জনগণ গোলামী ও দালালিতে অভ্যস্ত, প্রত্যক্ষ যা পায়, পরক্ষণেই তা ভুলে যায়; বহুবর্ণের, বহুধর্মের, বহুমতালম্বী, বহুভাষাভাষী, ও বহুরঙ্গের নাগরিক কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বীয় মতে চলে, রীতিনীতি তোয়াক্কা করে না, স্বার্থ অধিকারে তৎপর, মুহূর্তে রং বদলায়; এরা আপনাকে কতক্ষণ মনে রাখবে? দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের কাদামাটি অঞ্চলে রংবাহারী ফড়িং ভোগের কালো ফিঙ্গের অভাব নেই দাদুভাই, ... অলস কাঙ্গালির হাতে বিজয় ঝাণ্ডা, নিশ্চয় এবার ভীরু বাঙালি হবে ঠাণ্ডা....। –পান্নার নানা কল্পনা অন্তরে জাগলেও সংকল্পে অটল রইলো। ঘোড়ার গায়ে চাবুক মেরে আকাশকুসুম ভেবে যতই ছুটছে, ততই নানা তথ্য মনে পড়ছে। তবু চলছে, ছুটন্ত গতিতে বাড়ীপানে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কেয়া আহাম্মদ নৈশভোজ পরিবেশন করাচ্ছেন, তন্বীর থালায় অনেকগুলো ছোটছোট ভাজামাছ দিয়ে বললেন, 'লও বাছা, মাছগুলো খেয়ে নাও। তোমাদেরকে তো বেশি দিন খাওয়াতে পারবো না, যা পার এখনই খেয়ে নাও।' দু'টুকরো ভাজামাছ খেয়ে তন্বী জিজ্ঞাসিল, 'খালাম্মা! এগুলো কী মাছ, এতো স্বাদ যে।' কেয়া আহাম্মদ শাহেদের থালায় ভাজামাছ দিয়ে বললেন, 'বুঝেছি, তোমরা এ মাছ চিনো না। এগুলো খরস্রোতা নদীর পিয়ালী মাছ, গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়। তোমার আঙ্কেল মাওয়া ঘাটে গিয়েছিলেন, আসার পথে নিয়ে এসেছেন।' তন্বী আরও একটুকরা মাছ চিবিয়ে বলল, 'ভাইজান জানেন কি? পান্না আজ বিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে।' শাহেদ ভাত চিবুচ্ছে কথা বলতে পারলো না, কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'কেনো তন্বী? তোমরা তো গত বছর অনার্স পরীক্ষা দিয়েছো। তা অনার্স পরীক্ষার পরপরই কি বিএ পরীক্ষা হয়?'

শাহেদের ভাত চিবানো হলো না, হাসিকাশি এলে বেসিনে ফেলে কুলি করে এসে বলল, 'আম্মি, ওরা বি এ পরীক্ষা দেয়নি, আপনার কন্যা বিয়ে'র পরীক্ষা দিয়েছে। সেদিন বলেছিলাম ওকে একজন ছেলের হাতে তুলে দিন। এবার বুঝলেন? আপনার দারিকা বিয়ের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দিচ্ছে।' কেয়া আহাম্মদ ধমকে বললেন, 'এই যে বাচাল পুত্র চুপ করে খাও।' তন্বীর দিকে ফিরে বললেন, 'তা বাপু! পান্না তো তোমাদের বাড়ীতেই গিয়েছিল, তা কোথায় কী হলো? ওকে কে দেখে গেল?'

'খালাম্মা! দাদাভাই ওকে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই আম্মিজান ডেকেছিলেন।' 'বুঝেছি! তোমার দাদার বোধ হয় কোনো সেয়ান নাতি রয়েছে, তাই বলো।' শাহেদ মাতার শাসন সত্ত্বেও আবার বলল, 'তন্বী! তোমার দাদাভাইকে বলো খবরের কাগজে যেন বিজ্ঞাপন দেন, দেখবে তোমাদের বাড়ী বেসামাল হয়ে পড়ছে, পুলিশ ডেকে সমাধান করতে হবে।'

অন্নব্যঞ্জন চেটেপুটে উদরস্থ করে পান্না থালার দু'পাশে চেপে ধরে অগ্রজকে কড়া কণ্ঠে বলল, 'জনাব শাহেদ আহাম্মদ, আপনি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্যমান্য শিক্ষক এবং আমার অগ্রজ। তাই আরজ করছি, অবলার বেয়াদবি

www.pathagar.com

মার্জনা করবেন। তবে কিছু উক্তি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার শিক্ষিত নাগরিক, বিস্তর পুস্তক পড়ে বিদ্যাকাঙ্ক্ষিত নাগরিকদের উচ্চশিক্ষা দান করছেন। কিন্তু জনাব, আপনার জ্ঞানের অভাব রয়েছে। আপনার অনুজা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে, মানসম্মান রক্ষায় স্থানকালে কর্তব্য শিখেছে।

তাই জনাব আপনারা পুরুষশাসিত সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তি, আপনারা স্বার্থ হাসিল রক্ষায় নারীদেরকে ভোগ্যপণ্যরূপে ব্যবহার করছেন। কণ্ঠে বলছেন নরনারী সমানাধিকার, বাস্তবে ভিন্ন চিত্র।'

তন্বী আসন ছেড়ে বেসিন পানে চলে গেলে পান্না একটু থেমে আবার বলল, 'আপনারা বিবাহ আসরে স্রষ্টার নামে শপথ নিয়ে নারীদেরকে কৃতদাসী বানাচ্ছেন। রমণীদেরকে বলছেন স্ত্রী, কিন্তু অর্ধাঙ্গিনী বলছেন না। হেয়রূপে ঘরণি বলেন, সহধর্মিণী বলেন না। গালভরে Wife বলেন, কিন্তু পূর্ণ বাক্য আওড়ান না। আজ আমরাও শিক্ষার দুয়ারে প্রবেশ করে শিখেছি Wife শব্দের প্রকৃত বাক্য– Wife> Wonderfull instrument for enjoyment = আমোদের চমৎকার যন্ত্র। কেনো Pada বলতে পারেন না? Pada> Peace And Development Area = শান্তি এবং উন্নয়নক্ষেত্র বলতে কষ্ট হয় কি? জনাব জেনে রাখুন, মেয়েরা পুরুষের ঘরনি, সংসার বৃদ্ধিকারিণী এরাও স্রষ্টার পরম কৃতিত্বের অতিশয় সুন্দর মাটির তৈরি পারিজাত পুষ্প। এদেরকে Best importent ware immortelle> Biwi (বিবি) বলবেন, অন্য কিছু না। আশা রাখি উপদেশটি স্মরণ থাকবে।'

পান্না সংযত হয়ে চাপা স্বরে আরও বলল, 'যতসব নীচু স্বভাবের জন্তু। রক্তমাংসে গঠিত নির্লজ্জ বেহায়া, মানবীর জঠরে জন্মেও মানবীকেই অবজ্ঞা। স্ত্রী-জাতি কি রক্তমাংসের নয়? সমরক্তের নৃ হয়েও মানবীকে হেয়, এই কি শিক্ষিত সমাজের ভাষ্য? জনাব দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পুরুষসমাজ নারীরূপী প্রতিকৃতিকে পূজা করছেন। বাকহীন, কর্মহীন প্রতিমাকে মা! মা! বলে অজ্ঞান হচ্ছেন, কিন্তু নারীদেরকে পূর্ণাধিকার দিচ্ছেন কি? দেননি। নারীদের সতীত্ব রক্ষায় পুরুষের চিতায় সদাহন করছেন, মৃত নারীর চিতায় কখনো পুরুষদেরকে দাহ করেছেন কি, করেননি। আপনারা ব্যক্তিস্বার্থে পত্নী, বহুপত্নী, উপপত্নী এমনকি গণিকালয়ও স্থাপন করছেন। কিন্তু জনাব, নারীদেরকে দ্বিবর ব্যবহারে সম্মত হয়েছেন কি? হননি। অসম্ভব। সন্তান উৎপাদনে নারীদেরকে ব্যবহার করছেন, সেরূপ মূল্যায়ন করছেন কি? করেননি। নারীর কর্ম মূল্য, নারীর সামাজিক অর্থ, নারীর সকল হিস্যা হতে বঞ্চিত করছেন। চিত্তবিনোদনে নারী

www.pathagar.com

সঙ্গ কামনা করছেন। নারীদ্বারা রংমহল সাজাচ্ছেন। জলটঙ্গির কামমঞ্চে নারীর সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন করছেন। স্বীয়ঘরের খবর রেখেছেন কি? কভু রাখেননি।

আপনারা রক্তমাংসে গঠিত, তেমনি নারীরাও রক্তমাংসের মানবী। তাদেরও সোহাগ কামনা বাসনা রয়েছে। কাঠের পুতুল তো নয় যে, তাদের মগজ নেই, অবশ্যই আছে; মনে রাখবেন মেধাশক্তি নরনারী সমসম। আপনারা নারীদেরকে পুরুষসঙ্গী নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন; নারীত্ব অধিকার দেননি। পক্ষান্তরে নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য ভেবে ক্রীতদাসীরূপে ব্যবহার করছেন, বিনিময়ে জুটছে অন্নবস্ত্র। তবু মামুলী। নারীদের দৈহিক অবকাঠামোর অজুহাতে শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত করছেন। মতামতের মূল্যায়ন করেননি, সমাজে ঘৃনিত হচ্ছে। নারীরা অপরাধ করলে প্রাণ বধ করে বিচার সম্পন্ন করেন, কিন্তু সম অপরাধে পুরুষেরা মুক্তি পেলে সমানাধিকার রইলো কৈ। এই কি মনুষ্য সমাজের সুবিচার? পুরুষসমাজে নারীদের ঠাঁই নেই। প্রতিপক্ষ হলে চিরতরে মুছে ফেলেন। আর কতকাল নারীদেরকে পদপিষ্ট করবেন?'

এঁটো হাতের আঙ্গুল চেটে পান্না আবার বলল, 'আমি আরও বলবো ভাইজান; পুরুষজাতির গণিতশাস্ত্রে উল্লেখ, ধরার বুকে নরনারী সমসংখ্যক। তবু নারীজাতি নিগৃহীত, দলিত, মথিত; ছিঃ নারীদের জীবন। ছিঃ পুরুষশাসিত সমাজের পার্শ্বে নারীসমাজ।'

পান্না কারো পানে না তাকিয়ে বেসিনে হাত ধুয়ে নিষ্ক্রান্তকালে শরীফ সাহেবের ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো, তিনি বলছেন, 'কি বাপধন! কেমন লাগছে? ভুলেও নারীদেরকে অবহেলা করবে না। শোন! তুমি পুরুষ মানুষ সর্বত্রই ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলবে, নারীদেরকে জল ছিটিয়ে চড়ুই'র গুতা খাবে না। নারীদেরও মানুষ সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। ওরা পূর্বের সেই নারীসত্তে নেই। এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রয়েছে। আশা রাখি মনে থাকবে।' এরপর পান্না ফিরে দাঁড়ালো না, কামরা পানে পা বাড়ালো।

www.pathagar.com

ষড়বিংশ অধ্যায়

২৯শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল সোমবার। প্রাতের পাঠাভ্যাস শেষে পান্না বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। এখনো নিশাচর পাখিগুলো নীড়ে ফিরছে। ওদের চেঁচামেচিতে দিবাহারী পাখিগুলো আস্তানা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। আহার আশায় পশুগুলো গোরায় জড়ো হয়ে ঢুলো ঢুলো নেত্রে গুতোগুতি করছে। মালীদম্পতি গাভী দোহনে ব্যস্ত, এখনো ঘাষি শ্রমিকরা হাজির হয়নি। চিরাচরিত দৃশ্য পান্না নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছে, চিন্তাহীন মগজে মন ফুরফুরে। তখনই আয়া এসে বলল, 'সাবিনা আপুর তলব।' পান্না এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের অপর প্রান্তকে জিজ্ঞাসিল, 'জি. মিস, কেমন আছেন? আজ পয়লা এপ্রিল নয়, ১২ই এপ্রিল। তা কিসের জন্য স্মরণ?' আলাপ শেষে পান্না কেয়া আহাম্মদকে বলল, 'মাগো, নেমান্তন্ন হয়েছে, নাস্তা খাব না; সাবিনাদের বাসায় সেরে নেবো।' কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'আরও কোথাও যাওয়ার মতলব আছে নাকি?' 'জি আম্মু, বিশ্ববিদ্যালয়েও যাব, ফল প্রকাশের তারিখটাও জেনে আসবো।'

প্রকৃতির খেলার শুষ্ক জলবায়ুর বসন্ত শেষে তপন আলো ধরণীতে পৌঁছলেও শীতাবেশ ছড়ানো, প্রতিদিনের ন্যায় আজও গোছল সেরে জীনসের শার্টপ্যান্ট গায়ে ঝুলিয়ে, মাথে সাহেবী টুপি, পায়ে সম্মানী জুতু পরে মাতাকে সালাম দিয়ে জিপগাড়ি নিয়ে বের হলো। একাকিনী জটহীন রাস্তায় ঊর্ধ্বগতিতে ছুটে ৩০ মিনিটে সাবিনাদের বাসায় পৌঁছলো। গাড়িবারান্দায় গাড়ি হতে নামলেই প্রেমিকার অভিনয়ে তন্বী নেচে গেয়ে পান্নাকে সখারূপে বরণ করলো,

'এসো হে বন্ধু-সখির প্রেমকুঞ্জে
তব অপেক্ষায় শত গোপীগণে।'

তন্বীকে বাম বাহুতে জড়িয়ে পান্না কইলো,

'ওগো প্রণয়শালিনী ঊর্মিমালী রাধা
প্রেমভিক্ষু হাজির তব মোহে
এবার মিটাও ঈপ্সিত মনের আশা
অভিমানে নাহি থেকো দূরে।'

www.pathagar.com

ওদের অভিনয়ে উৎফুল্লে নীলা বলল, 'চমৎকার হয়েছে তন্বী তোমাদের প্রেমাভিনয়ের নৃত্যালেখ্যটি, বহুদিন স্মরণ থাকবে। তেমনি পান্নার পোশাকটিও যথেষ্ট, বুঝার উপায় নেই যে, যুবক না যুবতী।' তখনই সাবিনা এসে চিল্লিয়ে বলল,

'ওগো প্রেম তপস্বী যুগল ত্বরা এসো ঘরে
মা ও নানী অপেক্ষা করছে ভোজন শালে।'

নাস্তার টেবিলে পান্না বলল, 'কি-রে তন্বী, আজও কি বিয়ে'র পরীক্ষা দিতে হবে নাকি?' সমস্বরে সাবিনা বলল, 'না-গো সখি না, নানীবুজি দেখতে চেয়েছেন তাই ডাকা। সাবিনার নানী পান্নার থালায় খাসি ভুনা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, তোমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই নয়নে হেরে অন্তরে পুলকিত হয়েছি।' নীলা রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরে বলল, 'হ্যাঁ-রে পান্না, নানীবুজিও তোকে পছন্দ করেছেন, মনে মনে ভাবছেন যুবক হলে তোর সঙ্গে প্রেম করতেন।' নীলার রসালো কথায় সাবিনার নানী মুচকি হেসে চোখ টিপলেন। পরে পান্নার দিকে ফিরে বললেন, 'দাদুভাই, একটি কথা বলবো মনে কষ্ট নিও না। দৃষ্টিনন্দন পুষ্প কিন্তু তমাল শাখে বেশিক্ষণ টিকে না, বিধাতা তুলে নেন। তোমাকে দেখে ভয় হচ্ছে, আগামীকাল কি দেখতে পাবো?'

তন্বী বলল, 'নানু! পান্না কিন্তু কোথাও হারেনি, সর্বত্রই বিজয়িনী। বন্ধুমহল ওকে বাংলার মাতা বলে ডাকে। ওর সামনে কেউ বাংলার বিরুদ্ধে কথা বললে, তার চুল ছিঁড়ে ফেলে। বাংলাই ওর ধ্যান, বাংলাই ওর স্বপ্ন কিন্তু ইংরেজিতে লেখাপড়া করে। আর ও বলছে ওর নাকি বিদেশে যোগাযোগ রাখতে হবে, তাই ইংরেজি শেখা। জানেন নানী? ওর কোনো ছেলে বন্ধু নেই, নির্ভেজাল নিরামিষ।' সাবিনার নানী বললেন, 'ওগো সতীন, বুঝতে পেরেছি সমাজে অনেক ঘ্রাণ ছড়িয়েছো, মুক্ত বাতাসে দোলছো; এখন আর নয়। পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়।' বৃদ্ধা আরও বললেন, 'ধরায় ক্ষতিকর প্রচুর অপশক্তি রয়েছে, নিজকে সামলিয়ে রাখো। আল্লাহ্তায়ালা এখনো অটুট রেখেছেন, এই ধন্য। আর নয় পান্না, আর নয়; ধীরে ধীরে আত্মগোপন করো।'

আনন্দঘন পরিবেশে সাবিনার নানীর উপদেশ শুনতে শুনতে কখন থালা পরিষ্কার হয়েছে, অনুভব করতে পারেনি। টিস্যু কাগজে হাত মুছে বলল, 'নানু, আপনাকে মনে থাকবে, উপদেশ দানে ধন্যবাদ।' সাবিনা এসে বলল, 'আমাদের হাতে সময় নেই নানু, চা শেষে বিদায় নেব।' 'আলবৎ, ছুটন্ত রক্ত ছোটাছুটি করছে, আমি কি তা থামাতে পারি? সঙ্গে যেতে যখন পারবো না,

www.pathagar.com

তবে এখানেই বিদায়।' তন্বীকে বললেন, 'ও-গো সতিন, পান্না কোন্ বাংলা ভালোবাসে?' তন্বী পেঁচানোর সুযোগ দিল না, চটপট বলল, 'জি ম্যাডাম, সমগ্রবাংলা।'

চার বান্ধবী মুনীর চৌধুরী ভার্সিটির পানে ছুটছে। তন্বী সখিদেরকে বলল, 'আচ্ছা বন্ধুরা, সুখের দিনগুলো তো শেষ হলো; এখন পিতামাতা ঘাড় ধরে বিদায় করবেন। শত কোটি অনুরোধ করলেও মানবেন না, রক্ত বন্ধন ও রক্তের টান ছিন্ন করে যেতেই হবে; আর আমাদের একত্র হবার সুযোগ নেই। তাই চল ভাই, মনের সুখে ঘুরে বেড়াই। যেখানে চোখ যায় ঘুরে আসি।' পান্না গাড়ির গতি শ্লথ করে বলল, 'ঘুরবে তা ঘুরো, কিন্তু আমার কোথাও যাওয়া হবে না।' নীলা ক্ষেপে কইলো, 'তোমাকে তো মত প্রকাশ করতে বলিনি, তাহলে কেনো বাহানা শুরু করছো? তুমি পারবে কি পারবে না, সে দায়িত্ব আমাদের।' সম্মুখের গাড়িটা পিছনে ফেলে পান্না কইলো, 'এক মুহূর্তও অবাধ্য হবো না। আমি বন্দিনী, যেখানে নিবে যেখানে যাবো।' তন্বী হেসে কইলো, 'এবার বুঝ হয়েছে সখির নিশ্চয়, আমরা শহরে অনেক দিন ঘুরেছি, তাই চল, যেখানে মানবদের কামড়া কামড়ি, যান্ত্রিক যানের ভোঁ ভোঁ শব্দ, জ্বালানি পোড়া উদ্ভট গন্ধ, সময়ের ছকে চলা, ইট বেষ্টনীর অভিবাসন নেই, সেখানে চল যাই। আর পারছি না সখি, অস্থির হয়েছি। শহরের বাতাস ভালো লাগছে না। তাই চল, চরাঞ্চলে ছোটাছুটি করে, মনের আনন্দে গা ভাসিয়ে, তপ্ত মনে, প্রফুল্ল বদনে ঘুরে আসি। সময় বেশি লাগবে না মাত্র বারো ঘণ্টা। মনও জুড়াবে ক্লান্তিও প্রশমিত হবে।'

দ্রুতগামী পিছনের শকটকে পাশ ছেড়ে পান্না বলল, 'কোনদিকে যেতে মনস্থ করেছো– মেঘনার পাড়ে, যমুনার চরে, পদ্মার ধু-ধু বালুমাঠে; চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনার মোহনায় নৌকায় চড়ে ঘুরতে? নাকি চিলমারীর তিস্তা যমুনার চরে কাশবনে হারিয়ে যেতে?' নীলা বলল, 'তোর তো অনেকগুলো অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেদিকে গেলে সখিদের মন ভরবে; সেদিকে নিয়ে চল ভাই।' রাস্তার পাশের বাজার অতিক্রম করে পান্না বলল, 'শুধু আমরা চার সখিই যাব? সঙ্গে সহচর থাকবে না?' তন্বী লাফিয়ে বলল, 'চারজন ছেলে বন্ধু থাকলে মজাই বেশি হবে।'

এবার সাবিনা মুখ খুললো, 'প্রিয়ের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখা, সমুদ্রতটে রৌদ্রস্নান, নোনাজলে গোসল, তপ্ত বালিতে গড়াগড়ি ভলোই লাগবে।' সাবিনার সঙ্গে পান্না যোগ দিল, 'চাইনিজ রেঁস্তোরায় টুকুর টুকুর গল্প, থালা চামচের টুং

www.pathagar.com

টাং শব্দ আরও মজা লাগবে।' নীলা বলল, 'হু মতলব ভালোই এঁটেছো, চাইনিজ হোটেলে অভিসার সেরে, নদীর চরে ঝাউবনের সোঁ সোঁ শব্দে, কাশবনের মিষ্টি গন্ধে, ভ্রমরের গুঞ্জন শব্দে উন্মাদন হয়ে গাঙচিলের ডিম দেখে মাতৃত্ব অর্জন করতে পারবে।' নীলার রসাল বাক্যে সাবিনা টিপ্পনি কাটলো, 'চমৎকার, একেই বলে জৈবশাস্ত্রধারিণীর বাস্তব অভিজ্ঞতা। কী হে সখি! কখনো ছিলে নাকি বাস্তবতায়?' নীলা কইলো, 'না গো সখি না, টিপ্পনি কাটেনি, ফুলের পাশ দিয়ে ভ্রমর উড়ে গেলেও পাপড়িতে পরাগ রেণু পূর্ণ হয়। তাই বলছিলাম, পিচ্ছিল পথে সাধুজনও পিছলিয়ে পড়ে।' এবার তিন বান্ধবী হেসে কইলো, 'বুঝলাম, পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর।'

ওরা বেশিক্ষণ কথা বলার সুযোগ পেল না, পান্নার রথখানা মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলো। পান্না বিভাগীয় অফিসে হাজির হলে শিক্ষকেরা খুশি হয়ে বললেন, 'এই তো তোমাদের দেখা পেলাম, ভেবেছিলাম ভুলেই গিয়েছ। তা ভুল ভাবনাকে সত্য প্রমাণ করলে, তবে খুশি হয়েছি। আশা রাখি আগামী সপ্তাহে মিষ্টি নিয়ে হাজির থাকবে। আর হ্যাঁ! প্রত্যেকেই আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছ, অতিরিক্ত কৃতিত্বকারী– সাবিনা, পান্না ও শফী সাগর।' শিক্ষক সাহেব একটু থেমে বললেন, 'অহঃ! তোমরা তো শফী সাগরকে চিনো না।'

তন্বী বলল, 'চিনি স্যার, উনি নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বাঁশী বাজিয়ে ছিলেন, আইন বিভাগের ছাত্র, তবে ভাবাত্মক ও ছন্নছাড়া, কারো ধারে কাছে ঘেঁষে না।' শিক্ষক মহাশয় খুশি হয়ে বললেন, 'সব খবরই রেখেছ দেখছি, বেচারা যে লাল বাতাসা কিনে খাওয়াবে সে পয়সাও নেই; নিশ্চয় সে খবরটিও জানো?' তন্বীর পায়ে পাড়া দিয়ে পান্না বলল, 'স্যার, এখন ফলাফল প্রকাশ পেলে আনন্দ থাকবে না। তার চেয়ে ফলাফল প্রকাশ হলেই গল্প শুনবো।' উপাচার্য এসে বললেন, 'এই যে, তোমরাও হাজির; নিশ্চয় ফলাফলের তারিখ জানতে এসেছ।' তিন বান্ধবী সালাম ঠুকে বলল, 'জি স্যার।' উপাচার্য সাহেব আরাম কেদারায় বসে বললেন, 'খুশি হলাম তোমাদের আগমনে, তা রোববার দেখা করে যেও।' নীলার দিকে চেয়ে বললেন, 'এ নিশ্চয় অধ্যয়নরত বান্ধবী?' পান্না উপাচার্যকে দেখিয়ে বলল, 'নীলা! ইনি আমাদের উপাচার্য।' নীলা সালাম ঠুকল, পান্না বলল, 'স্যার ও ঢাকা মেডিকেলের শেষবর্ষের ছাত্রী।' 'খুশি হলাম, তোমাদের সঙ্গে ডাক্তারও রয়েছে।'

www.pathagar.com

আধুনিক প্রযুক্তির কারুকার্য বিশিষ্ট অবকাঠামো এবং সবুজিত দৃষ্টিনন্দন মুনীর চৌধুরী বিদ্যাপীঠের অভ্যন্তরে গাড়ি চালিয়ে সবকিছু নীলাকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। তন্বী ও সাবিনা গল্পে মশগুল; হঠাৎ গল্প থামিয়ে তন্বী বলল, 'এই পান্না! একটু দাঁড়া।' পান্না ব্রেককষে থামলে তন্বী উচ্চকণ্ঠে ডাকল, 'সাগর ভাই, ও সাগর ভাই, একটু দাঁড়ান।' সাগরকে থামতে বলে তন্বী ও সাবিনা নেমে অনেকক্ষণ আলাপ শেষে গাড়িতে উঠে বলল, 'আগামীকাল সাগর সাহেবও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। এবার পান্নার আপত্তি থাকবে না।' সাবিনাকে বাধা দিয়ে পান্না বলল, 'ভাবতে পারছি না, সত্য বলছো কি মিথ্যা বলছো। শফী সাগর যুবতীদের সঙ্গে বেড়াতে যাবেন, বিশ্বাস হচ্ছে না; তিনি উপার্জনহীন পুরুষ। সহপাঠিনীদেরকে যে চকোলেট কিনে খাওয়াবে সে পয়সাও ওনার নেই। তাই তোমাদের প্রস্তাবে হুট করে রাজি হবেন এমন উদ্ভট গল্প বিশ্বাস হচ্ছে না, মশকারা হচ্ছে। উনার সঙ্গে কারো দহরম মহরম নেই, কখনো ছিলও না। হঠাৎ মেয়েদের প্রস্তাবে রাজি হবেন, তেমন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

তন্বী বলল, 'না-রে পান্না, সাগর ভাই আমাদের প্রতি দুর্বল। পটিয়ে বললাম বিশেষ কাজ রয়েছে, সঙ্গে থাকতে হবে, কী কাজ তা বলিনি।' 'অঃ তোমরা সকলে মিলে বিলে মাছ ধরবে, আর উনি খালই নিয়ে ঘুরবেন, চমৎকার প্রস্তাব। তিনি হয় তো পূর্ব দুর্বলতার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন, এর বেশি নয়।' ভাঙা রাস্তা পেরিয়ে পান্না আবার বলল, 'তন্বী! এখন সব ব্যাপার তোমাদের, আমার মাথাব্যথা নেই। তবে বলছি, বাবা-মায়ের আদেশ ছাড়া এক কদমও বাইরে যেতে পারবো না। এতে খুশি হও, আর নাই হও; কিচ্ছু আসে যায় না।' সাবিনা বলল, 'পান্না, নিশ্চয়ই জানো; বেশি কথা ভালোবাসি না। তবু বলছি, আগামীকাল তোমাদের আস্তানায় নাস্তা খাবো। আশা রাখি বার্তাটা খালা আম্মাকে জানাবে।' বিদ্যাপীঠের ফটক অতিক্রম করে পান্না বলল, 'সকালে কেনো সারাদিন খেলেও মা বিরক্ত হবেন না। দাওয়াত রইলো, ভুল যেন না হয়। তোমাদের খালাআম্মাকে অবশ্যই বলবো, দেখবো সখিদের দাপট কতদূর। যদি আমার পিতার নিকট তোমরা হিমালয় চূড়া আরোহণের প্রস্তাব রাখো, তিনি অবশ্যই ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধব নিয়ে নদীর চরে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাবে রাজি হবেন না, অতিশয় ফালতু ভাববেন।' দীর্ঘ দম টেনে বলল, 'তন্বী স্মরণ আছে, ১৭ই চৈত্র ভাইয়ার সঙ্গে বাকবিতণ্ডকালে আব্বা একটি কথাও বলেননি, কারণ জানো? কেনো তার আদেশ ছাড়া তোমাদের বাড়ীতে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ছিলাম; তিনি সে ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেননি।' শকট নিয়ে প্রধান সড়কে উঠে আবার বলল, 'সময় নষ্ট হোক তিনি

www.pathagar.com

তা পছন্দ করেন না, এবার বোঝ তোমরা কতটুকু সফল হবে? যেহেতু কাল ছুটির দিন, তবু তিনি রাজি হবেন না। তবে তোমাদের জন্য ঘরোয়া বিনোদনের ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়ই।'

শহরের প্রধান সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে চারটি কোমল পানির বোতল কিনে পান্না তিন বান্ধবীর হাতে দিয়ে বলল, 'সকালে গিয়ে কী হবে, তার চেয়ে গরীবখানায় রাত কাটালে আব্বা আম্মা খুশি হবেন।' পান্নার প্রস্তাবে সাবিনা ক্ষেপে কইলো, 'দিনের বেলা সময় কাটালে তোর পিতা সহ্য করেন না, আমরা বাইরে রাত কাটালে পিতামাতা ললাটে চুমু দিবেন। ভালোই প্রস্তাব রেখেছিস, বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।' পান্না গাড়ি বাড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে; আগামীকালই এসো।'

সঙ্গিনীদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে শীতল জলে গোছল সেরে আহার অন্তে পান্না লম্বা ঘুম দিয়েছে। আসরের নামাজ পড়ে ঘড়িপানে চেয়ে দেখলো সূর্যাস্তের পঁচিশ মিনিট বাকি। অবসন্ন শরীরে বারান্দার আরাম কেদারায় বসে সূর্যের শেষালোয় দৃষ্টি পড়লো চৌবাচ্চার পাশে পাখিগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মায়ামৃগয়াগুলি এখনো ঘাষের পাতা খুঁটে খুঁটে চিবুচ্ছে। শ্রমিকেরা কর্মশেষে বিদায় নিয়েছে। দিবাচর পাখিগুলো বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নিচ্ছে, নিশাচর বাদুর নিঃশব্দে আহার উদ্দেশে ছুটছে।

ইলার প্রতিটি প্রাণীই নিরিবিলি আশ্রয় সন্ধানী, কেউ উত্তম আশ্রয়ে নিরাপদ জীবন কাটাচ্ছে, কেউ দুর্ভাগ্যকারণে শত্রুর কবলে পড়ছে। কত বিচিত্র এ পৃথিবীর বুক। কেউ সুখে ঘুমায়, কেউ বিপদে রাত কাটায়। প্রত্যহের ন্যায় আজও দৃশ্যগুলো দেখে পান্নার অন্তর ভরে উঠলো। ওর পিতা বাজে কাজে একটি টাকাও খরচ করেননি। অথচ যত খরচ করেছেন শুধু পরিবারের জন্য। এ বিশাল রাজধানীর বুকে পিতার চেয়ে বড় বড় ধনকুবের রয়েছেন, তাদের তুলনায় তিনি ভিন্ন প্রকৃতির। অন্যেরা অর্থোপার্জনে তৃপ্তবোধ করেন, শরীফ আহাম্মদ অর্থ খরচ করে সন্তুষ্ট থাকেন। পিতার কৃতিত্বে পান্নার অন্তর ভরে উঠলো। পাখির কলকাকলী ভেদ করে মসজিদের আযান ধ্বনি ভেসে এলো। পান্না নামাজের জন্য দ্রুত চলে গেলে কেদারাটি অনেকক্ষণ দুলে স্থির হলো।

www.pathagar.com

সপ্তবিংশ অধ্যায়

এশার নামাজ অন্তে সকলেই খাবার ঘরে হাজির। কেয়া আহাম্মদ স্বামীর থালায় সিঙি জিওল মাছের তরকারি দিয়ে বললেন, 'অনেক দিন হলো জমিদার পুত্রকে দেখছি না, তার খবর রেখেছো কি?' তরকারির সঙ্গে ভাত মিশিয়ে শরীফ আহাম্মদ বললেন, 'কাজের চাপে খবর রাখা হয়নি, ভেবেছিলাম শীত শেষে বেড়াতে যাবো, তাও হলো না। তিনি এ মাসে না এলে মধুমাসে জামশেদপুর যাবো।' শরীফ সাহেব দ্বিতীয় বাক্য বলতে পারলেন না, তার পূর্বেই শাহেদ চুয়াকে খোঁচা দিয়ে বলল, 'এবার পান্নাকে রেখে যাবো, ওকে সঙ্গে নিব না। ও এখন বড় হলে কি হবে চুরির অভ্যাস রয়েছে; ওকে নিলে বাবার মানসম্মান যাবে।' কেয়া আহাম্মদ ধমকিয়ে বললেন, 'এবারও গণ্ডগোলের জন্য হুড়াহুড়ি হচ্ছে, থামো পাঁঠার পণ্ডিত। ঠোঁট সেলাই করে দেবো।'

মাতাকে আড় চোখে দেখে চুয়ার দিকে ফিরে বলল, 'দেখলে চুয়া, পান্না গরু গাধা যা ইচ্ছা তা বলে যাচ্ছে; তার জননীও ছাগল ভেড়া খ্যাতি দিলেন। একেই বলে কন্যা প্রীতম মাতা। আমরা ফুঁৎকারে উড়ে যাচ্ছি।' শাহেদের টিপ্পনি শেষে কেয়া আহাম্মদ বললেন, 'গোঁয়ার গোবিন্দ বুড়ো, কখনো বাচ্চাদের ঝগড়ায় শাসন করে না, চোখ বুজে বসে থাকে।' শরীফ সাহেব মাথা নুয়ে বললেন, 'শাখামৃগগুলো ফল ছুড়ে পরস্পরকে বিরক্ত করে, এরাও তাই।' কথাটি বলে শরীফ সাহেব হাত ধুয়ে আড়চোখে জায়াকে দেখে ভোজনশালা হতে নিষ্ক্রান্ত হলে পান্না চুয়ার নাক টিপে বলল, 'ওগো মধু! কেমন লাগছে?' চুয়া চিৎকার দিলে কেয়া আহাম্মদ ঝাঁঝ কণ্ঠে ধমকালেন, 'আবারও বাঁদরামি হচ্ছে।'

পান্না খাবার ঘর হতে ফিরে উৎফুল্ল বদনে পিতার পড়ার ঘর হতে রক্ষিত সেই মাটির পুতুলটি হাতে নিয়ে খুঁটে খুঁটে দেখছে। যতই দেখছে, ততই পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছে। শৈশব স্মৃতিগুলো নিগূঢ়ভাবে ভাবছে। যতই ভাবছে, ততই মায়া বাড়ছে। পুতুলখানা উল্টে দেখে হঠাৎ চোখ ঝাপসা হলো, আঙ্গুলে চোখ রগড়িয়ে খেয়াল করলো; পুতুলের তলায় এরাবিক (আরবি) নাম্বারে সংকেত 19, 15, 21, 22, 5, 14, 9, 18 এবং বাকি ফাঁকা অংশটুকু চাঁচ দিয়ে

www.pathagar.com

ঢাকা। পান্না সংখ্যাগুলো যোগবিয়োগ পূরণভাগ করে কিছুই বুঝলো না। মনের অজান্তেই সংখ্যাগুলোর নিচে ইংরেজি বর্ণমালা সাজিয়ে লাফিয়ে উঠলো। একি! এ যে SOUVENIR > স্মৃতিচিহ্ন। কিসের স্মৃতিচিহ্ন, কার স্মৃতিচিহ্ন? সংখ্যাগুলো ভালোভাবে গুনে দেখলো আট বর্ণমালার অক্ষর, পান্নার মস্তিষ্কে মর্ম ঢুকতে দেরী হলো না, নিশ্চয় বাবার কম্পিউটারের গোপনীয় পাসওয়ার্ড। পান্নার মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছে, বারবার মনে হচ্ছে পুতুলের ভিতরের অংশ ফাঁকা ছিল, তবে চাচ দিয়ে বন্ধ কেন? কৌতূহলে পুতুলের তলার চাঁচ তোলে আরও আশ্চার্য হলো, সংরক্ষিত একখানা দলিল। দাতা গ্রহীতা কাউকে চিনলো না। পুতুলটি টেবিলে রেখেই বারান্দায় ক্ষণকাল পায়চারী করলো। পিতার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো, তারা গল্পে মশগুল। নিশ্চিত হলো এখন পাঠাগারে কেউ ঢুকবে না। মনের কৌতূহল মিটাতে আরও কিছুক্ষণ পায়চারী করে পাঠাগারের কম্পিউটারে SOUVENIR লিখে সংকেত দিয়ে আশ্চর্য হলো। পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রয়েছে, পান্না নামের ফাইল। পান্নার জীবনবৃত্তান্ত। সময় অপচয় করলো না। মনিটরে চোখ না বুলিয়ে সরাসরি কাগজে ছেপে নিলো। ততক্ষণে পান্নার অন্তরে ঝড় বইতে শুরু করছে। ত্রস্ততায় কম্পিউটার বন্ধ করলো ঠিকই কিন্তু পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে নির্ঘাত ভুলে গেল।

ছাপানো কাগজগুলো দ্রুত পড়তে শুরু করলো বটে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে লেখক পান্নার নাম দিয়ে বাক্য সাজিয়েছেন। মনে মনে হাসলো ঠিকাদারি কর্ম নেশায় পাগল হলেও তিনি সুন্দর লিখছেন। প্রশংসা করার মতো শব্দ ব্যবহার করছেন। সাহিত্য প্যারা পড়েই স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠলো পিতার রসিকতা। দেওয়ালে তাকিয়ে ভাবলো, আজকের দিনটি আনন্দেই যাচ্ছে। অধিকক্ষণ কল্পনা না করে ছাপানো কাগজে দৃষ্টি ফেরালো। ভাবান্তরের প্যারা শেষেই পরবর্তী প্যারার পঙ্‌ক্তিগুলো পড়ার সঙ্গেই পান্নার শরীরের লোমগুলো শিহরিয়ে উঠলো। পাণ্ডুলিপির নামটি আবারও ভালো করে দেখলো, ঠিকই তো রয়েছে। এ যে পান্না নামের ডায়েরি। দ্রুত ভাবছে, তাহলে কি ড্যাডি আমাকে নিয়ে গল্প লিখছেন। হিসাব মিলাতে পারছে না, লেখাগুলো আবার পড়তে লাগলো। যতই পড়ছে, ততই শরীরের লোমকূপ গড়িয়ে ঘাম ঝরছে। পরিচিত বিষয়বস্তু পড়ে অস্থিরতায় দাঁড়ালো। টেবিলে ঠেশ দিয়ে আবার কিছুক্ষণ পড়লো, যতই পড়ছে; ততই বিরক্ত হচ্ছে। ড্যাডি এগুলো কী করছেন, তাকে নিয়ে কেন তামাশা সাজিয়েছেন।

স্নায়ুচাপে পান্নার অস্থিরতায় ইচ্ছে হচ্ছে ড্যাডিকে ডেকে জিজ্ঞাস করবে, কিন্তু মনের সংকীর্ণতায় সংকল্প বাদ দিয়ে পুনরায় পাণ্ডুলিপি পড়া শুরু করলো।

www.pathagar.com

একদৃষ্টে কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই থামলো, সেথায় লেখা রয়েছে– 'পান্না তার জননীর হাতে তৈরি মাটির পুতুলটি প্রায় ছিনিয়ে আনলো।' বাক্যটি পড়ে পান্নার হাত হতে কাগজগুলো মাটিতে পড়ে গেলে আক্রোশে সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কেঁপে উঠলো। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। বিহ্বলতায় শরীর অবশ হচ্ছে, কিছুই ভাবতে পারছে না। সাদামসৃণ দেয়াল পানে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। অস্থিরতায় বসতে পারছে না, বিগড়ে যাচ্ছে স্মৃতিকোষ। তাড়া দিচ্ছে বীবেক, এগুলো কি পড়লাম! এ কী সত্যিই সত্য। আমি কী কুম্ভকার তনয়া। নাকি কল্পকাহিনী। তাই হবে কেনো, কৌতুক করলে পিতা সরাসরিই করতেন। পুতুলে গোপন তথ্য লিখতেন না। ব্যাপারটি নিশ্চয় গোপনীয়, তা না হলে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতেন না। অকস্মাৎ বিবেক ধাক্কা দিলো, পান্না তুমি আহাম্মদ পরিবারের সদস্যা নও। ওনারা তোমার আপনজন নন; নিশ্চয় তুমি পালিতা। পান্নার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, সে অবাঞ্ছিতা সন্তান। না! তা হতে পারে না। আমি ভুল ভাবছি। আহাম্মদ পরিবার ছাড়া পৃথিবীর কাউকে চিনি না। আমি তাদের কন্যা, আহাম্মদ পরিবারের আদরের পান্না।

জীবদ্দশায় যা কামনার নয়, কল্পনায় যা ভাবনার নয়; তাই জেনে পান্না বিচলিতা হলো। আত্মসংযমিনী হয়েও ব্যাকুলতায় দিশেহারা, ক্ষণকাল পরই নিজেকে সামলিয়ে মেঝে হাঁটু গেঁড়ে বসে কাগজগুলো আবার পড়তে লাগলো। অবাঞ্ছিত কাহিনীর পাতাগুলো মেঝে বসে পড়ছে, কালির অক্ষর কি পড়ছে মাথায় ঢুকছে না। তবু পড়ছে, পড়তে হবে; জানতে হবে কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে দু'হাতের তালুতে মাথা চেপে ধরে দু'মাড়ির দন্ত কটমট করে, মুখমণ্ডল বিকৃত করে শরীর ঝাঁকাতে লাগলো। মানসিক চাপে বজ্রপাত ঘটলো মস্তিষ্কে, কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'হায় আল্লাহ! একি হলো! এ আমি কী জানলাম।' অনুচ্চ কণ্ঠে বিড়বিড় করতে লাগলো, তাহলে কী আমি জারজ সন্তান। ঐ দুশ্চরিত্র লম্পট চিরকুমার ইমরান চৌধুরীর টগবগিত রক্তের অনুজীব। দিনমজুর কুম্ভকার কুমারী তনয়ার গর্ভজাত সন্তান, অসহায় রত্নাদেবীকে ধর্ষণের ফসল! তাহলে কী আমি নিশ্চয়ই জারজ সন্তান! আমার ধমনীতে পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত। ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না আহাম্মদ পরিবারের পালিত কন্যা।

অতিশয় ক্ষোভে শরীরের চামড়া ছিলতে ইচ্ছে করছে পান্নার, ক্ষণেক্ষণে বিচলিত হচ্ছে অন্তর আত্মা। হৃদয় বলছে ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, পিতলের গ্লাস হয়ে স্বর্ণথালায় ঝনঝন করছি। কী অন্যায় ছিল আমার। কোন ভুলে, কার পাপে, কী অভিশাপে মানুষকূলে জন্মেছিলাম। ঐ পশুত্ব নীচু স্বভাবের গরীব

www.pathagar.com

ঠকানো পাপ বহনকারী রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত। কেন ঐ পারিজাত পুরুষ (শরীফ সাহেব) রাস্তা হতে আমায় তুলে এনেছিলেন। কেন আমি কাপুরুষের ধর্ষিত ফসল। অসহায় কুমারীর গর্ভজাত পরিত্যক্ত কন্যা। এ পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকার কী অধিকার আছে? কেন আমি অক্সিজেনপূর্ণ বায়ু টেনে ফুসফুস ভরছি, ঐ নীচু বংশের পরিচয় জানার পূর্বে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। কেন আমি মহীতে আত্মগ্লানি ছাড়া আর কিছুই পাব না। কেন আমি জীবিত? কেন আমার মৃত্যু হয়নি। উহ! আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। ক্ষিতির বুকে মৃত্যুই আমার কাম্য।

অকস্মাৎ অন্তর আত্মার আঘাতে, সুপ্ত হৃদয়ের আহাজারিতে, মনের ক্ষোভ ও জিদে, রক্তের প্রতি অভিমানে, দু'হাতে মাথা চেপে, উভয়বাহু কর্ণ চেপে, দু'হাঁটুর মাঝে মাথা গোঁজে, বলের ন্যায় গোল হয়ে মেঝেতে গড়াতে লাগলো। গালিচাবিহীন মেঝের শীতল পরশ, রাতের ঠাণ্ডা পবনও শরীরকে শীতল করতে পারলো না, পরিধেয় ঘর্মে একাকার। ক্রন্দনে শ্বাসপ্রশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে, তবু পান্না ক্ষান্ত হলো না। নীরবে কেঁদেই চললো।

ঝটিকায় সংবিৎ ফিরলে ঝাঁঝালো রক্তে ক্লেশাবেগ রইলো না। তড়িৎ বেগে বেসিনে মুখমণ্ডল ধুয়ে, তোয়ালে নাকমুখ পরিষ্কার করে, অবশিষ্ট পাতাগুলো আবার পড়তে লাগলো। উন্মাদনা মনে পূর্ণবিষয়বস্তু জানতে বিলম্ব হলো না। কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যাপী নিজ কুষ্ঠি জেনে মনকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করলো। অবাঞ্ছিত কাহিনী পড়া শেষে কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলার মনস্থ করলেও পরক্ষণই তা বাতিল করে দলিলসহ পানিরোধক মোড়কে মোড়ে নিলো। টেবিলে রাখা স্নিগ্ধ জল পানে শীতল হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে নিজেকে আবার ভাবলো– আমি এ বসুমতীর করুণা গ্রাহিকা। কোকিল বংশধর ন্যায় পরনীড়ে পালিত। আহঃ কোকিল ছানা জেনেও আহাম্মদ পরিবার কত আদর যত্নে লালন করেছেন। কোনো দিন জানতে দেননি আমার আসল পরিচয়; তাদের পরিচয়ে পরিচিত। এতোকাল অবধি বাবা, মা ও দাদী ব্যতীত আমার পরিচয় জানে না, এমনকি ভাইয়াও অবগত নয়; তা এখন নিশ্চিত হলাম। উনারা সন্তানের ন্যায় ভালোবেসে, কলঙ্ক পরিচয় গোপন রেখে তাদের মর্যাদায় মানুষ করেছেন। পঙ্কিল রক্ত বহনকারী পুত্তলিকা পূজারির জারজ সন্তান জেনেও উত্তম সেবা শুশ্রূষায় খাঁটি মুসলমানে রূপান্তর করেছেন। কী সৌভাগ্য আমার! মানবতার পূর্ণ অধিকার পেয়েছি, ধরায় আর কি চাই। জগতে আর কী প্রয়োজন?

গ্লানিত হৃদয়ে অসংখ্য দৃশ্যপট মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। সুস্থির হতে পারলো না, নানাবিদ কল্পনায় ঘরময় পাঁয়চারী করলো। ক্ষণে ক্ষণে জানালার

www.pathagar.com

পাশে দাঁড়ালে শীতল হাওয়া মুখমণ্ডলে পরশ বুলাচ্ছে। পশ্চিমাকাশের পঞ্চমীচন্দ্র বিষণ্নতায় বিদায় নিচ্ছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রাত্রি স্তব্ধ হলে হৃদপিণ্ড ধড়ফড় করতে লাগলো। অস্তগামী চন্দ্রিকার শেষালোয় এখনো দেখা যাচ্ছে, নারীকেল গাছের চিরলপত্র পিলপিলিয়ে উড়ছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চুল খামচে ধরে থমকে দাঁড়ালো। তখনই দূর হতে ভেসে এলো মেয়েলী কণ্ঠে সুমিষ্ট গানের কলি। 'আমার এ শূন্য হৃদয়ে সোনার স্বপ্নে ভরে দিলে, সেকি তুমি! ওগো বন্ধু–সেকি তুমি! আমার এ মরুময় জীবন মরূদ্যানে ভরে দিলে, সেকি তুমি! ওগো বন্ধু–সেকি তুমি!' পান্না জানালার সঙ্গে মস্তক ঠুকতে লাগলো। হায়রে অভাগিনীর জীবন– গত দশ ঘণ্টা পূর্বেও প্রেম উচ্ছ্বাসে ভরপুর ছিল, পূর্ণজোয়ারে রঙিনপালের তরী আনন্দে দুলছিল, আহঃ ঐ তরীর রঙিনপালসহ ঢেউয়ের তোড়ে সলিল সমাধি ঘটলো, নীল গগনে বিলীন হলো অর্ধ্বচন্দ্রিকা, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো সুদর্শনা ফুলের কলি, ভেঙে গেল রঙিন স্বপ্নের কাচের দেয়াল, চাপা পড়লো সৌষ্ঠবীর দেহখানি।

ক্রন্দনরত পান্না ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অস্বস্তিকর চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হলো না, মস্তিষ্কে ঝেঁকে বসলো কল্পনার ফানুস, শফী আহাম্মদ সাগরের মুখশ্রী; যতই চিন্তা করছে ফলপ্রসূ কিছুই হচ্ছে না। চঞ্চল মনটি ব্যাকুল হচ্ছে, 'হায়রে নিষ্ঠুর নিয়তি! স্বল্পকালীন প্রেমানন্দও ভুলতে পারছি না। ভাগ্যিস মানুষকে প্রেমের দোলায় দোলায়নি।' পান্না মনের অজান্তে স্বীকার পেল, 'শফী সাগর নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক উর্ধ্ব ব্যক্তিত্বের, ওর পিতৃপরিচয়, মাতৃপরিচয় সবই রয়েছে।'

পান্নার কলঙ্কিত পরিচয় কখনো জানবে না ঐ শফী সাগর। শপথ নিচ্ছি স্রষ্টার নামে, অপবিত্র করবো না; ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মর্যাদা।

ঐ মধুময় সুরেলা গানের কলিটি আবার কানে বাজছে। 'এ জীবন ভরে দিলে, সেকি তুমি; ওগো বন্ধু–সেকি তুমি!' পান্না স্থির থাকতে পারলো না; মুষড়ে পড়লো। ধরিত্রীতে সুখ পাবার আশায় এসে, বিফল মনোরথে বিদায় নিচ্ছে। আবেগে দন্তমাড়ি কাঁপিয়ে হাই তুললো। বাতায়ন হতে ফিরে পায়চারী করলো কিছুক্ষণ, কী করবে বুঝতে পারছে না। টেলিফোনে ক্ষণিক কথা বলেই যথাস্থানে রেখে দিলো। তখনই থানা অফিসের ধাতবে পিটানো এগারোটার ঢং ঢং শব্দ ভেসে এলো। ক্ষীণমনে ভাবলো, এ ব্যাপার কাউকে জানানো হবে না। আমার জীবনের ফায়সালা আমিই করবো। পুতুলটি হাতে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পে উপনীত হলো। আজই মোকাবেলা করবো সেই কঙ্কালসার কুম্ভকার কন্যাকে, যিনি ভ্রূণ হত্যা না করে সন্তানকে ফেলে দিয়েছিল রাস্তায়। আরও জানবো ঐ

www.pathagar.com

ইমরান চৌধুরীকে, কেন তিনি স্বীয় ঔরসকে রক্ষা করতে পারেননি। তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কি আমি করবো? কক্ষনো না! আমি কি কারো অন্ন খেয়েছি, নাকি বস্ত্র পরেছি। যে জন্য তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই বহন করতে হবে, কখনো না! আমি তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করবোই করবো। ইমরান চৌধুরীর পাপের পরিণাম তাকেই ফেরত দিবো। তার রক্তের সংঘাত তার সামনেই ঘটাবো।

একরাম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্রের চেহারা পান্নার স্মরণ হবার সঙ্গেই সমস্ত শরীর কেঁপে স্থির হলো। ঘর্মাক্ত হলো মুখমণ্ডল, অস্থির হলো প্রাণ। অন্তর নয়নে দেখলো, নিপীড়িত, নিষ্পিষ্ট, নিষ্প্রভ কঙ্কালসার রত্নাদেবীর চেহারা। সহসাই অতীত দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো। জীবদ্দশায় ঐ অভাবগ্রস্তা রমণী কিছুই পায়নি, শুধু হারিয়েছে। রত্নাদেবীর মুখের চেহারা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে ঝটিকায় বাম হাতে পুতুলটিকে বুকে চেপে ধরলো। ডান হাতে মুখের ঘাম মুছে আবার নীরবে কাঁদতে লাগলো। রত্নাদেবী মাতৃত্বের কিছুই পায়নি; ভাগ্যহীনা পেয়েছে শুধু ক্ষুধার জ্বালা। ধনীর নির্ঝারিত অপবাদ। যা সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তবু কিছু বলার নেই, ভুলার নেই, জীবনটা ধিঁকে ধিঁকে শেষ হয়েছে। পান্না হাতের পুতুল টেবিলে রেখে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো। অস্থিরতায় জানালার পাশে আবার দাঁড়ালো। নেত্রবারি মুছে চাঁদহীন আকাশে তাকালে তারকাগুলো ফিসফিসে বলল, 'কাঁদিস-নে পান্না! আমাদের দিকে তাকাও, দেখছো না; মিটমিট করে নীড়হীন দরিদ্রদেরকে আনন্দ দিচ্ছি। তুমি পারবে না কেন? চরম আঘাতের প্রতিশোধ নিতে। এসো মাঠে নামো তোমাকে সাহায্য করবো। তোমার মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চাও? বংশের কলুষিত রক্তের প্রতিশোধ নিতে চাও? নিশ্চয় পারবে। শক্ত করে ধর মন। কষাঘাত করো পাঁজরে, দৃঢ়সংকল্পে উপনীত হও–কোমরে বসন বেঁধে। বজ্রমুষ্টে কষাঘাত করো, জয়ধ্বনি তোল কণ্ঠে। সামনে এগিয়ে চলো দৃঢ়পদে। দেরী করো না পান্না, রাত প্রায় দ্বিপ্রহর। দেরী করলে যেতে পারবে না। শরীফ সাহেব পথ অবরুদ্ধ করবে। তুমি রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারবে না। যত কষ্টই হোক, এ রাতেই যেতে হবে। সময় নেই, বের হও পান্না, তারকার দল আলো ছড়িয়ে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে তোমায়। ভয় নেই, পান্না, ভয় নেই; এগিয়ে চল রক্তের প্রতিশোধ নিতে। ঐ শোন সমীরণ ডাকছে, বিলম্ব ঠিক হবে না; আগমন বার্তায় শিয়ালগুলো হুক্কাহুয়া রবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। বেরিয়ে পড় পান্না, বেরিয়ে পড়।' পান্না বিবেকের তাড়নায় অশ্রুসিক্ত বদনে দু'হাতে মুখ ঢেকে নীরবে কেঁদে অশান্ত শরীর শীতল হলে নিঃশব্দে বের হলো।

www.pathagar.com

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠানে এসে দেখলো মালী ও নৈশপ্রহরীর সাড়া নেই, তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছে ওরা; আস্তাবলের ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। সংকেত দেওয়ামাত্র ব্ল্যাকডায়মন্ড স্থির থাকতে পারলো না, নিঃশব্দেই পাশে এসে দাঁড়ালো। ঘোড়ার পিঠে জিন চেপে পিতার ঘরে ঢুকে দেখলো শিশুর মত ঘুমাচ্ছেন। চব্বিশটি বছর যাদের নিকট সন্তানরূপে পালিত, সেই পিতামাতাকে রেখে রক্তের প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি অগ্রসর হলো। আলমারির পাশে শটগানের ব্যারেলের সঙ্গে চামড়ার আচ্ছাদন মোড়ানো ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রটিও ঝুলছে। প্রমাদ গুনলো, গুলির ফিতাগুলোও কাছেই রয়েছে। আরও আশ্চার্য হলো; ফটকের চাবির ছড়াও অনতিদূরে। কষ্ট করতে হলো না, নাগালেই সবই পেল। শটগান ও রিভলবার দখলে নিয়ে দৃঢ়তায় এগুলো বটে, কিন্তু মাতাপিতার প্রতি অশ্রুবির্সজন করলো। অযথা সময় অপচয় না করে ত্বরাই বের হলো। দেয়াল আরশীতে প্রতিচ্ছবি দেখে চমকে উঠলো। সতর্কতায় বাইরে এসে শুনলো, থানা অফিসের ধাতবে বারোটার ঢং ঢং শব্দ। তপ্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলো, রক্ত সংঘাত যুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে সময় ব্যয় হলো না। গতকালের পোশাক পরে কাগজ কলম হাতে নিয়ে কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখলো–

"মাগো! ক্ষমা করবেন, ক্ষণিকের জন্য যাচ্ছি। রক্তসংঘাত শেষে আপনার কোলেই ফিরবো। বাবার ভুলের জন্যে আজ আমায় এ কাজ করতে হলো। সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি, ইনশাল্লাহ ফিরবোই। আপনাদের সন্তান, আপনাদের ঘরেই থাকবে। লাশ হলেও আপনার কোলেই ফিরবো।"

পান্না।

চিরকুট লিখে পুতুলে চাপা দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হলো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন যামিনীর নির্মল আকাশে থোকা থোকা নক্ষত্রমণ্ডলী অপূর্ব শোভা বর্ধন করছে। অন্তর ভরে যাচ্ছে–অম্বর দর্শনে। যেন হীরকখচিত মহাপ্রভুর মুকুট। ঝিরঝির অনিলে শীতল হচ্ছে ধরণী, মেদিনীর বুকে মাথা রেখে সকল প্রাণী নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, চতুর্দিকে

www.pathagar.com

উজ্জ্বল তারকা জ্বলজ্বল করছে। ত্রস্ততায় পান্না নিচে নামলে বিবেক বলল, 'এই পান্না! তুই কী করতে যাচ্ছিস, বোধহয় কিছু হারাতে যাচ্ছিস। যাসনে পান্না, যাসনে; ক্ষতি হবে। আয় ফিরে আয়। শরীফ সাহেব পরিবার তোকে কত ভালোবেসে মানুষ করেছে, তাদের মায়া ছেড়ে যাসনে।' বিবেক তাড়িত উন্মাদনায় সিঁড়ির শেষধাপ অতিক্রম করলো বটে, তখনই শরীর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলেও থামলো না, সামনে পা বাড়ালো। কয়েক কদম অগ্রসর হলে ব্লাকডায়মন্ড পা ঠুকে অবস্থান জানালো।

ঘোড়ার লাগাম টেনে অগ্রসর হতেই হুতুমপেঁচা ডেকে উঠলো। পেঁচার ডাকে, ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দে নৈশপ্রহরীর তন্দ্রা ভাঙ্গলো না। পান্নার মস্তিষ্কে চিন্তা চলছে, কী করা যায়। প্রহরীকে অনুরোধ করলে শুনবে না, ওর বুকে গুলি চালালেও ফটক খুলবে না। ফাঁকিই দিতে হবে, যথা ভাবনা তথা কর্ম। নিঃশব্দে ফটক খুলে, ঘোড়া বের করে, পুনরায় সিংহদ্বার বন্ধ করে দিলো। বাইরে থেকে তালা দিয়ে প্রহরীর প্রতি চাবি নিক্ষেপ করে দ্রুত কেটে পড়লো।

আবেগবশে নিঝুম রাতে ঘর হতে বের হয়েছে। যাত্রা পথে বিপদ অনুভব হলেও এগিয়ে চলছে। অন্ধকার রাতে গা ছমছম করছে। এই প্রথম আঁধার রাতে ঘর হতে বের হলো। অচেনা পথ দুরূহ ভেবে বাহনকে ধীর কদমে চালাচ্ছে। তখনই পান্নার স্মরণ হলো, তন্বীর আম্মার উপদেশ। তিনি টেলিফোনে বলেছিলেন, 'পান্না! আমার জন্ম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে, সর্বক্ষণ ঘোড়ায় চলাচল করতাম। কিন্তু তুমি আমার মেয়ের মতো হলেও, আমারই মতো স্বেচ্ছাচারিতায় ঘোড়ায় চলাচল করতে ভালোবাস। তাই উপদেশ দিচ্ছি, 'কখনো ঘোড়াকে রাগাবে না, দীর্ঘপথ চলতে হলে ঘোড়াকে স্বাধীনতা দিও। রাত্রিবেলা কখনো জোরে চলো না, হোঁচট খাবে। দুরূহ পথে চলার জন্য ওর স্বাধীনতাই যথেষ্ট। দেখবে, নক্ষত্রের আলোতেই ছুটে চলছে। দিবাবেলায় সড়ক পথে চললেও, আঁধার রজনীতে রাজপথে চলবে না; শত্রুর কবলে পড়বে। মনে রেখো, বাহনকে অনাহারে রাখবে না, সুযোগ পেলেই খাওয়াবে; নচেৎ বিপদ ঘটবে। অন্ধকার রাতে ঘোড়া ছেড়ে দিলে নক্ষত্রের আলোয় তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে। ঘোড়ার স্বাধীনতায় চললে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে না। আরও মনে রেখো বাছা! তোমার প্রাণের যতটুকু মায়া; ঐ ঘোড়ার জানের জন্য তার চেয়ে বেশি মায়া। ওর জান বাঁচলে তোমার প্রাণও বাঁচবে। স্মরণ রেখো বেটী, পর কখনো বন্ধু হয় না, কাছে ঘেঁষলে ক্ষতি সে করবেই। তেমনি শত্রু কখনো বন্ধুরূপী হলেও আক্রোশ ভুলে না। সে যতই

www.pathagar.com

হিতার্থী হোক আঘাত করবেই। প্রতিদ্বন্দ্বে সত্য প্রমাণ সত্ত্বেও আক্রোশে মাতাল হয়োও না। সংযম অনুসরণ করো। শত্রুর আঘাত মোকাবেলা করো, তাকে পরাভূত করো না। জেনে রেখ শত্রুই তোমাকে সঠিক পথ দেখাবে। কখনো হিংসাপরায়ণ হয়োও না, কবর রচনা হবে। প্রতিপক্ষকে হত করলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য। কখনো অস্ত্র প্রদর্শন করো না, হেরে যাবে। শত্রুর কবলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও অধৈর্য হয়োও না; মুক্তির পথ পাবেই। যাত্রাকালে স্রষ্টার নাম স্বরণ রেখো।' অকস্মাৎ তন্বীর আম্মার উপদেশ স্মরণ হলে পান্না স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

ধীর কদমে শহরতলী পার হয়ে যাচ্ছে, গলির শেষপ্রান্তে রাজপথ শেষ। ঘোড়ার খুরের শব্দ হলেও সতর্কতায় যাচ্ছে, আবেগিত মনে নেশাগ্রস্ত নয়নে চলছে। হঠাৎ গানের কলি কানে ভেসে এলো, সম্মিলিত নারীকণ্ঠের ঝঙ্কারবাণী; থেকে থেকে বাতাসে ফিরছে–

আঃ---আঃ--
অ--অ- সখি-
বসন্ত রাতে হাসে শশী
কি অপরূপ ওগো সজনী--!!
সখি
সখা তরে দুয়ার খুলে
বসে রয়েছি সারা রজনী
শুধু সেই প্রিয়ের তরে
সখি--ঐ !!

সখি
বাদল ভেজা চকোরী
খোঁজে ফিরে সহচর
সখি (তেমনি)
বধূ তরে দিবানিশী
নয়নে ঝরে বারি-
কেমনে ঘরে থাকি
সখি--ঐ !!

সখি
বসন্তে কোকিল ডাকে

www.pathagar.com

ঐ উঁচু ডালে বসি-
সখি (তেমনি)
বধূ তরে জেগে রয়েছি
তবু নাহি এলো সজনী–ঐ--!!
বসন্ত রাতে হাসে শশী
কি মধুর এই রজনী--ঐ

ঝুনুর ঝুনুর নূপুরতালে সুরলহরী বাতাসে থেকে থেকে ভাসছে। ভারাক্রান্ত হৃদয় হলেও শ্রুতিমধুর গানটি পান্না ঘোড়ায় বসে শুনছে। কোমলমতির কৌতূহলে কত মারাত্মক ভুল হলো, তা বুঝলো ক্ষণিক পরে। ভেবেছিল কারো রেকর্ড প্লেয়ার বাজছে, পরক্ষণেই ফিসফিস শব্দে সংবিৎ ফিরলো, দ্রুত স্থানত্যাগ করলেও শত্রুপক্ষ নিশানা খুঁজে পেল। রাস্তার পাশে পুলিশভ্যান দেখে মনে মনে ভাবলো, মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছিল, সরতে পেরেছে এই ধন্য। এক্ষুণি রাক্ষসের গোগ্রাসে পরিণত হতো। নিমিষে শব্দ এড়িয়ে কাঁচাপথে ছুটতে কানে এলো, 'শালার বাইনচ্যুতকে পাকড়াও।'

ক্ষমতাধর লুচ্চার পাহারাদের তাড়া খেয়ে খোলা মাঠে নেমে প্রমাদ গুনলো, নর খাদকদের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছিলাম। স্রষ্টার কৃপায় শান্তি এলো মনে, এবার হোঁচট খেয়ে সাবধানী হলো। গ্রামের বসতবাটীগুলোর নিরাপদ দূরত্বে থেকে ছুটছে আর ভাবছে, ঐ নিশাচরগুলো দিবাচুরির অর্থ পাপ কুয়ায় ঢালছে। ওরা মাতাল হলেও নর্তকীগুলো সংগ্রহ করছে উঁচুস্তরের, গানের মর্ম ও বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে তাই বুঝা যাচ্ছে। পান্নার বিবেক বলল, 'যৌন মাতালদের কামনার ক্ষুধায় নিরীহ নারীরা কতকিছুই না করছে। হায়রে সুশীল সমাজ তোমাদের ভণ্ডতার কতরূপ।' পান্নার মন বলল, 'ওদিকে চেয়ো না পান্না, সামনে চল।'

শহর ছেড়ে মাঠে নেমেই পান্না কল্পনায় গন্তব্যের দিক নির্দেশন করে নিলো। তাকে পূর্ব উত্তর কোণের দিকে ছুটতে হবে, তাই আকাশের তারকাগুলো চিনে নিলো। ফাঁকা মাঠে অন্ধকারে পথ চলছে, নিশাচর শিয়ালগুলো হুক্কাহুয়া ডাকছে। কী চমৎকার যোগসূত্র ওদের, একে অপরকে সংকেত দিচ্ছে। পান্না ছুটছে আর কত কিছুই না ভাবছে। পার্শ্ববর্তী গাছপালা হতে ক্ষণেক্ষণে সুকণ্ঠী পাখিগুলো ডাকছে, জোনাকীর বাতিতে ঝোপঝাড় আলোকিত হচ্ছে। কত অপূর্ব নৈশকালীন প্রকৃতির দৃশ্য। রাতের প্রতি প্রহরে শিয়াল, বাঘডাসা, ডাহুক, কানাকোয়া ও শ্যামা সঙ্কেত দিচ্ছে। সবই সৃষ্টিকর্তার অবদান। আকাশের নক্ষত্রগুলো ক্রমশ্য পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। এ যেন ভাবুকদের নিশিঘড়ি।

www.pathagar.com

বিপদতাড়াস্থ পথিকের ভীতকণ্ঠের গীত কেঁপে কেঁপে বাতাসে মিলাচ্ছে। এরই মাঝে পান্না আঁকাবাঁকা মেঠোপথে ছুটছে। দূর হতে একটি ক্ষীণালো দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আলোটা যেন অন্ধকারে লুকোচুরি খেলছে। আরও অগ্রসর হলেই গানের সুর ভেসে এলো। পান্না এবার সাবধানী হলো। অতি সতর্কতায় পদক্ষেপণ করলো, দ্বিতীয়বার যেন ভুল না হয়। দূর থেকেই খেয়াল করে দেখলো, অশ্বত্থ আড়ালে ডুগডুগি বাজিয়ে বাউলরা নেচে গেয়ে মাতছে। ওরা একই তালে, একই নেশায় মাথা ঝুঁকে আলোকবৃত্তের চারধারে ঘুরে ঘুরে নাচছে, আর সমস্বরে গাইছে–

ও দয়াময়–
তোমার মেহেরবাণী
তব নাম কীর্তনে ধন্য এ পাপী–ঐ!!
তোমার গুণে অক্ষে হেরী
রং বাহারী সবুজ ধরণী
তুমি দয়াল তুমি মহান
সর্ব কণ্ঠে শুনি –ঐ!!

ও দয়াময়––
কাউরে হাসাও কাউরে কাঁদাও
কাউরে মারো–কাউরে বাঁচাও
তোমার লীলা তুমিই বুঝ
বান্দার বুঝার উপায় নাই–ঐ।।

ও দয়াল–
এ ধরায়
কেবা পাগল–কেবা জ্ঞানী
এ অধম কিছুই নাহি বুঝি–ঐ!!

ও দয়াল––
এ নরাধম কেঁদে বলে
তুমি সত্য-সত্যি জেনে
তব নাম স্মরণে সদাশয়
এ ধরায় লুটে পড়ি–ঐ!!

ও দয়াময়––
কার পাপে কেবা মরে
কেউ জ্বলে অনলে পুড়ে

www.pathagar.com

পরম দয়াল তুঁমি বিনে
জানার উপায় নাই–ঐ!!
ও দয়াল–তোমার মেহের বাণী!!

উদারকণ্ঠে নিশীথ নীরবতায় স্রষ্টাপ্রেমে সুমধুর কীর্তন চলছে, ওনারা লোকালয় ছেড়ে রাত্রি জেগে দূরমাঠে গাছের নিচে কুপিবাতি জ্বেলে নীরবে নেচে গেয়ে মাতছে। লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে এসেছে, যেন স্রষ্টার প্রেমে ব্যাঘাত না ঘটে। সংসারবিমুখী বাউলদের কত ছাড়, কত স্বার্থত্যাগ, পরিজনের মায়া ছেড়ে স্রষ্টার নামে মশগুল। এখানেও ওনারা অল্প নন, সপ্ত সংখ্যক। একই পোশাকে, একই তালে, একই সুরে ঘুরে ঘুরে নেচে গেয়ে চলছে সপ্তশী ঐ বাউল দল। পান্না বিমূঢ়ে ভাবছে, এখানে সন্ত্রাসীদের হামলা নেই, নিন্দুকের ভয় নেই; জানোয়ারের ভয় থাকলেও সৃষ্টিকর্তার ভয়ে স্রষ্টার নামে বেহুস। এ ভূমণ্ডলে কেহ জৈবরসের পাগল, কেউ পাগল ধনের লোভে, কেউ পাগল প্রতিপত্তির আশে, কেউ সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে মগ্ন, কেউ অধিকার রক্ষায় রক্ত জিঘাংসায় উন্মাদ। আর এ ঐ স্রষ্টাপ্রেমিকরা অভুক্তে অনিদ্রায় পরকাল কামনায় মশগুল। ওনাদের সংসার মোহ নেই, ধনের নেশা নেই, অপবাদের ভয় নেই, আছে স্রষ্টা প্রেম, আছে মৃত্যু ভয়। ওনাদের স্রষ্টাই নির্ভর। কত বিচিত্র ক্ষিতির রীতিনীতি, কোনো প্রাণীই জীবিত থাকবে না, মৃত্যু ঘটবেই। অথচ জীবসমূহ জৈবরসে মুগ্ধ। ধরায় কেউ অতিভোজী, কেউ অনাহারী, কেউ স্রষ্টার প্রেমে আত্মোৎসর্গকারী। কেউ বিরুদ্ধচারী, কেউ নিষ্ঠ, কেউ কপট, কেউ আস্তিক, কেউ নাস্তিক। তবু প্রাণীসমূহ মহাপ্রস্থান জেনেও স্বার্থ মোহি।

অকস্মাৎ হুতোমপেঁচার সোঁ শব্দে সংবিৎ ফিরলে, পান্না ঘোড়ার লাগাম ঝাঁকি দিয়ে সরে দাঁড়ালো। ক্ষণেই বিবেককে জিজ্ঞাসিলো, 'এখানে কিসের মোহে দাঁড়িয়েছো, অনেক পথ তো চলতে হবে, যে রাস্তায় নেমেছো, এ পথের শেষ সীমানায় পৌঁছতেই হবে। এখানে দাঁড়িয়ে লাভ নেই, চলো; যেতেই হবে।' গোড়ালির আঘাতে অশ্বটিকে ছুটার তাগিদ দিলে পশুটি আবার ছুটে চললো। মাঠের কোথাও শস্য, কোথাও অনাবাদি, যেদিকে চোখ পড়ছে, ক্ষিতির রূপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নক্ষত্রালোতে ধরণী আলোকিত, এ মোহনিয়া দৃশ্য অক্ষিতে না দেখলে বুঝার উপায় নেই। পান্নার কষ্ট হলেও নিশীথ রূপ উপভোগ করছে, এই ধন্য। জলাশয়ের পাড় হতে ক্ষণেক্ষণে কুরর ডাকছে, 'ও হো-হো--

www.pathagar.com

বন্ধু, নিলা চক্ষু দিলা না।' কী করুণ, কী নিদারুণ পাখির ডাক, 'বন্ধু-নিলা চক্ষু দিলা না।' অব্যক্ত আফসোস, স্পষ্ট আক্ষেপ। বন্ধু-নিলা চক্ষু দিলা না। বন্ধুর বিপদকালে আব্দার রেখেছিল, বিপদ শেষে বন্ধু সাক্ষাৎ করেনি। তাই মনের অজান্তে করুণ নিনাদ, 'বন্ধু-নিলা চক্ষু দিলা না।' হায় রে-হারানো ধন, ফেরত পেতে কতই আর্তনাদ; তবু কি প্রাপ্তি হয়?

অবনীতে কে কাকে দিয়ে ফিরত পেয়েছে, প্রত্যেকেই স্বার্থের মোহে দৌড়াচ্ছে। পিছনে তাকায়নি। শরীফ সাহেব কতকিছু দিয়েছেন, তবু পান্না ফেলে এসেছে; ইমরান চৌধুরী রত্নাদেবীর গর্ভে অনুজীব নিক্ষেপ করেছে, পিছনে ফিরে দেখেনি। রত্নাদেবীও সন্তান রাস্তায় ফেলে পশ্চাৎ ফেরেনি। উনারাও তো মানুষ! কৈ! তারাও তো মানবধর্ম পালন করেনি; প্রত্যেকে কর্ম সেরে উল্টো পালাচ্ছে। কল্পনার জগতে ঢুকে পান্না নীরব মনে চলছে। অকস্মাৎ হুতোমপেঁচা ডেকে উঠলো, 'দুধদুম -গোরখোদ্দুম।' কী ভীতিকর শব্দ, যেন মাটি কাঁপছে, ভয়ংকর গুরুগম্ভীর ডাক- 'দুধদুম-গোরখোদ্দুম।' বাল্যবেলায় দাদিজীর মুখে ঐ রকম বীভৎস গল্প শুনেছে, আজ রক্তঝঙ্কার অভিসারে এসে কত কিছুর অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

গভীর নিশীথে নিশাচর প্রাণী খাদ্যান্বেষণে ছুটছে- শিয়াল, খরগোশ, বাঘডাশা, ওয়াক, সারলী, বালিহাঁস, পিয়াংহাঁস, সেরিয়াহাঁস, চোখাহাঁস, কম্পাইহাঁস, কালোকুচ, বিলাতিহাঁস, পেঁচা, বাঁদুড় আরও কত প্রাণীর আনাগোনা। প্রত্যেকেই আহার সন্ধানে ব্যস্ত, কেউ শিকারী, কেউ শিকার। কেউ সফল, কেউ ব্যর্থ। এ ধরায় কত বিচিত্ররূপী প্রাণী, কেউ খায়, কেউ ঘুমায়। কারো কণ্ঠে হাসি, কারো ক্রন্দন চিৎকার। এসব জীব রহস্যের শেষ নেই। হৃদয়াবেগে হাই তুলে পান্না আকাশ পানে তাকালে তারকারাশি আলো ছড়িয়ে বলল, 'পান্না বেঁচে থাকলে পৃথিবীর অনন্তরূপ দেখবে এখন সামনে চলো।'

গন্তব্য দিক বরাবর চলন্ত পথে কয়েকটা বাড়ীর পার্শ্ব ঘেঁষে যেতেই নরনারীর কণ্ঠধ্বনি ভেসে এলো, দু'জন সমতালে জিকির করছেন, 'আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু।' ঐ মধুর ধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে; আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু। মধুময় জিকির শুনে পান্নার হৃদয় ভরে গেল। স্রষ্টার প্রেমগুঞ্জন শুনে শুনে অনেক দূরে পৌঁছলো। তখনই দূরের গ্রাম হতে চিৎকার ধ্বনি ভেসে এলো, 'গেল রে গেল, শালার বেটা চুরি করে পালালো-রে, ধর! ধর! ঐ গেল-রে -গেল, ধর ধর।'

www.pathagar.com

বিরামহীন জোনাকীর আলোয়, গেছো ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁ পোকা অনবরত ডেকে চলছে। ওরা যেন নিশীথের তন্দ্রাতালে মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। দিনের বেলা আবার ঘুমানোর পালা। কত বিচিত্র মহীর বুক। ঐ ঊর্ধ্বাকাশের নক্ষত্রগুলোরও বিচিত্রের শেষ নেই, দৃশ্যমান বস্তুগুলো পরস্পর আবেশে ঘূর্ণায়মান; কেউ আলো ছড়াচ্ছে, কেউ অন্যের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। কেউ উচ্চ তাপে তপ্ত, কেউ হিমে শীতল। ঐ তারকারাশিকে মানবকূল কত বিচিত্র চোখেই না দেখছে, কেউ কেউ ওগুলোকে বারো রাশিচক্রের নামে নামকরণ করেছে, কল্পনার রেখা টেনে আকার বিশেষ উপাধিও দিয়েছে– মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। আবার চন্দ্রচক্রের নিকটতম নক্ষত্রের ২৭ দিনে ২৭ নাম রেখেছে– অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুর্নবসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব-আষাঢ়া, উত্তর-আষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব-ভাদ্রপদা, উত্তর-ভাদ্রপদা ও রেবতী।

কিন্তু ধরা কত রকমের বিচিত্র! আবার বাংলাবর্ষের বারো মাসের নাম নক্ষত্রের নামের সঙ্গে মিলানো– বিশাখা > বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা > জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া > আষাঢ়, শ্রবণা > শ্রাবণ, ভাদ্রপদা > ভাদ্র, অশ্বিনী > আশ্বিন, কৃত্তিকা > কার্ত্তিক, মৃগশিরা > অগ্রহায়ণ, পুষ্যা > পৌষ, মঘা > মাঘ, ফাল্গুনী > ফাল্গুন, ও চিত্রা > চৈত্র। তেমনি সপ্তাহের দিনগুলোও সৌরসদস্যের নামের সঙ্গে মিলানো– সূর্য > রবিবার, চন্দ্র > সোমবার, মঙ্গলগ্রহ > মঙ্গলবার, বুধগ্রহ > বুধবার, বৃহস্পতিগ্রহ > বৃহস্পতিবার, শুক্রগ্রহ > শুক্রবার ও শনিগ্রহ > শনিবার। তাই রঙ্গকারীরা মন্তব্য করে বলে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে না রাখার জন্য তৎকালীন জ্যোতিষীবিদদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তা না হলে মানবগোষ্ঠীর ক্ষমতা বদলের সঙ্গেই মাস ও বারের নামও পরিবর্তিত হতো।

ক্ষীণ হলেও অদূর মাঠে বাঁশীর শব্দ শোনা যাচ্ছে, কে যেন মনের আবেগ মুরলীর ছিদ্রে সুরঝঙ্কারে ঝাড়ছে। প্রাণের আকুল বেণুকায় গেয়ে চলছে, সেই কখন থেকে সুর লহরী শুনছে এখনো চলছে; হয়তো সারারাতও চলতে পারে। এ সুরের ঝঙ্কার মনের আবেগ কাকে শুনাচ্ছে, নিশ্চয় দূরের কোনো প্রিয়াকে।

www.pathagar.com

বিরহ বেদনা গেয়ে চলছে তো চলছেই। ঐ প্রিয়াকে না পেলে ঐ সুর আজীবন চলবেই। তবে কী ওর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না? ধক করে উঠলো পান্নার হৃদয়, নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে কি, সফল হবে কি রক্ত ঝঙ্কার। ঐ বেণুকার সুরে পান্নার আবেগ জড়িয়ে যাচ্ছে, তুমুল তালে চলছে হৃদ ঝঙ্কার। হায়রে জীবন! যাদেরকে আপন জেনেছি তারাও আপন নন। যাদের কথা কখনো ভাবিনি, তারাই আপন। হায়রে জীবন, অচেনা ঐ কতজন আপন করতে চেয়েছে, সাড়া দেইনি। হয় তো আর কাউকে পাব না। যারা সঙ্গে ছিল তাদের থেকে দূরে এসেছি। আর দেখা হবে না। এগিয়ে যাবার সঙ্গে আরও প্রবলভাবে ঐ মুরলীর ঝঙ্কার বেড়েই চলছে, ওর করুণ আবেগে বাঁশের বাঁশী ফেটে যাচ্ছে, তবু বাজছে, বাজবেই। বেণুকার রোদনে কখনো কাছে পাবে কি প্রিয়াকে? ঐ বাঁশীর সুর যতই শুনছে, মনের আবেগ ততই বাড়ছে। বেণুকার সুরে যেন বাহনটাও সমতালেই ছুটছে, আর কতক্ষণ শুনবে ঐ বাঁশীর রোদন কে জানে।

বাঁশের বাঁশীর করুণ সুরে নক্ষত্রমণ্ডল দেখে পান্না অন্যমনস্কে বিভোর, ব্লাকডায়মন্ড উঁচুনিচু খালের তলা বেয়ে আড়াআড়ি যাচ্ছে; হঠাৎ সামনের দু'ঠ্যাং শূন্যে তোলে থমকে দাঁড়ালো। শুধু ঘোড়াটি থামেনি, সামনের প্রাণীও কাতরাচ্ছে। মুক্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু ব্যর্থ। পান্নাও হতভম্ব, নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে, এক্ষুণি ঐ পরিণতি তারও হয়তো হতো।

অবাঞ্ছিত ঘটনার মর্ম বুঝতে পান্নার দেরী হলো না। রাতকর্মী চুরিলব্ধ সম্পদ নিয়ে পালাচ্ছিলো, হঠাৎ ঘোড়ার মুখোমুখি হওয়ায় বিপর্যয়। ভারী বস্তার নিচে পড়ে বেচারা কাতরাচ্ছে। এ অবস্থায় রেখে গেলে ও বিপদে পড়বে। জনতার প্রহারে মৃত্যুও হতে পারে। ঐ বেটা রাতকর্মী, সিঁধকাটা চোর যাই হোক ঘরে ওর পুষ্য রয়েছে। উপার্জন বন্ধ হলে পুষ্যগুলো অনাহারে মারা পড়বে। তাই মনুষত্ব পরবশে বিপদমুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে চোরকে বলল, 'এই যে রাতকর্মী ভাই, আমি আপনার ক্ষতিকারিকা নই। আমার পরামর্শ শুনলে মুক্ত করতে পারবো। যদি চালাকি করেন, তবে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিব, সুবোধ বালকের ন্যায় মাথার গামছা বস্তার কোণে বেঁধে অপরাংশ ছুড়ে দিন।' পান্নার আদেশে রাতকর্মী বিচলিত হয়ে ক্ষণিক ভাবলো, এ আবার কোন ধরনের পুরুষবেশী মানবীর কণ্ঠস্বর, আমি কি ধরিণীতে জীবিত, নাকি মৃত? চতুর রাতকর্মী তর্কে না গিয়ে আদেশ পালন করলে পান্না গামছা ধরে বস্তাটি সরিয়ে

www.pathagar.com

দিলো। নিশাচর পেশাধারী চোর মুক্ত হয়ে বলল, 'প্রায় কুড়ি বছর চুরি করে পেট চালাচ্ছি, কখনো বিপদে পড়িনি। আর এই অন্ধকার রাতে নারী ঘোড়সোয়ারী তো দূরের কথা, বীরপুরুষদেরকেও ঘোড়া চালাতে দেখিনি। বস্তার নিচ হতে মুক্তি পেয়ে, দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ঘোড়সোয়ারীকে জিজ্ঞাসিলো, 'কে আপনি! কোথায় যাবেন জানি না। তবে আমার উপকার হয়েছে, আজীবন মনে থাকবে। আজ সোমবার, আগামী বৃহস্পতিবার আমার মেয়ের বিয়ে, চুরি অবস্থায় ধরা পড়লে ওর বিয়ে হতো না। মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতো। আপনার উপকার কখনো ভুলবো না, চিরদিন স্মরণ থাকবে।'

চোরকে সুযোগ না দিয়ে পান্না বলল, 'আমিও একজন যুবতী, রক্তের টানে বের হয়েছি, উপকারের কথা মনে থাক আর না থাক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে আপনার মাথায় বোঝা তোলার দায়িত্ব আমার নয়; আপনার পথে আপনি যান, আমার পথে আমি।' চোরকে কড়া কথা বলে পান্না দ্রুত সটকে পড়ছিল। তখন পিছন হতে রাতকর্মী বলল, 'আপামণি, মনে কিছু করবেন না। এ মাল নেয়া আমার পক্ষে এখন দুরূহ ব্যাপার । বস্তার নিচে পড়ে কোমরে যে ব্যথা পেয়েছি, তাতে বাকি রাত মালিশ করলেও ক্লান্তি দূর হবে না। আমাকে মুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্তায়ালা আপনার প্রতি সহায় হোক।'

পান্না পশ্চাৎ ফিরে বলল, 'যাচ্ছিলাম ভাই, তবে আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে যাই। আমি মেঘনা নদী পার হবো, সোজা পথে যাচ্ছি কি?' 'রাতকর্মী খুশি হয়ে বলল, 'অনুমান ঠিক আছে, তবে আরও দু'টি নদী পার হতে হবে। সামনের অগভীর নদীগুলোতে তেমন পানি নেই, ঘোড়ায় চড়েই যেতে পারবেন। আর শুনুন! চরাঞ্চলের বালিপথে চলার চেষ্টা করবেন, কখনো কাদাপথে যাবেন না। এ চোরের কথা স্মরণ রাখবেন যেন।'

চোরের ব্যথিত কথায় পান্নার হৃদয় হাহাকার করে উঠলো, 'হে আল্লাহ্! আপনার বিধানের শেষ নেই। সন্তানের আহার যোগানো পিতার কর্ম, যাকে বলে পিতৃ ধর্ম। ঐ চোর বেটা চুরি করে সন্তানের মুখে অন্ন দিয়ে মানুষ করেছেন, সেই সন্তান পিতার চুরির অপবাদ সহ্য করতে পারবে না, তা আবার কোন জাতের ধর্ম? ঐ চোর বেটা অপরাধ জেনেও শত ঝড়ঝঞ্ঝা ঠেলে চুরি করে

www.pathagar.com

সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন, কিন্তু বিপদে সন্তানের সাহায্য পাবে না। এটা আবার কোন জগতের ধর্ম?'

আবার শরীর ঝাঁকি দিয়ে ভাবলো, হায়-রে নিষ্ঠুর জন্মদাতা, হায়-রে পাষাণী মাতা, সন্তান জেনেও রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন, কেন তাদের রক্তে কাঁদেনি। তা আবার কোন জগতের মানবধর্ম। হায় আল্লাহ্! কত প্রকার মাতাপিতা রেখেছো জগতে, কত বিচিত্ররূপী এ মানব সমাজের ধর্ম!

এখনো রাতের তৃতীয় প্রহর শুরু হয়নি। জীবনের প্রথম অভিযান হলেও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ ধাতস্থ হয়েছে পান্নার। তারকারাশির আলোয় ইলার বুক পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নক্ষত্রালো ও দিক নিশানায় ছুটে চলছে, দু'পাশে সারিবদ্ধ গ্রামগুলো কখনো আঁকাবাঁকা, কখনো সোজা। তারই মাঝে চলতে চোখ ঝাপসা হলেও সতর্কতায় এগিয়ে যাচ্ছে। চলন্ত পথে কামনা করছে, আর যেন বিপদে না পড়ে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ঘাস ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দ ছড়াচ্ছে। ঘনঘাসের নিচ হতে বারোই পাখিগুলো ফুড়ুত ফুড়ুত শব্দে উড়ে যাচ্ছে। এখন আর পান্নার নতুনত্ব কিছুই মনে হচ্ছে না। রাতের আঁধার ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। বিবেক আর পিছনে ফিরে বিরক্ত করছে না। ঝামেলাবিহীন উদ্দাম গতিতে ছুটে চলছে। ওয়াক পাখির কুককুক শব্দে বুঝতে পারছে সামনেই ছোট নদী রয়েছে।

কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে নদীর ধারে দেখতে পেল, স্থানীয় লোকজন পালাগানের আসর জমিয়েছে। উদাম মঞ্চে হেজাক বাতি জ্বেলে শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হচ্ছে কণ্ঠশিল্পীদের সুর মোহে। হয়তো বেশিক্ষণ আসর চলবে না। গান শোনার কৌতূহল জাগলেও দ্রুত সরে পড়লো। গান শেষেই লোকজন দিকবিদিক ছুটবে, তখন জনতা এড়িয়ে চলতে কষ্ট হবে। তাই বিলম্ব করলো না, সামনে অগ্রসর হলো। এবার ছুটন্ত গতিতে ছুটে খেয়াল করলো, নিশাচর পশুপাখিগুলোর কিচিরমিচির শব্দ ক্ষণেক্ষণে দিকবিদিক হতে ভেসে আসছে। তখনই দূরের কোনো বাড়ী হতে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কানে ভেসে এলো।

অন্ধকার রাতে পান্না কত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছে, ঠাহর করতে পারছে না। তবু চলছে, চলতেই হবে। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। যতই চলছে, মায়ের কথা মনে পড়ছে। তাকে কীভাবে সম্বোধন করবে, রাগি

www.pathagar.com

চণ্ডালিনীরূপে? নাকি শান্ত পুতুল রূপে। মধুর বচনে কথা বলবে, নাকি আক্রোশে ফেটে পড়বে। পান্না নানা কল্পনায় তালগোল হারিয়ে ফেলছে। প্রভুভক্ত ব্লাকডায়মন্ড ইচ্ছানুরূপেই ছুটে চলছে, কোনো প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। কোথাও থেমে ঘোড়াটাকে আদর করবে সে সুযোগও পাচ্ছে না। কখন মেঘনা নদী পার হবে, সে চিন্তায় অস্থির। সামনে আরও গ্রাম ও নদী রয়েছে, ওগুলো অতিক্রম করে মেঘনা নদীর পাড়ে পৌঁছবে।

ঊর্ধ্বাকাশ নির্মল, কিন্তু নদীর ধারে হালকা কুয়াশা বিরাজমান, ফলে তারাগুলো ছোট্ট দেখাচ্ছে। সময় গড়াচ্ছে, তারকা রাশি সরছে। পূর্বে দেখা নক্ষত্রগুলো পশ্চিমাকাশে হেলছে। নতুন তারার আগমনে প্রকৃতির মুকুট আরও অপরূপ দেখাচ্ছে।

আঁকাবাঁকা সারিসারি গ্রাম ঘুরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর ছোট নদীটি পেরিয়ে আবার ছুটতে লাগলো। নিশাচর পাখির ঝাঁক কিচিরমিচির শব্দ করে ক্ষণেক্ষণে উড়ে যাচ্ছে। অনুমান ঠিক হলো, সামনেই মেঘনা নদী। আকাশের নক্ষত্রগুলো বলছে, তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে দণ্ডকাল পূর্বেই। কী সৌভাগ্য, রাতের আঁধারেই বিশাল নদীটি পার হবো।

প্রতিনিয়ত প্রকৃতির খেলা প্রকৃতিই খেলে, প্রাণী বুঝে অন্তরে। শেষরাতে পান্নার পেটে চিনচিন ব্যথা অনুভব হলে বিবেক হেসে কইলো, 'ওহে পান্না, প্রকৃতির চাপ নিরসন করতে হবে, এবার তোমার কঠিন পরীক্ষা, তড়িৎ বুদ্ধি খাটাও সমস্যা সমাধান কর। বিলম্বে কাল হবে। যতই দেরী হবে, ততই বিপদে বাড়বে।' পান্নাও ঝটিকায় সংকল্প নিলো, এখনই মলত্যাগের উত্তম সময়। বিধি যা করেন তা বান্দাবান্দির ভালোর জন্যেই করেন। আগ্নেয়াস্ত্র ও বসনগুলো ঝটপট জিনের সঙ্গে বেঁধে মনে মনে ভাবলো, এগুলো গাত্রে থাকলে সাঁতারে ব্যাঘাত ঘটবে। পরিশেষে নিজেও মরবে, ঘোড়াটাকে মারবে। তার চেয়ে অন্তর্বাসে সাঁতার কাটাই ভালো, নির্বিঘ্নে অপর পারে পৌঁছতে পারবে। ডাঙ্গায় উঠানো নৌকার সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে, পান্না অন্তর্বাস খুলে ঘাসছোবড়ার আড়ালে মলত্যাগে মগ্ন, তখনই তারকারাশি খিলখিলে হেসে কইলো, 'ওগো বঙ্গ নন্দিনী, ধনকুবের শরীফ তনয়া; কখনো তো ইংলিশ কমোড ছাড়া মলত্যাগ করনি। এবার বুঝ গ্রাম্য কৃষককূল কিভাবে মাঠপ্রান্তরে প্রকৃতির চাপ নিরসন করে।' পান্না ঘাসছোবড়া ধরে ঊর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে দেখলো, নক্ষত্রগুলো

www.pathagar.com

মিটিমিটি হাসছে, সির-সির বাতাসে স্তব্ধ রজনী অপূর্ব লাগছে। কুজ্‌ঝটিকা কারণে দূরের গ্রামগুলো পাহাড়ের মতো কালো দেখাচ্ছে। নিশাচর পাখি ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। আকাশের দিগন্ত বিস্তৃত তারকাখচিত মুকুটখানা অপূর্ব লাগছে। অনন্তকাল দেখলেও দৃষ্টি ফিরবে না। নিরিবিলি পরিবেশে যতই দেখছে, ততই অন্তর ভরছে। ক্ষণেক্ষণে পাখির ঝাঁক কুককুক শব্দে দূরপ্রান্তে ছুটছে, তখনি সাম্পানওয়ালার দরাজকণ্ঠে নদীর মাঝ হতে পল্লিগীত ভেসে এলো।

ও দয়াল গোঁসাই
তোমায় বুঝার শক্তি নাই
কত লীলা রেখেছো দুনিয়া বোঝাই ॥
ঐ সাগরের জল বাতাসে উড়ে
আছড়ে পড়ে পাহাড় গাঁয়ে
ঐ না পানি গড়ায় গাঙ্গে
ভবের মৃত্তিকা ভাসাই
ও দয়াল গোঁসাই
তোমার লীলা দুনিয়া বোঝাই ॥
বৃষ্টির জলে পঙ্কিল ধুয়ে
যায় যে চলে স্রোতে ভেসে
কোথাকার জল কোথায় পড়ে
বান্দার বুঝার উপায় নাই ॥
তোঁমার লীলার অন্ত নাই
আরে ও দয়াল গোঁসাই
কত লীলা রেখেছো দুনিয়া বোঝাই ॥
ও দয়াল গোঁসাই---

স্রোতবহার বুকে মাঝির ভাটিয়ালী সুর দু'কূলেই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। মলত্যাগে পান্নার শরীর ঝরঝরে অনুভূত হলে বিবেক বলল, 'পান্না, এখন তোমার সাঁতার কাটতে অসুবিধা হবে না।'

www.pathagar.com

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

পূর্বাকাশের শুকতারা জ্বলজ্বল করছে, অনতিদূর ঝাঁটাওয়ালা ধূমকেতুও আলো ছড়াচ্ছে। যামিনীর শেষ প্রহর। কী অপূর্ব প্রকৃতির শোভা আকাশ মুকুটে, সর্বক্ষণ দেখতে ইচ্ছা করছে। ঐ দিগন্ত বিস্তৃত নক্ষত্রমালা, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। চন্দ্র, সূর্য ইলার দু'প্রান্তে দু'টুই অদৃশ্য; ফলে নদীতে ভাটা। পান্না ঢেউবিহীন স্রোতবহায় ঘোড়াকে পানিতে নামাল কিন্তু জলপান করতে দিলো না। সাঁতার জলে নামিয়ে নিজেই অগ্রে সাঁতরিয়ে চললো, একটুও ভয় পেল না। কেয়া আহাম্মদের গড়ানো দুহিতা সর্ববিষয়ে পারদর্শী। সাঁতার প্রশিক্ষণে শিখেছে বাংলার নদ-নদীতে, এমনকি বঙ্গোপসাগরে অক্টোপাস, কুমির, হাঙ্গর কিছুই নেই। অনেক দিনের অনভ্যাস, তবুও সাঁতার কাটতে অসুবিধা হচ্ছে না। পান্নার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে ওর কালোঘোড়াটিও সাঁতরাচ্ছে, একটুও প্রতিবাদ করেনি। প্রায় ঘন্টাখানি সাঁতরিয়ে তীরে পৌঁছে অজুগোসল সেরে সিক্তবস্ত্রই পরিধান করলো।

তখনই পূর্বদিগন্তে আলো ফুটছে, দূর হতে আযান ধ্বনি ভেসে এলে পান্না মনে মনে ভাবলো, ভাগ্যসুপ্রসন্ন সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালনের সময় হয়েছে। এখনই নামাজ আদায় করতে হবে। কী চমৎকার ধরণীর পরিবেশ চতুর্দিকে নিস্তব্ধ নিশাচর পাখির কোলাহল ছাড়া সাড়াশব্দ নেই; গতানুগতিক কর্মশেষে রজনীও প্রস্থান পথে। এ সময় স্রষ্টার আদেশ পালনই উত্তম কর্ম। সিক্ত বালিতে দাঁড়িয়ে পান্না দু'রাকাত ফজরের ফরজ আদায় শেষে স্রষ্টার প্রতি আরাধনায় কাঁদলো,

'হে আল্লাহ্, অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের মালিক, প্রাণীর প্রাণদাতা, জীবের অন্নদাতা, অন্যায় ক্ষমাকারী ও মৃত্যুদাতা। হে প্রভু, আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিদেরকে প্রতিজ্ঞানুসারেই ক্ষমা করুন, মার্জনা করুন; সৎপথ অনুসারীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিন। সকল প্রাণীর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ্ অতিমহান, নিখুঁত প্রস্তুতকারী, পরম মমতায় তৈরি করেছেন প্রাণী; জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সুদর্শনারূপে পাঠিয়েছেন এ বিশ্বে, অভাব রাখেননি কারো

www.pathagar.com

প্রতি। হে প্রভু! আমায় প্রতিবন্ধী করেননি সে জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অধমাকে শ্রেষ্ঠ ধর্মে দীক্ষিত করেছেন, সেজন্য চিরকৃতজ্ঞ আপনার দরবারে।

হে প্রভু, আপনার প্রতি এ হীনার আরাধনা। এ বান্দিকর্তৃক যেন জীবের ক্ষতি না হয়। হে মালিক, অনন্তবিশ্বমণ্ডল পরিচালক, সর্বোচ্চ গৌরব অহংকারী, মহিমান্বিত পরমেশ্বর। আপনিই সমস্ত কিছুর অন্তর্যামী। আপনার অশেষ রহমতে রক্ষা করুন, মার্জনা করুন এ বান্দির মনের ভ্রান্তি। আপনিই সবজান্তা, আমি কোথা হতে এসেছি, কী করছি, কোথায় যাচ্ছি, সবই আপনি বিদিত।

হে সৃষ্টিকর্তা, আপনার ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করছেন। আমি কি শুদ্ধ, না অশুদ্ধ; সে বিচারক আপনি। আপনার রহমতে পৃথিবীর রূপরসে মানুষ করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন উত্তমস্থানে। মাতা-পিতা ভাই-বোনের আদর সোহাগ হতে বঞ্চিত করেননি। এ ধরার সুখভোগ সকলই দান করেছেন প্রভু, কিছুই কার্পণ্য করনেনি।

হে আল্লাহ্, মহীতে আমি কে, কি আমার পরিচয়, কিছুই বুঝি না। শুধু চাই আপনার করুণা, ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করছি প্রভু, বান্দির প্রতি সহায় হোন। আমি পুরুষশাসিত সমাজের অবলা নারী, রূপযৌবন নিয়ে রাতের আঁধারে বেরোনো অনুচিত হয়েছে, আমার ভুল বুঝেছি প্রভু, আমায় রক্ষা করুন, ক্ষমা করুন।

হে অধীশ্বর, মিনতি করছি; জীবদ্দশায় জৈব আবেগে ছুটন্ত রক্তের চাপে যেন কোনো অঘটন না ঘটে; সে কামনাই করছি, হে অধিপ।

হে প্রতিপালক, অনন্ত বিশ্বের অধিপতি, ক্ষিতির প্রাণিকূলের পাপ মার্জনাকারী, রহমত করুন। হে শান্তিময় অনন্ত বিশ্বের কর্ণধার, আমার পালক মাতাপিতার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তাদের সকল পাপ মার্জনা করুন; তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমি জানি না প্রভু, তারা এখন কেমন আছেন, তাদের অন্তরে শান্তির বাণী পৌঁছে দিন; তারা যেন ব্যাকুল না হন।

হে রাজাধিরাজ অধিপতি! আপনার বিশ্বমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম এ জগতের সূচাগ্র পরিমাণ বাংলাভূমি কত সুন্দররূপে মনোরম পরিবেশে গঠন করেছেন, আপনার মহান করুণাবশে রক্ষা করুন বাংলাভাষার এ পবিত্র ভূমিটুকু। দৃষ্টিনন্দন বিচিত্ররূপী পাহাড় অরণ্য সাগরবেষ্টিত সুজলা সুফলা নদীমাতৃক শস্যশ্যামল প্রাচুর্যময় ধনভাণ্ডার রক্ষা করুন। বিনয়যুক্তে আরাধনা করছি হে মহীশ্বও, পূর্ণবাংলার বিচ্ছিন্ন এ অংশটুকু বাংলাদেশ নামে বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্রের নরনারীদেরকে সুবুদ্ধি দান করুন। আরো বিনয় করছি প্রভু, বিচ্ছিন্ন অন্যান্য বাংলার প্রতি আপনার খাস রহমত বর্ষণ হোক।

www.pathagar.com

হে আল্লাহ্ শত্রুপক্ষ বাংলাদেশকে আবার গ্রাস করার চেষ্টায় তৎপর, বাংলাদেশের আকাশে আজ শত্রু নিঃশ্বাসের গন্ধ। তারা বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গার লক্ষ্যে তরুণ সমাজে নেশাযুক্ত বিষ ছড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুসলিম আকিদা মুছে ফেলার জন্য বিদেশী চক্র উঠে পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন ধর্মে রেষারেষির আগুন উসকে দিচ্ছে। সেই ১৭৫৭ সালে যে কু-চক্রী শত্রুরা ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের কারণে ১৯০ বছর গোলামী করে স্বাধীন হলেও সেই শত্রুরা আবার ছোবল মারার পাঁয়তারা করছে। হে আল্লাহ্, রক্ষা করুন বাংলাদেশের নরম মাটির মানুষদেরকে। দাঁত ভেঙে দিন কুচক্রী নায়কদের। আমরা যেন সকল ধর্মের লোকজন এই সুজলা সুফলা উর্বর জমিতে একত্রে বসবাস করতে পারি জানাচ্ছি সে আরতি।

হে আল্লাহ্! জয় জয়কারে ভূষিত করুন, বাংলাদেশের নাগরিকদের নাগরিকত্ব। সদা শান্তির মেলা বসুক বাংলার পল্লির ঘরে ঘরে, নবান্ন উৎসবে মাতোয়ারা হোক বাংলামায়ের বুকাংশ বাংলাদেশে, বিভেদ সৃষ্টি না হোক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সৎবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করুন। হে দয়াময়, করুণা করুন, রহমত করুন, অধম বাঙালিদেরকে। এ বান্দি মিনতিযোগে প্রার্থনা করছি, হে অধিপ।

হে আল্লাহ্! এ কলঙ্কময় বান্দির গোস্তাকী ক্ষমা করুন, সঠিক পথে চালিত করুন এ অবলা নারীকে, আপনিই সৃষ্টিকর্তা; রহমতকারী সর্বোচ্চ অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্।'

– আমিন।

অশ্রুসিক্ত নেত্রে প্রার্থনা শেষে উঠে দাঁড়াতেই ঘোড়ার বিপদ সঙ্কেতে সামনে দৃষ্টি পড়ার সঙ্গেই ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠলো বটে, কিন্তু লাগাম টানতে সময় পেল না। তার পূর্বেই অপরপক্ষ অস্ত্রের নিশানা তাক করেছে। অল্পবয়স হলেও পিতার নিকট যা শিখেছে, সে আলোকে ঘোড়ার লাগাম ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। এক চক্ষে স্থিরদৃষ্টি, অপর অক্ষে সুযোগ সন্ধান লক্ষ্য, চেয়ে দেখলো দু'জন পুলিশ খিস্তি করে তার দিকে এগিয়ে আসছে, ওদের সঙ্গে সেই চোর বেচারাও রয়েছে। ওদের আচরণে আশ্চর্য হয়ে পান্না মনে মনে ভাবলো, এতদূর পর্যন্ত পুলিশ ধাওয়া করবে, সে চিন্তা মাথায় আসেনি। নানাবিধ কল্পনা মনে উঁকি দিলেও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো না, সুযোগের অপেক্ষায় রইলো। নিশ্চলভাবে আইন প্রয়োগকারীর খিস্তিবাক্য শ্রবণ করছে, 'শালে হারামজাদির বাচ্চা! তোর জন্যে প্রমোশন হারিয়েছি, আজব জায়গায় বদলি হয়েছি, আজ তোকে ছিঁড়ে ফেলবো।

www.pathagar.com

কিছুতেই ছাড়বো না, মনের রাগ মিটাবো। শালী কুত্তিকা বাচ্চা, সিয়ানা নায়িকা, ঘোড়া নিয়ে শহরে ঘুরে পুলিশের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে শিকার ছিনিয়ে নিয়েছো। কত সাহস হারামজাদা বেটীর, পুলিশের সঙ্গে পাল্লা দেয়। আজ তোকে বুঝাব জন্মমৃত্যু কাকে বলে, আজ রেহাই নেই, কেউ বাঁচাতে আসবে না। জানোয়ারের ছাও, চুপিচুপি গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছিলে, পুলিশকে এতই হাবা ভাবছো। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে উত্তপ্ত করেছো, সরকারকে আঙ্গুল দেখাচ্ছ। তুমি তাদের ভাগে পড়বে না; আমার শিকার রূপেই জীবন শেষ হবে। সিয়ানা কুত্তিকা বাচ্চা! তোমার চেয়ে পুলিশ যে বেশি চালাক তা এবার নিশ্চয় বুঝেছো। কত নির্বোধ ধুরন্ধর তুমি, পথিমধ্যে চোরকে সাহায্য করে পুলিশের জন্য চিহ্ন রেখেছো। ভালোই করেছিলে নচ্ছার মাগি; নৌকার সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিজে মলত্যাগ করেছো, অশ্বেও বিষ্ঠা ফেলেছে, নিজে সাঁতরিয়েছো নৌকা ব্যবহার করনি। কত আহাম্মকের জাত তুমি; হারামজাদার বেটী নাগরের খুঁজে কোথায় যাচ্ছ? সে আশায় গোড়েবালি, জীবনে আর কারো সান্নিধ্য পাবে না, এখন তুমি অন্যজগতের বাসিন্দা। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে টেক্কা দেয়া সহজ মনে করছিলে? এবার জেলের ঘানি টেনে বুঝবে তার মজা, মানুষ হত্যার শাস্তি কতদূর গড়ায়। তার পূর্বে বসে'র ও আমার মনোরঞ্জনে...'

উগ্রপুলিশ বাক্য শেষ করতে পারলো না, ঘটনার মর্ম বুঝে রাতকর্মী লুকানো খন্তা পুলিশের মাথায় ঢুকিয়ে দিলো। কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়ে পান্নাও অপর পুলিশের উপর ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। হতচ্ছাড়া গুলি ছোড়ারও সময় পেল না। পান্না ঘুরে ঘুরে চাবুক পেটালে চোর বেটাও দাঁড়িয়ে রইলো না, পুলিশের বন্দুক নিয়ে পুলিশের মাথায় বাড়িয়ে মাটিতে থেতলিয়ে দিলো। মাত্র ক্ষুদ্রমুহূর্তে সরকারি চাকর নামের হায়েনা দু'টি চিরতরে প্রাণ হারালো। ঐ চোর বেচারা ক্লান্তিতে স্থির থাকতে পারলো না, বালিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো।

ত্বরিত বেগে পান্নার সংবিৎ ফিরলে চোরকে বলল, 'এই যে রাতকর্মী ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে মরা পুলিশের লাশ পাহারা দিয়ে লাভ নেই, অযথা দেরী করলে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। তাড়াতাড়ি সটকে পড়ুন। ঐ দেখুন, আকাশে শকুন উড়ছে, এক্ষুণি নিচে নামবে, মানুষের দৃষ্টি পড়বে, আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান। যাবার আগে নৌকাটা জলে ভাসিয়ে লোকসমাজে মিশুন।' চোরের প্রতি গলার হার নিক্ষেপ করে বলল, 'এই যে ভাইয়া আপনার উপহার; ইজ্জৎ রক্ষা করেছেন প্রতিদানে কিছুই দিতে পারলাম না। এই নিন সামান্য অর্ঘ, যদি সম্ভব হয়...'

www.pathagar.com

তখনই পান্নার মনে পড়লো, তন্বীর মায়ের উপদেশ, 'উপকারীর প্রতিদানে কাউকে কাছে টেনে নিও না, শত্রুর রূপ নিবে।' তাই সহসা বাক্য ঘুরিয়ে বলল, '...এক্ষুণি সরে পড়ুন।'

একটু থেমে আবার ভাবলো, 'হায়রে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর ঠ্যাংগাড়ে বাহিনী; যে বিদ্যা প্রদর্শন করলে, তা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করলে করদাতারা উপকৃত হতো।' তক্ষুণি তন্বীর দাদার টিপ্পনি বাক্য স্মরণ হলো, 'এদেশে বর্ণিল প্রজাপতি খাদক কালো ফিঙ্গের অভাব নেই।'

অবাঞ্ছিত জঞ্জালময় পরিবেশ পিছনে ফেলে বালির চরের জলাধারে নেমে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন মুছে অচিরেই খাড়াই পাড়ে উঠে দেখলো, পূর্ব গগনের অন্ধকার ভেদ করে রক্তাক্ত সূর্যের উন্মেষ ঘটেছে। ভাস্কর ধীরে ধীরে রক্তমাখা অগ্নিগোলক গাত্র উন্মোচন করলে রক্তভেজা মার্তণ্ড দেখে পান্নার হৃদয় ধকধক করে উঠলো। আজকের দিবাকর এত রক্তাক্ত কেন? অদিতির বুকে এতো সোনালী আবরণ কেন? দূর হতে মনে হচ্ছে ঐ রক্তাক্ত চৌবাচ্চা হতে গায়ে রক্ত মেখে সূর্য করুণ নয়নে তাকাচ্ছে। পূর্ব আকাশের উদীয়মান রক্তাক্ত ভানু দেখে পান্নার হৃদয় ঝেঁকে উঠলো, দিবার প্রথমেই রক্তবন্যা মাড়িয়ে রক্তরবি সামনে রেখে রক্ত ঝঙ্কারে ছুটে চলছি।

হায়রে মানুষের ভাগ্য, কখন কী ঘটে কেউ জানে না। টিলা নালা পেড়িয়ে নদীর পাড় ঘেঁষে পান্না যতই চলছে, ততই অজানা দৃশ্য চোখে পড়ছে; নানা কল্পনা হৃদয়ে জড়ো হচ্ছে। আজ ৩০শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল বসন্তের শেষ দিন। ভোরে হাল্কা কুঝ্জটিকা বিরাজমান, সে কূয়াশা ফাঁকে ঊষা বসুধা পানে চেয়ে ক্ষণেক্ষণে হাসছে। উদীয়মান মিহিরতাপে রক্তিমাভা বিলীন হলে ধরণীকে উজ্জল আলো উপহার দিচ্ছে। তপন তাপে ইলার প্রাণিকূলে চঞ্চলতা ফিরছে। পবন প্রবাহে কূয়াশা দূরীভূত হলে বৃক্ষের পত্রপল্লবে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। সে সঙ্গে ফুলেল ঘ্রাণ ছড়িয়ে প্রাণীকূলকে উদাস করছে। শিশিরসিক্ত হরিৎপত্র তমালশাখায় বিহঙ্গকূল নেচে গেয়ে মাতনে মাতছে। চিরাচরিত ধারায় কর্মতাগিদে মানবসন্তানগুলো ব্যস্ততায় দৌড়াচ্ছে। দিবাহারী পশু-পাখি আহার সন্ধানে দিগ্‌বিদিক ছুটছে।

গত আট ঘণ্টার ঘটনাবলি বুকে নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঝলমলিত ঊষার আলোয় ধরণীর বুকে চেয়ে দেখলো, কর্মব্যস্ত বৈশ্যগণ নিজ নিজ কর্তব্যে চলছে। গরুর পালের সঙ্গে চাষির কাঁধে লাঙ্গল, জেলের মাথে জালসহ মাছের খাড়ি, খেয়া পারের মাঝি যাচ্ছে কাঁধে লগি বৈঠা নিয়ে; এরা ক্ষুদপিপাসায়

www.pathagar.com

জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। কর্মব্যস্ত বৈশ্যগণ নিজ নিজ পথে চলছে কিন্তু বিপত্তি ঘটছে পুরুষবেশী ঘোড়সোয়ারী পান্নার বেলায়। সে কখনো নদীর পাড় ঘেঁষে, কখনো আবাসগৃহের সম্মুখ দিয়ে, একেবেঁকে দোঁয়াশ মাটির উঁচুনিচু খানাখন্দ পেরিয়ে ঢালুপথে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে। বিচলিত হচ্ছে উন্মাদনা প্রাণের ঝঙ্কারে, ঐ আবেগিত হৃদয়ে ঝড়োরক্তের টানে যাচ্ছে, যেতে হবে–যাবেই। চঞ্চল হৃদয়ে শীতল অনিল গায়ে মেখে আকাশকুসুম ভাবচ্ছে, যতই ভাবছে, ততই নিজেকে হারিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছে।

চলন্ত পথে ঘোড়ায় বসে নলখাগড়ার আড়ালে দেখলো গ্রাম্যবেনিয়া বেচাকেনার উদ্দেশ্যে রকমারি সামগ্রী ডিঙ্গি নৌকায় সাজাচ্ছে। কর্মব্যস্ত স্বামীর পিছনে বেনিয়াবধূ আহারপাত্র হাতে নিয়ে স্বামীর কর্মকাণ্ড অবলোকন করছে। অপেক্ষিত ঐ কূলনারীকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা পতিভক্তি প্রেমাসিক্ত সৌষ্ঠবীকে দেখে পান্নার হৃদয়ে নারীত্বের দোল দিলে বিমূঢ় হয়ে পড়লো। আত্মমুগ্ধে স্বীকার পেল, ঐ প্রেমময়ীদের জীবন কত স্বচ্ছ! কত সুন্দর! কত মধুময়। দরিদ্র হলেও ওরা চমৎকার জীবনধারী, গ্রাম্য বেনিয়া হলেও উচ্চমার্গের নরনারী।

চমৎকার প্রেমময় দৃশ্যদর্শনে পান্না বিমূঢ় হয়ে পড়লে ক্ষণিকেই নিজেকে হারালো, ভুলে গেল কর্তব্য। লোহমাংসাসী নারীতত্ত্বের প্রেমাকাঙ্ক্ষি অক্ষিতে চেয়ে দেখলো সনাতনী বেনিয়া ভার্যাকে। তৎপর যৌবনী কল্পনায় হারালো বেনিয়া বধূরূপে, অপেক্ষিত রইলো প্রিয়তমের প্রেমনিবেদন আশে, দণ্ডায়মান রইলো অচৈতন্যকাল পর্যন্ত।

www.pathagar.com

ত্রিংশ অধ্যায়

চার বান্ধবী ভ্রমণে যাবে, সে নেশায় নীলার ঘুম হয়নি। শেষ রাতে যতটুকু ঘুমিয়েছে তাতে শরীর সহজ না হলেও ভ্রমণে ব্যাঘাত ঘটবে না। প্রাতে প্রকৃতির চাপে সাড়া দেবার কালে টেবিলের নিচে টেলিফোনের রিসিভার দেখে অক্ষিতে বিস্ময় ঘটলো। প্রকৃতির চাপ নিরসনকালে স্নায়ুতে ঘোরপাক খাচ্ছে, কে কখন টেলিফোন করছিল? তা স্মৃতিতে খুঁজে পাচ্ছে না। অবশেষে মনে পড়লো– তন্দ্রাকালে আলাপ হয়েছিল, কী আলাপ হয়েছিল, তা মনে নেই। শুধু মনে আছে, 'তোদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি।' বাকিগুলো স্মৃতির বাইরে। বেশিক্ষণ চিন্তা না করে নীলা ভাবলো, পান্না দিন দিন ফাজিল হচ্ছে। অসময় জ্বালাতন করে, দাঁড়াও নচ্ছার মজা দেখাচ্ছি। পান্নার নাম্বারে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হলে শরীফ সাহেবের নাম্বারে সংকেত দেয়া মাত্রই কেয়া আহম্মদের কণ্ঠস্বর শুনে বলল, 'আন্টি, নীলা বলছি, পান্নাকে পাচ্ছি না, দয়া করে ওকে ডেকে দিবেন?' কেয়া আহাম্মদ জিজ্ঞাসিলেন, 'কে-গো মা?'

ঃ 'আন্টি! আমি নীলা বলছি।'

ঃ 'তা বুঝলাম, ওকে কিছু বলতে হবে।'

ঃ 'না আন্টি, তেমন কিছু না। শুধু আপনার হাতের নাস্তা খাবার ইচ্ছা, সে খবর দেয়ার জন্যে।'

ঃ 'আরে পাগলী, নাস্তা কেনো, সারাদিন খাবে। যত খাবে, তত দেব। এখনই তো খাওয়ার বয়স। অহঃ! ভুলে গিয়েছি, তুমি পান্নাকে ডাকতে বলেছিলে, দাঁড়াও বাপু ডেকে দিচ্ছি।'

কন্যাকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে সাড়াশব্দ না পেয়ে কেয়া আহাম্মদ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখলেন পালঙ্ক শূন্য, গোসলখানা উদাম। জানালায় উঁকি দেবার কালে নজরে পড়লো পুতুলে চাপা দেয়া একখানা কাগজ। তা দেখে অক্ষিতে বিস্ময়! এখানে তো এ পুতুল থাকার কথা নয়। তাচ্ছিল্যে পুতুল তুলে চেয়ে দেখলেন, তাকেই লেখা--।

www.pathagar.com

কেয়া আহাম্মদের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়লো, হারালেন কর্মশক্তি, অসাড় হলো দেহখানা। কোন রকমে নিজেকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে স্বামীর উপর আঁচড়ে পড়লেন। আকুতি কণ্ঠে কইলেন, 'ও গো, শোনছো! ও চলে গেছে।' ঘুম জড়ানো মস্তিষ্কে শরীফ সাহেব অনুভব করলেন, কিছু একটা ঘটছে; কী ঘটেছে বুঝতে পারছেন না। ভর্ৎসনায় জায়াকে বললেন, 'আহঃ! কী বলছো কেয়া।' কেয়া আহাম্মদ স্বামীকে ঝেঁকে বললেন, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাই হয়েছে; এই দেখ ওর লেখা।'

ঘুমক্লান্ত দেহখানি টেনে তুলে সোজা হয়ে বসলেন। ভার্যার হাতের চিরকুটটা পড়ে পাগলের ন্যায় লাফিয়ে উঠলেন। পাশে চেয়ে দেখলেন ঝুলানো শটগানটি নেই। চাবির ছড়াসহ রিভলভারটিও উধাও। ক্ষণিকেই ঘাম ঝরতে লাগলো, মস্তিষ্ক হলো উত্তপ্ত। ত্বরা কম্পিউটার কামরায় প্রবেশ করে দেখলেন উহাতে বিদ্যুৎ সংযুক্ত। বোতাম টিপতেই কম্পিউটার সক্রিয় হলো, মাউস নাড়লেই মনিটরের পর্দায় পান্না নামক ফাইলটি ভেসে উঠলো। হঠাৎ মাথায় হাত রেখে বসে পড়লেন, বুঝতে দেরী হলো না ঘটনার মর্ম। কেয়া আহাম্মদকে ধরে পান্নার কামরায় ঢুকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

এবার ভুলকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ক্লান্ত শরীর শীতল হলে নিচে নেমে দেখলেন গাড়িগুলো যথাস্থানে রয়েছে। আস্তাবলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, পান্না কালোঘোড়ার সোয়ারী হয়েছে। লাল ও সাদা ঘোড়া বাগানে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। উদ্বিগ্নে স্মরণ হলো, কুষ্ঠি জানার পর ওর চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। ও তাই করছে, চলে না গেলে নির্বোধের পরিচয় দিত। চতুর রক্তের বংশধর, যান্ত্রিক যানের ঝুঁকি নেয়নি। নৈশপ্রহরীকে ডাকলে সে এসে বলল, 'স্যার অন্যায় হয়েছে, ঝিমুচ্ছিলাম। আপা আপনার চাবিছড়া নিয়েই ফটক খুলে বেরিয়েছে, বাধা দেয়ার সুযোগ পাইনি।'

কর্তা চাকরকে শাসন না করে বললেন, 'ঝিমুচ্ছিলে ভালোই করছিলে, তবে বাধা দিয়ে লাভ হতো না; প্রয়োজনে ফেলে যেতো।' নিজের কামরায় পৌঁছে দেখলেন তখনো ভার্যা অশ্রুবিসর্জন মত্ত। জায়াকে কাঁদতে দেখে শরীফ সাহেব ভাবলেন, 'কেয়া যদি পান্নার জীবনবৃত্তান্ত পুরোটা জানতো, তাহলে আরও ভেঙে পড়তো। তিনি যে ভেঙে পড়েননি তা নয়, মনের ব্যথা মনে রেখে পোশাক পরিধানে ব্যস্ত হলেন।

আঙ্গিনায় গাড়ির শব্দ পেয়ে শরীফ সাহেব বুঝলেন কেউ এসেছে। পান্না আসেনি জেনেও জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, কয়েকজন ছেলেমেয়ে চিৎকার

www.pathagar.com

করছে, 'আন্টি, আপনারা কৈ, কী হয়েছে আপনাদের; টেলিফোন রেখে দিলেন কেন। আন্টি, আপনি কৈ, পান্না কৈ?'

তন্বী পান্নার কামরা খুঁজে কাউকে না পেয়ে শরীফ সাহেবের কামরায় ঢুকে দেখলো কেয়া আহাম্মদ আঁচল মোড়ে নীরবে কাঁদছেন। শরীফ সাহেব কাপড় পরে কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র ঝোলাচ্ছেন। তন্বী কেয়া আহাম্মদকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আন্টি! পান্না কৈ? আপনি কিছু বলছেন না কেন, কী হয়েছে আপনাদের?'

কেয়া আহাম্মদ মুখে কিছুই বললেন না, তন্বীর হাতে চিরকুট দিয়ে বললেন, 'ঐখানে।' চিরকুটের ভাঁজ খুললে, তন্বীর চোখে পড়লো, 'মাগো–চলে যাচ্ছি----।'

তন্বী বিচলিত কণ্ঠে বলল, 'এগুলো কী লিখছে পান্না, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কেয়া আহাম্মদ মুখে কিছু বললেন না। ললাট চাপড়িয়ে আহাজারী করলেন। ততক্ষণে শরীফ সাহেব উভয় পকেটে অনেকগুলো কাগজের মুদ্রার গুচ্ছ গুঁজে তন্বীকে বললেন, 'তন্বী! পান্না ঠিকই করেছে, ওর পক্ষে এটাই সম্ভব ছিল। ও এটা না করলে বোকামি হতো। আমি এক্ষুণই ওর খুঁজে যাচ্ছি, দেরী হলে ক্ষতি হবে অনেক; সে ক্ষতির পূরণ হবে না।' তন্বী ব্যাপারটি না বুঝে শরীফ সাহেবকে বলল, 'পান্না কোথায় গিয়েছে আঙ্কেল?' 'সে অনেক দূর, ঐ জামশেদপুর।' জামশেদপুরের কথা শুনে তন্বী বলল, 'আমরাও যাবো।'

এবার শরীফ সাহেব ক্ষেপে বললেন, 'তোমরা কেন আমাদের মাঝে ঢুকছো?' ধমক খেয়ে তন্বী বলল, 'তবু আমরা যাবো। আজ আমাদের বেড়ানোর দিন ছিল, পান্না যেখানে গিয়েছে, আমরাও সেখানেই যাবো।'

ঝটিকায় শরীফ সাহেব বললেন, 'না, আমাদের সঙ্গে না যাওয়াই উচিত। একটু থেমে পরেই আবার বললেন, 'আমি তো বাপু তোমাদেরকে সঙ্গে নিতে পারছি না, কী ভাবে যাবে।'

ঃ 'জি আঙ্কেল, আমরা যেতে পারবো।'

ঃ 'জামশেদপুর চেনো?'

ঃ 'ঠিক চিনি না, তবে অসুবিধা হবে না।'

ঃ 'তবে?'

ঃ 'আমাদের সঙ্গে জামশেদপুরের লোক রয়েছে।'

ঃ 'কে সে?'

ঃ 'পান্নার সাম্প্রতিক বন্ধু।'

www.pathagar.com

ঃ 'কী বললে! আমি তো জানি পান্নার কোনো বন্ধু নেই।'

ঃ 'জি আঙ্কেল, পূর্বে ছিল না, গতকাল হয়েছে। ওর বাড়ীও জামশেদপুর।'

শরীফ সাহেব আর কিছু বললেন না, কামরা হতে বের হবারকালে স্বগতোক্তি করলেন, 'আমি জানি ওর ধমনীতে ক্ষারকের চেয়েও ঝাঁঝালো রক্ত বইছে। আজ ও যেখানে গিয়েছে ও স্থান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করবেই।'

তন্বী ও সাবিনা গাড়িতে এসে মাথায় হাত রেখে চুপ করে বসে পড়লো। শফী সাগর বলল, 'মিস সাবিনা, আমাকে না আনলেই পারতেন; খামোখা অপমান করলেন।' ধীরকণ্ঠে তন্বী বলল, 'মিস্টার সাগর, আপনাদের বাড়ী তো জামশেদপুর, তাই না?'

অন্যদিকে তাকিয়ে সাগর বলল, 'হ্যাঁ! তাতে কী হয়েছে?'

ঃ 'না! তেমন কিছুই হয়নি, তবে বেড়াতে এসেছি, পদ্মার চরে না গিয়ে জামশেদপুর যাবো।'

ঃ 'এ জন্যেই পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে যায় না, অযথা বিরক্ত করে।'

ঃ 'মেয়েদের সঙ্গে এসে বোকা হয়েছেন, এই তো?' নীলার কণ্ঠে ঝঙ্কার।

ঃ না মিস, তা বলিনি, বলেছি, এখানকার বাতাসে কিসের যেন গন্ধ।

ঃ 'দেখেন তো আইন বিশেষজ্ঞ, এটা পড়ে গন্ধের কোন আলামত বুঝা যায় কিনা। তন্বী চিরকুটটি সাগরের হাতে দিলো।'

তখনই শরীফ সাহেব ও কেয়া আহাম্মদ গাড়ি নিয়ে ছুটলে পিছু পিছু শাহেদ ও চুয়া দৌড়ালো কিন্তু ধরতে পারলো না। চুয়া অন্য গাড়ির চাবি এনে দিলে শাহেদও গাড়ি নিয়ে দ্রুত ছুটলো।

তন্বী গাড়োয়ানকে বলল, 'পাইলট ভাইয়া মনে কষ্ট নিবেন না, আমরা বোধ হয় এখানে বিপদে পড়েছি, দয়া করে ওদের পিছু ছুটুন।' সাগর চিরকুট পড়ে বলল, 'এটা কার হাতের লেখা?' সাবিনার সহ্য হলো না, তুরুপ জবাবে কইলো, 'কেন সাহেব, লেখাপড়া কিছু শেখেননি? ওতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখিকার নাম রয়েছে, ওটাও চোখে পড়লো না?'

ঃ 'কি করে চিনবো, ধনীর দুলালীরা কখন কোন মতলবে চলে সে হিসাব কে রাখে।'

ঃ 'সাগর ভাই, হেয়ালী রাখুন; বিপদে পড়েছি। পান্না জামশেদপুর গেছে, চেয়ে দেখুন ওদের পরিবারও হন্যে হয়ে ছুটছে; আমরাও যাবো। আপনাকেও

www.pathagar.com

আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' ততক্ষণেই সামনের যান দু'টি নিমিষেই উধাও হলে সাবিনা তাড়া দিয়ে কইলো, 'সাগর ভাই, বিলম্ব করবেন না, দেরী হলে নিশানা হারাবো।'

ঃ 'নিশানা হারাবো কেন, জামশেদপুর তো আমার জন্মস্থান, কিন্তু পান্না ওখানে কেন?'

ঃ 'আমরাও কিছু বুঝিনি, তবে জেনেছি পান্না জামশেদপুরই গেছে, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে।'

ঃ 'তাই চলুন, অজানা রহস্য খুঁজে বেড়াই। বনভোজন করতে এসে গোয়েন্দাগিরী করি। কিন্তু পান্না ওখানে যাবে কেন?'

ঃ 'গেলেই বুঝবেন। জামশেদপুরে শুধু আপনার বাড়ী নেই, আরও লোকজনের আবাস রয়েছে।'

ঃ 'চিরকুটে তো অন্য রকম লেখা।'

ঃ 'সবই রহস্য, সাগর ভাই, সবই রহস্য; কিছুই বুঝছি না।'

শফী সাগর মুখে কিছুই বলল না, বেগবৃদ্ধি যন্ত্রে পা রাখলে ঝটিকায় গাড়িখানা লাফিয়ে ছুটলো।

www.pathagar.com

একত্রিংশ অধ্যায়

ঘোড়ার খুরের শব্দে রূপবতী বেনিয়াবধূ পতিকে জাপটে ধরলো, কিন্তু বেনিয়া বাবু কিছুই না বুঝে ডাঙ্গার পানে তাকিয়ে বিস্মিত হলো। ততক্ষণে পান্নার গোড়ালির আঘাতে ব্লাকডায়মন্ড সটকে পড়েছে।

ঘোড়সোয়ারী দোঁয়াশ মাটির কাঁচা পথে দুলকি চালে চলছে। কালো রঙ্গের সুদর্শন স্ট্যালিয়ান ঘোড়ায় পদ্মফুলের ন্যায় সোয়ারী দেখে গ্রামের লোকজন আড়ষ্ট, তারা যেন কখনো ঘোড়া দেখেনি। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে জমিদার বাবুরা ঘোড়ায় চড়ে চলফেরা করতো, এখন তা আর নেই বললেই চলে। তাই গ্রামের লোকজন বড় আকৃতির কালোঘোড়ায় তাগড়া সোয়ারী দেখে উল্লসিত।

ছুটন্তপথে যতই সময় গড়াচ্ছে, দেহের শত্রু ততই তাগিদ দিচ্ছে; পেটের ক্ষুধায় স্নায়ু শক্তি হারাচ্ছে। ক্ষণেক্ষণে মাথা ঝিমঝিম করছে। চলন্ত ঘোড়সোয়ারী অন্ধকারে ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে দিবার প্রথম ভাগেই খিদের তাড়নায় অস্থির। কোথায় আহার মিলবে তা নিয়তি জানে। সঙ্গে টাকা পয়সা কিছুই নেই, যা একটি স্বর্ণের হার ছিল তাও রাতকর্মীকে উপহার দিয়েছে। উদর যন্ত্রণার শত্রুকে অঞ্জলি ভরে পানি দিলেও চলবে, কিন্তু বাহনের পেটে দানাপানি ঘাস যাই হোক একটা কিছু দিতেই হবে। গত কয়েক ঘন্টা টানা পরিশ্রম করেছে, এখন ওর পেটে খিদের প্রকোপ বেশি, আহার না পেলে শাসন অমান্য করতে পারে, তাতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। ঘোড়াটার ব্যবহারে পান্না আশ্চর্য, মধ্যরাত হতে জেগে মাঠে প্রান্তরে ছুটে এবং নদী সাঁতরিয়ে প্রায় ষাট কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেও শাসন মেনে চলছে। আর কতক্ষণ মানবে। খিদের তাড়নায় বেঁকে দাঁড়ালে নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট হবে। তার পূর্বেই আহার দেওয়া প্রয়োজন। রাস্তার পাশে ঘাস খাওয়ালে লোকজন জড়ো হবে, নানাবিধ প্রশ্ন ছুঁড়বে; তাই অচেনা পথে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। পিছনে শত্রুও থাকতে পারে।

হায়রে জীবের আজন্ম শত্রু উদর; তোমার তাড়নায় বিশ্বজগতের প্রাণিকূল অস্থির। তোমার চাহিদার প্রকোপ যে কত প্রকট, তা পৃথিবীর সবকিছু ভক্ষণ করলেও সে চাহিদার পূরণ হবার নয়। তুমি ধনী-গরীব, সুখি-দুখী, ছোট-বড়,

www.pathagar.com

হীন ও পরাক্রমশালী প্রত্যেককে সমভাবে তাড়নাকারী। তোমার চাহিদার আক্রমণ কত যে প্রবল, তা কল্পনাতীত। অবনীর প্রতিটি জীব ন্যায় অন্যায় অবজ্ঞা করে সমস্ত শক্তি প্রয়োগে তোমাকে অর্চনা করছে। তুমি ভোজন অর্চনায় খুশি, দেরী হলেই প্রাণীর যজ্ঞ। তুমি উঁচুনিচু ভেদাভেদ শূন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাড়নাকারী। তোমার চাহিদার দৃষ্টি অসীম, যা জীবের অনুধাবণ অসাধ্য। তোমার চাহিদা পূরণে মহীর প্রাণীসমূহ ত্রস্ত।

হে মহাশত্রু উদর, এখন তোমায় কি দিয়ে নিবারণ করি। অতীতকালগুলো কোকিল ছানার ন্যায় অন্য নীড়ে পালিত হয়েছি। কখনো বুঝিনি ক্ষুধার জ্বালা। পরনীড় ছেড়ে স্বীয়রক্ত আকর্ষণে উল্কাবেগে ছুটছি। এখন তোমার আক্রমণে ক্লান্ত, আর কতক্ষণ তোমায় সেবা বিনে টিকতে পারবো; জানি না।

হে বিধাতা, বিগত চব্বিশ বছরে যা শিখিনি, তা কয়েক ঘণ্টায় অর্জন করেছি। এ জীবনে কী পেলাম, কী না পেলাম, সে বুঝ হয়েছে। প্রাণের তাগিদে আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু আপনার নাম কীর্তন শেষে প্রস্থানের ইচ্ছা।

পান্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার ছুটছে, নানাবিধ কল্পনা স্নায়ুতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অন্ধকার রাতে ঘোড়া চালিয়ে দীর্ঘসময় সাঁতরিয়ে ক্লান্ত শরীরে ক্ষুধার তাড়নায় পান্না যত কিছুই ভাবছে, শরীফ সাহেবের পরিবারের কথা বারংবার স্মরণ হচ্ছে; কত মহৎ ঐ ব্যক্তিত্বের অধিকারী শরীফ সাহেব। তিনি চিরঝরা পথকলি কোলে তুলে পিতৃস্নেহে লালন করেছেন। আজীবন সেবা করলেও সে ঋণ পরিশোধের নয়। তাই ক্লান্ত শরীরে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অন্নক্ষুধার যন্ত্রণায় শরীফ পরিবারের বাৎস্যলতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। বারবার অতীত স্মরণে অনুতপ্ত হচ্ছে, বিধি যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

ক্ষুধার যন্ত্রণায় ক্ষণেক্ষণে লম্বা শ্বাস টেনে আকাশকুসুম ভাবছে। স্বীয়কুষ্ঠি না জানলে চিরদিন অকৃতজ্ঞ থাকতাম। উনারা কষ্টার্জিত অন্নবস্ত্র ও সেবা দিয়ে মানুষ করেছেন। তবু রক্তের টানে আশ্রয়দাতার আশ্রয় ছেড়েছি, এ কি মানুষত্ব কর্ম হয়েছে? সত্যি পালক পিতার আশ্রয়স্থল ছেড়ে আসা বোকামি হয়েছে।

একটু বিরত থেকে আবার ভাবলো, আমার রক্তের প্রতি পূর্বরক্তের ব্যক্তিবর্গ যে অবিচার করেছে, সেটাও কি সুবিচার হয়েছিল। আমি কৈফিয়ত জানতে যাচ্ছি, নিশ্চয় অন্যায় কিছুই করিনি। আমি আমার রক্তের নিকট হাজির হবো, রক্তের প্রতি রক্তের অপঘাত বুঝিয়ে দিবো। হে আল্লাহ্, বল দিন, পথচলার শক্তি দিন, অন্নক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব করুন; বিপদে পড়েছি রক্ষা করুন। আমা-কর্তৃক কারো প্রাণের ক্ষতি যেন না হয়। হে আল্লাহ্, আপনিই প্রাণীর বন্ধু।

www.pathagar.com

এখন আর ঘোড়াকে ছুটার তাগিদ দিচ্ছেনা, ব্লাকডায়মন্ড নিজ ইচ্ছায় ধীর কদমে ছুটছে। মেঘনা নদীর পূর্ব পার ঘেঁষে উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্ষণেক্ষণে সাদা বকগুলো ঝাঁক বেঁধে আকাশে উড়ছে। কালো ফিঙ্গে ফড়িং ধরে দ্রুত পালাচ্ছে। শালিক, বুলবুলি ঘাসের ফাঁকে নেচে গেয়ে আহার খুঁজছে। কত চমৎকার প্রকৃতির স্নিগ্ধ মনোরম এই পরিবেশ।

ঘোড়সোয়ারী চলার পথে নদীর কিনারায় বাজার দেখে প্রবেশ করলো। বাজারে ঢুকলেই খিদের তাগিদ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বিক্রেতারা পসরা সাজাচ্ছে, ধীরে ধীরে ক্রেতারাও জড়ো হচ্ছে। বাজারে প্রবেশ করেই ঘোড়ার জিন হতে শটগান পিঠে ঝুলিয়ে রিভলবারের পিধান কোমরে কষে নিলো, গুলির ফিতে আড়াআড়ি ঝুলালো। ধীর কদমে ঘোড়া হাঁটিয়ে বাজার ঘুরে ঘুরে দেখলো, এখনো পুরো জমেনি। তবে মুখরোচক খাদ্যের অভাব নেই, ফলমূল তরিতরকারী বিস্তর কিন্তু ক্রয়ের সামর্থ্য হীন। তবু উদরের চাহিদা মেটাতে হবে, সে চাহিদা মেটাতে হলে ভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন দরকার। সঙ্গে সঙ্গেই বিবেক তাড়া দিল, ছিঃ পান্না! রাহাজানির চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি উত্তম।

উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে দু'টি চরিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠলো। রাতকর্মী চোর ও সরকারি পুলিশ। ওরা মানব হলেও চরিত্র ভিন্নধর্মী, ওরাও খিদের তাড়নায় ছুটছে; কেউ সফল, কেউ প্রাণ হারিয়ে বিফল।

হায়রে ক্ষুধার জ্বালা মানসম্মান কিছুই বুঝে না। মানবসত্তাকে পশুত্বে পরিণত করছে। গত রাত হতে এক ফোঁটা জলও পেটে পড়েনি। ক্ষুধার তাড়নায় মাথা ঝিমঝিম করছে। বিবেক ধিক্কার দিচ্ছে– ওর চেয়ে ঘোড়া ধৈর্যশালী, এখনো সজি দোকানে হামলা চালায়নি। সোয়ারীর আদেশ অপেক্ষায় অপেক্ষিত। পান্না রিপুকে কঠোরভাবে শাসন করলো– শরীফ সাহেবের পরিবার কি শিক্ষা দিয়েছেন? তাহলে কেন অপকর্ম স্পৃহা। এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। ব্যক্তিত্ব দাপটের চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিই উত্তম।

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বাজারের শেষপ্রান্তে ক্ষুদ্র একটি রুটি দোকানের সামনে দাঁড়ালো। কর্মব্যস্ত দোকানিকে মৃদু স্বরে বলল, 'এই যে ভাইয়া বিপদে পড়েছি, সাহায্য করুন।' ততক্ষণে পান্নার কণ্ঠস্বর দোকানির কর্ণে ঢুকছে, 'এই যে ভাইয়া, এ টাকাগুলো রাখুন, বিপদে কাজে লাগবে।' অকস্মাৎ দোকানি লাফিয়ে বলল, 'কে! কে আপনি? কী চাই?'

পরিচিত কণ্ঠস্বর হলেও সামনে দেখতে পেল উঁচু একটি কালোঘোড়ায় সাদা সোয়ারী বসা। অধিক নিরীক্ষণ করেও বুঝতে পারলো না, ঘোড়সোয়ারী নর কি নারী। দোকানির অবস্থা বুঝে পান্নার বিবেক বলল, 'এখানে কাজ হবে পান্না,

www.pathagar.com

তুমি ঠিক জায়গায় এসেছো।' পান্না আবার বলল, 'ভাইয়া, বিপদে পড়েছি, সাহায্য করুন।'

দোকানি নিশ্চিত হলো ঘোড়সোয়ারীর কণ্ঠ হতেই মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। পান্না আবার বলল, 'ভাইয়া, আমার নিকট টাকা পয়সা কিছুই নাই, কিন্তু ঘোড়াটাকে খাওয়াতে হবে। দয়া করে কিছু ছোলা, বুট, গম ধার দিলে সুযোগ পেলে ফেরত দিবো।' কিন্তু দোকানি কিছুই না বলে পূর্বস্মৃতিতে ফিরে গেল। 'ভাইয়া! এ টাকাগুলো রাখুন বিপদে কাজে লাগবে।'

ক্ষুদ্র পসারী রুটিওয়ালাকে অন্যমনস্ক দেখে পান্না ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে। তখনই দোকানির সংবিৎ ফিরলে চেয়ে দেখলো ঘোড়সোয়ারী চলে যাচ্ছে, অকস্মাৎ চিৎকার করে বলল, 'আপা, যাবেন না। আমি চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। দোকানি দৌড়ে এসে পান্নার সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধস্বরে বলল, 'আপা, আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, আমি কি আপনাকে ফেরত দিতে পারি? আপনি আমার নিকট সাহায্য চেয়েছেন; আমি কি তা না দিয়ে পারি? আপনি আমার দোকানের সামনে আসুন, সবই আপনাকে দিচ্ছি; হাজার অনুরোধ, আপনি আমার দুয়ার থেকে ফেরত যাবেন না। দোহাই আল্লাহ্তায়ালার।'

ক্ষণেই লোকজন ঘিরে দাঁড়ালে জড়ো হলো অনেক, পান্না বুঝতে পারলো সাহায্য না নিয়ে ফেরত যাওয়া অসম্ভব এবং সাহায্যও একান্ত দরকার। এখন ঘোড়ায় বসে থাকা ঠিক হবে না। তাই ঘোড়ার লাগাম টেনে রুটির দোকানের পিছনে এসে জিন খুলে দাঁড়ালে দোকানি চেয়ে দেখলো সবই ভেজা। গামলায় ছোলাবুট ঢেলে বলল, 'আপামণি, আপনি কি নদী সাঁতরিয়েছেন?' পান্না তখন কথা না বলে জিন রোদে শুকাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া, তা পান করার জন্য ভালো পানি আছে কি?' পান্নার প্রতি না চেয়ে ছোট্ট বালকের হাতে জগ দিয়ে বলল, 'ঐ চাপকল থেকে পানি নিয়ে এসো বাবা।' ঘোড়ার জন্য বুট, আটা, চাউল ও লবণপানি মিশিয়ে ঘোড়ার সামনে দিয়ে দোকানি বলল, 'ঘোড়ার যখন খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তা হলে সোয়ারীর পেটও নিশ্চয় ভর্তি নেই, অপেক্ষা করুন; আপনার জন্যেও ব্যবস্থা করছি।' রুটি, চানাবুট, আলুভাজি, ডিমপোচ সামনে দিয়ে বলল, 'আপা এর চেয়ে ভালো খাবার এ বাজারে নেই, ঐ দোকানগুলোতে যা রয়েছে, তা আপনার জন্যে নয়; অন্যদের। এগুলো খেয়ে নিন–আমি দুধ নিয়ে আসছি।'

নিম্নমানের খাবার হলেও টিনের থালা হাতে নিয়ে পান্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলো, হায়রে রক্তের বংশধর, কখনো পশ্চাৎ ফিরে দেখেনি, অন্য নীড়ে মানুষ

www.pathagar.com

হয়েছি, কখনো অভাব অনুভব করিনি, আজ অন্নখিদে খোলা বাজারে বসে বিনে পয়সায় রুটি ভক্ষণ করছি; সম্মানে বাঁধেনি। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া, আজ অবধি কাউকে কিছু দিতে পারিনি, শুধু অন্যের অনুগ্রহে অনুগ্রাহীতা হয়েছি। কত বিচিত্র ভাগ্য আমার। মানবী হয়েও পশুর মতো অসহায়। কত বিচিত্র ধর্ম এ জগতে কেউ কাউকে কিছু না দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে, কেউ সর্বস্ব দান করে কিছুই ফেরত পাচ্ছে না। আবার কেউ কেউ শুধু নিয়েই যাচ্ছে, কখনো দানের হাত প্রসারিত করেনি।

হায়রে বিচিত্ররূপের অদিতি, কেউ ঋণী, কেউ গ্রাহীতা, কেউ দাতা কেউ ভিক্ষুক। সেই সাত বৎসর পূর্বে সামান্য সেবা দিয়েছিলাম, সে সুবাদে আজ প্রতিদান পাচ্ছি। হায়রে নিয়তি, এভবে কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না, শুধু নিয়েই গেলাম।

হায়-রে ভাগ্য! আলুভাজি, ডিমপোচ, কাঁচা আটার রুটি অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করছি। কেয়া আহাম্মদ কত যত্নসহকারে অন্ন ভক্ষণ করিয়েছেন, তৃপ্ত হইনি। তিনি সবকিছু জেনেও কাকরূপে কোকিল ছানাকে সেবা দিয়ে মানুষ করেছেন, তাদেরকে প্রতিদানে কিছুই না দিয়ে চলে এসেছি। কখনো পারবো কি প্রতিদান দিতে। তাদের কাছ থেকে শুধু নিয়েই গেলাম; দিয়ে যেতে সুযোগ পাবো কি?

হায়-রে পুংমানব রক্তের শুক্রাণুজীব, ক্ষিতির বুকে জৈবকর্মধর্মে নিক্ষিপ্ত রক্ত কোথায় এসে ছিটকে পড়েছি। আজ অন্নখিদে হাজারো পুরুষের সামনে বেহায়ার মতো রুটি ভক্ষণ করছি; এ কি আমার নারী জন্মের পরিহাস?

রুটিওয়ালা দুধ এনে দুধের হাঁড়ি উনুনে চেপে ভেজা জিন উল্টিয়ে ঘোড়ার গামলায় পানি ঢেলে বলল, 'আপা, চাইলেও আপনাকে অধিক রুটি দেয়া হবে না। আমি বুঝেছি অনেক দূর হতে এসেছেন, এবং আরও দূরে যাবেন। তাই দুধের ব্যবস্থা করেছি, চিনিও এনেছি সঙ্গে পেটের অসুবিধা হবে না। একটু বসুন, ঘোড়ায় বিশ্রাম নিক, সে ফাঁকে দুধ গরম করে দিচ্ছি।'

আবেগে হাহাকার করে উঠলো পান্নার হৃদয়। হায়-রে কৃতজ্ঞতা! সামান্য উপকার করেছিলাম, তার জন্য এত প্রতিদান, পারলে এক্ষুণি আমার জন্যে ওনার জীবন দিবেন। দোকানির ব্যবহারে পান্নার অন্তর ভরে গেল। আলুভাজি, ডিমপোচ, শুকনো রুটি খেয়ে পান্নার শরীর ঢুলতে লাগলো, একটু দাঁড়িয়ে আবার বসলো। ক্লান্ত শরীরে বারবার মনে পড়ছে কেয়া আহাম্মদের কথা, জানি না তিনি এখন কেমন আছেন। না জানি তিনি কত আহাজারি করছেন। পান্নাকে

www.pathagar.com

ছাড়া কখনো অন্নভক্ষণ করেননি, সে শোক তিনি ভুলতে পারবেন কি? হায়-রে স্বার্থপর পান্নার হৃদয় একটু ভেবেচিন্তেও দেখলে না, শুধু স্বার্থটাই নিলে, শরীফ সাহেবের পরিবারের প্রতি তাকালেও না, কিসের নেশায় অন্নজলে লালন করেছিলেন তারা। একবারও পিছনে ফিরলে না। পঙ্কিল রক্তের টানে, রক্ত জিঘাংসায়, রক্ত উন্মাদনায় ছুটে এলে।

'আপা, দুধ ঠাণ্ডা করেছি, চিনি দিয়েছি প্রচুর, পেট গন্ডগোল করবে না, নিন পান করুন।' দোকানির ডাক শুনে চেয়ে দেখলো তিনি বাটি হাতে দাঁড়িয়ে, একঝলক দেখে দুধের বাটি হাতে নিলো, দুধ এখনো গরম, তবু পান করতে অসুবিধা হচ্ছে না। পরমতৃপ্তে পান শেষে চেয়ে দেখলো দোকানি জিন হাতে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কাছে ঘেষতে সাহস পাচ্ছে না। পান্না হেসে বলল, 'ভাইয়া! ও কাউকে সহ্য করতে পারে না, আপনি জিন পরাতে পারবেন না, ওকে ছেড়ে দিন।'

ঘোড়ার পিঠে জিন কষে ফিরে দেখলো দোকানির ছেলেটি পিছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'কদম এগিয়ে এসে চুমু খেয়ে বলল, 'বড় হও বাছা, বাপের মতো হৃদয়বান হয়ো, বেঁচে থাকলে এ ফুফুর সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, দোয়া রাখি, বড় হও।' ছেলেটিকে আদর করলে দোকানি থলে হাত দিলে পান্না জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো, 'সাবধান! আর কিছু দেয়ার চেষ্টা করবেন না। তা ছাড়া আমায় যে ঋণী করেছেন, সে ঋণ প্রতিশোধ করতেই বাকি জীবন কাটবে।' একটু ঘুরিয়ে আবার বলল, 'আমি জামশেদপুর যাচ্ছি, দয়া করে পথের নিশানা দেখালে উপকৃত হবো।'

দোকানি হাতের তর্জনী তুলে বলল, 'আপনাকে আরও অনেক পথ যেতে হবে, সামনের গ্রাম পেরিয়ে ডানে যাবেন, কয়েকটি গ্রাম পাড়ি দিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ পেরোলেই বৃন্দাবতী নামে ছোট্ট একটি নদী, তারপরই জামশেদপুর। আশা রাখি চিনতে অসুবিধা হবে না। দোকানি এক বোতল পানি জিনের পকেটে গুঁজে বলল, 'আপা, রুটি খেয়েছেন পথে পিপাসা লাগতে পারে, প্রয়োজনে পান করবেন।'

ঘোড়সোয়ারী বাজার ত্যাগ করলে বাজারীগণ বলল, 'কী গো ভাগ্যবান দোকানদার! ঐ খদ্দর খাওয়িয়ে কত লাভ করলে?' দোকানি কারো পানে না তাকিয়ে বলল, 'অফুরন্ত, তবে কারো নাক গলানো ঠিক হবে না। আমার দায়িত্ব পালন করেছি, তাই ধন্য।' অধিক কথা না বাড়িয়ে নিজকর্মে মনোনিবেশ করলো।

www.pathagar.com

চৈত্র শেষে খাঁ-খাঁ রৌদ্রে মাঠ ধু ধু করছে, বায়ু প্রবাহও কমছে; খরতাপে বাষ্পীয় ঢেউ বায়ুতে দুলছে। ঘোড়ায় বসে সোয়ারী ঘামছে, তবু চলছে, চলতে হবে, যেতে হবে। সামনের কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে বৃন্দাবতী নদী, ঐ নদী পার হলেই জামশেদপুর। নদীপাড়ের কথা মনে পড়লেই পান্নার হৃদয় সংকোচিত হলো। তার নাড়ির সংযোগ সম-রক্তের স্রোতধারা ওখানেই বইছে। জানি না তিনি কেমন আছেন। তাকে মা বলে পরিচয় দিলে সাদরে গ্রহণ করবেন কি? কে জানে, হয়তো আত্মমর্যাদায় দুরুদুরু করে তাড়িয়েও দিতে পারেন। বিচিত্রের কিছু নয়। যে নারী গর্ভজাত সন্তান রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন, তিনি এখন অস্বীকার করলেও বিচিত্র হবার কিছুই নেই। নানাবিধ কল্পনায় পান্নার হৃদয় দুর্বল হলো। তবে কি তাকে মা বলে ডাকতে পারবো না, তিনি কি আমায় অস্বীকার করবেন? তাহলে ছুটে আসা বিফল হবে। পান্না ভগ্নহৃদয়ে যতই ভাবছে, ততই দুর্বলতায় ভেঙে পড়ছে। আবেগে মন ঘুরে ফিরে ভাবছে, এখন মা'কে কী অবস্থায় পাবো, ডাকলে সাড়া দিবেন কি?

গগনের তপ্ত পৃষা যতই উপরে উঠছে, তমালপত্রে পবন প্রবাহ প্রেমের দোল দিচ্ছে। আর্দ্রতাপূর্ণ বায়ু সূর্যতাপে অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। চৈত্র শেষে ভানু ধরণীকে চরম তাপ উপহার দিলে অস্থিরতায় প্রাণিকূল ছায়ানীড়ে ছুটছে।

ঘোড়সোয়ারী মেঠোপথে ধুলা উড়িয়ে যাচ্ছে, যতই ছুটছে অসুবিধা হচ্ছে না। মাঠে লোকজন নেই বললেই চলে; যারা রয়েছে, কর্মতাগিদেই আছে। কারো পানে না তাকিয়ে চলছে তো চলছেই। কোথাও সবুজ, কোথাও শস্যহীন ফাঁকা মাঠ। পথিক বিশাল মাঠ পেরিয়ে ঘর্মে ক্লান্ত, তবু ছুটন্ত গতির তালে রয়েছে। যতই ছুটছে, বাহক প্রতিবাদ করছে না, খুশি মনেই কদম বাড়াচ্ছে।

ঘূর্ণিবায়ুর ঘূর্ণিপাক আকাশে ওড়ছে। নীলাকাশ যেন মাটিতে পা ঠুকছে, তার সঙ্গে নেচে নেচে ছোটছোট ঘূর্ণি আবর্তন খেলছে। বিশাল বালির চর অতিক্রম করতে পান্না হাঁফিয়ে উঠলো। ঘোড়ার খুর বালিতে দেবে যাচ্ছে, তবু চলছে, থামছে না, থামলেই বিপদ। নদীর পাড়ে পৌঁছে ভেজাবালিতে ঘোড়াকে কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে শীতল হলে আবার ছুটলো। বৃন্দাবতী নদী দেখে মনে হচ্ছে কত কালের চেনা। সাত বছর পূর্বে একবার এসেছিল, সে স্মৃতি মনে পড়লে শরীর ঝেঁকে উঠলো।

গরুর পালসহ চাষি পার হচ্ছে, তাদের সঙ্গে পান্নাও পার হলো। ঘোড়ায় চড়ে পার হবার কালে দেখলো প্রসূতিবালা বাচ্চা কোলে গোসল করছে। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ দেখে মা ছেলে খিলখিলে হাসছে। মাতাপুত্রের নিগূঢ় প্রেম, ঐ স্মৃতি তার অন্তরে নেই, দ্রুত ডাঙ্গায় উঠে মা বলে চিৎকার দিয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগলো।

www.pathagar.com

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বিচিত্র ধরায় পথিকের বিপদগ্রস্ত রজনী আর অভাবী সংসার সমগতির। বৃদ্ধ মহেন্দ্র কুম্ভকার এ বয়সেও মৃৎশিল্প ব্যবসায় দেহ খাটিয়ে কন্যাসহ দিনগুজরান করছেন। ক্ষুধা নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন, তবু হাল ছাড়েননি। কর্ম করেই যাচ্ছেন।

চৈত্রসংক্রান্তি মেলার উদ্দেশ্যে মৃৎপাত্র ঝাঁকায় সাজানো হলে রত্না পিতাকে ডেকে বললেন, 'বাবা! কয়েকটা পান্তাভাত রয়েছে, খেয়ে যান।' মেয়ের স্নেহের সন্তুষ্টে মহেন্দ্র কুম্ভকার বললেন, 'মা-রে, আমি খাবো, তুমি খাবে না?' 'আমার জন্যে ভেবো না বাবা, জগদীশের মা চিড়ামুড়ি দিয়েছিলেন, জলপান করেছি। আর কিছু খাবো না, ওতেই চলে যাবে। আপনি খেয়ে নিন বাবা।' পরক্ষণে পিতাকে বললেন, 'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বাবা; আপনি খেয়ে যান, আমার খেতে ইচ্ছে নেই।' পিতাকে অনুরোধ জানিয়ে একাগ্র মনে কাজ করছেন। রুগ্নাশরীর কর্মক্লান্তে ক্ষণেক্ষণে থামছেন, তবু কাজ করছেন। শরীর চলুক আর না চলুক, তাতে কিছু যায় আসে না। কাঙ্গালিনীর কাজ করতেই হবে, না করলে যে ভাত মিলবে না। তাই পিতাকে সাহায্য করছে, করে যাবে, করতেই হবে; ও ছাড়া যে পিতার কেউ নেই। রুগ্নশরীর যতক্ষণ চলবে, পিতাকে সাহায্য করবে। ক্ষণকাল পরে মহেন্দ্র কুম্ভকার আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'মা-রে, না খেয়ে কাজ করলে আর কত দিন টিকবে? এভাবে পিতাকে আর কত কষ্ট দিবে। আয় মা! এক লোকমা খেয়ে যা।'

'বাবা! আমার যে খিদে নেই।' রত্না পিতাকে শাসন করলে মহেন্দ্র আর কথা বাড়ালেন না। ততক্ষণে বেল গাছে একটি দাঁড়কাক এসে কা কা রবে তোলপাড় শুরু করলো। মহেন্দ্র কুম্ভকার বিরক্তে ঢিল ছুড়লে রত্নাদেবী বললেন, 'বাবা মাটি'র ঢিল ছুড়লেন কেন, কাজটি ভালো হলো না।' 'ঠিকই বলেছো মা, কাজটি ভালো হয়নি।' রত্না পিতাকে তাগিদ দিলেন, 'দেরী হচ্ছে বাবা, ভাতগুলো খেয়ে নিন, অনেক দূর যেতে হবে।'

মহেন্দ্র কুম্ভকার কাঁধে ঝাঁকা তুলতেই কাকটি আবার কা কা শুরু করলো, যাত্রালগ্নে বিরক্ত হয়ে উঠানে ঝাঁকা নামিয়ে হুক্কা সাঁজাতে বসলেন। রত্নাদেবী

www.pathagar.com

গভীর মনে পুতুলে তুলির আঁচড় দিচ্ছেন, রাঙ্গাপুতুল বারবার তাকিয়ে দেখছেন। যতই দেখছেন, ততই অবাক হচ্ছেন। নিজের গড়া পুতুল দেখে নিজেই বিস্মিত হচ্ছেন।

.... চলন্ত ঘোড়সোয়ারীর হৃদয়ে মায়ের হাহাকারে চিৎকার দিয়ে নদীর পাড় ঘেঁষে পশ্চিম দিকে ছুটছে। তখনই পশ্চিমাকাশের বায়ুকোণে মেঘের আবরণ জমছে। গত চব্বিশ বছর পান্না এদৃশ্য দেখে আসছে, তাই বাংলাকন্যার হৃদয়ে কালবৈশাখীর অশুভ লক্ষণ আঁচড় কাটলো না। মনের জোরে, নাড়ির টানে, রক্ত রোষে জোর তাগিদে ছুটলো। কুমারপাড়ায় ঢুকতেই উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, 'মা---! ও মা---!! আমি--আসছি।'

মা ডাক শুনে রত্নাদেবীর শরীর ঝেঁকে উঠলে বিচলিত হলেন। একি! পুতুলও দেখছি মা বলতে পারে। অবাক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পরক্ষণেই পান্না মা বলে চিৎকার দিয়ে উঠানে প্রবেশ করলো। পান্না অনুভব করতে পারলো না, তার ঘোড়ার খুরের আঘাতে তারই মায়ের হাতে বানানো পুতুলগুলো দলিত মথিত হচ্ছে। পুতুলগুলোর দৈন্যদশা দেখে রত্নাদেবী স্থির থাকতে পারলেন না। রাগে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘোড়সোয়ারীর মুখপানে চেয়ে কিছু বলতে সাহস পেলেন না। ভাবলেন, মানুষ এতো সুন্দর হতে পারে আগে জানা ছিল না। আর ওর কালোঘোড়াটা কত সুন্দর, এ রকম বড় ঘোড়া আগে কখনো দেখেনি। আগন্তুককে হাত তুলে বললেন, 'কে আপনি, কি চান? আপনি এ কি করলেন, আপনার দয়ামায়া দেখছি কিছুই নেই। কত কষ্টে পুতুলগুলো বানিয়েছিলাম, নষ্ট করলেন। নিশ্চয় আপনি আক্কেলশূন্য জ্ঞানহীন।' কথাগুলো বলে থামলেন বটে কিন্তু অন্তরে সাড়া দিলো ছেলেমানুষ এতো সুন্দর হয়! তা কখনো ভাবতেও পারেনি।

ক্ষতি হওয়ায় রাগে রত্নাদেবী ভিনদেশী আগন্তুকের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকেও কিছু বলতে পারলেন না। কী বলবেন, বলার শক্তি নেই। খিদের তাড়নায় পেট দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'ধনীরা শুধু গরীবের ধন নষ্ট করেই তুষ্ট থাকে না, ক্ষতির শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়ে মজাভোগ করে।' রত্নাদেবী জোরগলায় কিছু বলতে সাহস পেলেন না, শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অনিন্দ্যসুন্দর ঘোড়সোয়ারী মায়াময় দৃষ্টিতে তারই দিকেই তাকানো। তা দেখে রত্নাদেবীর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। চোখ ঝাপসা হলো। মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেলো, এরূপ অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা আগে যেন কোথায় দেখেছে, কবে দেখেছে চিন্তা করতে পারছেন না। সেই পঁচিশ

www.pathagar.com

বছর পূর্বে কালবৈশাখী ঝড়ের সময় একজন পুরুষের সঙ্গে দৈব সাক্ষাৎ ঘটেছিল, এ যেন তারই অবয়ব। বিষাক্ত স্মৃতি মনে পড়তেই মাথা আরও ঘুরতে লাগলো, আর কিছু বলতে পারলো না। ইচ্ছে হচ্ছিল কটুবাক্য ঝাড়বেন, কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। আড়ষ্টে ঘোড়সোয়ারীর রূপ দেখতেই থাকলেন, এ যেন সেই তারই রূপ। মুখে কোনো স্বর বের হলো না। কঙ্কালসার মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্লান্তহৃদয়ে গর্ভধারিণীর মুখ দর্শনে পান্না থমকে দাঁড়ালো, জন্মাবধি নাড়িবিছিন্নের কণ্ঠে বাক্য বের হলো না। চির আপনকে দেখে চঞ্চল ধমনি স্তব্ধ হয়েছে, বিকল হয়েছে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ে সময় অতিবাহিত হচ্ছে, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। যাকে দেখবে আশায় রাতের আঁধারে ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে, সেই মায়ের কাছে নিজেকে কিভাবে সমর্পণ করবে, মনের ক্ষোভ ঝেড়ে নিবে, নাকি নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। সারারাত মা মা বলে চিৎকার করেও মায়ের সামনে এসে কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে বাক্য বের হচ্ছে না। মুখে মা শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না। যে যুবতী শাপদের মতো ক্ষিপ্ত ছিল, সে এখন গর্ভধারিণীর সামনে মা শব্দ উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছে না।

মাতার পানে তাকিয়ে আকাশ কুসুম ভাবছে, সে কি আত্মপ্রকাশ করবে? নাকি নীরবে দেখেই চলে যাবে। যে মা সন্তানকে রাস্তায় ফেলেছিলেন, তাকে কি ভাবে পরিচয় দিবে। পরিচয় দিলেই কি কাছে টেনে নেবেন? নিশ্চয় না। অবিশ্বাসে বলবেন, 'কে তুমি, কি চাও? কেন এসেছো?' আত্ম অহংকারে সহ্য করবেন না সমাজের গ্লানি, নির্ঘাত তাড়িয়ে দিবেন। তিনি অবশ্যই জানেন, সদ্যভূমিষ্ঠকে হত্যা না করে তার প্রতি যে অন্যায় করেছেন, তাতে সেই মাঘের অকালবৃষ্টির ঝরায় অবাঞ্ছিত শিশুসন্তান শীতবর্ষণ সহ্য করে জীবিত থাকতে পারে না। জীবিত থাকলেই বা কি? এখন তিনি নির্ঘাত অবিশ্বাস করবেন। ছুটন্ত ধূমকেতুর গরল বীজে কদম বৃক্ষে ফল ফলেছিল, সে ফল কি মালিকা অঞ্জলী ভরে তুলে নেবেন? কখনো না। যে আত্মজাকে হলাহল ভেবে দূরে ফেলেছিলেন, এখন কি সে অমৃত ভক্ষণ করবেন? অবশ্যই না। বাসি বিষ গায়ে মাখলে গন্ধই ছড়াবে। ওনার নিকট আত্মপ্রকাশ করলে করুণায় চেয়ে দেখতে পারেন, নাও পারেন। হয়তো বিরক্তে বলবেন, 'কী চাও, কেন এসেছো এখানে?' এর অধিক কিছুই পাবো না।

www.pathagar.com

পান্নার অন্তরে প্রবল বেগে ঝড় বইছে, ঐ ঝড় আক্রান্ত তরী সাগর অতিক্রম করতে পারছে না; নেত্রস্রোত কপোল বেয়ে গণ্ডে পড়ছে। জীবন তরীর হাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, অশ্রুসিক্তে চেয়েই রয়েছে, আকুতি মিনতিও ভুলেছে। যে পান্না কাঁচ গলানো চুল্লী হতে হীরে সংগ্রহ করতো, যে পান্নার বক্তৃতায় জনসাধারণ মোহিত হতো, যে পান্না সর্ববিজয়িনী ছিল, সেই পান্না গর্ভধারিণীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে সাহস পাচ্ছে না। যার জন্যে দীর্ঘপথ ঘোড়ায় চড়ে পাড়ি দিয়েছে, সেই মাতাকে মা বলতে পারছে না। আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে, সে কি তার মায়ের নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে পারবে? সে কি মাকে মা বলে ডাকতে পারবে, সোহাগে ধরতে পারবে কি মায়ের গণ্ডদেশ? ঐ মাকে ধরতে ইচ্ছে করছে, বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেন আপনি রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন আমাকে, কী অন্যায় করেছিলাম আমি? কেন আপনার সান্নিধ্যরস হতে বঞ্চিতা করেছেন, বলেন মা বলেন।'

পান্না সহস্র সংকল্প করেও রত্নাদেবীকে মা বলতে সাহস পাচ্ছে না, ভয় হচ্ছে, যদি তাড়িয়ে দেন। কী পরিচয়ে থাকবে; কী সম্মানে ফিরবে আহাম্মদ পরিবারে? অন্তরদগ্ধ ক্রন্দন অবস্থায় নিথর বিহ্বল অপলক নেত্রে রত্নাদেবীর পানে চেয়েই রইলো।

www.pathagar.com

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

গত চব্বিশ বছর কেয়া আহাম্মদ মাতৃসুলভে মানুষ করেছেন, অভাব হয়নি আদর যত্নের। কিন্তু আজ গর্ভধারিণীর সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করছে, প্রকৃত পক্ষেই সে মাতৃস্নেহের বঞ্চিতা। মাতৃসুলভে কেয়া আহাম্মদের আদরযত্ন পেয়েছে, কিন্তু গর্ভধারিণীর রক্তের স্নেহের পরশ পায়নি। জীবনে অনেক কিছু পেয়েও মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করছে, যা পিছনে পড়ছে, তা সুদেমূলে আদায় লক্ষ্যে ঘোড়া হতে ধীরে ধীরে মাটিতে পা রাখলো। যে শক্তি সঞ্চিত ছিল, তা হারিয়ে বিহ্বল, মনকে চাঙ্গা করতে পারছে না। প্রেমহীন, স্নেহবিহীন, ভাবাবেগে, মন্থরগতিতে পদক্ষেপণ করছে। আবেগপূর্ণা হৃদয়ে মাতৃকোলে আছড়িয়ে পড়ার লক্ষ্যে ছুটে যাচ্ছে, যেন উর্বশী ধূমকেতু ধরণীর বুকে আছড়িয়ে পড়বে।

অচেনা আগন্তুক যতই রত্নাদেবীর পানে অগ্রসর হচ্ছে, ততই জীর্ণশীর্ণ কুম্ভকার তনয়া লজ্জায় সংকোচিত হয়ে বললেন, 'কে গো আপনি! কেন আমায় বিরক্ত করছেন?' পান্না আবেগ ধরে রাখতে পারলো না, সহসাই মা বলে চিৎকার দিয়ে বলল, 'মা! আমি যে আপনার মেয়ে কেন আমায় অবহেলা করছেন। আমি যে আপনারই গর্ভজাত পুতুল চিনতে পারছেন না কেন মা?' মা ডাক শুনে রত্নাদেবী বিমর্ষ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, পান্নাও মূর্ছিতার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আবার বলল, 'মা! আমি পান্না, আমাকে ভালো করে দেখুন। মা! আমি আপনার গর্ভজাত পুতুল; সমাজ ভয়ে মাঘী অমানিশা রাতে অকালবর্ষণে যাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। আমি সেই আপনার ফেলনা সন্তান। আমার নাম পান্না।' রত্নদেবীর মাথা কোলে টেনে আবার বলল, 'মা! আপনার হাতের পুতুল ফেলে দিয়ে আমায় ধরুন।'

পতনস্থ রত্নাদেবীর সংবিৎ ফিরলে মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে, এ কণ্ঠ যেন কয়েক বছর আগে কোথায় শুনেছে। সেই মেয়েলী কণ্ঠ! তবে যে ওকে বেটা ছেলের মত দেখাচ্ছে। পান্নার কোলে মাথা রেখে চেয়ে দেখলো, সে পুরুষবেশী নারীর

www.pathagar.com

কোলে মাথা গোঁজে রয়েছে। ক্ষণকাল পরেই জিজ্ঞাসিলেন, 'কে গো বাছা! কেন আমায় কোলে রেখেছেন?' কাঁদোকাঁদো স্বরে পান্না মা বলে ডেকে বলল, 'কেন মা! আমি যে আপনারই--।' 'অ বুঝেছি, আপনি চৌধুরী বাড়ীর মেহমান, অনেকদিন পূর্বে পুতুল নিয়েছিলেন; তা বাছা এখানে কী চান?'

রত্নাদেবীর কণ্ঠে চৌধুরী বাড়ীর কথা শুনেই পান্না দপ করে জ্বলে উঠে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলো, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। রত্নাদেবী পান্নাকে বললেন, 'আজ আমি কী দেবো, আপনি যে আমার সব পুতুলগুলো নষ্ট করেছেন। এখন আপনাকে কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবো। অঃ মনে পড়েছে, আপনি ছোট বেলায় একটি পুতুল জোর করে নিয়েছিলেন, তাই না, সে পুতুলটি আছে? আমি কিন্তু ওটি খুব যত্ন করে গড়েছিলাম।'

'কেন মা, মনে পড়বে না; আমি যে আপনারই পুতুল। আপনি আমার গর্ভধারিণী মা। আপনি কুমারী মাতা বলে সন্তান জন্ম দিয়ে রাস্তায় ফেলেছিলেন, সে কথা মনে পড়ে মা, আমি রত্নাদেবীর মেয়ে ফাহমিদা আহাম্মদ চৌধুরী পান্না।' স্বীয় পরিচয় দিয়ে পান্না রত্নাদেবীকে ডেকে বলল, 'বলেন মা বলেন, কেন আমায় রাস্তায় ফেলে দিঁয়েছিলেন? কেন আপনি কোলে তুলে নেননি। ঘৃণিত সমাজ ভয়ে চরম অবহেলা করেছিলেন। বলেন মা বলেন! কেন আমায় নির্দয়ভাবে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন?'

রত্নাদেবীকে চেপে ধরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে লাগলো, 'বলেন মা বলেন, যে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর নিরাপত্তা নেই, সে সমাজে নারীর অবৈধ সন্তানকে ঘৃণা করার কোনো অধিকার নেই। যে পুরুষশাসিত সমাজ নারীচরিত্র হরণ করে, নারীদেরকে ঘৃণা করে, সে সমাজের সমাজপতিদের চোখ উপড়ে পদাঘাত করে বনবাসিনী হলেন না কেন মা? মা গো! কেন সেদিন পারেননি সমাজপতিদের শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে? প্রাণের ভয়ে, লাজের ভয়ে গর্ভজাত সন্তানকে ফেলে দিয়েছিলেন রাস্তায়। কত নির্মম অন্যায় করেছিলেন মা সেদিন। সে কথা একবার ভেবে দেখুন মা! সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু মাঘের শেষে ঠাণ্ডা বর্ষণে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে বাঁচতে চেয়েছিল; তবু তাকে কোলে তুলে নেননি। কেন সেদিন নিষ্ঠুর পাষাণীর ন্যায় কর্ম করেছিলেন? বলেন মা বলেন! কেন সেদিন সে নির্মম দৃশ্য সৃষ্টি করে ফিরেও দেখেননি। কী অন্যায় করেছিলাম মা আপনাদের প্রতি! কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছিলেন?

www.pathagar.com

আপনাকে কুমারীমাতা বলে অপবাদ দিয়ে সমাজ তিরস্কার করেছে, সমাজ কি কখনো তার নিজের বিচার করেছে? যে সমাজের পুরুষগণ নারীর সতীত্ব হরণ করে বিচারের নামে উল্টো নারীকেই ভর্ৎসনা করে, সে সমাজের কপালে ঝাড়পেটা করে নিবিড় কান্তারে চলে গেলেন না কেন মা? মাগো বলেন মা বলেন; কেন আমায় বুকে চেপে না ধরে বিনা দুগ্ধপানে কোল হতে রাস্তায় ফেলেছিলেন? বলেন মা বলেন! কেন আপনি সমাজের চাপে, প্রাণের ভয়ে, নিজ গর্ভের সন্তানকে ফেলে দিয়েছিলেন; কিন্তু সেদিন পারেননি কেন সন্তানকে কোলে নিয়ে জ্ঞানহীন সমাজকে চরম শিক্ষা দিতে। কেন পারেননি মা! কেন পারেননি!! কেন আপনি পারেননি সমাজের মুখে থুথু ফেলে দেশান্তরী হতে? মাগো! আমায় কেন ঘৃণা করে সেদিন দূরে ফেলেছিলেন, কার প্রতি অভিমানে অবজ্ঞা করেছিলেন? মাগো! এতো নিষ্ঠুর হয়েছিলেন কেন মা! নিজ সন্তানকে জানোয়ারের উদরপুর্তি লক্ষ্যে কেন রাস্তায় ফেলেছিলেন? আমায় ফেলে দিয়ে কি শান্তি পেয়ে ছিলেন মা সেদিন। আপনার একটুও মায়া হয়নি? একটুও কাঁদেনি আপনার প্রাণ।'

অশ্রু ঝেড়ে হাতের পিঠে নাক মুছে পান্না আবার বলতে লাগলো, 'মাগো! আপনি যে আমার জননী; সে খবর জেনে সকল কিছু ভুলে আপনার কোলে মাথা রেখে মা বলে শান্তি পাবার জন্যে ছুটে এসেছি। মাগো! আপনি যে আমার মাতা, আপনার রক্তের টানে ঝড়ের বেগে ছুটে এসেছি মা! যাকে অবাঞ্ছিত ঝঞ্জাল ভেবে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন, তাতে কী হয়েছে? তবু তো আমি এসেছি আপনার কোলে। মাগো! আমায় কোলে তুলে খুকি বলে ডাকবেন না? একটু আদর করবেন না? মা গো-মা! একটু খুকু বলে হাসি মুখে চুমু দিন। মাগো! আপনার গর্ভের পুতুল আজ আপনার কোলে হাজির। আমার গালে চুমু দিয়ে গায়ে রং মেখে দিন। মাগো, একটু স্নেহের হাসি দিয়ে খুকু বলে ডাকুন; বলুন মা বলুন, বলুন!'

অশ্রুসিক্ত বদনে হাঁটু গেঁড়ে বসে পান্না রত্নাদেবীকে আঁকড়ে ধরে মা বলে কেঁদে কেঁদে অস্থির, মায়ের পরশ গায়ে মেখে দু'যুগ পর হলেও অজস্র প্রশান্তি পেয়েছে। গত চব্বিশ বছর আহাম্মদ পরিবারে অনেক যত্ন পেয়েও, এখন উপলব্ধি করছে; পৃথিবীর সকল সুখ মাতৃপরশের সমতুল্য নয়। তাই পান্না

www.pathagar.com

মাতার পরশে মাতৃকাঙ্ক্ষিত আত্মা শীতল হয়ে অনুভব করছে, পৃথিবীর সকল সুখ এখন তার অনুকূলে।

আগন্তুক আরতিপূর্ণা আর্তনাদে রত্নাদেবীকে জড়িয়ে ধরলে, তিনি ছিঃ ছিঃ করে বললেন, 'এ্যারাম এ্যারাম কী করছেন! আপনি তো মুসলমানের ছাও, আমার মেয়ে হলেন কী করে গো?' রত্নাদেবী পান্নাকে ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে আবার বললেন, 'হেগো মুসলমানের ছাও, আমার তো বিয়েই হয়নি, তবে কেমন করে আমার সন্তান হলেন?' পান্না নীরব থাকলে কিছুক্ষণ পর রত্নাদেবী আবার বললেন, 'হ্যাগো বাছা! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে; তা না হলে বিরক্ত করতে আসবেন কেন?'

এবার পান্নাও সুযোগ পেয়ে বলল, 'নিশ্চয় আমার মতিভ্রম হয়েছে, জন্মের পর আমার প্রতি যে অত্যাচার করেছেন; তা কখনো ভুলার নয়। ঐ চৌধুরী বংশের ইমরান চৌধুরী কর্তৃক আপনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে কন্যাসন্তান প্রসব করে হিংসায় দূরে ফেলে এসেছিলেন, সে কথা জেনে অন্ধকার রাতে খালবিল, নদীনালা পেরিয়ে ঝড়বেগে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসেছি। তাই আমিও আপনাকে কাছে পেয়েছি সকল পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করবো, এক তিলও ছাড়বো না। সকল জায়গায় প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দিবো, কক্ষনো ছাড়বো না। বলেন মা বলেন, কেন আমার প্রতি সেদিন অবিচার করেছিলেন। কী অন্যায় করেছিলাম আমি?'

আগন্তুকের আক্রমণে রত্নাদেবীর মাথায় যেন বজ্রপাত পড়লো, সহসা হৃদপিণ্ডের চাপে দু'পাঠীর দন্ত কামড়ে ধরলেন। অতিশয় গোপনীয় খবর আকস্মিক প্রকাশ পেলে মাথা ঘুরে পড়লেন। এবার শুরু হলো চব্বিশ বছরের পুরানা প্রসূতি বেদনা। আরম্ভ হলো রত্নাদেবীর নারীত্বের অনুভূতি। শুরু হলো ঘনঘন স্রষ্টার প্রতি আরাধনা। 'এ আমার কি হলো গো বিধি!' নীরব নিথরে শীতল হচ্ছে রত্নাদেবীর শরীর। পান্না টেনে তুলতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ, অবশেষে হাঁটু মেলে বসে মায়ের মস্তকখানা কোলে টেনে তার মুখপানে চেয়ে রইলো।

'হায় বিধি! অপত্য অবাঞ্ছিতা হলেও দর্শনে প্রশান্তি। আগমনকারিণী অবৈধ সন্তান হলেও স্বীয়গর্ভের অন্তজ। সমাজ ভয়ে ফেলে দিলেও এখন নিকটে, কী

www.pathagar.com

করে বংশধরের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। আজ আমি সকল দিকেই পরাস্ত। দৈবাৎ ঝঞ্ঝাবর্তে কুজ্‌ঝটিকা ক্ষণে বজ্রপাতের ন্যায় গর্ভধারণ হয়েছিল। সমাজের রোষানলে জ্বলে দশ মাস অন্তে মাঘের শেষে বৈরী আবহাওয়ায় ঘনঘোর বর্ষণে কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছিল। পাষাণী হৃদয়ে বিনা দুগ্ধপানে শীতের ঘনঘোর বর্ষণে ফেলে দিয়েছিল দূরে। আজ সে সন্তানরূপে দাবীদার হয়ে তারই কোলে। হায় বিধি! হায় নিয়তি! এ আমার কী হলো! ফেলে দেওয়া সন্তান মা বলে চিৎকার দিয়ে শান্তি দিচ্ছে প্রাণে। এ আমার কী হলো?'

অনুতপ্তার অন্তরে হাজারো প্রশ্ন কী করে অবাঞ্ছিত সন্তান তার মাতার সন্ধান পেল। বজ্রপাতের ন্যায় সত্য প্রমাণসহ হাজির হয়েছে সম্মুখে। হায় বিধি, কী লগ্নে জন্মেছিলাম ধরার বুকে। কী পাপ করেছিলাম তোমার দরবারে, সারাজীবন শুধু পেলাম অশান্তি। আজ কী করে রেহাই পাবো অপ্রিয়া সন্তানের জবাবদিহিতার প্রশ্নবাণ হতে? হায় বিধি! কী অপরাধ করেছিলাম জন্মলগ্নে? বৈধ সন্তানের মা ডাকে মাতার হৃদয়ে শীতলতার পাহাড় জমে, আজ অবৈধ অপত্যের জননী– তার মা ডাকে শুনি বজ্রধ্বনি, ওর বজ্রগম্ভীর মা ডাকে অন্তরের বিষসাগর যে শূন্যের সৃষ্টি। সেই অশুভক্ষণের গরল আজ আমার দুয়ারে, হায় বিধি! আমায় তুলে নিন, এ অপবাদ নিয়ে অবনীতে যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন মানুষের তিক্তবাণে ক্ষতবিক্ষত হবো। হায় বিধি! আপনি বিনে এ অপয়ার নেই কোনো গতি।

অতিশয় আবেগে মা বলে চিৎকার দিয়ে পান্না মহেন্দ্র কুম্ভকারের বাড়ীতে ঢুকলে প্রতিবেশীরা ধীরে ধীরে জড়ো হতে লাগলো। চুপিসারে অসংখ্য নেত্র রত্নাদেবী ও পান্নার কার্যক্রম উপলব্ধি করছে, পরস্পর লোচন নাচিয়ে বক্রঠোঁটে হাসছে। হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির সারমর্ম মহেন্দ্র কুম্ভকারের বোধগম্য হলো না। হুক্কা হাতে আগন্তুকের প্রতি চেয়ে থাকলে, স্বজাতি বৃদ্ধ তিরস্কার করে বলল, 'কী হে মহাশয়? তলে তলে নাতনী মানুষ করছেন, জামাতার খবর নেই; কিন্তু বাবু, আমরা তো কিছুই জানি না, সমাজকে ফাঁকি দিয়েছেন। আপনি সনাতনী সমাজের শত্রু, আপনাকে ধর্ম মানতে হবে; নচেৎ ধর্মচ্যুত হবেন।' মহেন্দ্র কুম্ভকার কিছুই বলতে পারলেন না, মলিন বদনে জনতা পানে চেয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

অত্যন্ত ক্ষীণশরীরে রত্নাদেবী অনুভব করলেন, আয়ুকাল ফুরিয়েছে; তাই পিতাকে অস্পষ্টস্বরে বললেন, 'বাবা, এ আপনার সেই ফেলে দেওয়া নাতনী, আমাদেরকে জ্বালাতন করতে এসেছেন। চেয়ে দেখুন বাবা ওর মুখটি কত সুন্দর। আমরা উনাকে ফেলে দিয়েছিলাম, উনি স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে এসেছেন। আমরা হেরেছি বাবা! এ জন্মে আমরা হেরেছি!!'

আবেগাপ্লুত নেত্রে রত্নাদেবী নিজেকে যতই হেয় ভাবছেন, ততই হৃদয়ে প্রশান্তি জমছে। পান্নার মা ডাক শ্রবণে বজ্রগম্ভীর হলেও অন্তরাত্মা শীতল হচ্ছে, ঐ কোকিলকণ্ঠীর মা ডাক বিষধ্বনি হলেও অতি মধুর, ওর মা ডাকে এতো মধুরতা তা কখনো ভাবতে পারেননি। অপ্রিয়া অপত্যের মধুময় মা ডাক শ্রবণে বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে আর ছাড়তে পারলেন না। দেহ চালিত হৃদপিণ্ড সংকোচিত হলো, কিন্তু প্রসারিত হলো না। জীর্ণশীর্ণ শরীরের রক্তচাপ ক্রমশ কমছে, তবু কুমারীমাতার স্নায়ুকোষে অনুভব হচ্ছে, ঐ বিচ্যুত সুন্দরী ধূমকেতু এ জঞ্জালময় বসুমতীকে চুম্বন নেশায় আবেগে জড়িয়ে ধরছে।

এ যেন মহাকাশের দূরদূরান্ত নক্ষত্রসমূহের আকর্ষণে অনন্তকাল ছুটে মহীর চুম্বকাবেশে উজ্জ্বল ধূমকেতু ইলাকে আলিঙ্গন তুষ্টে ক্ষিতির অপমৃত্যু ঘটলে, ম্রিয়মান সৌর সদস্যবৃন্দ কক্ষপথে বিচলিত হলো। তখনই বেল শাখা হতে দাঁড়কাকটি কা কা রবে পাখা ঝাপ্টিয়ে দূর উদ্দেশে ছুটে গেল।

মেদিনী ও ধূমকেতু সংঘাতস্বরূপ মা মেয়ের পরিচয় ঘটলে রত্নাদেবীর প্রাক্তন প্রসূতি বেদনা উপশম হলেই চিৎকার দিয়ে থেমে গেলেন। সেই সঙ্গে রক্ত টানে পান্নার শরীর ঝেঁকে উঠলে মা বলে চিৎকার দিয়ে আকাশ বাতাস কম্পিত করলো। উপস্থিত পুরনারীরা অবস্থা বুঝে উলুধ্বনি দিলো। তখনই বয়স্কদের পুরনো স্মৃতি মনে পড়লে নাক সিটকে সরে দাঁড়ালো।

www.pathagar.com

চতুরত্রিংশ অধ্যায়

রত্নাদেবীর মৃত্যু ঘটলে পুরনারীরা উলুধ্বনি দিলো, পুরুষেরা হরি হরি বলো! হরি হরি বলো!! রব তোলল। কিসে কি হয়ে গেল মহেন্দ্র কুম্ভকার কিছুই বুঝলেন না, তিনিও মাথা ঘুরে উঠানেই পড়লেন। পান্নাও মা মা বলে চিৎকার দিয়ে লাশের উপর আছড়িয়ে পড়লো, বৃদ্ধ রমণী পান্নাকে বাধা দিয়ে বলল, 'কে আপনি? ওকে আর ছুঁবেন না। আপনাকে এ বাড়ীতে কখনো দেখিনি, নিশ্চয় স্বজাতি নন।' কর্কশ কণ্ঠে বক্তব্য শুনে পান্নার সংবিৎ ফিরলে মনে মনে দোয়া দরুদ পাঠ করে মোনাজাত শেষে উঠে দাঁড়ালো। তখনই প্রতিবেশীরা ঘেরাও করলে পান্নার বুঝতে দেরী হলো না, বিপদ পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধা আবার বলল, 'এই যে বাপু, আপনার কারণে রত্নার মৃত্যু হয়েছে; আমরা এর বিহিত করবো। বিহিত না হওয়া পর্যন্ত যেতে পারবেন না। ভিন্নধর্মের লোক হয়ে হিন্দুধর্মে আক্রমণ করেছেন; সাহস আছে বটে।'

বৃদ্ধাকে সমর্থনে যুবতীরা টিপ্পনি কেটে বলল, 'মুসলমান মাগীর সাহস কত, হিন্দুপাড়ায় ঢুকে আমাদের ইজ্জৎ খুইয়েছে, এর বিহিত করবোই করবো।' পান্না দু'হাতে অশ্রু মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালে পিছন হতে ব্লাকডায়মন্ড দু'ঠ্যাং শূন্যে তুলে হ্রেষারবে বিপদ সংকেত জানিয়ে লম্ফঝম্ফ করতে লাগলো। তখন পিছন হতে চিৎকার ভেসে এলো, 'আগুন! আগুন!!'

জনতা আগুন নিয়ন্ত্রণে ছুটে গেলে দ্রুত আগুন নিভেও গেল। অনেকের মতামত মহেন্দ্রের হুক্কার কলকে আগুনের সূত্রপাত। ঘটনার বিদ্রোহীরা ফিরে দেখলো ঘোড়সোয়ারী ঘোড়ায় বসে দোলছে। দূর হতে একজন বলল, 'এই দেখুন, এখানে মহেন্দ্রও মরে পড়ে রয়েছে, হায় রাম ওরও কাঁদার কেউ নেই।'

ঘোড়সোয়ারীর অবিরাম অশ্রু ঝরছে, বৃদ্ধা এগিয়ে এলে পান্না ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, নিশ্চয় বুঝেছেন, আমি স্বজাতি নই। ফাহমিদা আহাম্মদ পান্না, রাজধানীবাসিনী। আপনারা বিচার করবেন সে জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনাদের বক্তব্যে আমি দোষী। আমিও স্বীকার পাচ্ছি, ওনার মৃত্যুর কারণ আমি। এবার আমার কারণ দর্শানোর পালা। আপনারা অস্থির হবেন না,

www.pathagar.com

প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আমার আগমনের কারণ নিশ্চয় বুঝেছেন, ঐ মৃতালাশ আমার গর্ভধারিণী ছিলেন।

তাহলে এবার আরও শুনুন। আমার দ্বারা আপনাদের হিন্দু সমাজের ইজ্জৎ নষ্ট হয়েছে; অভিযোগ অবশ্যি আংশিক সত্য। পঁচিশ বৎসর পূর্বে চৈত্রসংক্রান্তে কালবৈশাখী ঝড়ের সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক দ্বারা ঐ রত্নাদেবী গর্ভবতী হয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা দশ মাস সময় পেয়েও বিহিত করতে সাহস পাননি। যে কারণে রত্নাদেবী কন্যা সন্তান প্রসব করে বিপদে পড়েছিলেন, সঙ্গে মহেন্দ্র কুম্ভকারও। কৈ ইজ্জৎ তখন কোথায় ছিল? কুমারীমাতা সন্তান প্রসব করে কোথায় রেখেছিলেন, সে খবর নিশ্চয় জানেন। কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হওয়ায় আপনাদের ইজ্জৎ গিয়েছিল। সন্তান প্রসব করে রাস্তায় ফেলে দিলে ইজ্জৎ ঘরে ফিরেছিল, তাই নয় কি! অদ্ভুত আপনাদের ইজ্জতের ধর্ম। আপনারা সভ্য জগতে অসভ্য হিংসুক জাতি। কুসংস্কারপন্থি উগ্রজনগোষ্ঠী। যে জন্য প্রসূত সন্তানকে ফেলে দিতে হৃদয়ে বাধেনি। চমৎকার আপনাদের ধর্ম, ভিনধর্মের ছোঁয়ায় অশুচি, গোবরজল প্রতিকারে শুদ্ধি। হায় বিধি! কত বিধান এ ধরায়।'

পান্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে লাগলো, 'চব্বিশ বছর পর গর্ভধারিণীর খোঁজ পেয়েও তাকে হারালাম, নানা ভাইকে দেখেও পেলাম না। কৈ! আমার জন্যে তো আক্ষেপ হলো না। কী করে হবে, আমি যে আপনাদের শত্রু নির্বিকার নির্ভীক মুসলমান। আপনারা বিহিত করবেন করুন; নচেৎ আমিই বিচার শুরু করবো। আপনারা ধর্ষকের বিচার করেননি ধর্ষিতার ওপর খড়্গ চালিয়েছিলেন। বাধ্য করেছিলেন প্রসূতকে মুছে ফেলতে, তখন কি কেউ আপনাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল? তবে কেন আজ আগন্তুকের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। আপনারা ভেবেছিলেন কেউ মুখ খুলবে না। অথচ আজ বিচারের সূচনা করছেন। উত্তম আপনাদের উর্বর মস্তিষ্ক। আজ আমি সকলকেই উপস্থিত পেয়েছি; সুবিচার কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ নিবো। ইনশাল্লাহ সে সুযোগ এক্ষুণি।'

পান্না ঘোড়ার পিঠে নড়েচড়ে বসে আবার বলতে লাগলো, 'পরিহাস করতে ইচ্ছে করছে আপনাদের প্রতি, আপনাদের ইজ্জৎ কত মজবুত; পর পুরুষে ছুঁইলে ইজ্জৎ হারায়, গর্ভপাত ঘটালে ইজ্জৎ ঘরে ফিরে; ধিক আপনাদের, ধিক আপনাদের সমাজের।' কথাগুলো বলে পান্না একটু থামলে অন্যজন বলল, 'তুমি কে? তোমার পরিচয় কী, জানতে চাই।'

www.pathagar.com

পান্না ঝটিকায় ভাবলো ভণিতার সময় নেই। পরিচয় গোপন রেখে লাভ কী? ওদেরকে চমক লাগাতে হবে, নচেৎ জবাবদিহির জন্য দাঁড় করাবে। ঝটপট যথাবিহিত না হলে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। যে উদ্দেশ্যে এসেছি তাকে মা বলে ডেকেছি। মায়ের স্পর্শে সুখ অনুভব করেছি, আর কি চাই। পান্না অনুভব করলো, গ্রামবাসীর একগুঁয়েমির কারণে রত্নাদেবী দুঃখেকষ্টে দিনাতিপাত করেছেন। সে হিসাব এখনই নেব।

ক্ষণকাল নীরব থেকে কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, যা করার এক্ষুণি করতে হবে। রেকাবীতে পা রেখে বাম হাতে লাগাম ধরে ডান হাতে চাবুক ঘুরিয়ে বলল, 'আপনারা নিশ্চয় বুঝেছেন, আমি আপনাদের স্বজাতি নই। তবে এ দেশেরই মুসলিম যুবতী বটে, অতি সাচ্চা মুসলিম পরিবারে খেয়ে পরে মানুষ হয়েছি।' কণ্ঠস্বর পাল্টিয়ে আবার বলল, 'দাদারা আমাকে পুরুষ বেশে দেখে নারীকণ্ঠে কথা বলতে শুনছেন। অবশ্য প্রকৃত পক্ষে আমি একজন যুবতী। আরও উল্লেখ করেছি, আমার শরীরের রক্ত পূর্ব হতেই সনাতনী ধর্মের অনুসারীদের ছিল। কিন্তু শৈশব হতে মুসলমান অনুগ্রহে মানুষ হয়েছি। এখন স্রষ্টার খাঁটি বান্দী, নির্ভীক মুসলমান।'

একটু নড়েচড়ে আবার বলল, 'হ্যাঁ, আরও শুনুন; আমি আপনাদের কুমারী রত্নাদেবীর গর্ভজাত সন্তান। তবে পরিতাপ হচ্ছে, কুমারীমাতা কুসংস্কার হতে মুক্ত হবার জন্য সমাজ পরামর্শে শিশুকন্যাকে দূরের ঐ রাস্তার পাড়ে ফেলেছিলেন। আরও খুশি সংবাদ সদ্যপ্রসূতকে রাস্তায় ফেলেছিলেন বটে কিন্তু স্রোতস্বিনীতে ফেলেননি। সে সৌভাগ্যে আপনাদের সামনে এখন দাঁড়ানো। আপনারা ভাবছেন আমি কে? ঐ প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছিলাম তবে বলছি। মরহুম একরাম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র জনাব ইমরান চৌধুরীর উত্তপ্ত বীর্যের অসহায় কন্যা– ফাহমিদা আহাম্মদ চৌধুরী পান্না।'

ক্ষিপ্রতায় আরও বলল, 'এই যে নানা-নানী মামা-খালারা; আমার জন্মের ইতিহাস গতরাতের ন'টায় জেনেছি মাত্র। তাই রাতের আঁধারে নব্বই কিলোমিটার পথ ঘোড়ায় চড়ে ক্ষিপ্রতায় ছুটে এসেছিলাম, ঐ মাকে মা বলে ডাকার জন্য। কিন্তু একবারই ডেকেছি মাত্র, দ্বিতীয়বার সুযোগ পাইনি। বিধাতা তুলে নিয়েছেন। আমার আর কোনো অভিযোগ নেই। যে রক্তের টানে উল্কাবেগে ছুটে এসেছিলাম, তা সফল হয়েছে।

আরও শুনুন মাতৃবংশীয় শ্রদ্ধাভাজনগণ, শ্রী মহেন্দ্র কুম্ভকার ও শ্রীমতি রত্নাদেবীর প্রতি আর ক্ষোভ নেই। একবার হলেও মা বলে ডেকেছি, স্পর্শ

www.pathagar.com

নিয়েছি। এখন নিজের প্রতি ধিক্কার হচ্ছে, আমি কত দুর্ভাগিনী, আমার মা ডাক শ্রবণে উনারা ঘৃণায় চিরতরে বিদায় নিলেন। ভেবে দেখুন কত দূর্ভাগিনী আমি, আমার সংস্পর্শে গর্ভধারিণীর মৃত্যু ঘটেছে, মাতামহের প্রাণ বিয়োগ হয়েছে।' কথাটি বললেই নেত্রাশ্রু পান্নার কপোল বেয়ে গড়াচ্ছে, কী বীভৎস মুখের চেহারা। পান্না খিস্তি খেয়ে আবার বলল, 'দাদাভাই, মামারা এবার জন্মদাতা ইমরান চৌধুরীর পালা, আপনারা রত্নাদেবীর লাশ নিয়ে আমার সঙ্গে এলে আরও চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারবেন।' ঝটিকায় ঘোড়ার গায়ে স্পার দাবিয়ে এবং চাবুকের বাড়ি দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে বলল, 'ইমরান চৌধুরী! তৈরি হোন; আমি আসছি।' ঘোড়ার দাপটে দর্শকবৃন্দ সরে গেলে পান্নার ছুটতে সুবিধাই হলো। পিছনে সমকণ্ঠের ধ্বনি শোনলো, 'হরি হরি বলো! হরি হরি বলো!'

www.pathagar.com

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পান্না কুমারপাড়া হতে বের হয়ে দেখলো উত্তর পশ্চিম কোনের কালোমেঘ উপরে উঠেছে, সহসাই আকাশ ঢাকবে। চাষিগণ পোষা গরু-ছাগল-ভেড়া নিয়ে বাড়ীপানে যাচ্ছে, পক্ষি দল ঝাঁক বেঁধে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছে। ঊর্ধ্বাকাশে মেঘ জমলেও তপ্তবায়ু এখনো শরীরে ঘাম ঝরাচ্ছে। ঘোড়ার খুরে ধুলাবালি উড়ছে। পান্না কোনো দিকে না তাকিয়ে ইমরান চৌধুরীর বাড়ীপানে দৌড়ালো। রক্তঝঙ্কার মাতৃবিয়োগ জ্বালা কখন ঝাড়বে সে নেশায় পেয়েছে। বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে চৌধুরীবাড়ীর লৌহফটক অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে ভিতরে প্রবেশ করলো।

ইমরান চৌধুরী তখন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতাগুলো একাগ্রমনে দেখছেন। বাড়ীতে দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বহীন। একমাত্র চাকর সে কর্তাকে চা পান করায়ে বাজারে গিয়েছে, এখনো ফিরেনি; পুনরায় চায়ের নেশা হলেও উপায় নেই। হঠাৎ কর্ণইন্দ্রিয় সজাগ হলো, কে যেন নারীকণ্ঠে চিল্লাচ্ছে। 'ইমরান চৌধুরী, কোথায় আপনি! আপনাকে দেখতে এসেছি, বের হোন।'

অপরিচিত কণ্ঠধারীর উদ্দেশ্যে খাতাগুলো গুছিয়ে আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন, তখনই ভৃত্য ঘরে ঢুকে বলল, 'ছোট সাব, এক ঘোড়সোয়ারী আপনার নাম নিয়ে নারীকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে; তাড়াবো?' 'না বাচ্চু, ও যখন আমার নাম নিয়ে চেঁচাচ্ছে, তখন আমিই যাবো।' আস্পর্ধাকারীর আস্ফালনে কড়া মেজাজে বারান্দায় এসে দেখলেন, ঘোড়সোয়ারী উন্মাদের মতো ঘুরছে। ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, 'এই ছেলে বেয়াদবি করছো কেন, কে তুমি? জানো না বাড়ীটা কার? আব্দার থাকলে ভদ্রতায় পেশ করো; নচেৎ বেত্রাঘাতের পূর্বে আঙ্গিনা ত্যাগ কর। পাপিষ্ঠ ডাকপিশাচের মতো চেঁচাচ্ছো। কোন সাহসে বেয়াদবি করতে এসেছো; সীমাহীন আস্পর্ধা তোমার।'

নির্ভীক কণ্ঠের শাসন শুনে দৃঢ়কদমে পান্না ঘোড়া ঘুরিয়ে বারান্দায় সিংহ পুরুষের সামনে অবনত হয়ে কইলো, 'আসসালামু আলাইকুম, পিতঃ!' আরবি ভাষায় সালাম সম্বোধন ও সংস্কৃতভাষায় পিতা বলার সঙ্গেই ইমরান চৌধুরী সিংহের মতো গর্জিলেন, 'কে তুমি? অশিষ্টা!' পান্নাও থামলো না; পূর্বকণ্ঠেই বলল, 'পিতঃ! আমি ফাহমিদা আহাম্মদ চৌধুরী পান্না।' 'খামোশ! আমাকে

www.pathagar.com

এখনও তুমি বেয়াদবি করছো, কে পাঠাচ্ছে তোমাকে? কার সাহসে বেয়াদবি করছো; নিশ্চয় শরীফ পাঠিয়েছে তোমাকে?'

এবার পান্না ঘোড়া ঘুরিয়ে রেকাবীতে পা চেপে সোজা হয়ে বলল, 'পিতা! তাহলে নিশ্চয় চিনেছেন, এ জন্য ধন্যবাদ। আবারও বলছি, আসালামু আলাইকুম, কোথা হতে এসেছি এবং কোথায় সাহস পেয়েছি, তাও বুঝেছেন। তবে শুনুন, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে দেখতে এসেছি। নিশ্চয় আপনি প্রস্তুত। আপনার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য রাতের আঁধারে নব্বই কিলোমিটার পথ ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসেছি। নিশ্চয় আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না; সৎসাহসে মোকাবেলা করবেন।' ইমরান চৌধুরীকে হুঁশিয়ার করে পান্না লম্ফঝম্ফ শুরু করলো।

ইমরান চৌধুরী ভাবলেন, 'এই পান্নাকে অনেক দিন যাবত চিনি, ওর ব্যবহার বহু জায়গায় প্রশংসা করেছি; তবে কেন আজ উন্মাদিনীর মতো বাক্য ঝাড়ছে। নিশ্চয় কু-মতলবের ফন্দি?' আরও সুযোগ পেয়ে পান্না আবার বলল, 'চৌধুরী সাহেব, আপনাকে ভালো জানতাম, উচ্চাসনে শ্রদ্ধা করেছি; কিন্তু আপনি যে চরিত্রহীন লম্পট তা ভাবিনি। তাই আপনাকে ঘৃণা হচ্ছে।'

চৌধুরী সাহেব সিংহের মতো গর্জিলেন, 'খামোশ বেয়াদবের বাচ্চা!' পান্নাও ছাড়লো না, লাফিয়ে বলল, 'ধিক ইতরের ছাও, লজ্জা করে না কথা বলতে চরিত্রহীন কুলাঙ্গার। হারামজাদার বেটা, বাপ দাদার চরিত্রে চরিত্রিত।'

জঘন্য গালি শুনবেন ইমরান চৌধুরী ভাবেননি। কারো মুখে কটুউক্তি শুনবেন, কল্পনাও করেননি। তাই পিতামহের অপবাদ শুনে চণ্ডালের মতো ঘরে ঢুকে কার্তুজ ভর্তি দু'নালা বন্দুক বের করলেন। ঘটনার উপলব্ধি ভৃত্যের বুঝতে দেরী হলো না, এ নিশ্চয় চৌধুরী বংশের তপ্তরক্ত কু-জায়গায় ছিটানোর ফসল। সহসাই বাঁধা দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ইমরান চৌধুরীকে ক্ষান্ত হওয়ার অনুরোধ জানালেও ফল হলো না। ইমরান চৌধুরী অস্ত্র হাতে বারান্দায় এলে পান্নাও জামার বোতাম খুলে বলল, 'নিন হারামির বাচ্চা এখানে গুলি করুন। নিমক হারাম কুত্তার বাচ্চা, পুত্তলিকের ছাও; নিরীহ কত নারীর জীবন নষ্ট করেছেন। সে ইয়ত্তা রেখেছেন? কুলাঙ্গার কুত্তার ছাও।'

আগান্তুকের অকথ্য ঝাঁঝে ইমরান চৌধুরী স্থির থাকতে পারলেন না। বন্দুকের নল পান্নার দিকে তাক করলে ভৃত্য সরিয়ে বলল, 'কী করছেন ছোটসাব, নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে; ঐ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেই করতে হবে।'

www.pathagar.com

ইমরান চৌধুরী ক্ষণিক ভাবলেন, সে ফাঁকে পান্না ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার বলল, 'ইমরান চৌধুরী কুলাঙ্গারের জাত। জেনে নিন আপনার পূর্বপুরুষের ইতিহাস।'

ইমরান চৌধুরী এবারও থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, 'বেয়াদবটা কী বলছে?' ততক্ষণে পান্নার চিল্লাচিল্লি, চৌধুরীর গর্জন, ঘোড়ার চেঁচামিচি শুনে মহল্লার লোকজন জড়ো হয়েছে। কেউ কিছু বলছে না, নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঘটনা উপলব্ধি করছে।

ঘড়ঘড় শব্দে বায়ুকোণের মেঘ ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পরক্ষণেই ধরার বুকে আক্রমণ করবে। সেরূপ ইমরান চৌধুরীর ও পান্নার হৃদপিণ্ড দ্রুততালে চলছে, কে কী করবে ভাবতে পারছে না। পান্না লম্বা দম টেনে আবার খিস্তি করে বলল, 'পিতা, বান্দির গোস্তাকি ক্ষমা করবেন, আপনার পিতা মরহুম একরাম উদ্দিন চৌধুরী ঐ জমিদারবাড়ীর গোমস্তা ছিলেন, তাও নিশ্চয় জানেন?'

এবার রাগের তাড়নায় মাস্টার সাহেব পান্নার দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টি ফেললেন, মুখে কিছুই বললেন না। তখনই পান্না ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলো, 'বাচ্চু দাদা, আমার প্রশ্নটা কি অমূলক?'

প্রশ্নোত্তরে ভৃত্য মুখে কিছুই বলল না, ঘাড় নেড়ে স্বীকার পেলে পান্না বলল, 'মাস্টার সাহেব! আপনি অবশ্যই জানেন আপনার জন্মের পর আপনার মাতা আত্মহত্যা করেছিলেন?' এবারও ইমরান চৌধুরী চুপ রইলেন। পান্না পুনরায় বলল, 'বুঝেছি! আপনি মুখে কিছুই বলবেন না। তবে শুনুন, আপনার মাতা সন্তানপ্রসব করে আঁতুড়ঘরেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর দেহ প্রাণহীন অবস্থায় এ বাড়ীতেই এখনো অন্তরীণ রয়েছে।' এবার চৌধুরী সাহেব লম্বা দম টেনে পান্নার প্রতি তাকালেন। পান্না তখনও বলেই চলছে, 'ইমরান চৌধুরী, ঐ জমিদার বাড়ীর চাকর একরাম উদ্দিন চৌধুরী দুর্গাপূজা উপলক্ষে সস্ত্রীক যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিলেন। ভাগ্যচক্রে জমিদার প্রভুর নজর এড়াতে পারেননি।' এবার ইমরান চৌধুরী তর্জন করে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছ বেয়াদব শয়তানের বাচ্চা! তোমার আস্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয় এর পরিণাম এক্ষুণি ভোগ করতে হবে।'

'উত্তেজিত হবেন না পিতা!' পান্নাও সিংহীর ন্যায় গর্জে বলল, 'আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন, তা না হলে ক্ষ্যাপলেন কেন? ওগো জমিদারের পুত্র আরও শুনুন, কেন আমি অন্ধকার রাতে ঘোড়ায় চড়ে এতো দূর ছুটে এসেছি, তাও নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবার আপনাকে সে গল্পই শোনাব।' ভৃত্য

www.pathagar.com

এগিয়ে এসে বলল, 'ছোট সাব, ও কি বলতে চাচ্ছে শুনুন, পরে বিবেচনা করবেন।'

চৌধুরীবাড়ীর আঙ্গিনা ভর্তি লোকজনের চোখ ছানাবড়া। আজ পর্যন্ত ইমরান চৌধুরীর সামনে কেউ দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস পায়নি। কিন্তু পুরুষবেশী অচেনা ঘোড়সোয়ারী তর্জন নেড়ে গর্জন করে কথা বলছে, কত্তবড় বুকের পাটা ওর। পান্না সোজা হয়ে আবার বলতে লাগলো, 'শুনুন, চৌধুরীবাড়ীর ছোট সাহেব, একরাম উদ্দিন চৌধুরী প্রথমে জমিদারবাড়ীর গোমস্তা ও পরে এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। জমিদারের মনোরঞ্জনে নিরীহ প্রজাদের কন্যা, সদ্যবিবাহিতা রমণীদেরকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে জমিদার বাবুকে উপঢৌকন দিতেন। শেষপর্যন্ত নিজের ঘরণীকেও রক্ষা করতে পারেননি। অবশেষে পারিতোষিকস্বরূপ স্ত্রীকে জমিদার বাবুর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই নয় কি পিতা? পক্ষকাল পর যখন আপনার মাতাকে জমিদার বাবু ফেরত দেন তখন (১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রেজিস্ট্রিকৃত) জমিদারির এক-তৃতীয়াংশ মালিকানার দলিল তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।' পান্না তৎক্ষণাৎ অনেকগুলো কাগজ বের করে বলল, 'এ সেই দলিল। স্মরণ করে দেখুন পিতা ১৮ বছর পূর্বে আপনার বাড়ী হতে এই দলিলখানা খোয়া গিয়েছিল। কী মর্মান্তিক ঘটনা, বংশানুক্রমে সে দলিলখানা এখন আমারই হাতে।' এরপর দন্ত চেপে আক্রোশে আরো বলল, 'বিধাতার কী নির্মম পরিহাস, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই বহন করতে হচ্ছে।'

এবার ইমরান চৌধুরীর অন্তরে বিষয়বস্তু ঢুকলে চেঁচিয়ে বললেন, 'খামোশ হারামজাদির বাচ্চা, অনেক হয়েছে। আস্পর্ধার সীমা থাকা দরকার।' উন্মাদ বেগে বন্দুকের নল পান্নার দিকে তাক করলে এবারও বাচ্চু বাধা দিয়ে বলল, 'ছোট সাহেব, নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে।' দ্বিতীয় বাক্য বলার পূর্বেই পান্না খিস্তি খেয়ে বলল, 'এই শেষ নয় ইমরান চৌধুরী! আপনার জন্যে আরও করুণ তথ্য রয়েছে, আমার পিতামহী দলিলটি সমর্পণকালে বলেছিলেন, 'এই লও গোমস্তা সাহেব, তোমার প্রাপ্য। বাকি পুরস্কার দশ মাস পরে পাবে।' তারপর হতে তিনি গোমস্তা সাহেবের সঙ্গে আর কখনো কথা বলেননি। আপনি জন্মানোর পরই তিনি হীরক খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, ঐ ঘরের সিন্দুকে আজও তিনি অন্তরীণ। চৌধুরী সাহেব! আর কত নাটক দেখাবেন, পরের কাহিনীটুকুও শুনুন, 'ঐ ঘরে একমাত্র আপনারই প্রবেশাধিকার, আপনি মুসলিম নামধারী হয়েও প্রত্যহ লাশ সামনে রেখে মাতৃপূজা করেন। তা আপনার পক্ষেই সম্ভব। কারণ, আপনি যে কোনো জাতের জাত নন, কুলাঙ্গার জাতের পিশাচ।'

www.pathagar.com

ঃ 'বাচ্চু! জানোয়ারের মস্তকটা উড়িয়ে দিচ্ছি।'

ঃ 'ধৈর্য ধরুন ছোট সাব, ধৈর্য ধরুন। কোথাও গোলমাল হয়েছে, নিশ্চয় এ সেই ঝাঁঝালো রক্তের ঝঙ্কার।'

ঃ 'আস্ফালন করবেন না খেতাবধারী পিতা, আপনার জারিজুরি শেষ হয়েছে। অসুশ্রী কাক নীড়ে প্রতিপালিত হয়ে কোকিল রূপে বিচরণ করেছেন। এখনো হায়েনা স্বভাব ভুলেননি। প্রতাপশালী হয়ে দরিদ্র দুহিতার নারীত্ব হরণ করে দূষিত বীর্য ফেলেছিলেন। কিন্তু মহাশয়, কুম্ভকার সম্প্রদায় দুর্বল বিধায় সমাজে পার পেয়েছিলেন। আর আপনি নামেমাত্র মুসলমান হয়ে কুম্ভকার কন্যাকে জাতে তোলেননি। চমৎকার পিশাচস্বরূপ সংকর আপনি মহাশয়, কুমারীর গর্ভে সন্তান এলো বটে, কিন্তু সমাজে ঠাঁই পেল না। রাতের আঁধারে নিক্ষিপ্তা হলো নিশাচরের উদর পুর্তির জন্যে। কী নির্মম পরিহাস, কত নিরুত্তাপ মানবীয় সমাজ। হে ব্রহ্মত্ব জমিদারের বংশধর চেয়ারম্যান একরাম উদ্দিনের পালক পুত্র ইমরান চৌধুরী, এবার নিশ্চয় বুঝেছেন আমি কে? কার রক্তের টানে এখানে এসেছি?'

ঃ 'বাচ্চু! বাচ্চু!! আমাকে ধর, আর যে স্থির থাকতে পারছি না। সহ্য হচ্ছে না ওর বেয়াদবি। ও আমার বংশের কলঙ্ক ছড়াচ্ছে। আমাকে ধর বাচ্চু! আমাকে ধর! আমি ওকে রেহাই দেবো না। বাচ্চু আমাকে ধর! আর যে সহ্য হচ্ছে না।'

ঃ 'এখনো কিছুই বলিনি ইমরান চৌধুরী; মাত্র ছোট্ট গল্প শুনাচ্ছি। অস্বীকার করলে লোক পাঠাবো আপনার মায়ের ঘরে। তিনি সিঁদুর পরে সিন্দুকে প্রাণহীন অবস্থায় এখনো অন্তরীণ রয়েছেন। কী ঠিক বলিনি? গল্পের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আপনার সামনে ঐ বাচ্চু দাদা।'

ঃ 'বাচ্চু! বাচ্চু!! আমি যে ঠিক থাকতে পারছি না, গুলি চালাতে দাও, বাচ্চু! আমার সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি এক্ষুণি ওকে শেষ করবো।'

ঃ 'চৌধুরী সাহেব, মাত্র একখানা বন্দুক হাতে নিয়ে লম্ফঝম্ফ করছেন। এখনও দেখছি গুলি চালানোর নেশাটাও রয়েছে। এই দেখুন! আপনার বন্দুকের চেয়ে আমার কাছে আরও উন্নতমানের দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র। কৈ আমি তো বের করিনি! করবোও না। ইনশাল্লাহ শরীফ সাহেব যে বিদ্যা শিখিয়েছেন, তা ব্যবহারেই জীবন যুদ্ধে জয়ী হবো। তিনি যে আলোর নিশানা দেখিয়েছেন, সে আলোতেই পথ চলবো। গল্পের অর্ধেক হয়েছে মাত্র পিতা।' পান্না কথাটি বলে ঘোড়ার গায়ে চাবুকের বাড়ি দিয়ে লাগাম টেনে ধরলে কালোহীরে দু'পা সামনে তুলে অশ্বরবে ঘুরতে লাগলো।

www.pathagar.com

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

শেষ চৈত্রের দ্বি-প্রহর, দিবাকর মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে অনেক্ষণ পূর্বে; আলোহীন বসুমতি। কালোমেঘের আড়াল হতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গুড়গুড় শব্দে কম্পিত হচ্ছে ধরণী। এখনই ছুটবে প্রলয়ঙ্করী ঝড় রূপে। ইমরান চৌধুরী ও পান্নার হৃদয়ে তদরূপ একই রক্তের ঝড় বইছে। যে ঝড় সংঘাত ঘটাবে, তা ভেঙে পড়বে খানখান হয়ে; হতাহত হবে উভয়ে। যেন ছুটন্ত ধূমকেতু ইলার বুকে আঘাত হানতে এসেছে। এমতাবস্থায় প্রভুভক্ত ভৃত্য কিসের যেন আলামত পেল। ভৃত্য বুঝলো প্রকৃতির নৃত্যে প্রাণের ঝড় একাকার হচ্ছে; এক্ষুণি চৌধুরী বংশ ধ্বংস হবে, বিলীন হবে খেতাব। মুছে যাবে জমিদার বংশের চিহ্ন।

অকস্মাৎ ভৃত্যের চিন্তায় ছেদন পড়লো, বাইরে কোলাহল, কারা যেন হরি নাম উচ্চারণ করে এগিয়ে আসছে। হরি হরি বলো! হরি হরি বলো! তখনই শববাহী খাটিয়ায় মৃতার লাশ নিয়ে ভিতরে ঢুকলে পান্না চিৎকার দিয়ে বলল, 'চৌধুরী সাহেব, ঐ দেখুন, ঐ লাশটি চিনতে পারেন কিনা? তা না চেনাই সম্ভব। কারণ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতিক্রম হয়েছে; এখন চেনার শক্তি নেই। অন্ধকারে আছন্ন। কী করে চিনবেন? আপনি যে উঁচুজাতের প্রভু, আর লাশটি খাঁটি নিষাদ কুম্ভকার তনয়া রত্নাদেবীর। নিশ্চয় চিনতে অসুবিধা হবে। ইমরান চৌধুরী এবার বুঝেছেন, আমি কে এবং কোথা হতে কোন দুয়ারে এসেছি।'

গ্রামবাসী নির্বাক, পরস্পর চেয়ে দেখছে, এবার কী ঘটবে। কত মজার ঘটনাই তো ঘটছে প্রতাপশালী চৌধুরীবাড়ীর আঙ্গিনায়। যারা কখনো ভাবতেও পারেনি, আজ তারা প্রত্যক্ষ করছে। গ্রামবাসী চৌধুরী বংশের দাপট দেখেছে, কিন্তু উদ্ভট ঘটনার চিন্তা কখনো করেনি।

আগন্তুক আজ তত্ত্ব প্রমাণসহ হাজির। অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রামবাসীর সামনে পুরাতন সত্য কিভাবে প্রকাশ পেল; তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না ইমরান চৌধুরী। সেই পঁচিশ বছর পূর্বে কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবক্ষণে যে প্রথম ভুল হয়েছিল। সে তত্ত্ব কিভাবে প্রকাশ পেল সে চিন্তায় ভীতবিহ্বল। লজ্জায় বিমর্ষ। বিবেক বলছে, হে খেতাবধারী ইমরান চৌধুরী, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেও শেষ হবে না; তার চিহ্ন থেকেই যাবে। যা তুমি তুচ্ছ ভেবেছিল–তা পর্বতসম।

www.pathagar.com

যার কথা তুমি কখনো ভাবনি–সে সম্মুখে হাজির। ঐ যুবতী সত্যকাহিনী তুলে ধরেছে, এর পর বলার কিছু থাকে না। এখনই উত্তম ব্যবস্থা নিতে হবে।

দক্ষিণা উষ্ণবায়ুর প্রবাহ থেমেছে। গুরুগুরু শব্দে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কম্পিত হচ্ছে আকাশ, বাতাস, ধরণী, তবু জনতার তাড়া নেই। ওরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘোড়ার খুরে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। দর্শকবৃন্দ মৃতা রত্নাদেবীর লাশ দেখে আশ্চর্য; পান্নাকে দেখেও বিমুগ্ধ। আশ্চর্য হচ্ছে পুরুষবেশিনীর ধৈর্যগুণে। কখনো ইমরান চৌধুরীর প্রতি চেয়ে দেখছে, সেই মাস্টার চৌধুরী যেন জীবিত নন, মৃত। পান্নাও কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ঐ মাস্টার সাহেব, সেই ইমরান চৌধুরী নন। যাকে পিতারূপে সালাম করেছে, তিনি লম্পট। লোক দেখানো সখের চিরকুমার। যার দাপটে তল্লাটবাসী ভীতস্থ ছিল। যিনি ক্ষণকাল পূর্বেও সিংহের ন্যায় গর্জেছেন। তিনি এখন রত্নাদেবীকে দেখে বিমূঢ়। অত্যাচারীর আত্মা এ ভাবেই নুয়ে পড়ে। পান্না রত্নাদেবীর লাশের পানে তাকিয়ে আবার ক্ষেপে উঠলো, দম টেনে ফুসফুস ভরে নিলো, যেন বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে পড়বে।

ইমরান চৌধুরীর অন্তরে প্রবল বেগে ঝড় বইছে। এ ঝঞ্ঝা ঝড় নয়, মহাপ্রলয়ঙ্করী। যে তুফানে সুপ্ততত্ত্ব মানসম্মান ধূলিসাৎ, এ ঝটিকা থামবে না, প্রদীপ নিভাবে। যৌবন তরঙ্গের বেতাল দোলনে দুলে যে ভুল হয়েছিল; সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তে অন্তরের প্রদীপ ফুৎকারে নিভে যাচ্ছে। নিঃশেষ হচ্ছে অন্তর আত্মার জ্বালানি। সমাজ অঙ্গনে কাঙ্ক্ষিত ধন কামনা অন্তে প্রত্যক্ষ পেয়েছে উপযুক্ত কর্মমূল্য। অদ্যাবধি সমাজ অবগত ছিল, ইমরান চৌধুরী একনিষ্ঠ সত্যের সাধক। কিন্তু শেষ অধ্যায় এসে প্রমাণিত হলো, সমাজ বুকে সেবকরূপী চরিত্রহীন লম্পট। সাধুর মুখোশধারী, অসাধু নচ্ছার। তবু অন্তরে প্রশান্তি, জীবনান্তে অবৈধ হলেও কন্যাসন্তানের পিতা হয়েছে। যাযাবর মনের প্রবোধ এই যথেষ্ট, সংকর জীবনে আর কী চাই! এ পাপিষ্ঠ এতেই মহাধন্য। ঐ মাতারূপিনী মেয়ে আহাম্মদ ভিলায় সেই শরৎ রাতের বারিবর্ষণকালে দুধপান করিয়ে বলেছিল, 'মেয়েজাতি যখন হয়েছি, এখন মেয়ের মতও হতে পারি, মায়ের মতও হতে পারি।' তাই দেখছি ঐ মেয়েরূপিনী ঠিকই কল্যাণময়ী মা হয়ে আসছে। এখন আমার প্রস্থানের পালা।

জীবন সংগ্রামের শেষাধ্যায় এসে সমাজ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে শক্তিহীনতায় দুলে প্রাক্তন ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'বাচ্চু, স্থির থাকতে পারছি না, বসতে দাও।' ভৃত্য তেপায়া টোল এনে দিলে মাস্টার সাহেব বন্দুক

www.pathagar.com

হাতে বসলেন। ক্লান্তিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অনুভব করলেন, দেহের হৃদপিণ্ড সমস্ত শরীরের রক্ত টেনে চাপ সৃষ্টি করছে। শরীর হতে অঝোরে ঘাম ঝরছে। আহত বিবেক বাববার আঘাত হানছে, 'হে চৌধুরী, অহংকারী বংশধারীর শেষোত্তরাধিকারী, তুমি অবৈধ সন্তান প্রাপ্ত হয়েছো। এ তোমার জীবনের লজ্জা, মহালজ্জা। হে সমাজ অধিপতি মহাপ্রতাপধারী কর্ণধার তুমি কি করে সমাজে তাপ বিকিরণ করবে; সে পন্থা খুঁজে পেয়েছো কি? আজ তোমারই রক্ত তোমারই অপকর্মের প্রমাণসহ আঘাত হেনেছে; অস্বীকারের উপায় নেই। প্রস্থানই তোমার কল্যাণ।'

ইমরান চৌধুরীর বিবেক বলছে, 'আজ তুমি নামধারী মাস্টার সাহেব নও, লম্পট ইমরান চৌধুরী। তোমারই ভুলে ঐ কুমারীমাতা সমাজের রোষানলে জ্বলে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পুরুষশাসিত সমাজে জানিয়েছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ। তিনি কঠোর মনের অহংকারিণী ছিলেন। জীবদ্দশায় কখনো স্ত্রী হিসেবে দাবী নিয়ে তোমার সামনে আসেননি। ঐ গরীব পরিবার কখনো মস্তক অবনত করেননি, তোমার মত সমাজ অধিপতি ইমরান চৌধুরীর দুয়ারে। গর্ভাবস্থায় সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করেননি কখনো। তিনি অবগত ছিলেন, বিচারে প্রহসন হবে। তাই প্রকৃতির নিকট বিচার চেয়েছেন, পেয়েও গেছেন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। ঐ গরীব কুম্ভকার তনয়া কুমারী রত্নাদেবী সম্ভ্রম হরণকারীর প্রতি বিনাবাক্যে জীবন দিয়ে কি নির্মম ঘাত প্রতিঘাত করলেন। চরম অপমানিত করলেন সমাজ প্রতিপত্তি ইমরান চৌধুরীকে।'

অবিনশ্বর বিবেকের তাড়নায় মাস্টার সাহেব স্বেচ্ছায় স্বগতোক্তি করলেন, 'রত্নাদেবী, আপনিই জয়লাভ করেছেন, আপনিই সমাজে ধন্য। রত্নাদেবী, আপনিই সমাজে ধন্য। রত্নাদেবী, আপনি সমাজকে বুঝিয়েছেন, কী করে প্রতিবাদ জানাতে হয়। সমাজ ব্যক্তিবর্গ আপনাকে ধন্যাদেবী আক্ষায়িত করেছেন। রত্নাদেবী, আপনি পরপারে গিয়ে সুখি হয়েছেন, আমাকে করেছেন অপরাধী। কী নির্মম পরিহাস। সমাজে আপনি অপমানিতা ছিলেন; এখন আমার পালা। আপনি নীরবে অপমান সহ্য করেছেন, কিন্তু আমি সহ্য করতে পারছি না; ঐ শক্তি আমার নেই। জীবন সংগ্রামে আপনি বিজয়া, আমি পরাহিত।'

হে রত্নাদেবী, আপনি পরপাড়ের যাত্রী, ধরায় কন্যার মাতা হয়েছেন। পুরস্ত্রি হতে পারেননি কিন্তু আমি দুহিতার পিতা হওয়া দূরের কথা, মানব সমাজে অসুর হয়েছি। কী নির্মম পরিহাস! আপনাকে বিষে বিষক্রিয়া করতে পারেনি, দূর হতে ঐ গরলে ছোবল মেরেছে আমাকে। আপনার গায়ে কলঙ্কের আঁচড় লাগেনি,

www.pathagar.com

আঁচড় পড়েছে আমার দেহে। হে বিদেহী রত্নাদেবীর আত্মা! আমি স্বীকার পাচ্ছি; আপনার বংশ নিষ্কলঙ্কিত। কিন্তু আমার বংশ কলঙ্কে জর্জরিত। ঐ পান্না কলঙ্কিত রক্ত বহন করেও আমাকে মার্জনা করতে পারছে না। হে প্রাণহীন রত্নাদেবী আপনিই ভাগ্যবতী। নিশ্চয় পান্না আপনাকে ক্ষমা করেছে। সে নিদর্শন আমি দেখতে পাচ্ছি। রত্নাদেবী! আপনি মাতা বলে বিনা দুগ্ধপানে কন্যায় আপনাকে মা বলে শান্তি করেছে। আজ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে পিতার মতো উত্তর না পেলে পান্না আমার রক্ত ঝরাবে। ভুলক্রমে ওকে যৌবনের তপ্তরক্তে জন্ম দিয়ে অন্যায় করেছি। নিশ্চয় ও আমায় ক্ষমা করবে না।

রত্নাদেবী! আমি পান্নাকে বহুদিন পূর্ব হতে চিনি, আপনি চেনেন না ওকে। ও ঠিকই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবে। ওর টগবগিত রক্ত কালবৈশাখী ঝড়ের ন্যায় আমার জীবন ধূলিসাৎ করবে, ও থামবে না; ক্ষতি করবেই। ক্ষতি করাই যে ওর রক্তের নেশা। আমি যতটুকু জানি ও কারো নিকট মাথা নত করেনি, আজও করবে না। ওর শরীরের উষ্ণরক্ত কোনো দিন থামবে না। ঐ বংশের রক্ত পূর্বেও থামেনি, আজও থামবে না। আমি মিথ্যে অহংকারে চৌধুরী বংশের মর্যাদা নিয়ে বড়াই করেছি। রত্নাদেবী! আপনাকে অমানবিক অত্যাচার করেছি, সে জন্য আজ অনুতপ্ত। মিথ্যে অহংকার বয়ে শেষজীবনে এসেও কিছুই পেলাম না। আপনি দিন মজুরেরকন্যা, মাটিঘেঁটে অনাহারে দিনাতিপাত করেছেন। কিন্তু অহংকার করেননি। আমি স্বীয়কর্মের ক্ষমার অযোগ্য। রত্নাদেবী! আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আপনি মৃত হলেও পান্নার মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, এই ধন্য।'

জোরে শ্বাস টেনে আবার মনে মনে বললেন, 'আজ বুঝেছি, রত্নাদেবী! আমার পাপের দাহিকা পান্না নয়। স্বয়ং আমি। সে যন্ত্রণায় দগ্ধ। রত্নাদেবী! পান্না আমার চোখ খুলে দিয়েছে; ওর কার্যকলাপ আপনি কিছুই জানেন না। ও ঝাঁঝালো রক্তের হীরে। আমার পূর্বপুরুষদের চেয়েও কঠিন ওর হৃদয়। অবশ্য পূর্বপুরুষদের রক্তও সঠিক ছিল না। কলুষতায় পূর্ণ ছিল। বংশানুক্রমে সেঁ রক্তের উত্তরাধিকারিণী হয়েও পান্না আজ অনন্যা।

ওহে রত্নাদেবী, ঐ জীবনসংগ্রামী পরোপকারী বন্ধু শরীফ সাহেবের কৌতূহলী তথ্যসংগ্রহ বোমা আজ পান্নার হাতে বিস্ফুরণ ঘটছে। এই তো চিরাচরিত প্রথা, সত্য কখনো চাপা থাকে না। হে বধূবেশী আগমনকারিণী আজ বুঝেছি; সৌরমণ্ডল আবর্তিত উজ্জ্বল ধূমকেতু পৃথিবীর বুকে আঘাত হেনেছে। ঐ আঘাতে চিরশীতল অদিতির সুখের অতিসজ্জায় মৃত্যু ঘটেছে। অভিযোগবিহীন শীতল মহী সৌরমণ্ডল হতে বিদায় নিলে, সৌরমণ্ডলের সদস্যবৃন্দের কক্ষপথের

www.pathagar.com

বিচ্যুতি ঘটছে। আর রক্ষা নেই; শক্তির উৎস্য চিরজ্বলন্ত দাম্ভিক সূর্যের। ঐ বৃহস্পতি পূষাপানে ধেয়ে আসছে। আর রক্ষা নেই তপনের এক্ষুণি মৃত্যু ঘটবে।

হে রত্নাদেবী, আজ আমার ভুল বুঝেছি, আপনাকে গ্রহণ করা উচিত ছিল; কিন্তু তা পারিনি ঐ একরাম উদ্দিনের বাধা অতিক্রম করতে। আজ বুঝেছি, ঐ ভুলের জন্য আমার কলঙ্ক বংশের গোপন রহস্য উন্মোচন হয়েছে। ভালোই হয়েছে রত্নাদেবী, ভালোই হয়েছে; ঐ দাম্ভিক সূর্যের অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে।

হে বধুবেশী আগমনকারিণী, অহংকারীর অস্বীকৃত ভার্যা! আমি বুঝেছি, আপনি মাতৃহৃদয়ে অপত্যবেশী ধূমকেতুর চুম্বনে আনন্দে আত্মহারায় সুখে বিমূঢ়ে লজ্জায় অভিভূতে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আমিও আপনার পথ অনুসরণ করবো। রবি বৃহস্পতি সংঘর্ষস্বরূপ পিতাপুত্রীর রক্তঝঙ্কারে প্রলয় ঘটবে। সুখের মূর্ছায় উজ্জ্বল ছায়াপথ হতে ছিটকে অতল কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হবো। রত্নাদেবী! আমার আর পাবার কিছুই নেই। যা অবশিষ্ট ছিল, তা সবই ঐ পান্না পেয়েছে। এ কলুষিত জারজ সন্তানের সখের চিরকুমারত্ব কর্পূরের ন্যায় উবে গেছে। কী নির্মম পরিহাস রত্নাদেবী! আজ আপনি সত্য প্রমাণসহ বধূবেশে আগন্তুক কিন্তু আমি হেয় করবো না; রক্তগোলাপজলে বরণ করবো। আপনি এসে ঠিকই করেছেন রত্নাদেবী! আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এ সংকর জীবন ধরে রাখতে পারছি না, প্রকৃতির কাছে হার মেনেছি। এখনই প্রস্থানের সময়। পান্নার আক্রমণাত্মক জবাবদিহিতায় অস্থির হয়েছি, এখনই বিদায়ের প্রয়োজন। আর কলুষপূর্ণ জীবন ধরে রাখতে পারছি না। আপনি বধূ সেজে না এলে আজ সূর্যের মৃত্যু ঘটতো, বৃহস্পতিও প্রাণ হারাতো। আপনার আগমনে 'ও' অক্ষয় হয়েছে। ওর সদস্যমণ্ডলী বিস্তৃতি হবে অনন্ত ছায়াপথে। ওর আগমনে খুশি রত্নাদেবী? আমিও। ওর সন্তান সন্ততিগণ আমাদের অব্যক্ত বেদন গেয়ে চলবে ছায়াপথের নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে। আর আপনার বধূবেশ এ বাড়ীতে অমর হয়ে থাকবে চিরকাল। আপনি ভাগ্যবতী রত্নাদেবী, নিশ্চয়ই আপনি সৌভাগ্যবতী!'

মনের অজান্তেই কথাগুলো বলে চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'বাচ্চু!' তৎক্ষণাৎ ভৃত্য এগিয়ে বলল, 'কিছু বলছেন ছোট সাহেব?'

ইমরান চৌধুরীর কর্ণে ভৃত্যের কণ্ঠস্বর প্রবেশ করলো না। বিবেক পুনরায় আক্রমণ করলো, 'হায়রে অনিন্দ্যসুন্দর বসুন্ধরা। অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের অগণিত নক্ষত্রের সৌরমণ্ডলের শীতলগ্রহ। এখানে প্রাণিকূলের পাবার স্থান, দেবার কিছুই নেই। প্রত্যেকেই শূন্যহাতে আগমন পুণ্য হস্তে প্রত্যাগমন, চিহ্ন পড়ে ধর্মকর্মে। আমি শুধু বোকার মতই খেলাম, সঙ্গে কিছুই নেওয়া হলো না। আজ বিদায়

www.pathagar.com

বেলায় বোধোদয় হচ্ছে নিশ্চয় সৃষ্টিকর্তা প্রাণিকূল সৃষ্টি করেছেন সুন্দর সৃষ্টির প্রশংসার জন্য। আফসোস রইলো মনে উত্তম সুযোগ পেয়েও তাঁর বিধান মানা হলো না।

হায়রে মানব প্রাণীর নিঃস্বজীবন পুণ্য অর্জনের সময় নেই। আনন্দ অন্তে প্রস্থানের পালা। তা প্রত্যেকেরই জানা, তবু বিধান মানি না। অবুঝে চলি। ঐ শুনছি মহাপ্রস্থানের সংকেত ধ্বনি, ত্বরাই ফিরতে হবে। থাকার উপায় নেই। যেতে যখন হবে–তবে বিলম্ব কিসের?

কালবৈশাখী আক্রমণকালে কড়কড়ে বিদ্যুৎ চমকালে ধরণী কম্পিত হলো। প্রচণ্ড বজ্রপাত শব্দে দর্শকবৃন্দ কর্ণে আঙ্গুল চাপলো। ঐ উচ্চশব্দে হৃদপিণ্ড ক্ষণিক থামলেও পান্নার কালোহীরে তখনো চক্রাকারে ঘুরছে। পান্নাও দমেনি চৌধুরীর সামনে এসে বলল, 'পিতা! আপনি বাংলার বুকে বাংলার পুরুষশাসিত সমাজের পুত্রসন্তান, জারজ হলেও নর; তাই বুক ফুলে সমাজে চলেছেন। বংশাতীত এবং নিজের কলঙ্ক জীবন জেনেও উন্নতমস্তকে বিচরণ করেছেন। কিন্তু পিতাঃ, আমি যে আপনার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পঙ্কিল রক্তের কলুষিত তনয়া, কী করে বাংলার বুকে জীবনধারণ করবো। পিতাঃ! আপনার ঐ কু-সংস্কারবর্গ থুথু ফেলবে যে। আমি মানবীরূপে জন্মেও ধিক্কারের পাত্রী হবো কেন। পিতাঃ! আপনি নিশ্চয় জানেন এ বাংলাদেশের সমাজ বুক অতিশয় নোঙরা ও ভেদাবেদপূর্ণ। ঐ কু-সংস্কার বিশ্বাসী কুচক্রীদের আঘাত সহ্য করতে পারবো কি পিতা?

হে পিতৃগুরু, আপনারা বঙ্গসমাজের কর্ণধার হয়েও সমাজে সুশিক্ষা দিতে পারেননি। অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে জাতি; কখনো পারবো কি মাথা তুলে দাঁড়াতে? নরম কাদামাটিতে আপনারা যে হিংসার বীজ বুনেছেন, পরবর্তী বংশধরগণ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে কি! আমরা কি প্রতিপক্ষ হাতে চিরকাল নিপীড়িত থাকবো! আপনারা ধর্মীয় হিংসায় জ্বলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন, তাতে বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে সর্বত্র। এ কলুষ সমাজে টিকতে পারবো কি পিতাঃ। এ সমাজে জন্মে কি অন্যায় করেছিলাম? কোন্ অপরাধে ঘৃণার পাত্রী হলাম। জবাব দিন পিতাঃ, জবাব দিন; ঐ জনতার কাছে জবাব দিন। আপনারা জেনেশুনে সমাজকে ঘৃণিত করেছেন, সমাজে দিয়েছেন কু-শিক্ষা, ঐ পরিণাম কী আমাদের ভোগ করতে হবে; ঘৃণিত জীবন কি প্রাপ্য ছিল আমার? পিতা কোন্ সম্মান নিয়ে সোনার বাংলায় জীবনযাপন করবো; বলুন পিতা বলুন।'

www.pathagar.com

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

অনাকাঙ্খিত অপত্যের আরতিপূর্ণ প্রশ্নে ইমরান চৌধুরীর অক্ষিজল গণ্ড বেয়ে ঝরছে। দর্শকবৃন্দও অশ্রু মুছছে। কঠোর ইমরান চৌধুরী এখনো নির্বাক। সংকল্প নিতে ভুগছেন। গোলটুলে বসে বন্দুকের নলের মাথায় দু'হাত রেখে তাতে মস্তকের ভারসাম্য থুতনিতে চেপে মহাচিন্তায় মহাঅপরাধীর ন্যায় দুলছেন। তখনই বাড়ীর আঙ্গিনায় তিনটি শকট প্রবেশ করলে মাস্টার সাহেবের আখিদ্বয় আরো ছানাবড়া হলো। গাড়ি হতে নেমেই শরীফ সাহেব চিৎকার করলেন, 'পান্না--! ইমরান--!! আমরা এসেছি, তোমরা ক্ষান্ত হও।' তখনই তুমুল তালে কড়কড়ে বজ্রপাতসহ ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে চললে সে সঙ্গে ইমরান চৌধুরী পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী ট্রিগারে চাপলেন। কেউ অনুভব করতে পারলেন না, কোথায় কী ঘটছে। দর্শকবৃন্দ তৃতীয় শব্দের উৎস না খুঁজেই ঝড় ঝামেলা হতে রেহাই পাবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটলো।

ঝড়ঝঞ্ঝার শব্দ সঙ্গে পরপর অনেকগুলো বিকট শব্দে স্নায়ুকোষে বিভ্রাট ঘটলেও পান্না ঠিকই বুঝলো ইমরান চৌধুরীর বন্দুক গর্জেছে, কিন্তু কোথায়! প্রতিপক্ষ এখনো অটুট। তবে কি শরীফ সাহেবের বুকে গুলি ছুঁড়েছেন। কৈ তিনিও তো দৌড়াচ্ছেন। তবে কে? এবার অক্ষি বিস্ময়; একি! চৌধুরী সাহেবের মস্তকের উপরাংশ উধাও, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। হায় আল্লাহ্! একি হলো? কী দেখলাম। এখনো তিনি বন্দুকে ঠেস দিয়ে দুলছেন। হায় আল্লাহ্! এ কি হলো, কেন এমন অঘটন ঘটলো।

অপ্রত্যাশিত ঘটনায় পান্নার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। খণ্ডমুহূর্তের খণ্ডাংশে বিবেক বারংবার আহাজারি করলো, হায় আল্লাহ্! একি হলো!! আমি কতশত পাপিনী, কতশত অধমা অপয়া। জন্মের পর মাতাপিতার মুখ দেখিনি, যদিও ভাগ্যচক্রে সন্ধান পেয়েছি, তবু দেখার সুযোগ হলো না। আমার পরিচয়ে তাদের অপমৃত্যু হলো। আমি কেমন সন্তান, আমাকে দেখেই জন্মদাতার মৃত্যু ঘটলো। আমার কেমন ভাগ্য, নিশ্চয় পঙ্কিল রক্তে কলুষিত, অতিশয় জঘন্যতম বিশ্রী। কথাটি ভেবেই পান্না রিভলবার মাথায় ঠেকিয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করলো, 'হে আল্লাহ্! বিশ্বসৃষ্টিকর্তা, সর্বাধিকারী প্রভু, ক্ষমা করুন। আমায় সর্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

ভাগ্যবতী করেছেন, অপার মহিমা আপনার, সকলই আপনার ইচ্ছা। আপনি নির্দোষ, বিনাদোষে জড়াবো না। ভবে মাতাপিতা হন্তীর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যে অপরাধে অপরাধিনী নই, সেই অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে আমাকে; এ অপবাদ সহ্য করবো না। হে আল্লাহ্! ক্ষুদ্র জীবনে অনেক পেয়েছি, আর কিছু চাইনে, পিতামাতা হন্তী অপবাদে বেঁচে থাকার সখ নেই, বিদায় পৃথিবী বিদায়।'

আচমকা পান্না মাথায় গুলি ছুড়ার প্রস্তুতি নিলে শরীফ সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, 'পান্না! তুমি মুসলমান, সৃষ্টিকর্তা তোমাকে কিছুই বঞ্চিত করেননি। তুমি আত্মহত্যা করতে পারো না, আত্মহত্যা মহাপাপ! তা ছাড়া ও রক্ত আমার, তুমি ক্ষতি করার কে?' তখনই একই সময় দু'টি গুলির শব্দে ব্লাকডায়মন্ড স্থির থাকতে পারলো না, অশ্বরবে পা তোলে একই জায়গায় ঘুরতে লাগলে রেকাবীতে পা আটকিয়ে পান্নাও ঘোড়ার পিঠে ঝুলতে লাগলো। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবে চতুর্দিকে কোলাহল শুরু হলো।

ঝড়বৃষ্টি তুমুলতালে আঘাত হানলেও, জামশেদপুরের লোকজন থেমে নেই। তারাও ইমরান চৌধুরীর দিকে ছুটছে। জনতার চাপে বারান্দায় প্রতিবেশীদের সংকুলান হচ্ছে না; হুড়াহুড়ি করছে। প্রত্যক্ষে মনিবের মৃত্যু দেখে ভৃত্য প্রাণ হারালে কেউ তাকে দেখার নেই। পান্নার ঝুলন্ত দেহখানা মুক্ত করতে শরীফ সাহেব নাস্তানাবুদ। অচেতন কন্যাকে মাটিতে নামিয়ে খেয়াল করলেন, শটগানের নিক্ষিপ্ত গুলিটা ঠিকই ওর হাতে লেগেছে, আর ওর রিভলবারের ছুড়া গুলিটা মাথায় ক্ষতচিহ্ন রেখে ছিটকে দূরে গেছে।

তক্তের খাটিয়ায় রত্নাদেবীর শবদেহ বৃষ্টিতে ভিজছে, সেদিকে কারো খেয়াল নেই। অথচ ইমরান চৌধুরীকে দেখার জন্যে গ্রামবাসীর হুড়াহুড়ি। আকস্মিক ঘটনার শোকবিহ্বলতায় রত্নাদেবীর শবদেহ বহনকারীরা হরি হরি বলো! হরি হরি বলো!! ধ্বনিতে মুখরিত করলো। তখনই ঝঞ্ঝা বারিপাত শব্দ ভেদ করে মসজিদ হতে যোহরের আজান ধ্বনি ভেসে এলো, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।'

ঘটনার অভিভূত আবেগে শাহেদ পাশে এসে বলল, 'দেখেন আব্বা, ওর শরীর হতে কত রক্ত ঝরে যাচ্ছে।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে শরীফ সাহেব বললেন, 'যাক শাহেদ যাক! ও রক্ত আমাদের নয়। সহস্র বছর অত্যাচারী সামন্ত জমিদার বংশের পঙ্কিল রক্ত বৃষ্টিতে ধুয়েমুছে যাচ্ছে যাক; যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমাদের শোধিত শোণিত। যে রক্তের টানে এসেছি, সে খুন মুক্ত; যে রুধির জন্যে এসেছি সে লহু অক্ষয়; ওর ধমনি প্রবাহে যে কণিকাগুলো রয়েছে তা

www.pathagar.com

এখন আমাদের।' পুত্রকে কথাটি বলে শরীফ সাহেব পান্নাকে কাঁধে তুলতে ব্যস্ত হলেন, তখনই মনে পড়লো চব্বিশ বছর আগে অকাল বর্ষণে 'ও' বাঁচতে চেয়েছিল, নিয়েছিলাম কোলে। আজ সেই চব্বিশ বছর পর ঝড়োতাণ্ডবক্ষণে আবার ওকে কোলে তুলে নিচ্ছি মমতায় এবং সমাজ সেবার জন্যে। তখনই তন্বী পিছনে এসে অনুনয়ে বলল, 'কাকা! আপনি ওকে তুলতে পারবেন না, ছেড়ে দিন; ঐ যুবকটি ওকে কাঁধে নেবে।' তন্বীর পাশে দাঁড়ানো শফী সাগরকে দেখে শরীফ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, 'ও আবার কে?' তন্বী কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'জি আঙ্কেল ওর নাম শফী সাগর, পান্নার সাম্প্রতিক বন্ধু; ওর বাড়ীও এই জামশেদপুর।' আর কারো পানে না তাকিয়ে সাগরের কোলে পান্নাকে ছেড়ে দিয়ে মৃত ইমরান চৌধুরীর দিকে পা বাড়ালে জামশেদপুরের তরুণ তরুণীরা সমস্বরে চিৎকার করে দৌড়ে এলো, সাগর ভাই, অ– পান্না––।

প্রকৃতির লীলা ভূমে-ফোটে ফুল তমালে
পাপড়ি মেলে দোলে-ঘ্রাণ ছেড়ে পবনে
কভু বৈরী অনিলে-ঝরে পড়ে ভূতলে
উদার হৃদি পেলে-তোলে নিলে ঘরে
উত্তম সেবা দিলে-জীবন পায় ফিরে
কৃতজ্ঞে ঘ্রাণ ছুঁড়ে-স্রষ্টার সৃষ্টির তরে।

শেষ

www.pathagar.com

... সারা রাত ছুটে, অবাঞ্ছিত ও জঞ্জালময় পরিবেশ পিছনে ফেলে বালির চরের জলাধারে নেমে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন মুছে অচিরেই খাড়াই পাড়ে উঠে দেখলো, পূর্ব গগনের অন্ধকার ভেদ করে রক্তাক্ত সূর্যের উন্মেষ ঘটেছে।

বিচলিত ঘোড়সোয়ারী কখনো নদীর পাড় ঘেঁষে, কখনো গ্রামের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে দোঁয়াশ মাটির উঁচুনিচু খানাখন্দ পেরিয়ে ঢালুপথে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে। উন্মাদনা প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হচ্ছে রক্তঝঙ্কারে। আবেগিত হৃদয়ে নারীর টানে যাচ্ছে, যেতে হবে– যাবেই।

"হায়রে মানুষের ভাগ্য", কখন কী ঘটে কেউ জানে না। ঘাড়সোয়ারী টিলা-নালা পেরিয়ে যতই চলছে, ততই অজানা দৃশ্য চোখে পড়ছে। নানা কল্পনা হৃদয়ে জড়ো হচ্ছে। ভোরে স্নিগ্ধ হাল্কা কুয়াশা বিরাজমান। সে কুয়াশা ফাঁকে তপ্তউষা বসুধা পানে চেয়ে ক্ষণেক্ষণে হাসছে। উদীয়মান ভানুরতাপে আকাশের রক্তিমাভা বিলীন হলে ধরণীকে উজ্জল আলো উপহার দিচ্ছে। সেই আলোময় উল্কাবেগে ছুটন্ত ঘোড়সোয়ারী রক্তের টানে ছুটলে রক্তের মিলন ঘটেছিল কী.....?

www.pathagar.com

পরিচিতি

বশীর উদ্দিন আহম্মেদ, জন্ম ১৯৫৪ ইং সালের ২৮ শে জানুয়ারি মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার অন্তর্গত ফুকুরহাটি ইউনিয়ন ও গ্রামে। পিতামহ–মরহুম চাষী মোঃ বকু ফকির, পিতা–মরহুম মোঃ ভেন্দু বেপারী, মাতা–মরহুমা আছিয়া খাতুনের প্রথম সন্তান।

কৃষিকর্মের পাশাপাশী শিক্ষাজীবন শুরু–জান্না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধানকোড়া গিরীশ ইনস্টিটিউশন ও ঢাকা পলিটেকনিক্যাল।

কর্মজীবনের কর্ম ব্যস্ততায় ইচ্ছা থাকলেও এতোদিন লেখালেখি সম্ভব হয়নি। তাই জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ফেলে আসা দিনগুলো থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সাহিত্যের ভাষায় তুলে ধরতে চান মনের সব কথা, সে জন্য কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী ও উপন্যাস বেছে নিয়েছেন। তিনি বাকি জীবনটুকু লেখালেখির আলোকিত জগতে নিয়োজিত থাকতে চান।

ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী রোকেয়া আহম্মদ, পুত্র, কন্যা, স্নুষা ও নাতি নাতনীসহ রাজধানীর বুকে পূর্বগোড়ানস্থ ক্ষণিকালয়ে জীবন যাপন করছেন।

প্রচ্ছদ: মোঃ আব্দুল লতিফ

www.pathagar.com

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com